

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা

সংগ্রহ ও সংকলন

ড: মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব
আবুল কাসেম হায়দার



মুক্তি

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা
গ্রহে বিভিন্ন সরকারের আমলে
জারীকৃত ১৭টি নীতিমালা সংকলন
করা হয়েছে। নীতিমালাগুলো হচ্ছে
জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় খাদ্য
নীতি ১৯৮৮, জাতীয় শিল্প নীতি
১৯৯৯, জাতীয় বন্ধ নীতি ১৯৯৫,
জাতীয় আমদানী নীতি আদেশ ১৯৯৭-
২০০২, রঙ্গনী নীতি ১৯৯৭-২০০২,
জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা
১৯৯৮, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি
১৯৮৬, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি
১৯৯৭, জাতীয় শিশু নীতি ১৯৯৪, শ্রম
নীতি ১৯৮০, জাতীয় ক্রীড়া নীতি
১৯৯৮, জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮,
পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি ১৯৯২, জাতীয়
পানি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় পর্যটন নীতি
মালা ১৯৯২ এবং টেক্সটাইল ট্রেড এন্ড
কোটা নীতি ১৯৯১।

বাংলাদেশ সরকারের
জাতীয় নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা

সংগ্রহ ও সংকলন
ডঃ মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব
আবুল কাসেম হায়দার



হাক্কানী পাবলিশার্স

প্রকাশক
গোলাম মোস্তফা
হাক্কানী পাবলিশার্স
মমতাজ প্লাজা (৪র্থ তলা), বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-৪
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ৯৬৬১১৪১-৩
ফ্যাক্স : (৮৮-০২) ৯৬৬২৮৪৪, ৮৬১০৭৭৮
E-mail : aahcl @ bangla. net

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০০

গ্রন্থস্থল
সংকলকদ্বয়

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

বর্ণ বিন্যাস
মোঃ মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
সৃতি প্রিন্টার্স, ১৪৫/১ আরামবাগ, ঢাকা-১০০০

পরিবেশক
পপুলার পাবলিশার্স
২০ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ২৪৫৯২০

মূল্য
৩৫০.০০ টাকা।

Bangladesh Sarker Jatiya Neetimala by Dr. Miah Muhammad Ayub & Abul Kashem Haider, Published by Golam Mustafa, Hakkani Publishers, Momtaz Plaza (3rd Floor), House # 7, Road # 4, Dhanmondi R/A, Dhaka-1205, First Edition : February 2000, Cover design by Samar Majumder, Printed by Sriti Printers, 145/1 Arambag, Dhaka-1000, Price : Tk. 350.00.

ISBN- 984-433-038-9

ভূমিকা

দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাত সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিকৌশল সম্পর্কে সচেতন নাগরিকদের অনেকেই জানতে আগ্রহী। বিভিন্ন সরকারের আমলে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর এ পর্যন্ত বিভিন্ন নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু এসব নীতিমালা সহজে সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সরকারের নীতিমালা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সুবিধার্থে তাই বিদ্যমান বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালা সংগ্রহ করে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা নামে সংকলন করা হলো।

শোষণ বৈষম্যাহীন একটি সুষম অর্থনৈতিক কাঠামো তথা উন্নত জীবন-মানের প্রত্যাশা নিয়ে স্বাধীনতাভোর বাংলাদেশ তার যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে জাতির জন্য উন্নয়ন নীতি কৌশল গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সরকারের আমলে সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন ও সংশোধন আনার সাথে সাথে উন্নয়ন নীতি কৌশলের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। ‘সমাজতন্ত্র’ এর পরিবর্তে ‘সামাজিক ন্যায় বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র’ প্রতিস্থাপিত হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় মিশ্র ব্যবস্থা এবং পর্যায়ক্রমে উদারনীতি অনুসরণের ধারা পরিলক্ষিত হয়।

সংবিধানে উল্লিখিত অংগীকারের আলোকে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়ন নীতি কৌশল প্রণয়ন করে। বিভিন্ন সময় সরকার পরিবর্তিত হলেও কোন কোন নীতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন, কোনটির ক্ষেত্রে আংশিক পরিবর্তন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সরকারের নীতি অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ১৯৮০ সালের শ্রমনীতি, ১৯৮৬ সালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি, ১৯৮৮ সালের খাদ্য নীতি এবং ১৯৯৫ সালের বস্ত্রনীতি এখনও কার্যকর রয়েছে। এ সকল নীতি এক আমলে প্রণীত হলেও পরবর্তী সরকাব কতটা অনুসরণ করেছে তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও অন্ততঃ বাতিল করা হয়নি অর্থাৎ সরকারীভাবে তা কার্যকর রয়েছে। কেবল কোন নীতিমালা যেমন-নারী উন্নয়ন নীতি, ক্রীড়া নীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি

ইত্যাদি কতিপয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কম-বেশী সকলেই মোটামুটি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। ফলে এগুলোর ক্ষেত্রে বিতর্ক কম হওয়ায় পরিবর্তনের তাগিদও খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু স্বাস্থ্য নীতি, শিক্ষা নীতি, কৃষি নীতি, পানি নীতির মত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। প্রায় প্রতিটি সরকারই এসব ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নীতিমালা প্রণয়নের চেষ্টা করে। ফলে আগেকার সরকারের নীতি পরিবর্তিত হয়। ১৯৮২ সালে প্রগৱ্য স্বাস্থ্যনীতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছে। শিক্ষা নীতির ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত স্থিতিশীল কোন নীতি গৃহীত হয়নি। বিষয়টি সম্ভবতঃ দেশের সবচেয়ে বিতর্কিত নীতি যেখানে একমত্যের বিরাট অভাব। ১৯৯৭ সালে গঠিত শিক্ষা নীতি প্রণয়ন কমিটি প্রতিবেদন পেশ করেছে যা এখন সরকারের কাছে বিবেচনাধীন।

এ গ্রন্থে সরকারের বিভিন্ন খাতের ১৭টি বিদ্যমান নীতিমালা সংকলন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৭৫-৮১ সালের ১টি, ১৯৮২-৯০ সালের ২টি, ১৯৯১-৯৫ সালের ৫ টি এবং ১৯৯৬-১৯৯৯ সালের ৯টি। বর্তমান সরকার কর্তৃক নতুন স্বাস্থ্য নীতি ঘোষনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলে ১৯৮২ সালের স্বাস্থ্যনীতি এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

এ গ্রন্থে সংকলিত বিভিন্ন জাতীয় নীতিমালাসমূহ আগ্রহী পাঠক, গবেষক, পেশাজীবী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে কাজে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সংশ্লিষ্ট সকলে বইটি থেকে উপকৃত হলে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

ঢাকা

ফেব্রুয়ারি ২০০০

ডঃ মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব
আবুল কাসেম হায়দার

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা
১. জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯	১
২. জাতীয় খাদ্য নীতি, ১৯৮৮	৩৫
৩. জাতীয় শিল্প নীতি, ১৯৯৯	৪৩
৪. বস্ত্র নীতি, ১৯৯৫	৭২
৫. জাতীয় আমদানী নীতি আদেশ, ১৯৯৭-২০০২	১০২
৬. রপ্তানি নীতি, ১৯৯৭-২০০২	১৭৭
৭. জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮	২০৬
৮. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি, ১৯৮৬	২২৮
৯. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ১৯৯৭	২৫৬
১০. জাতীয় শিশু নীতি, ১৯৯৮	২৮০
১১. শ্রম নীতি, ১৯৮০	২৯১
১২. জাতীয় ক্রীড়া নীতি, ১৯৯৮	২৯৯
১৩. জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮	৩০৯
১৪. পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি, ১৯৯২	৩৩৭
১৫. জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯	৩৪৯
১৬. জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ১৯৯২	৩৭৪
১৭. টেক্সটাইল ট্রেড এভ কোটা নীতি, ১৯৯১	৩৮৯

১. জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯

১. ভূমিকা

- ১.১ বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৪ ভাগ গ্রামে বসবাস করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যাপক কর্মকাণ্ডে জড়িত। মোট দেশজ উৎপাদন অর্থাৎ জিডিপির শতকরা প্রায় ৩২ ভাগ আসে কৃষি থেকে এবং এককভাবে ফসল উৎপাদন খাতের অবদান হচ্ছে জিডিপির শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত এবং এককভাবে ফসল খাতেই নিয়োজিত রয়েছে শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৫৭ ভাগ।
- ১.২ আধুনিক কৃষির পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছে। যদিও অতীতে কৃষি বলতে মাটি কর্ষণ করে কেবল ফসল উৎপাদনের কাজকেই বুবানো হতো, আধুনিককালে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত কৃষির সংজ্ঞানুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের পাশাপাশি অন্যান্য কৃষি পণ্য, যেমন মাছ, মৎস, ডিম, বনজ দ্রব্য ইত্যাদির উৎপাদন, উন্নয়ন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন, সম্প্রসারণ প্রভৃতি প্রায়োগিক কর্মকাণ্ডই কৃষির আওতাভুক্ত হয়েছে। উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী শস্য উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, বনায়ন- এ সবকিছুই কৃষির অন্তর্ভুক্ত আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়। তবে, নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের কৃষিতে ফসলই হচ্ছে সর্ববৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ খাত।
- ১.৩ সার্বিকভাবে কৃষির আওতায় ফসল উৎপাদন, মৎস্য, পশুসম্পদ, পরিবেশ ও বন উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হলেও ইতোমধ্যে মৎস্য, পশুসম্পদ, পরিবেশ ও বন বিষয়ক পৃথক পৃথক নীতিমালা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, কৃষি মন্ত্রণালয় সার্বিক কৃষির সর্ববৃহৎ খাত হিসেবে ফসল সংশ্লিষ্ট যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক দিক নির্দেশনামূলক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সংগত কারনেই এতে ফসল উৎপাদন ও বিপণন এবং উৎপাদনের চালিকাশক্তি হিসেবে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন, বীজ, সার, কৃষিধণ বিষয়ক নীতিমালা প্রাধান্য পেয়েছে। যেহেতু, বাংলাদেশের বৃষ্টিতে

ফসল খাতই এখনও মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে এবং কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় সরকারী কর্মকাণ্ডে এ খাতটি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে, সেহেতু ফসল খাতের উন্নয়ন বিষয়ক নীতিমালাকে “জাতীয় কৃষি নীতি” নামে অভিহিত করা হলো।

- ১.৪ বাংলাদেশে কৃষিকে লাভজনক খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে গ্রামীণ দারিদ্র্য লাঘব ও সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। এজন্যে বর্তমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল এবং লাভজনক বাণিজ্যিক কৃষি হিসেবে পুনর্গঠিত ও বিকশিত করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে একটি সুচিত্তি, সমন্বিত ও পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফসল খাত তথা গোটা কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও রূপান্বয় ঘটানো জাতীয় কৃষি নীতির মূল লক্ষ্য।
- ১.৫ একটি কার্যকর কৃষি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষি খাতে বিদ্যমান নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয় এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে:

সহায়ক বিষয়সমূহ

- ◆ কৃষি খাত মোট দেশজ উৎপাদনের একক বৃহত্তম অংশীদার।
- ◆ ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা অত্যন্ত শ্রমঘন এবং দেশে পর্যাপ্ত শ্রমের যোগান রয়েছে।
- ◆ কৃষি খাতেই সবচেয়ে বেশী দক্ষ ও আদক্ষ শ্রমের কর্মসংস্থান হয়।
- ◆ সাধারণতঃ সারা বছরব্যাপী কৃষি উৎপাদনের জন্যে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ বিদ্যমান।
- ◆ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক জীববৈচিত্রি (biodiversity) বিদ্যমান।
- ◆ বিভিন্ন ফসল ও কৃষি পণ্য সামগ্রী প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান, বিশেষ করে খাদ্য শক্তি, খনিজ লবণ ও খাদ্য-প্রাণের প্রধান উৎস।
- ◆ কৃষি পণ্যের মূল্য সংযোজন অকৃষি পণ্যের তুলনায় অনেক বেশী।

প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- ◆ কৃষিকাজ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ।
- ◆ আবাদযোগ্য ভূমির প্রাপ্ত্যাহাস।
- ◆ যথাযথ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার অভাব।
- ◆ কৃষিজীবি জনগণের ব্যাপক দারিদ্র্য।

- ◆ কৃষিকাজের জন্যে প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব।
- ◆ কৃষি পণ্য দ্রুত পচনশীল এবং ফসল তোলার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি অনেক।
- ◆ কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ লাগসই প্রযুক্তির অভাব।
- ◆ উন্নত প্রযুক্তি প্রসারে মন্তব্য এবং মাটি ও পানি সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন ফসলের ফলনে নিম্নগতি।
- ◆ অনুন্নত বিপণন ব্যবস্থার কারণে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির অনশ্চিয়তা।
- ◆ কৃষি খাতে অগ্র ও পশ্চাত্যুক্তি সংযোগ (backward-forward linkage) অত্যন্ত দুর্বল।
- ◆ শাক-সজি ও ফলমূলসহ কৃষি পণ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সীমিত জ্ঞান।
- ◆ ত্বকমূল পর্যায়ে দক্ষ ও কার্যকর কৃষক সংগঠনের অনুপস্থিতি।
- ◆ উন্নত বীজ, সার, সেচ এবং অন্যান্য উপকরণের অগ্রতুল ব্যবহার।

১.

জাতীয় কৃষি নীতির উদ্দেশ্যাবলী

জাতীয় কৃষি নীতির মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে দানাদার খাদ্য উৎপাদনসহ সকল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতিকে খাদ্যে স্বনির্ভর করে তোলা এবং সবার জন্যে একটি নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জাতীয় কৃষি নীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

- ◆ লাভজনক ও টেক্সই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং কৃষকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি করা।
- ◆ ভূমির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন করা।
- ◆ কোন একটি ফসলের ওপর অতিশয় নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে ঝুঁকি হাস করা।
- ◆ খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক পুষ্টিমান সম্পদ খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
- ◆ বিভিন্ন ফসলের বিরাজমান জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করা।
- ◆ জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology) থ্রেন্ড, ব্যবহার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

- ◆ জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) জোরদারকরণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশসমত টেকসই কৃষি ব্যবস্থা (Environment-friendly sustainable agriculture) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ◆ ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির জন্যে দক্ষ সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং খরার সময় সম্পূরক সেচ ব্যবহারে কৃষকদেরকে উৎসাহ প্রদান ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ◆ খামার ব্যবস্থা (Farming System) ভিত্তিক কৃষি উৎপাদন ও এগো-ফরেন্ট্রি কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষিকে বৈচিত্র্যময় ও স্থায়িত্বশীল আয়বর্ধক খাত হিসেবে গড়ে তোলা।
- ◆ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কৃষকদের জন্যে ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং উপকরণ বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণের ফলে কৃষক পর্যায়ে উদ্ভৃত সমস্যাবলী দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ◆ কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।
- ◆ সময়মত কৃষি ঝণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঝণদানের জন্যে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।
- ◆ শিল্পখাতের জন্যে সহায়ক ফসল ও অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা।
- ◆ কৃষি পণ্যের আমদানি হাস এবং রফতানী বৃদ্ধির নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ◆ কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিনির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ◆ প্রাক্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।
- ◆ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization বা WTO) এর কৃষি চুক্তি, সাফটা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির আলোকে জাতীয় স্বার্থ অঙ্কুন্ন রেখে কৃষি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা।
- ◆ প্রাক্তিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্যে আপৎকালীন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

২. ফসল উৎপাদন নীতি

৩.১ খাদ্যশস্য উৎপাদন, বিশেষতঃ ধান উৎপাদন নির্ভর নিবিড় চাষ পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে কৃষকের জন্যে লাভজনক মনে হলেও কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদ্ধতি ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আবাদকৃত কৃষি জমির প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগে ধান উৎপাদন করা হয়। ভূমি ব্যবহারের দিক থেকে অন্যান্য প্রধান ফসলগুলো হচ্ছে ডাল (৪.৬৪%, গম (৩.৯২%), তৈলবীজ (৩.৭৭%), পাট (৩.৭১%), ইঞ্চু (১.২৩%) আলু (১.১১%), ফল (০.৮৪%) এবং সজী (১.৩৯%)। এক-ফসল নির্ভর উৎপাদন নীতি কোনভাবেই বিজ্ঞানসম্মত বা অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। সংগত কারণেই অন্যান্য ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বাড়ানো দরকার। তবে খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় রেখে এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও নিশ্চিককল্পে দানাদার খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রমে ধানের প্রাধান্য অব্যাহত রাখা হবে। ধান উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে অধিকহারে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজসহ আধুনিক প্রযুক্তি এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করে হেট্টের প্রতি ফলন বাড়ানোর সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৩.২ বাংলাদেশে নীট আবাদী জমির মাত্র ৪.১৪% আবাদযোগ্য পতিত, অর্থাৎ এদেশে আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ানো প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশে ফসলের নিবিড়তা প্রায় ১৮৫%। সূতরাং কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হলে অবশ্যই একই সাথে চাষের নিবিড়তা ও ফসলের ফলন দুটোই বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের গৃহীত নীতি হচ্ছে:

- ◆ ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জামিতে কেবল একক ফসল (single cropping) না করে আন্তঃফসল (inter-cropping) উৎপাদনের সহায়ক কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।
- ◆ বর্তমান উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফসলের সম্ভাবনাময় ফলন (potential yield) ও কৃষক পর্যায়ে প্রকৃত ফলন (farmers' yield) এ দুটোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- ৩.৩** শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচী ফসল উৎপাদন নীতির একটি অন্যতম উপাদান। ফসল খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে ফসল উৎপাদন নীতির আওতায় শস্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রম বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে। এ ব্যাপারে সরকারের নীতি নিম্নরূপঃ
- ◆ গম আবাদের জমির পরিমাণ ইতোমধ্যে ০.৮০ মিলিয়ন হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। গমের এলাকা বাড়ানোর আরও সম্ভাবনা রয়েছে এবং সে লক্ষ্যে কৃষকদের উৎসাহিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে।
 - ◆ বিগত দু' বছরে ভূট্টার উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। হাঁস-মুরগীর খাবারের পাশাপাশি বর্তমানে মনুষ্য খাবার হিসেবেও ভূট্টা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কৃষকদের ভূট্টা আবাদে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ধান ও গমের অনুরূপ সরকারী পর্যায়ে ভূট্টার সংগ্রহ প্রথা চালু করা হয়েছে। ভূট্টার এলাকা ও উৎপাদন বৃদ্ধির চলমান প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে।
 - ◆ শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচির আওতায় অন্যান্য ফসল, যথাঃ আলু, ডাল, তেলবীজ, শাক-সজি, ফল-মূল ও মশলা ফসলের আবাদ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করা হবে।
 - ◆ পাট, তুলাসহ বিভিন্ন অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারিত করা হবে।
 - ◆ দেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহ এবং পার্বত্য অঞ্চলের উপযোগী সম্ভাবনাময় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হবে।
- ৩.৪** প্রকৃতপক্ষে, ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি উন্নতমানের বীজ, দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা, সুষম সারের ব্যবহার এবং সময়মত কৃষি ঝণ প্রাপ্যতার ওপর নির্ভরশীল। মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে কৃষি উপকরণ সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমটি ইতোমধ্যে অনেকাংশে বেসরকারী খাতে হস্তান্তরিত হয়েছে। এর ফলে সাধারণভাবে সুফল পাওয়া গেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন সেচব্যন্ত এবং সারের বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়েছে। কৃষির অন্যতম প্রধান উপকরণ সার বেসরকারী খাতে হস্তান্তরের ফলে সারের

অপ্রাপ্যতা, মূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারী এবং গুণগতমানের অভিযোগ উঠেছে। এমতাবস্থায়, সরকারের পদক্ষেপগুলো হবে নিম্নরূপঃ

- ◆ কৃষকের চাহিদার নিরিখে কৃষি উপকরণ, বিশেষ করে সেচযন্ত্র, সার, বীজ ও কৃষিঝণ সরবরাহ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে গড়ে তোলা হবে।
- ◆ বেসরকারী খাতের দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের কাঠামো এবং তার প্রয়োগ জোরদার করা হবে।

৩.৫ প্রতি বছর বাংলাদেশের খরাপীড়িত এলাকায় জমির আর্দ্রতা সঠিক পর্যায়ে না থাকার কারণে ফসল উৎপাদন, বিশেষ করে আমন ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সমস্যা মোকাবেলার জন্যে গৃহীত নীতি হচ্ছেঃ

- ◆ অতি তীব্র খরা এবং তীব্র খরা পীড়িত এলাকায় সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।
- ◆ প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পার্বত্য এলাকাসহ দেশের কোন অঞ্চলে কোন ফসলের জন্যে সর্বাধিক উপযোগী ও লাভজনক তা সনাক্ত করে ফসল উৎপাদনের উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ করা হবে।
- ◆ যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল তোলার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও অপচয় রোধ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.৬ কৃষি উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শ্রম ও পুঁজির অভাবে লাভজনকভাবে ফসলের আবাদ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তাই পর্যাপ্ত শ্রম ও পুঁজির সংস্থান করে অধিকতর উৎপাদন, আয় ও সমতার লক্ষ্যে স্বপ্রগোদ্দিত সমবায়ভিত্তিক উৎপাদন ও কৃষি পণ্য বিপণনের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৪. বীজ

৪.১ বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্যে প্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন বীজের সামান্য অংশই বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। বাকী বীজ বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত, সংরক্ষিত ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বেসরকারী খাতে বীজ শিল্পের

উন্নয়নের লক্ষ্য ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক জাতীয় বীজ নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় বীজ নীতির আওতায় সরকার ১৯৭৭ সনে প্রবর্তিত বীজ আইনের সংশোধন করেছে এবং ১৯৯৭ সনে সংশোধিত আইনের আলোকে বীজ বিধিমালাও প্রণীত হয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার নিম্নোক্ত নীতিসমূহ অনুসরণ করবে:

- ◆ প্রচলিত বীজ আইন ও বীজ বিধিমালার আলোকে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতকেও বীজ উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাত করার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।
- ◆ বীজের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে বীজের পরিচর্যা, নির্দিষ্ট আদর্শের মানে বীজ সংরক্ষণ এবং সংরক্ষণাগারের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিময়ে বেসরকারী কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।
- ◆ বীজ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সহায়ক নীতি প্রণয়ন, কারিগরী সহায়তা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- ◆ প্রচলিত শিল্প নীতিতে প্রযুক্তিভিত্তিক বীজ উৎপাদন, বীজ-বর্ধন (seed multiplication) ও সংশ্লিষ্ট খামারভিত্তিক কার্যক্রমকে শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বীজ শিল্প বিকাশের জন্যে এই নীতি অব্যাহত থাকবে এবং যথাযথ সরকারী সহায়তা দেয়া হবে।
- ◆ সরকারী ও বেসরকারী খাতের বীজ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা ছাড়াও সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ নীতি অব্যাহত থাকবে, যাতে করে কৃষকরা সহজেই উন্নতমানের বীজ ব্যবহার করতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যেই বিএডিসি'র কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে বিএডিসি'র বীজ বিতরণ কার্যক্রম মোট চাহিদার দশ শতাংশে উন্নীতকরণের যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- ◆ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন দুর্বিপাকের সময় প্রধান প্রধান ফসলের বীজের স্বাভাবিক সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ইতোমধ্যে চালুকৃত বাফার ষ্টক প্রথা অব্যাহত রাখা হবে।

- ◆ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারী খাতকে হাইব্রিড বীজ আমদানীর জন্যে ইতোমধ্যে শর্তসাপেক্ষে যে সুযোগ দেয়া হয়েছে, প্রাণ্ড ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণপূর্বক তা আরো সুসংহত করা হবে। তবে, বেসরকারী খাত যাতে দেশে হাইব্রিড ধানের বীজ উৎপাদন করে কৃষকের জন্যে অধিক ফলন ও আর্থিক সুফল নিশ্চিত করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হবে।
- ◆ বর্তমানে বীজ প্রত্যয়নের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী। মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সরকারী পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের উৎপাদিত “বিশ্বস্তভাবে মান ঘোষিত বীজ” (truthfully labelled seeds) বিপণনের সুযোগ দেয়া হবে। তবে এক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব বীজের মোড়কীকরণ ও প্রত্যয়নের সমগ্র কার্যক্রমটি পরিবীক্ষণ করার আইনসম্মত কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ওপরই থাকবে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে (International Seed Testing Association (ISTA) এর সদস্যভুক্ত করে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বীজ রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৫. সার

৫.১

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার একটি অন্যতম প্রধান উপকরণ। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধির সাথে সারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সারের সরবরাহ এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। রাসায়নিক সারের সুবর্ম ব্যবহার না হওয়ার ফলে একদিকে যেমন জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় ফলন (potential yield) অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রসংগে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে এমন নীতিমালার প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন করা, যাতে একদিকে কৃষকদের সুষম সার ব্যবহার বাড়ানোর সুযোগ থাকে, আবার অন্যদিকে মাটির উর্বরতা শক্তি বিনষ্ট না হয়। সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তৎক্ষণিক ফলন বৃদ্ধি অপেক্ষা দীর্ঘ যোয়াদে ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও তা সংরক্ষণ করার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। সার

ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ অব্যাহত থাকবেঃ

- ◆ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইউরিয়া সারের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে গুটি ইউরিয়া সারের ব্যবহার সম্প্রসারিত করার জন্যে যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা আরও জোরদার করা হবে।
- ◆ মিশ্র-সারের (blended fertilizer) ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার পাঁচটি প্রেডের যে বিনির্দেশ জারী করেছে তা অব্যাহত থাকবে।
- ◆ কৃষক পর্যায়ে সারের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন প্রয়োগের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।
- ◆ সুসম সার ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন, প্রচার, ইত্যাদি কার্যক্রমের আরও সম্প্রসারণ ঘটানো হবে।
- ◆ ফসল উৎপাদনে জৈব ও বীজানু সার ব্যবহার এবং কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। প্রাকৃতিকভাবে মাটির পুষ্টি উপাদানসমূহের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে কৃষকরা যাতে উপযুক্ত ফসলক্রম (cropping pattern) অনুসরণ করতে পারে সেই লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, অনুপ্রাণিতকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ◆ মাটি ও পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর যে কোন সারের উৎপাদন, আমদানি, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হবে।
- ◆ বেসরকারী খাতে সার বিতরণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। তবে বিভিন্ন সারের সময়মত সরবরাহ ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনবোধে সরকারী পর্যায়ে সার আমদানি করা হবে।
- ◆ সময়মত চাহিদা অনুযায়ী কৃষক পর্যায়ে সার বিতরণ ব্যবস্থা মনিটরিং এর জন্যে জেলা ও থানা পর্যায়ে যে কমিটি সরকার কর্তৃক গঠন করা হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।
- ◆ বর্তমানে প্রচলিত সারের বাফার ষ্টক প্রথা অব্যাহত থাকবে।
- ◆ ফসফেটিক ও পটাশ সার এবং বিভিন্ন মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট এর ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত (DAP,

Diamonium Phosphate) সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।

- ◆ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিউটকে শক্তিশালী করে মৃত্তিকা ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (Agroecological Zone বা AEZ) ভিত্তিক পঞ্চ বার্ষিক অনুক্রমে মৃত্তিকা পরীক্ষার কার্যক্রম ওরু করা হবে। এ ছাড়া মাটির গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে ইতোমধ্যে প্রবর্তিত “সয়েল হেল্থ কার্ড” এর ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হবে।

৬. ক্ষুদ্র সেচ

- ৬.১ খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন এবং ফলন বৃদ্ধির জন্য সেচ হচ্ছে অন্যতম প্রধান উপকরণ। মোট সেচকৃত জমির শতকরা ৯০ ভাগই ক্ষুদ্র সেচের আওতাধীন। ফসল উৎপাদনের নিরিঢ়তা ও ফলনের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির জন্যে সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এজন্যে জাতীয় কৃষি নীতিতে উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- ৬.২ সেচযন্ত্রের উদার আমদানি, সেচ কার্যক্রম বেসরকারী পর্যায়ে হস্তান্তর এবং সেচযন্ত্র স্থাপনের স্থান নির্বাচন ও সেচ যন্ত্রের মান নির্ধারণ বিষয়ক বিধি নিষেধ (siting restriction and standardization of irrigation equipment) প্রত্যাহারের ফলে দেশে ক্ষুদ্র সেচযন্ত্রের সংখ্যা ও সেচের আওতায় জমির পরিমান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা খাদ্যশস্য, বিশেষ করে ধান ও গমের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। তবে, সেচের প্রসার ঘটেছে প্রধানতঃ ভূগর্ভস্থ পানি সেচ প্রযুক্তি অর্থাৎ অগভীর নলকৃপ ধারা; গভীর নলকৃপ চালিত সেচ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তেমন বাড়েনি। ভূপরিষ্ঠ পানি নির্ভর সেচের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও তা প্রসার লাভ করেনি। সেচযন্ত্র স্থাপনের স্থান নির্বাচন বিষয়ক বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের ফলে সেচের ওপর বেশ কিছু বিরূপ প্রভাবও পড়েছে। যেমন, কোন কোন এলাকায় কারিগরী দিক থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অনুপযুক্ত সেচযন্ত্র স্থাপনের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, এমনকি কোথাও কোথাও সেচের পানির প্রাপ্ত্যাহাস পাচ্ছে। এতে সেচযন্ত্রের কাম্য ব্যবহার হচ্ছে না এবং

কৃষকদের সেচ কার্যক্রমের ব্যয় তথ্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় পানি নীতি এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৬.৩ সেচ কার্যক্রম বেসরকারী পর্যায়ে স্থানান্তরিত হলেও সেচ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সরকারের ওপরই বর্তায়। এই প্রেক্ষিতে কৃষি নীতির আওতায় ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হবে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিস্থ পানির সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করে ফসল উৎপাদনে নিরিডৃতা ও ফলন বৃদ্ধি করা। এ লক্ষ্য সাধনে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের কার্যক্রম জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয় করা হবে। সেচ ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

- ◆ বর্তমানে সেচকৃত এলাকায় সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও উন্নতমানের সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচের খরচ কমানোর প্রচেষ্টা নেয়া হবে।
- ◆ সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সেচ যন্ত্রপাতির উদার আমদানি নীতি অব্যাহত রাখা হবে। সেচ যন্ত্রের বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে বেসরকারী পর্যায়ে সেচ কর্মসূচী বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সেচ যন্ত্রের মূল্য তুলনামূলক কমিয়ে আনা হবে।
- ◆ সার্বিক সেচ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে জাতীয় পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে কৃষকের ব্যবহারিক জ্ঞান বাঢ়ানোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- ◆ সেচ কাজের জন্যে ভূপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবহারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং এজন্যে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার স্প্রসারিত ও সুসংহত করার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। জাতীয় পানি নীতি এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে ভূপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযুক্ত ব্যবহারের (conjunctive use) ওপর জোর দেয়া হবে।

- ◆ খাল,বিল ও ছেট নদীর পানি ধরে রাখার জন্যে অবকাঠামো নির্মাণ করে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন যান্ত্রিক পাম্পের সাহায্যে সেচ পানির প্রাপ্ত্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া ছেট ছেট নদী, খাল, দীঘি, মজা পুকুর সংক্ষার ও পুনঃখন করে পানির প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে। এরপে জলাধারে মাছ চাষ এবং খালের দু'ধারে বৃক্ষরোপণ করা হবে।
- ◆ বিদ্যুৎ চালিত সেচের খরচ কম এবং দক্ষতা সাধারণতঃ বেশি বিধায় সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে।
- ◆ অতি তীব্র এবং তীব্র খরা পীড়িত এলাকায় রোপা আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকবে এবং সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগসহ কারিগরী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ◆ সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্যে এলাকাভিত্তিক বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির প্রাপ্ত্যা অনুযায়ী কৌশল নির্ধারণ করে তদানুযায়ী সেচ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তা সেচ কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কৃষকদের উদ্বৃদ্ধির গ্রহণসহ বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে জলাধার নির্মাণ করতঃ জোয়ারের পানি ধরে রেখে যান্ত্রিক সেচের সুবিধা বাড়ানোর জন্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সেচ সুবিধাভোগী জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- ◆ অনুন্নত এবং অন্তর্সরমান এলাকায় প্রাথমিকভাবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় সেচ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে সেচ সম্প্রসারণের উপায় উন্নয়ন ও লাগসই প্রযুক্তির সেচযন্ত্র স্থাপন এবং বিপণনের জন্যে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- ◆ স্থানীয় পর্যায়ে সেচ যন্ত্র মেরামতের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্যে বেসরকারী উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করা হবে। এ

লক্ষ্য স্থানীয় পর্যায়ে মেকানিক্স সার্টিস প্রসারের জন্যে ঝণ
প্রদানসহ কারিগরী দক্ষতা অর্জন ও তা বৃদ্ধির জন্যে বিশেষ
কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

- ◆ সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করে সেচের পানির অপচয় রোধ এবং
প্রতি সেচ যন্ত্রের আওতায় সেচ এলাকা বৃদ্ধির জন্যে কৃষকদের
প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ◆ সেচের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যে উপযুক্ত
ফসলক্রম প্রণয়ন করে শস্য বহুমুখীকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে
ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা হবে। শস্যে বহুমুখীকরণ
কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন ফসলের জন্যে উপযুক্ত সেচ পদ্ধতি
প্রচলন করে কৃষকদেরকে উদ্বৃদ্ধ করা হবে।
- ◆ সেচ ব্যবস্থা নিয়মিত মনিটর করা হবে এবং প্রয়োজনীয় উপাত্ত
সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্যে দিক
নির্দেশনা প্রদান করা হবে। সেচযন্ত্রে বিনিয়োগকারী কৃষক ও
ব্যবসায়ীদের নিকট সেচ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত
সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।
- ◆ ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের ওঠানামা ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার ওপর কি
ধরনের প্রভাব ফেলছে বা ভবিষ্যতে তা সেচ ব্যবস্থাকে কিভাবে
প্রভাবিত করতে পারে তা সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং এর জন্যে সংশ্লিষ্ট
সহযোগী সংস্থার সাথে সমর্পিত পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- ◆ সেচযন্ত্র স্থাপনের জন্যে স্থান নির্বাচন ও মান নির্ধারণ বিষয়ক বিধি
নিষেধ তুলে দেয়ার ফলে সৃষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনকলে সেচ
কর্মকাণ্ডের কারিগরী ও আর্থিক দিক সম্পর্কে কৃষকদের সচেতনতা
বৃদ্ধি ও সঠিক উপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ◆ সেচের জন্যে পানির প্রাপ্যতা, সেচ প্রযুক্তির ব্যবহার ও তার
প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ ও ভবিষ্যত কর্মসূচী
গ্রহণের লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থা, পানি সম্পদ এবং সেচ প্রযুক্তির ওপর
গবেষণা জোরদার করা হবে।
- ◆ বারমাসি পাহাড়ী ছড়ায় বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরী করে সেগুলো
সেচ ও মৎস্য চাষে ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ
করা হবে।

৭. বালাই ব্যবস্থাপনা

- ৭.১ সমর্পিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) হবে রোগ বালাই দমনের মূল নীতি। কৃষি নীতির আওতায় বালাই দমনের জন্যে নিম্নলিখিত কার্যক্রমের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে:
- ◆ ক্রমবর্ধিত হারে বালাই প্রতিরোধী ফসলের জাত ব্যবহারে কৃষকদেরকে উন্নুন্দ করা হবে। আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, যাতে করে ফসলে রোগ বালাই এর প্রকোপ কম হয়।
 - ◆ যান্ত্রিক উপায়ে পোকামাকড় দমন অর্থাৎ আলোর ফাঁদ, হাতজাল ইত্যাদি পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি ও জনপ্রিয় করে তোলা হবে। জৈবিক দমন পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্ষতিকর পোকা মাকড় দমন এবং উপকারী পোকা মাকড় সংরক্ষণ করা হবে।
 - ◆ কৃষক পর্যায়ে সমর্পিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সাফল্যজনক প্রচলন এবং জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন কৃষি উন্নয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে সমর্পিত বালাই ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কৃষকদের মধ্যে মতবিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।
 - ◆ বালাই ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সার্টেইল্যাস ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরাদার করা হবে।
- ৭.২ সমর্পিত বালাই ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ দ্বারা যেসব ক্ষেত্রে রোগ বালাই দমন সম্ভব হবে না কেবলমাত্র সে সব ক্ষেত্রেই রাসায়নিক বালাইনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হবে। রাসায়নিক বালাইনাশক বিতরণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বর্তমান বিধি বিধানের আওতায় যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ
- ◆ মানব, মৎস্য এবং পশু-পাখির স্বাস্থ্যের জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিকর কোন রাসায়নিক বালাইনাশকের উৎপাদন, আমদানি, বিতরণ কিংবা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে।
 - ◆ প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার নির্বৎসাহিত এবং পর্যায়ক্রমে তা নিষিদ্ধ করা হবে।
 - ◆ জাতীয় পর্যায়ে বালাইনাশক ঔষধ অনুমোদনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং অনুমোদিত বালাইনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষাসহ এর মনিটরিং কার্যক্রম জোরাদার করা হবে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ

- ৮.১ পশু শক্তির চরম ঘাটতির প্রেক্ষাপটে কৃষি পণ্য উৎপাদনে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। কৃষি উন্নয়নের জন্যে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অন্যৌকার্য বিধায় সরকার বিষয়টির প্রতি বিশেষ শুরুত্ব প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে যন্ত্রশক্তি ব্যবহার বৃদ্ধিকে উৎসাহ ও সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে মুক্ত বিপণন ব্যবস্থায় টেষ্টিং এবং ট্যাঙ্কার্ডইজেশন পথে বিলোপ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চলমান ধারাকে দ্রুততর করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে শুরু রেয়াতসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
- ৮.২ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরিত করতে নিম্নের্বর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ
- ◆ দেশের কোন অঞ্চলে কোন ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হবে বা কোন পর্যায়ে যান্ত্রিকীকরণ গ্রহণ করা হবে তা সেই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, হালের গরুর সংখ্যা, গুণগতমান এবং কৃষি শ্রমিকের প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে। এসব তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা গণ মাধ্যমে প্রচার করে এ খাতে বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
 - ◆ কৃষি ক্ষেত্রে পশু শক্তির ক্রমাগত ঘাটতির ফলে কৃষি উৎপাদনে পশু শক্তির ওপর নির্ভরশীলতা যাতে ত্রাস করা যায় সে লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রতি কৃষকদের ঝোক বৃদ্ধি করা ও ঝণ সুবিধা দেয়া হবে। এ উদ্দেশ্যে কৃষি যন্ত্রপাতির ক্রমবর্ধমান বাজার চাহিদার সম্ভাবনা ও লাভজনক বিনিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য গণমাধ্যমে প্রচার করা হবে, যাতে বেসরকারী খাত ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।
 - ◆ কৃষি ক্ষেত্রে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে অঞ্চল ভেদে কৃষকদের মাঝে আগামীতে পশু শক্তির ব্যবহার কম-বেশী প্রচলিত থাকবে। তাই

দেশের অপ্রতুল পশু সম্পদ যাতে দক্ষতার সাথে ব্যবহৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে গবেষণার মাধ্যমে পশু শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ‘পাওয়ার ডেলিভারী সিস্টেম’ অর্থাৎ পশুর ক্ষমতা হতে কৃষি যন্ত্র পর্যন্ত শক্তি প্রক্ষেপণে আরও দক্ষ ও উন্নততর ব্যবস্থা উন্নাবন করা হবে।

- ◆ কৃষকরা যাতে তাদের প্রয়োজনের উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতি বাজার থেকে ইচ্ছামত সংগ্রহ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও আমদানি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কাজে নিযুক্ত কারখানাসমূহকে কাঁচামাল আমদানীর জন্যে এবং উৎপাদিত কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে কর/শুল্ক রেয়াত প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- ◆ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী ও ব্যবহারকারী উভয়কেই প্রয়োজনীয় ঝণ সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ◆ আধুনিক কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই কৃষকের পক্ষে এককভাবে সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রচলিত পশুশক্তি নির্ভর চাষাবাদের পাশাপাশি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রচলনের জন্যে কৃষকদেরকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে উন্নত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে/লীজ গ্রহণে উদ্বৃদ্ধ করা হবে। এ প্রেক্ষিতে স্বপ্রণোদিত সমবায় সংগঠনকে উৎসাহিত করা হবে এবং সমবায়ভিত্তিক যান্ত্রিক চাষাবাদ কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

৯. কৃষি গবেষণা

- ৯.১ ফসল খাতের দ্রুত উন্নয়নের জন্যে সুপরিকল্পিত এবং সমর্পিত গবেষণা কার্যক্রম একান্ত অপরিহার্য। ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাকে লাভজনক ও টেকসই করার লক্ষ্যে দ্বি-মুখী কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাপনার আওতায় যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। একদিকে কৃষকদের চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্যে কৃষক, বিশেষ করে প্রাণিক, শুল্দ, মাঝারী কৃষক এবং মহিলাসহ জনবলের জন্যে কম ব্যয় সম্পূর্ণ উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি উন্নাবন অর্থাধিকার

পাবে। অন্যদিকে, সর্বাধুনিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণা জোরদার করা হবে এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। কৃষি গবেষণার কার্য্যিত লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ

- ◆ ফসল উৎপাদনের অর্থনৈতিক উপযোগিতা নিরূপনের জন্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ সকল জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিপণন বিষয়ক গবেষণা জোরদার করা হবে।
- ◆ ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা (National Agricultural Research System বা NARS) পর্যাবৃত্তে (periodic) মূল্যায়নের মাধ্যমে আরও সমর্পিত ও শক্তিশালী করা হবে।
- ◆ বিভিন্ন কৃষি গবেষণা ইনসিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বেসরকারী উদ্যোগী ও এনজিওদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর ও জনপ্রিয় করে তোলার কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

৯.২ জাতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের গবেষণা কর্মসূচী প্রণয়নকালে নীতিগতভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করতঃ সময় ও লক্ষ্যভিত্তিক গবেষণা কর্মসূচী প্রণয়ন করবেঃ

- ◆ মৃত্তিকা ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল (Agro-ecological Zone বা AEZ) ভিত্তিক গবেষণা।
- ◆ মাটির গুণগতমান, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর নয় এমন সব সার উত্তাবন ও প্রয়োগ সংক্রান্ত গবেষণা।
- ◆ বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক গবেষণা।
- ◆ অঞ্চলভিত্তিক সেচযুক্ত এবং সেচবিহীন চাষাবাদের ওপর গবেষণা।
- ◆ ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কৃষকের ব্যয় হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত খামার ব্যবস্থাপনা গবেষণা।

- ◆ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভিন্ন ফসলের জন্যে সর্বাধিক উপযোগী এবং লাভজনকরূপে চিহ্নিতকরণের জন্যে গবেষণা।
- ◆ বিভিন্ন ফসলের বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণা।
- ◆ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় উভিদজাত বালাইনাশক উত্তীর্ণ ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত গবেষণা।
- ◆ ফসলের মান ও ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধিমূলক গবেষণা।
- ◆ ফসল বৈচিত্র্য বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য পুষ্টির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত গবেষণা।
- ◆ বিভিন্ন ফসলের অভ্যন্তরীণ এবং রপ্তানী চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির ধারা নির্ধারণ ও তার প্রভাব সম্পর্কিত কৃষি অর্থনীতি গবেষণা।
- ◆ ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং অপচয়রোধ সংক্রান্ত গবেষণা।
- ◆ কৃষি কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রতিবন্ধকতা নিরসন সংক্রান্ত গবেষণা।
- ◆ খরা ও বন্যা পরিস্থিতির উপযোগী বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উত্তীর্ণযুক্ত গবেষণা।
- ◆ বিভিন্ন ফসলের জন্যে স্বল্পমেয়াদী উন্নত জাতের বীজ উত্তীর্ণ সংক্রান্ত গবেষণা।
- ◆ শস্য বহুমুখীকরণ সংক্রান্ত কৃষিতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক গবেষণা।
- ◆ দেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহ এবং পার্বত্য অঞ্চলসহ জলাবদ্ধ (water logged) ও লবণাক্ত (salinity affected) এলাকায় আবাদের জন্যে উপযুক্ত ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উত্তীর্ণযুক্ত গবেষণা।
- ◆ গভীর পানিতে চাষযোগ্য ধানের (Deep Water Rice) উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উত্তীর্ণযুক্ত গবেষণা।
- ◆ সমন্বিতভাবে ফসল ও মৎস্য চাষের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উত্তীর্ণ সংক্রান্ত গবেষণা।
- ◆ ফসলের বিপণন ও দামের গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত গবেষণা।

১০. কৃষি সম্প্রসারণ

১০.১ কৃষি সম্প্রসারণ জাতীয় কৃষি নীতির একটি অন্যতম মূল উপাদান। কৃষি জমির উপযুক্ত ব্যবহার তথা জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্যে জাতীয় পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণের প্রয়োজন রয়েছে। কৃষকদের মাঝে উপযুক্ত টেকসই প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ, যথাযথ উপদেশ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বৃদ্ধ করা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের দায়িত্ব। কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ হবেঃ

- ◆ টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে উন্নতজাতের ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রমাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে এই নীতি বাস্তবায়ন জোরদার করা হবে।
- ◆ গবেষণালক্ষ নতুন প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে যথাযথভাবে হস্তান্তরকল্পে কৃষি গবেষণা সম্প্রসারণ যোগসূত্র (research-extension linkage) আরো জোরদার করা হবে। এই যোগসূত্র শক্তিশালী করার কাজে বেসরকারী উদ্যোগ্যা, এনজিও এবং কৃষকদেরকেও সম্পৃক্ত করা হবে।

১০.২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের সাংগঠনিক কাঠামোটি যথেষ্ট ব্যাপক এবং দক্ষ জনশক্তি সমৃদ্ধ। এ সংস্থাটিকে আরও দক্ষ ও কার্যকর করে তোলার জন্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

- ◆ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের ফসলের চাহিদা ও আবাদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আবাদকৃত জমি যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্যে যুক্তিসংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম প্রণয়ন করবে।
- ◆ বিভিন্ন ফসলের সম্ভাব্য আবাদের প্রেক্ষিতে গুণগতমান সম্পর্ক বীজ, সার, সেচ, বালাইনাশক ইত্যাদির চাহিদা, সরবরাহ এবং প্রাপ্যতা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের নিয়মিত মনিটর করবে। এ ছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের ফসল ভিত্তিক বিভিন্ন উপকরণের চাহিদার হাস্বৃদ্ধি ও প্রাপ্যতা পরিস্থিতি সম্পর্কে আগাম প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা জাতীয় পর্যায়ে অবহিত করবে।

- ◆ কৃষি প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গণ মাধ্যম যথাঃ বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে। এছেতে কৃষি তথ্য সার্ভিসকে জোরদার করা হবে।
- ◆ স্থানীয় সরকারের অধীনে সরকার কর্তৃক বরাদ্দপ্রাণ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তহবিলের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। ইক ভিত্তিক প্রদর্শনী খামার যা ইতোমধ্যেই চালু করা হয়েছে, তা জোরদার করা হবে। খামারের মূল কার্যক্রমের সাথে সংগতি রেখে সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের কর্তৃক প্রদর্শনী প্লটের জন্যে ফসল নির্ধারণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট ফসল মৌসুমের শুরুত্বপূর্ণ সময়ে কৃষক এবং সম্প্রসারণ কর্মীগণ কর্তৃক প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন ও আলোচনা কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।
- ◆ কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তির দ্রুত হস্তান্তরের জন্যে একাধিক সম্প্রসারণ পদ্ধতি যেমন কৃষি মেলা, মাঠ দিবস, চাষী র্যালী ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হবে।
- ◆ স্বপ্রেণোদিত সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদ কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ সেবা জোরদার করা হবে।

১১.

কৃষি বিপণন

১১.১ উৎপাদনের সাথে বিপণন ও তপ্তোত্ত্বাবে জড়িত। কিন্তু বর্তমান কৃষি খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে বিপণন ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা অসংগঠিত ও দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। কৃষি পণ্যের বাজার সাধারণতঃ মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে, যা কৃষককে প্রায়ই হতাশ ও নিরুৎসাহিত করে। এমন একটি অবস্থা ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে মোটেই অনুকূল নয়। কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

- ◆ দেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান এবং ভোকাসাধারণ যাতে উপযুক্ত মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে পারেন তার জন্যে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও সুষ্ঠু বিপণন কাঠামো গড়ে তোলা হবে।
- ◆ কৃষি বিপণন অধিদণ্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্যে সংস্থাটির উপযুক্ত কাঠামোগত পুনবৰ্ণন্যাস ও প্রয়োজনীয়

দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা হবে। বিপণন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, কর্মসূচী প্রণয়ন ও যথাযথ দিক নির্দেশনার জন্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণের পাশাপাশি 'কৃষি মূল্য কমিশন' শীর্ষক একটি আতিথানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

১১.২ ফসল বিপণনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

- ◆ সারা বছর কৃষি পণ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে এবং চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অধিক হলে ফসল তোলার পরবর্তী সময়ে তা গুরুত্বান্তরকরণ ও সংরক্ষণ করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
- ◆ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।
- ◆ প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে দ্রুত পচনশীল কৃষি পণ্যের অপচয় রোধ, উপযোগিতা বৃদ্ধি এবং গুণগতমান বজায় রাখা হবে।
- ◆ কৃষি পণ্যের মান ও শ্রেণী বিন্যাস কার্যক্রমের মাধ্যমে এগুলোর রঙানী বৃদ্ধি করা হবে। স্থানীয়ভাবে এসব পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির জন্যে ভোজার রুচি, পছন্দ ও পুষ্টিমান অনুযায়ী পণ্যের শ্রেণী-বিন্যাসকরণ, প্রমিতকরণ, মোড়কীকরণ ও গুণগতমান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে।
- ◆ হাটবাজার ও আনুষঙ্গিক ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ উন্নয়নের মাধ্যমে বিপণন কর্মকাণ্ডের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে।
- ◆ বাজার সম্পর্কিত তথ্য সার্টিস জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোজাদের নিকট সঠিক তথ্য সরবরাহ করা হবে।
- ◆ ভোজা/ব্যবহারকারী, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী সকলকে নতুন ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার এবং নতুন প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করা হবে।
- ◆ বিপণন ডাটা বেইজ স্থাপন এবং তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিপণন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানকলে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

- ◆ ১৯৬৪ সালের কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৮৫ সালে সংশোধিত) এর যুগোপযোগী সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- ◆ উৎপাদনকারী কৃষক যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রয় সে, জন্যে 'চুক্তিবদ্ধ বিক্রয়' এর মাধ্যমে উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী, রঞ্জনীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।
- ◆ স্বপ্রণোদিত সমবায়ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা উৎসাহিত করা হবে।
- ◆ ফসল তোলার মৌসুমে কৃষক যাতে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় এবং ফসলহানি বা অধিক ফলনজনিত অবস্থায় পণ্য মূল্য স্থিতিশীল থাকে সে লক্ষ্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ব্যবস্থা জোরদার করাসহ উৎপাদিত ফসলের জন্যে প্রয়োজনমত মূল্য সহায়তা (output price support) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

১২. ভূমি ব্যবহার

- ১২.১ সামগ্রিকভাবে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। ভূমি ক্ষেত্রভেদে ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তি হলেও এর ব্যবহার অবশ্যই সামাজিক লক্ষ্য ও উপযোগিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তা ছাড়া, বেশির ভাগ কৃষকই ক্ষুদ্র, প্রাতিক ও বর্গাচারী বিধায় তাদের ব্রার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।
- ১২.২ ফসল উৎপাদনে পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহারের জন্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ
 - ◆ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনসিটিউট (Soil Resources Development Institute SRDI) কর্তৃক অর্থাধিকার ভিত্তিতে ল্যান্ড জেনিং কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। এজন্যে এসআরডিআই এর সমন্বিত উদ্যোগ আরও শক্তিশালী করা হবে।
 - ◆ ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণকে সম্পৃক্ত করে মৌজা বা গ্রাম পর্যায় থেকে উর্দ্ধমুখী (bottom-up) প্রক্রিয়ায় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হবে।

- ◆ অধিকাংশ এলাকায় একই জমি একাধিক ফসল উৎপাদনের উপযোগী। সেক্ষেত্রে জমিতে কেবলমাত্র ধান-মান ফসলক্রম অনুসরণ না করে ভূমির উপযোগিতা সাপেক্ষে বিকল্প অর্থকরী ফসল আবাদে ব্রহ্ম দেয়া হবে।
- ◆ উর্বর কৃষি জমি ক্রমাগত অকৃষি কাজে যেমন, বেসরকারী স্থাপনা, বাড়িস্থর নির্মাণ, ইটভাটা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রবণতা রোধকল্পে সরকারের ভূমি নীতির আলোকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ◆ একই জমিতে প্রধান ফসলের সাথে সাথী ফসল হিসাবে অন্যান্য ফসল চাষের উদ্যোগ নিয়ে জমির সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- ◆ ভূমি হকুম দখলের মাধ্যমে অকৃষি খাতের উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষি জমির অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হবে।
- ◆ ফসলী জমির মালিক কর্তৃক গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ভূমি যাতে অব্যবহৃত না রাখা হয় তার জন্যে ভূমি মালিকদের উন্নুন্নকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- ◆ প্রাক্তিক ও বর্গাচারীদের স্বার্থ যাতে সংরক্ষিত হয় এবং কৃষি জমি দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত রাখা না হয়, সেলক্ষে সরকারের ভূমি নীতির আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৩. কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- ১৩.১ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাঢ়ানো ও তা স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ে দক্ষ জনবল গঠন করা কৃষি নীতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। কৃষি শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতির আলোকে কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে গৃহীত সরকারী নীতি হচ্ছে:
- ◆ সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত কৃষি কলেজগুলোর প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থাপনা আরও দক্ষ ও জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনবোধে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার

সমন্বয়সাধন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- ◆ দেশে কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু অবশ্যই প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষি কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার জন্যে একটি পূর্ণ নির্ধারিত মান এবং সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে।
- ◆ সকল কৃষি কলেজ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচী এবং পরীক্ষা বিধি অনুসারে পরিচালিত হবে। কৃষি কলেজগুলোতে কর্মরত শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা ও পদোন্নতির সংক্রান্ত বিষয়েও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ◆ দেশের ১৩ টি ডিপ্লোমা কৃষি প্রশিক্ষায়তনের (Agriculture Training Institute বা ATI) কারিগরী মান, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হবে।
- ◆ কৃষি কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ আরও জোরদার করা হবে এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ব্লক সুপারভাইজারদের চাকুরীকালীন নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

১৪. কৃষি ঋণ

- ১৪.১ অতীত ও সাম্প্রতিককালের বিভিন্ন সমীক্ষায় প্রমানিত হয়েছে যে অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক) থেকে কৃষি ঋণ পাওয়া কৃষকদের জন্যে সহজলভ্য নয়। অন্যদিকে গ্রামীণ ব্যাংক ও বেশ কিছু এনজিও কৃষকদের মাঝে ঋণ দিয়ে থাকে, যদিও তা সাধারণতঃ অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কৃষি ঋণের সিংহভাগই অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল। অথচ এই সূত্র থেকে যে পরিমাণ কৃষি ঋণ দেয়া হয় তা মোট চাহিদার মাত্র অতি অল্প অংশই পূরণ করতে সক্ষম।

- ১৪.২ মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঋণ বিতরণ মনিটরিং এর জন্যে অতীতে জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি ঋণ কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু জেলা পর্যায় ব্যতীত অন্য দুই পর্যায়ের কমিটিগুলোর কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। জেলা পর্যায়ের কমিটিও সকল জেলাতে কৃষি

- ঝণ কার্যক্রম সঠিকভাবে নিয়মিত মনিটরিং করছে না। জাতীয় পর্যায়ে কৃষি ঝণ কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোন মনিটরিং কাঠামো নেই। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও অর্থ, বিভাগে মাসিক ঝণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি মনিটরিং করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ঝণ সম্পর্কিত সরকারের নীতি হচ্ছেঃ
- ◆ কৃষি নীতির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে কৃষি ঝণ প্রদানের সকল পর্যায়ে নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা হবে। এজন্যে জাতীয় পর্যায়ে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মনিটরিং ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী বিকল্প সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর, অর্থ বিভাগের সচিব, কৃষি সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (কৃষি), সরকারী খাতের সকল অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালককে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কমিটিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধি, সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষক সংগঠন ও কৃষিবিদ সংগঠনের একজন করে প্রতিনিধি এবং কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত তিনজন এনজিও প্রতিনিধিও সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। এই কমিটি সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কৃষি ঝণ বাস্তবায়নের দিক দির্দেশনা প্রদান করবে এবং কৃষি ঝণের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করবে। এছাড়া কমিটি জাতীয় পর্যায়ে কৃষি ঝণ পরিস্থিতি নিয়মিত মনিটর করবে।
 - ◆ জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান করে গঠিত জেলা পর্যায়ের কৃষি ঝণ কমিটির কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এই কমিটিতে প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ব ও বিশেষায়িত ব্যাংকের জেলা পর্যায়ের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক/সর্বোচ্চ কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের জেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, বিএডিসি'র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত এনজিও প্রতিনিধি এবং সরকার

কৃত্ক মনোনীত দু'জন প্রগতিশীল কৃষককে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। রাষ্ট্রায়াত্ম লীড ব্যাংকের আধিগ্রামিক ব্যবস্থাপক/সর্বোচ্চ কর্মকর্তা কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এই কমিটি মাঠ পর্যায়ে কৃষি ঝণ কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তা নিয়মিত মিনিটের ও পর্যালোচনা করবে। কমিটি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটি দুটোর সুপারিশক্রমে কৃষি ঝণের চাহিদা নিরূপণ এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক জাতীয় পর্যায়ের কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ করবে।

- ◆ থানা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত কৃষি ঝণ কমিটিগুলোকে কার্যকর করে তোলা হবে। থানা পর্যায়ের কমিটির চেয়ারম্যান হবেন থানা নির্বাহী কর্মকর্তা। সংশ্লিষ্ট থানার সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, থানা পর্যায়ের সকল সরকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক, থানা কৃষি কর্মকর্তা এবং থানা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এই কমিটির সদস্য হবেন। থানা পর্যায়ের লীড ব্যাংকের ব্যবস্থাপক এই কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সংসদ সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে জেলা পর্যায়ের কমিটি কৃত্ক সুপারিশকৃত সংশ্লিষ্ট থানার দু' জন প্রগতিশীল কৃষক এবং কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এনজিও প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে এই কমিটিকে জোরদার করা হবে। এই কমিটি ইউনিয়ন কৃষি ঝণ কমিটির মাধ্যমে কৃষি ঝণ বিতরণ ও আদায় পরিষ্কারির অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং কাজের তৎপরতা বৃদ্ধিকরে স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ◆ ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি ঝণ কমিটির চেয়ারম্যান হবেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট ব্লক সুপারভাইজার এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। স্থানীয় ব্যাংক ম্যানেজার বা ফিল্ড সুপারভাইজার এই কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটিকে শক্তিশালী করার জন্যে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি এবং দু' জন প্রগতিশীল কৃষককে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই কমিটির দায়িত্ব হবে (১) বাধ্যকারিক ভিত্তিতে সম্ভাব্য কৃষি ঝণ গ্রহীতার তালিকা প্রণয়ন, (২) কৃষি ঝণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উদ্বৃত্তন

কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রদান, (৩) সময়মত ঝণ বিতরণ হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত মনিটর করা এবং (৪) ঝণ আদায়ের জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

- ১৪.৩** ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের কৃষি ঝণ কমিটির প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার মনোনীত মহিলা প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের কৃষি ঝণ কমিটিতে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হবে।
- ১৪.৪** সরকার কৃষি ঝণ বিতরণ কার্যক্রম আরও সহজ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কৃষি ঝণ বিতরণ সরলীকরণ সম্পর্কিত নতুন কিছু নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে আয়দানকারীদের অর্থে পরিচালিত ব্যাংকসমূহকে তাদের বিতরণকৃত অর্থের আদায় নিশ্চিত করতে হয় বিধায় বিতরণ সরলীকরণ এবং আদায় নিশ্চিতকরণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণ পদ্ধতি পরিচালনা করতে হবে। কৃষি ঝণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি-মূলতঃ মনিটরিং, ঝণ পরিশোধে উদ্বৃদ্ধকরণ, অভিযোগ তদন্ত করে নিষ্পত্তিমূলক সুপারিশ প্রদান, সমষ্ট সাধন ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে ঝণ প্রদান ও আদায়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ঝণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এককভাবে ঝণ দানকারী ব্যাংকের থাকবে এবং তা আদায়ের দায়িত্ব উক্ত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখার ওপর ন্যস্ত থাকবে।
- ১৪.৫** কৃষি ঝণ সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ক্রমবর্ধমানহারে ব্যাংক ঝণ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। এ ছাড়াও কৃষি ঝণ ব্যবস্থাকে জৌরদার করার জন্যে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের মডেলে কৃষি ঝণ ফাউন্ডেশন শীর্ষক একটি প্রাতিষ্ঠানিক কঠামো প্রবর্তনের রূপরেখা কৃষি মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করেছে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের আওতায় গঠিতব্য কৃষি ঝণ ফাউন্ডেশন একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যার মূল লক্ষ্য হবে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের ঝণ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে কৃষি কাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে ফসল আবাদের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও কৃষি বহুবুদ্ধিকরণের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন ও সার্বিক জীবন যাত্রার মান উন্নত করা। এ উদ্দেশ্যে

বিভিন্ন সরকারী, আধা সরকারী, বেসরকারী ও উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনসমূহকে সহযোগী সংস্থা (partner organization) হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ (micro credit) বিতরণ কর্মসূচী হাতে নেয়া হবে। এই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রবর্তনের জন্যে চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৫. কৃষি উৎপাদনে সরকারী সহায়তা ও আপত্তকালীন পরিকল্পনা

১৫.১ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্যে সরকার কর্তৃক সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকার নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করবে:

- ◆ সরকার বিভিন্নভাবে কৃষকদেরকে সহায়তা প্রদান করতে পারে যেমন, কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস করে, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রদানের মাধ্যমে, শুল্ক ও কর রাহিতকরণের মাধ্যমে, প্রয়োজনে সম্পূরক সেচের খরচ আংশিকভাবে বহনের মাধ্যমে, কৃষি ঝণের সুদের হার হ্রাস করে ইত্যাদি। এজন্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে একটি থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হবে। এই অর্থ শুধুমাত্র সরকারের কৃষি সহায়তা কার্যক্রমের জন্যে ব্যবহৃত হবে।
- ◆ যে কোন প্রাকৃতিক দুর্ঘোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষয়ক্ষতি পুষ্টিয়ে নেয়ার জন্যে সরকার আপত্তকালীন সহায়তা কর্মসূচী গ্রহণ করবে। এজন্যে রাজস্ব খাত থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে একটি থোক বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা হবে।
- ◆ যে কোন ধরণের প্রাকৃতিক দুর্ঘোগে শস্যহানি ঘটলে কৃষক পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি পুষ্টিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণের জন্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আপত্তকালীন পরিকল্পনা (contingency plan) থাকবে।
- ◆ প্রতিকূল আবহাওয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কৃষকদের করণীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে পূর্ব সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (Early Warning System) জোরদার করা হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদণ্ডের অধীনে কৃষি আবহাওয়া

বিজ্ঞান (Agrometeorology) এর ভিত্তিতে সম্প্রসারণ বার্তা (extension message) প্রদানের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। এজন্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে একটি কৃষি আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এই কেন্দ্রের প্রধান কাজ হবে এ্যাগ্রো-মেটেওরোলজিক্যাল এবং এ্যাগ্রো-ক্লাইমেটিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করে শস্যের রোপন/বপনের সময় ও সম্ভাব্য ফলন সম্পর্কে কৃষকদেরকে আগাম ধারণা দেয়া ও এ্যাগ্রো-মেটেওরোলজিক্যাল উপদেশ প্রদান করা।

১৬. খাদ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন

১৬.১ ১৯৯২ সালের আন্তর্জাতিক পুষ্টি সম্মেলন (International Conference on Nutrition, 1992) এর (World Declaration) অনুযায়ী কৃষি সংশ্লিষ্ট নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

- ◆ উন্নয়ন নীতি ও কর্মসূচীতে পুষ্টির বিষয়টি যথাযথ বিবেচনায় এজন্যে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম জোরদার করা (Improving nutritional objectives, components and considerations into development policies and programmes)।
- ◆ পরিবার পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা (improving food security down to the household level)।
- ◆ খাদ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি ও নিরাপদ খাদ্য সংস্থানের মাধ্যমে ভোকাদের শার্থ সংরক্ষণ করা (Protecting consumers through improved food quality and food safety)।

১৬.২ উপরোক্ষেষ্ঠিত সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও স্বীকৃত পদক্ষেপের আলোকে সরকার ইতোমধ্যেই জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং পুষ্টি সম্পর্কিত কর্ম-পরিকল্পনা (National Plan of Action on Nutrition) অনুমোদন করেছে। এ প্রেক্ষাপটে কৃষিখাতে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টিকর ফসলের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হচ্ছে, যার ফলে খাদ্য পুষ্টির মানোন্নয়ন সম্ভব হবে। এ উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৭. কৃষি ও পরিবেশ সংরক্ষণ

১৭.১ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও কৌটনাশক ঔষধ যেন পরিবেশ দূষণের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা কৃষি নীতির অন্যতম উদ্দেশ্যে।

১৭.২ দেশের কোন কোন অঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকায় ত্রুম্পাই জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে, যা এ সমস্ত অঞ্চলের কৃষি কাজের জন্যেই শুধু হৃষিকস্বরূপ নয় বরং সামগ্রিক পরিবেশের জন্যেও বড় ধরণের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ হচ্ছেঃ

- ◆ জলাবদ্ধতা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং কৃষকদেরকে উপযুক্ত শস্যবর্তন (crop rotation) অনুসরণ এবং পালাক্রমে ফসল ও মৎস্য চাষে উন্নুন করা হবে।
- ◆ লবণাক্ততা প্রতিরোধের সম্ভাব্য ব্যবস্থাসহ লবণাক্ততা সহনশীল ফসলের জাত উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো হবে।
- ◆ অনুমোদিত জাতীয় পরিবেশ ও পানি নীতির আলোকে ফসল উৎপাদন নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণ সংজ্ঞান বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনাপূর্বক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ◆ দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় চিংড়ি চাষ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যথেষ্ট অবদান রাখলেও, চিংড়ি ঘের ও সংযুক্ত এলাকায় লবণাক্ত পানি ও চিংড়ির বর্জ্য দ্রব্যাদি পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে প্রণীত মৎস্য নীতির আলোকে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১৮. কৃষিতে নারীদের সম্পৃক্তকরণ

১৮.১ কৃষি ক্ষেত্রে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে নারীদেরকে অধিকহারে সম্পৃক্ত করে শহরমুগ্ধী জনস্ত্রোত রোধ করা সহজ হবে। জাতীয় কৃষি নীতির আওতায় কৃষি ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক তা বিকাশের জন্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবেঃ

- ◆ ফসল তোলার পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ সংরক্ষণ, নার্সারী ব্যবসা, পাটের আঁশ ছাড়ানো, সঙ্গী উৎপাদন, গৃহাঙ্গন কৃষি, ফুলের চাষ, ফল-ফুল ও সঙ্গী বীজ উৎপাদন, স্থানীয় কৃষিজ পণ্য ভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজ নারীদের জন্যে খুবই উপযোগী। এসব কাজে নারীর আগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও মূলধনী সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ◆ ঘাঠ ফসল উৎপাদন কর্মকাণ্ডে মহিলারাও অংশগ্রহণ করে থাকে বিধায় বাস্তবায়নাধীন নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতির আলোকে মহিলা কৃষকদের জন্যে পৃথক সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ◆ কৃষি কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের জন্যে যথাযথ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং চিহ্নিত অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ রা হবে।

১৯. সরকারী, এনজিও এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়

- ১৯.১ সরকারী বা বেসরকারী কিংবা এনজিও সংগঠন কারো পক্ষেই এককভাবে কৃষি ক্ষেত্রের সামগ্রিক সংকট মোচন অথবা সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব নয়। যেহেতু একদিকে কৃষি-সমস্যা গভীর ও বিস্তৃত এবং অন্যদিকে সম্পদ খুবই সীমিত, সেহেতু কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে সরকারী, বেসরকারী, কৃষক ও এনজিও সংগঠনগুলোর কর্মতৎপরতার মাঝে নিম্নরূপে সমন্বয় সাধন করা হবেঃ
- ◆ কৃষি খাত উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রমে বেসরকারী সংস্থা এবং এনজিও সংগঠনের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। তবে কৃষি নীতির প্রতিকূল বলে বিবেচিত যে কান কার্যক্রম স্থগিত বা নিষিদ্ধ ঘোষণার অধিকার সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে।
- ◆ কৃষি উন্নয়নে নিয়োজিত সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম সুসংগঠিত মনিটরিং ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে এবং জাতীয় পর্যায় থেকে ঘাঠ পর্যায়ে পর্যন্ত সমন্বয় সাধন করা হবে। সার্বিকভাবে কৃষির সকল দিক/বিষয়

বিবেচনা এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে জাতীয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি করে কৃষি কমিটি গঠন করা হবে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় কৃষি কমিটি গঠন করা হবে। অনুরূপভাবে জেলা পর্যায় হতে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানগণ জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি কমিটিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিটি পর্যায়ের কৃষি কমিটিতে কৃষক সংগঠনের একজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

২০. নির্ভরযোগ্য ডাটা বেইজ

২০.১ উন্নয়ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন বহুলাংশে সময়মত নির্ভরযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত প্রাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। নির্ভরযোগ্য ডাটা বেইজ গড়ে তোলার জন্যে জাতীয় কৃষি নীতির আওতায় সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করবেঃ

- ◆ জেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ে উপযুক্ত ভৌত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।
- ◆ জেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিজস্ব চ্যানেলের মাধ্যমে ফসল খাত সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষণ করবে। এজন্যে পর্যাঙ্গভাবে কম্পিউটার সুবিধা প্রদান ও দক্ষ জনবল গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ◆ কৃষি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সংরক্ষণ ও প্রকাশ্যে প্রদর্শন করা হবে।
- ◆ কৃষি খাতে নিয়োজিত সরকারী, বেসরকারী ও এনজিও সংগঠনসমূহ পরম্পরার মধ্যে তথ্য বিনিময়ে নীতিগতভাবে সম্মত থাকবে।
- ◆ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱো সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের জন্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং এ ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করবে।

২১. উপসংহার

২১.১ জাতীয় কৃষি নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন ফসল উৎপাদন তথা সার্বিক কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নয়নের গতিশীল খাত হিসেবে গড়ে তুলবে, যার ফলে দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন আশা করা যায়। দেশের সার্বিক অর্থনীতির বাস্তব অবস্থা এবং পরিবর্তনশীল কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে জাতীয় কৃষি নীতি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করা হবে এবং তদনুসারে এই নীতি সময়ের প্রেক্ষাপটে যুগোপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. জাতীয় খাদ্য নীতি, ১৯৮৮

খাদ্যনীতিঃ দেশে সব সময় খাদ্য সরবরাহ সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন, সংগ্রহ, মওজুদ ও বিতরণ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিবার জন্য সরকার যেইসব নীতিমালার আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন সেইসব নীতিমালাকে সামগ্রিকভাবে জাতীয় খাদ্যনীতি বলিয়া অভিহিত করা যায়।

উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশে খাদ্যের উৎপাদন, প্রাপ্তি, সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোকে জাতীয় খাদ্যনীতির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপঃ-

- ক) দেশে খাদ্যশস্যের প্রয়োজনের নিরিখে খাদ্যশস্য উৎপাদন সুনিশ্চিত করে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।
- খ) উৎসাহব্যঞ্জক/ সহায়ক মূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে কৃষকদের অধিক পরিমান খাদ্যশস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা।
- গ) উৎপাদিত ও প্রয়োজনে অন্যান্য সূত্র থেকে আহরিত/আমদানিকৃত খাদ্যশস্য সুষ্ঠুভাবে সরবরাহ ও বিতরণ করার যথাবিহিত ব্যবস্থা করা।
- ঘ) নিম্ন আয়ত্তুক দৃঃশ্য ও সহায় সম্বলহীনদের জন্য বিভিন্ন উৎপাদনযুক্তি কর্মসূচীর মাধ্যমে খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
- ঙ) খাদ্যশস্যের বাজার মূল্য যথাসম্ভব স্থিতিশীল ও উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান ও জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার সাথে সংগতিপূর্ণ রাখা।
- চ) দেশে উৎপাদিত ও অন্যান্য সূত্র থেকে আহরিত খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- ছ) দেশে আপত্তকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে একটি খাদ্য নিরাপত্তা মজুদ গড়ে তোলা।
- জ) খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করে ও ভর্তুকীর পরিমান পর্যায়ক্রমে হাস করা।

দেশের বর্তমান খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, বিতরণ ব্যবস্থা ইত্যাদির আলোকে এবং বিদ্যমান খাদ্য ব্যবস্থাপনার আংগিকে বাংলাদেশের খাদ্য নীতিমালা নিম্নরূপ হইতে পারে। প্রণীত এই খাদ্যনীতি কেবলমাত্র খাদ্যশস্যের (Cereal) বেলায় প্রযোজ্য।

খাদ্য নীতিমালা

১. বর্তমান খাদ্য ঘাটতি ক্রমশঃ কমিয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
২. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করবে।
৩. ভবিষ্যতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যশস্য আমদানীর উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশঃহ্রাস করতে হবে।
৪. উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করে খাদ্য মন্ত্রণালয় বছরের প্রথমে প্রতি বছর খাদ্য বাজেট তৈরী করবে এবং খাদ্য ঘাটতি নির্ণয় করে আমদানীর কর্মসূচি প্রণয়ন করবে। দেশের জনসংখ্যা ও জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য চাহিদার আলোকে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য মজুদ গড়ে তুলতে হবে।
৫. উৎপাদন সম্ভাবনা এবং বাজার মূল্যের প্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে যথাসম্ভব সর্বাধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে সংগ্রহ করবে।
৬. বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ খাদ্যসাহায্য পেয়ে থাকে তা দ্বারা যদি খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা না যায়, তবে নগদ অর্থে আমদানি করে ঘাটতি পূরণ ও নিরাপত্তা মওজুদ গড়ে তুলতে হবে। বিদেশ থেকে নগদ অর্থে আমদানীর সময় চাল ও গমের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে যেটির মূল্য কম হবে খাদ্য মন্ত্রণালয় তা আমদানি করবে।
৭. বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বিভিন্ন বিতরণ মাধ্যমে প্রয়োজন মত খাদ্যশস্য বিতরণ করবে।
৮. শহর এলাকা থেকে খাদ্য বিতরণ সংকুচিত করে গ্রাম অঞ্চলে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচির উপর অধিক জোর প্রদান করা হবে।
৯. রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য ঘনবসতিপূর্ণ শহর এলাকায় খোলাবাজারে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করে ভোক্তাদের জন্য খাদ্যশস্য সহজলভ্য করা হবে।
১০. বাংলাদেশী জনগণের পুষ্টি চাহিদার উপর ভিত্তি করে খাদ্যশস্যের (Cereal) ভোগের (Consumption) পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।

১১. বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য তালিকায় (Diet) চালের উপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে অন্যান্য খাদ্যের ভোগ (Consumption) বৃদ্ধির প্রয়াস নিতে হবে।
১২. সরকারী বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সরবরাহ বৃদ্ধি করে খোলা বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হবে।
১৩. খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারী বিতরণ মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে অহেতুক ভর্তুকির প্রয়োজন না হয়।
১৪. খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত গুদামে খাদ্য সংরক্ষণ করবে। পরিবহন ও গুদামজাত করার সময় যথাসাধ্য খাদ্যের অপচয় কমিয়ে আনবে।
১৫. সংগ্রহকৃত ও সরকারী গুদামে মজুদ খাদ্যশস্যের সংরক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
১৬. বিতরণের চাহিদা অনুযায়ী দেশের একস্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্যশস্যের দ্রুত পরিবহণ নিশ্চিত করা হবে।
১৭. জনসংখ্যা ও অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির আলোকে ভবিষ্যতে গুদাম ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।
১৮. দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক উপজেলায় অত্যতঃ একটি করে খাদ্য গুদাম নির্মাণ করার কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। আগামী গুদাম নির্মাণের কর্মসূচিতে বিদ্যমান গুদামসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হবে।
১৯. সরকার দেশে একটি সুষ্ঠু খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।
২০. বেসরকারী খাতে খাদ্য আমদানীর ব্যাপারে সীমিত সুবিধা প্রদান করা হবে। উপরোক্ত নীতিমালাসমূহ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেই বিষয়াবলী জড়িত রহিয়াছে, ব্যবহারিক সুবিধার্থে সেইসব ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দিক নির্দেশনাবলী (Guide lines) অনুসরণ করা হইবে।

দিক নির্দেশনাবলী (Guide lines)

উৎপাদন:

- ১) ১৯৯০ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বর্তমান পর্যায় হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০ (বিশ) মিলিয়ন টনে উন্নীত করা হইবে।

- ২) কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতি বছর খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিয়া খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটিকে অবহিত করিবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০ (বিশ) মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করিবার জন্য কৃষিক্ষেত্রে কি করা উচিত সেই সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত কার্যক্রম কৃষি মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করিবে।
- ৩) (ক) বছরের প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় সেচের অধীনে জমির পরিমাণ/লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিবে।
- (খ) বছরের চারটি ফসলের (আউশ, আমন, ইরি-বোরো ও গম) অধীনে জমির পরিমাণ ও উৎপাদন সম্পর্কে কৃষি মন্ত্রণালয় যথাসময়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে হ্রিকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোন ব্যাঘাত ঘটিলে সম্ভাব্য খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেল করিবার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে।
- ৪) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার উপর ভিত্তি করিয়া খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রতি বছর খাদ্য বাজেট তৈয়ার করিবে।
- ৫) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যরো প্রতিটি খাদ্যশস্য ফসলের উৎপাদন সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস প্রদান করিবে এবং প্রকৃত উৎপাদনের হিসাব ফসল কাটার এক হইতে দেড় মাসের মধ্যে সরকারীভাবে প্রকাশ করিবে।
- ৬) খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিসংখ্যান ব্যরোর তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া উৎপাদন সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ করিবে এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে খাদ্য বাজেট সংশোধন করিবে।

ভোগ (Consumption)

- ৭) তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা দলিলে উল্লেখিত খাদ্যশস্যের জনপ্রতি চাহিদা ১৬ আউস হিসাবে জাতীয় খাদ্য চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ভবিষ্যৎ মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সাপেক্ষে পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন সময়ের জন্য এই হার পুনঃ নির্ধারণ করিবে এবং সংশোধিত হইলে খাদ্য মন্ত্রণালয় তাহা ব্যবহার করিবে।
- ৮) প্রয়োজনবোধে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিভিন্ন আয়ের লোকের প্রকৃত ভোগ (Consumption) সম্বন্ধে সমীক্ষা/জরিপ চালাইবে।

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও অন্যান্য আমদানিঃ

- ৯) বাজার মূল্য ও উৎপাদন খরচের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতি ফসলের জন্য সংগ্রহ মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদকগণ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়।
- ১০) প্রতি বছর ধান ফসলগুলির জন্য একটি ও গম ফসলের জন্য একটি মূল্য নির্ধারণ করিয়া আগাম ঘোষণা দিতে হইবে। প্রয়োজনবোধে উৎপাদন ও বাজার মূল্য পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করা যাইবে।
- ১১) খোলা বাজার মূল্য যদি সংগ্রহ মূল্যের উপরে চলিয়া যায় তাহা হইলে সরকার নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ মূল্যে কোন সংগ্রহ হয় না, তাই খাদ্য মন্ত্রণালয়কে সংগ্রহের জন্য ভিন্ন মূল্য নির্ধারণ করিতে হইতে পারে। বাজার মূল্যের হেরফেরের কারণে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংগ্রহ মূল্য এলাকাভোগে ভিন্ন হইতে পারে।

বিতরণঃ

- ১২) মওজুদ সাপেক্ষে বর্তমানে চালু বিতরণ মাধ্যমের চাহিদা অনুযায়ী বিতরণ নিশ্চিত করা হইবে এবং দেশের সামগ্রিক খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যায়মূল্যে/খোলা বাজার বিক্রয় মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইবে।

মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণঃ

- ১৩) সরকার জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনগণের আয়ের সহিত যথাসম্ভব সংগতি রাখিয়া খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখিতে সচেষ্ট হইবে। মূল্য বৃদ্ধির জন্য নিম্ন আয়ের লোকজন যাহাতে ক্ষতিহস্ত না হয় সেইজন্য খোলা বাজারে বিক্রয় এবং সংশোধিত রেশনে সরবরাহ বৃদ্ধি করিয়া বাজার মূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখিবার প্রয়াস নেওয়া হইবে। বেসরকারী পর্যায়ে ব্যবসায়ীগণ খাদ্য মজুদদারীর মাধ্যমে যাহাতে অহেতুক মূল্য বৃদ্ধি করিতে না পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বেসরকারী বাজার ব্যবস্থায় যাহাতে বিন্ধ না ঘটে তাহা লক্ষ্য রাখা হইবে। প্রয়োজনবোধে সরকার বেসরকারী ব্যবসায়ীদের এককালীন মওজুদের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।
- ১৪) মূল্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার আন্তঃজেলা/আঞ্চলিক ভিত্তিতে খাদ্যশস্যের চলাচলের উপর প্রয়োজনবোধে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ বিবেচনা করিবে।
- ১৫) বাজারে সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক সরকারী বিতরণ মাধ্যম ছাড়াও ও,এম,এস, এর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে

হইবে। বাজার মূল্যের সহিত সংগতি রাখিয়া ও, এম, এস এর পরিমাণ ও মূল্য সময় সময় সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে ভর্তুক ত্রাস ও বিতরণ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা যায়।

মওজুদঃ

- ১৬) বাংলাদেশের খাদ্যনীতি সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের মিশন ১৯৮০-৮১ সালের মওজুদ ১৫ লাখ মেঃ টন সুপারিশ করিয়াছিল (বিশ্ব ব্যাংকের খাদ্যনীতি মিশনের রিপোর্ট, পৃষ্ঠা নং- ১০৩/১০৩)। এই মওজুদের মধ্যে ১.৫০ লাখ টন Dead stock ও ৬ লাখ টন খাদ্য নিরাপত্তা মওজুদ এবং বাকী পরিমাণ পরিচালনা মওজুদ হিসাবে গণ্য করা হইবে। খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার আলোকে স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্য পূরণে ১৯৮৭-৮৮ সালে বছর শেষের মওজুদ আনুমানিক ১২ লাখ টন এবং মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৮৯-৯০ সালে বছর শেষের মওজুদ ১৫ লাখ টন ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরবর্তী বছরগুলোতে পাঁচশালা ভিত্তিক বাংসরিক বর্ষশেষ মওজুদ নির্ধারণ করা হইবে।
- ১৭) মওজুদ খাদ্যশস্য যাহাতে নষ্ট না হয় সেই জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে মওজুদ পরিবর্তনের (Stock turn over) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। মওজুদ পরিবর্তনের নীতিমালা খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করিবে।
- ১৮) বছরের কোন সময় খাদ্য মওজুদ যদি ৯ (নয়) লাখ টনের নীচে নামিয়া আসে তবে তাৎক্ষনিকভাবে খাদ্য আমদানীর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ৯(নয়) লাখ টনের নীচে খাদ্য মওজুদ নামিয়া গেলে উহাকে “সংকট” পরিস্থিতি হিসাবে ধরা হইবে।
- ১৯) মোট খাদ্য মওজুদে চাউল ও গমের আনুপাতিক হার স্বাভাবিক অবস্থায় গড়ে ১ : ৩ এবং প্রয়োজনে ইহা বেশী/কম করা যাইবে।

খাদ্যশস্য সংরক্ষণঃ

- ২০) কোনক্রমেই Warranty ভঙ্গ করিয়া খাদ্যশস্য বিতরণ করা যাইবে না। অর্থাৎ গুদামে অধিকতর পুরাতন অথবা নষ্ট হওয়ার উপক্রম ধান/চাউল/গম থাকিলে ঐগুলি বাদ দিয়া অন্য ধান/চাউল গম বিতরণ করা যাইবে না।
- ২১) খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য নিয়মিত পরিদর্শন করিয়া বিভন্ন গুদামে খাদ্যশস্যের মান পরীক্ষা করিতে হইবে। কীট পতংগ আক্রান্ত খাদ্যশস্য পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং মান রক্ষার জন্য কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

- ২২) পরিদর্শক দলের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও ঔষধ সরবরাহ করিতে হইবে।

পরিবহনঃ

- ২৩) আমদানিকৃত ও অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রহকৃত খাদ্যশস্য বিতরণ এলাকায় নেওয়ার জন্য খাদ্য অধিদপ্তর অতীত অভিভতা ও সম্ভাব্য পরিস্থিতির আলোকে চলাচল পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে। পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে উক্ত পরিকল্পনা সংশোধন করিবে। পরিকল্পনায় পরিবহন খরচ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে হইবে। যথাসম্ভব একই মাল একাধিকবার পরিবহন পরিহার করিতে হইবে।
- ২৪) খাদ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থা ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা খাদ্য পরিবহনকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। পরিবহন ঘাটতির দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ রেলওয়ে, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা ও সড়ক পরিবহন সংস্থাকে বহন করিতে হইবে।
- ২৫) আমদানিকৃত খাদ্যশস্য খালাসের ব্যাপারে চট্টগ্রাম ও মুক্তা বন্দর কর্তৃপক্ষ খাদ্য খালাসকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবে। এইজন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জেটি/ সেড খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ করা হইবে।
- ২৬) পরিবহন ঘাটতি সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামাইয়া আনার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাইতে হইবে। যে কোন ঘাটতি যথাযথ কারণ ব্যতিরেকে মাফ (Write off) করা যাইবে না।

খাদ্য নিরাপত্তাঃ

- ২৭) দেশে খরা, বন্যা, সাইক্লন ইত্যাদি কারণে ফসলহানি ও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সারাদেশে এক মাসের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের গুদামে মওজুদ রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের মাধ্যমে ইহার উল্লেখযোগ্য অংশ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে।
- ২৮) নিম্ন আয়ের যে সকল পরিবার অপুষ্টিতে ভুগিতেছে এবং ক্রমান্বয়ে শ্রমবাজারে অচল হইয়া পড়িতেছে তাহাদের পুষ্টির পর্যায় উন্নীত করিবার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন উৎপাদনমূল্যী কর্মসূচীর মাধ্যমে খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবে।

- ২৯) প্রতি বছর ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় কাজের বিনিয়মে খাদ্য প্রকল্প ও ভিজিডি কর্মসূচী প্রণয়ন করিয়া এই খাতগুলিতে বিতরণ বৃদ্ধির প্রয়াস গ্রহণ করিবে।
- ৩০) নিম্ন আয়ের লোকদের ভর্তুকির জন্য ব্যয় এবং দীর্ঘদিন খাদ্যশস্য গুদামে সংরক্ষণের জন্য অপচয়ের ব্যয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যয় হিসাবে ধরা হইবে।
- খাদ্য আমদানিতে বেসরকারী খাতের ভূমিকাঃ**
- ৩১) প্রয়োজনবোধে বেসরকারী খাতে সীমিত পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানীর সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। আটা ও ময়দাকলগুলিকে গম আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইবে।
- ৩২) বেসরকারী আমদানীকারকগণ যাহাতে অহেতুক মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ নিতে না পারে সরকার সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে।

৩. জাতীয় শিল্প নীতি, ১৯৯৯

অধ্যায়-১

ভূমিকা

অতীতে বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়ন বিভিন্নধর্মী নীতিকাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়। শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল আমদানি প্রতিস্থাপন কৌশল অনুসরণ এবং রাষ্ট্রের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা। পরবর্তী পর্যায়ে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাজারমুখী অর্থনৈতিক সংস্কার, সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিখিল এবং রপ্তানীমুখী নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। প্রথমে সরকারিভাবে ব্যাপক ভর্তুকি প্রদান ও প্রতিরক্ষণ সুবিধার মাধ্যমে ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে শিল্পায়নের চেষ্টা করা হয় এবং পরে রাষ্ট্রায়ন্ত খাতের নেতৃত্বে এই প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্রায়ন্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিবরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে পুনরায় ব্যক্তিখাতের মুখ্য ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

শিল্পোন্নয়ন ভূরাষ্টি করিবার মাধ্যমে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) শিল্পের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথা পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনৈতির উপযোগী শিল্পনীতি অনুসরণের জন্য আমাদের শিল্পনীতির আধুনিকায়ন করিতে হইবে। শিল্পখাতে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন সাধনের জন্য এই আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন। সরকার এই বিষয়ে সচেতন যে, বাংলাদেশে শিল্পখাত উন্নয়নের জন্য দরকার এই খাতে অবিরত প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন। সুতরাং শিল্প খাতে ব্যাপকভিত্তিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য শিল্পনীতিতে নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনায় রাখা হইয়াছে:

- ক. নীতি কৌশলে উল্লেখিত উদ্দেশ্যসমূহ থেকে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পাওয়া;
- খ. নীতি-কৌশল এবং নীতি-কাঠামো পরস্পর সংবদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ;
- গ. ঘোষিত নীতিসমূহ যাতে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন দ্বারা প্রয়োজনীয় সমর্থন লাভ করে ও বাস্তবায়ন তৎপরতার কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে যেন রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাত পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করিতে পারে;
- ঘ. শিল্পনীতির প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের লক্ষ্যে শিল্প খাতের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মূল্যায়নের জন্য একটি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উপস্থিতি।

সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া ভূরাষ্টি করিবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারমুখী অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণের বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐকমত্য বিরাজ করিতেছে।

শিল্পোন্নয়নের দিকভাস (Vision)

আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য আয়তনের একটি শিল্পখাত গড়িয়া উঠিবে এবং আশা করা যায় শিল্প খাতের অংশ দাঁড়াইবে কমপক্ষে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (GDP) ২৫ শতাংশ এবং কর্মরত জনশক্তির ২০ শতাংশ। ইহার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইবে, কারণ বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরিয়া মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) কর্মরত জনসংখ্যায় শিল্পের অংশ ছিল মাত্র ১০ শতাংশ।

বাংলাদেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একটি উদ্বৃষ্টি ও গতিশীল ব্যক্তি খাতের ভূমিকাই হইবে প্রধান। বাংলাদেশের শিল্পখাত বিনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতাক্ষম হইয়া উঠিবে। রপ্তানীমূখীতা হইবে বাংলাদেশের শিল্পখাতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাসংক্রমতা গড়িয়া তুলিবার অর্থ হইল অর্থনীতির তুলনামূলক উপযোগিতা অনুযায়ী শিল্পায়ন ঘটানো। বাংলাদেশের সম্পদের প্রাপ্যতার আলোকে তুলনামূলক উপযোগিতার নীতি বলিতে বোঝায় শিল্প ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমঘন (labour intensive) শিল্পগুলি উৎপাদন করা। এই দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য বাংলাদেশে প্রতিযোগিতাক্ষম একটি উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন শিল্প উপর্যুক্ত গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনাকে নাকচ করিয়া দেয় না।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিকেন্দ্রিয়ত বিকাশ হইবে বাংলাদেশের বর্তমান শিল্প নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সম্পদের লভ্যতার দৃষ্টিকোণ হইতে শিল্পোন্নয়ন হইবে ধারণযোগ্য।

শিল্পনীতি-১৯৯৯ এই সকল বিষয়াবলী বিবেচনায় রাখিয়া এবং পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা ও অর্জনকে সংহত করিয়া বাংলাদেশের শিল্পায়নের লক্ষ্যে প্রণীত হইয়াছে।

অধ্যায়-২ শিল্পনীতির উদ্দেশ্য

শিল্পনীতি-১৯৯৯-এর উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- ২.১ উচ্চতর মাত্রায় শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদনের ভিত্তি প্রসারিত করা।
- ২.২ শিল্প-উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে অঙ্গী ভূমিকা পালনের জন্য ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করা।

- ২.৩ বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারের সহায়ক ভূমিকা তুলিয়া ধরা ।
- ২.৪ ব্যক্তি খাতকে উৎসাহিত করিবার জন্য যেইসব শিল্পক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ দরকার এবং/অথবা যেইসব ক্ষেত্রে জনস্বার্থে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার কেবল মাত্র সেইসব ক্ষেত্রেই সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের অনুমতি প্রদান ।
- ২.৫ দেশীয় বিনিয়োগের অপ্রতুলতা পূরণ, ক্রমবিবর্তনশীল প্রযুক্তি আহরণ এবং রপ্তানী বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির জন্য রপ্তানী ও দেশীয় বাজারযুক্তি - উভয় শিল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা ।
- ২.৬ শিল্প খাতে দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিশ্চিত করিবার জন্য দক্ষ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং শ্রমঘন শিল্পে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ।
- ২.৭ দক্ষতা উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে দক্ষতার উচ্চতর পর্যায়ে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ।
- ২.৮ শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রমাগতে উচ্চতর মূল্য সংযোজিত পণ্যের উৎপাদন প্রসার ।
- ২.৯ ব্যবস্থাপনার পুনর্গঠন এবং বাজারযুক্তি নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে সকল রাষ্ট্রীয়ত্ব উৎপাদন শিল্পের কার্যকরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।
- ২.১০ শিল্পগোর বহুযুক্তিরণ ও দ্রুত রপ্তানী বৃদ্ধি ।
- ২.১১ দেশীয় বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য আমদানি বিকল্প শিল্পের প্রতিযোগিতা সম্ভবতাকে উৎসাহিত করা ।
- ২.১২ পরিবেশ উপযোগী এবং দেশের সম্পদ কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ শিল্পায়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা ।
- ২.১৩ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী সুষম শিল্পান্বয়ন উৎসাহিত করা ।
- ২.১৪ বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সর্বাত্মক ব্যবহার ।
- ২.১৫ বাণিজ্য ও আর্দ্ধিক নীতির সহিত সম্বয় সাধন ।
- ২.১৬ দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন ও দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক উৎপাদন সম্প্রসারণ ।
- ২.১৭ পুনর্বাসনযোগ্য রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন ।

অধ্যায়-৩

সাধারণ নীতিকৌশল

- ৩.১ দেশজ বিনিয়োগ ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সহজ ও তুরান্বিত করিবার জন্য যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের ভিতর সকল নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিবন্ধকতা দূর করা হইবে। বিনিয়োগকারী ও ভোক্তা - উভয়ের অধিকার সংরক্ষণের জন্য যথাযথ আইনগত কাঠামোর মাধ্যমে স্বচ্ছ বাজার ব্যবস্থা এবং বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস নিশ্চিত করা হইবে।
- ৩.২ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে কোনো বৈষম্য রাখা হইবে না।
- ৩.৩ রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যায়ক্রমে বেসরকারিকরণ করা হইবে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্প-বিনিয়োগকে কেবল মাত্র সেইসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে যেইসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিনিয়োগকে সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন কিংবা যেইসব ক্ষেত্রে সামাজিক ও জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
- ৩.৪ দেশজ সঞ্চয় বৃদ্ধি করা এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর লক্ষ্যে পুঁজি বাজারকে উন্নত ও শক্তিশালী করা হইবে।
- ৩.৫ বন্দর-সুবিধা, শক্তিখাত, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নসহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। এইসব খাতে নির্মাণ, পরিচালনা ও সমন্বয় (BOO) এবং নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর (BOT) পদ্ধতিসহ ব্যক্তি বিনিয়োগকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইবে।
- ৩.৬ অধিকতর অবকাঠামোগত ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নিবিড় শিল্প এলাকা উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ভৌগোলিকভাবে সম্ভাবনাময় অঞ্চলে সুসামঝস্যপূর্ণ শিল্প এলাকা গড়িয়া তোলা হইবে।
- ৩.৭ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বহির্বিশ্বের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ যুক্তিসংগত করা হইবে।
- ৩.৮ স্থানীয় পণ্যের প্রাক্তিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার জন্য মজুরী বৃদ্ধিকে উৎপাদনশীলতার সহিত সংযুক্ত করা হইবে এবং সৌহার্দপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিত করিবার জন্য যথাযথ শ্রম আইন প্রণয়ন করা হইবে।

- ৩.৯ শুক্র পুনর্বিন্যাস ও উপযুক্ত রাজস্ব-নীতির মাধ্যমে শিল্প বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হইবে। ঘোষিত শিল্পনীতির সহিত আমদানি ও রপ্তানী কৌশলকেও সহায়কমূলক এবং সংগতিপূর্ণ করা হইবে।
- ৩.১০ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়নের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের পাশাপাশি অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা হইবে।
- ৩.১১ কৃষিভিত্তিক ও কৃষি সহায়ক শিল্প স্থাপন এবং এর বিকাশকে উৎসাহিত করিবার জন্য অবকাঠামোগত, আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদান করা হইবে।
- ৩.১২ গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) এবং লাগসই প্রযুক্তির উন্নয়ন, গ্রহণ ও হস্তান্তরে উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। একই সাথে সামগ্রিকভাবে প্রযুক্তি উন্নয়নে বাজারমুখী প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়িয়া তোলা হইবে।
- ৩.১৩ মূল্য সংযোজনকারী সংযোগ শিল্প (value adding linkage industries) এবং উপ-ঠিকাদারি (subcontracting) শিল্পের বিকাশে উৎসাহ প্রদান করা হইবে।
- ৩.১৪ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার সুযোগ, দক্ষতাভিত্তিক বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বাজার বিষয়ক তথ্যে অধিকতর প্রবেশাধিকার প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হইবে। ধীরে ধীরে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ শিল্প গড়িয়া তুলিতে উৎসাহ প্রদান করা হইবে।
- ৩.১৫ দেশের শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়া যেন বিকাশমান আঞ্চলিক সহযোগিতার সুবিধাদি গ্রহণে সক্ষম হয় সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- ৩.১৬ প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির বাহন হিসেবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে গ্রহণ করা হইবে।
- ৩.১৭ রপ্তানীমুখী শিল্পের উন্নয়নের জন্য বিশেষ সুবিধা ও সহায়তা প্রদান করা হইবে।
- ৩.১৮ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সমর্পিত ও ব্যাপকভিত্তিক ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (MIS) স্থাপন করা হইবে। এসব তথ্যাদি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে লভ্য করার ব্যবস্থা করা হইবে।
- ৩.১৯ সরকার, শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অংশের সহিত মিথ্যের মাধ্যমে শিল্পনীতি ১৯৯৮-এর এইসব নীতি-কৌশল ও ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হইবে।

- ৩.২০ শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা সৃজনে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তহবিল এবং সৃজনশীল শিল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদনে সহায়তা দেয়ার জন্য উদ্যম তহবিল (Venture Capital) সৃজন করা হইবে।
- ৩.২১ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ব্যবস্থার প্রসারনের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশে/এলাকায় যৌথ উদ্যম আকৃষ্ট করা হইবে।
- ৩.২২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত প্রযুক্তি বিচ্ছুরন কোষ, শিল্প ও ব্যবসায় সমিতি এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রযুক্তি আহরণ ও বিচ্ছুরণ করা হইবে।
- ৩.২৩ বাণিজ্যিক বিবাদ দ্রুততা ও দৃঢ়তার সাথে এবং মিতব্যয়ে মিটানোর জন্য প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থা (administrative-judicial system) ব্যবস্থা হইতে ইতিবাচক সমর্থন দেয়া হইবে।
- ৩.২৪ শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে দ্রুত পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তি উদ্যোগ কাউন্সিল (Prime Minister's Council of Private Enterprise) স্থাপন করা হইবে।

অধ্যায়-৪

শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিন্যাস

- ৪.১ ব্যাপক অর্থে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও সেবা-শিল্প এই দুই ধরনের শিল্পই শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে সংজ্ঞায়িত।
- ৪.২ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংযোজন এবং প্রক্রিয়াজাত পণ্যের মেরামত ও পুনঃসংস্কার সাধন প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।
- ৪.৩ যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যেইসব সেবামূলক কর্ম সম্পাদিত হয় সেইসব কর্ম সেবা-শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। যেইসব সেবাকর্মকে বর্তমানে “শিল্প” হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে তাহাদের তালিকা ‘পরিশিষ্ট-১’-এ পরিবেশিত হইয়াছে।
- ৪.৪ “বৃহৎ শিল্প” (Large Industry) বলিতে যেই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন কিংবা তাহার অধিক শ্রমিক কাজ করে তাহাদিগকে বোঝায়। তবে যেইসব শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের কর্ম শ্রমিক কাজ করে এবং/ অথবা মূলধনের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা কিংবা তাহার অধিক, তাহাদিগকেও “বৃহৎ শিল্প” হিসাবে গণ্য করা হইবে।

- ৮.৫ “মাঝারি শিল্প” (Medium Industry) বলিতে সেইসব প্রতিষ্ঠানকে বোায় যেইসব প্রতিষ্ঠানে ৫০ হইতে ৯৯ জন শ্রমিক কাজ করে এবং/অথবা শিল্পের স্থায়ী মূলধন ১০ কোটি টাকা হইতে ৩০ কোটি টাকা।
- ৮.৬ “ক্ষুদ্র শিল্প” (Small Industry) বলিতে বোায় সেইসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান যেইখানে ৫০ জনেরও কম শ্রমিক কাজ করে (কুটির শিল্পের মতো পরিবারের লোকজন নয়) এবং/অথবা স্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ কোটি টাকার কম।
- ৮.৭ “কুটির শিল্প” (Cottage Industry) হইল খানাভিত্তিক শিল্প যেইখানে প্রধানত পরিবারের সদস্যরাই কাজ করে।
- ৮.৮ সরকারি নির্দেশের মাধ্যমে যেই সকল শিল্প কেবলমাত্র সরকারি বিনিয়োগের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে সেইগুলিকে বলা হইবে “সংরক্ষিত শিল্প” (Reserved Industry)। “সংরক্ষিত শিল্পের” বর্তমান তালিকা ‘পরিশিষ্ট-২’-এ পরিবেশিত হইয়াছে।
- ৮.৯ ‘অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প’ (Thrust Sector) বলিতে বিশেষ প্রণোদনা (pecial incentives) ও সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারের ঘোষণাকৃত নির্ধারিত শিল্পকে বোায়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা ‘পরিশিষ্ট-৩’-এ পরিবেশিত হইয়াছে।
- ৮.১০ সময়ানুগতভাবে শিল্পের এই সংজ্ঞা পরিবর্তনযোগ্য।

অধ্যায়-৫

সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিল্প-সহায়ক ভূমিকা

- ৫.১ বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ শিল্পেন্দ্রিয়নে প্রধান চালিকাশক্তি হইবে ব্যক্তি খাত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যই শিল্পনীতি-১৯৯৮ প্রণীত হইয়াছে। শিল্প ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও উন্নয়নের জন্য সরকার কাঠামো ও পদ্ধতিগত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবে।
- ৫.২ ব্যক্তি খাত উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ কাঠামো নিম্নে প্রদান করা হইল :
- (ক) “সংরক্ষিত তালিকা”-র (reserved list) বহিরে কোনও নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরবর্তীতে ইহার সমন্বয়সাধন, আধুনিকীকরণ পুনর্গঠন এবং সম্প্রসারণের (BMRE) জন্য কোনও পূর্বনুমতির

প্রয়োজন হইবে না। তবে বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী জননিরাপত্তামূলক ও পরিবেশ সংক্রান্ত নিকাশপত্র (clearance) পূর্বেই গ্রহণ করিতে হইবে। পোষাক প্রস্তুতকারক শিল্প (RMG) ইউনিট, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য নিকাশপত্র (clearance) গ্রহণ করিতে হইবে।

- (খ) সকল বৈদেশিক বিনিয়োগকারীকে শিল্প স্থাপনের পূর্বে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অফিসে নিবন্ধনকরণ করিতে হইবে।
 - (গ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (BSCIC) নিজস্ব শিল্প এলাকা এবং বিশেষ নির্দেশের আওতার অভর্তুক শিল্প-এলাকায় শিল্প-প্লট বরাদ্দ দিবে। অনুরূপভাবে, বাংলাদেশ রঞ্জনী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) তাহার নিজস্ব এলাকায় জমি বরাদ্দ দিবে। বিনিয়োগ বোর্ড (BOI) যেখানে সরকারি জমি আছে সেখানে জমি বরাদ্দ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করিবে ও ব্যবস্থা নিবে।
 - (ঘ) সংশ্লিষ্ট সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, পয়ঃনিঙ্কাশন ব্যবস্থা ও টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদানের সময়সীমা নির্ধারণ এবং পরিবেশ-দূষণ সংক্রান্ত নিকাশপত্র (clearance) প্রদান করিবে। সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা বিশেষ সেল (একক সেবা কেন্দ্র বা “One Stop Cell”) এর মাধ্যমে এই সব সুবিধা প্রদান করিবে।
 - (ঙ) বিনিয়োগ বোর্ড (BOI), বাংলাদেশ রঞ্জনী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) ও বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (BSCIC) প্রয়োজনমত রয়্যালটি, প্রযুক্তি কিংবা প্রযুক্তি বিষয়ক সহায়তার ফিস প্রদান এবং বিদেশী কর্মচারী নিয়োগ ও তার পারিশ্রমিক প্রদান অনুমোদন করিবে।
- ৫.৩ ব্যক্তি খাতে রঞ্জনী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (EPZ) স্থাপন এবং শিল্প পার্ক (industrial parks) গড়িয়া তুলিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে। সরকার এইসব এলাকা ও পার্কের জন্য সহায়তা প্রদান করিবে। সরকারী রঞ্জনী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (EPZ) অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান যেইসব সুযোগ সুবিধা পাইবে বেসরকারি এলাকায় (EPZ) অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহও সেইসব সুযোগ-সুবিধা পাইবে।

অধ্যায়-৬

বেসরকারিকরণ এবং রাষ্ট্রীয়ত্ব শিল্প সংস্কার নীতি

- ৬.১ সরকারি শিল্প বেসরকারিকরণের বর্তমান নীতি শুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করা হইবে।
- ৬.২ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ 'সংরক্ষিত খাতে' সীমাবদ্ধ থাকিবে। ভবিষ্যতে শিল্পখাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগকে অবশেষ (residual) বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করা হইবে। রাষ্ট্রীয়ত্ব শিল্পকে ব্যক্তি খাতের পরিপূরক ও প্রতিযোগী হিসাবে উৎসাহিত করা হইবে।
- ৬.৩ বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় শিল্পকে সঠিক বাণিজ্য নীতির মাধ্যমে পরিচালিত করিবার জন্য স্বায়ত্ত্বাসন প্রদান করা হইবে। সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শিল্পের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাইবে এবং এইসব শিল্প খাতের প্রতিযোগিতা সম্ভবতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের চুক্তিভৱিত্বিক সহযোগিতা প্রদানে কোন বিদেশী সহযোগী বা বিনিয়োগকারীকে আমন্ত্রণ জানানো যাইতে পারে।
- ৬.৪ EOSP (Employee Owned Stock Programme) এর আওতায় ক্ষেত্র বিশেষ শ্রমিকদের অনুকূলে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হইবে।

অধ্যায়-৭

রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদন

- ৭.১ রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতে একই ধরনের শিল্পের জন্য শুল্ক ও করের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য থাকিবে না।
- ৭.২ (ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া পাঁচ বা সাত বছরের কর অবকাশ (Tax holiday) প্রদান করা হইবে। বর্তমানে অবস্থানভৱিতিক কর অবকাশের সুবিধাদি পরিশিষ্ট-৪ এ পরিবেশিত হইয়াছে। ২০০০ সালের ৩০ জুনের পূর্বে বা মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর-অবকাশ সুবিধা প্রদান করা হইবে। এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে যেই মাস হইতে বাণিজ্যিকভাবে পণ্য উৎপাদন শুরু হইবে সেই মাস হইতে এই কর-অবকাশের সময়সীমা হিসাব করা হইবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার নকরই দিনের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড মোট কর-অবকাশ সময়ের জন্য কর-অবকাশ সনদপত্র প্রদান করিবে।

(খ) যেইসব শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর-অবকাশ সুবিধা পাইবে না সেইসব প্রতিষ্ঠান তুরিত অবক্ষয় সুবিধা (accelerated depreciation allowance) পাইবে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনা এবং এইসব শহরের মিউনিসিপ্যালিটির দশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি কিংবা প্লান্টের মূল্যের উপর একশত শতাংশ হারে এইরূপ সুবিধা প্রদান করা হইবে। শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি যদি দেশের অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রথম বৎসর ৮০ শতাংশ হারে এবং দ্বিতীয় বৎসর ২০ শতাংশ হারে তুরিত অবক্ষয় সুবিধা প্রদান করা হইবে।

- ৭.৩ ‘উন্নত’ ও ‘অনুন্নত’ এলাকায় সংজ্ঞার ভিত্তিতে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির উপর রেয়াতি শুল্ক প্রদানের বর্তমান কাঠামো কার্যকরী থাকিবে। আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের জন্য মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হইবে না। ‘উন্নত’ ও ‘অনুন্নত’ এলাকার সংজ্ঞা পরিশিষ্ট-৫ এ পরিবেশিত হইয়াছে।
- ৭.৪ আমদানিকৃত কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য (Intermediate inputs) ও উৎপন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে একটি বিভেদক শুল্ক-কাঠামো ক্রমবর্ধমান অর্ডারে হইবে। শুল্ক ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে তাহা মূল্যায়ন করা হইবে।
- ৭.৫ অন্যায় (unfair) প্রতিযোগিতা দ্রু করিবার জন্য শিল্পাদ্যোক্তা ও ভোক্তার লাভের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করা হইবে। বাংলাদেশ শুল্ক কমিশন নিয়মিতভাবে এইসব বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করিবে।
- ৭.৬. রপ্তানী প্রক্রিয়া অঞ্চলের বাহিরে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, যৌথ উদ্যোগে (Type-B) এবং স্থানীয় উদ্যোগে (Type-C) স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহ বিনিয়োগ বোর্ডের পূর্ব অনুমতিক্রমে বিদেশী ঋণদাতার সহিত সরবরাহকারী ঋণ ও অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে। EPZ এলাকায় অবস্থিত একশত ভাগ বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প ইউনিটসমূহ (Type-A) পূর্ব অনুমতি ছাড়া অবাধে বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহন করিতে পারিবে। এই সকল ঋণের আসল ও সুদ বাবদ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই পরিশোধ করা যাইবে।
- ৭.৭ অনাবাসী বাংলাদেশীদের (Non-Resident Bangladeshi) বিনিয়োগে উৎসাহিত করিবার জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হইবে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাহাদের বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মতো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে। প্রাথমিক সাধারণ শেয়ার (IPO) এর ক্ষেত্রে সিকিউরিটিস

এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (Securitirs and Exchange Commission) অনাবাসী বাংলাদেশীদের জন্য ১০ শতাংশ শেয়ার সংরক্ষণ করিবে। এছাড়াও তাহারা অনাবাসী বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় এ্যাকাউন্টে (NFCD) বৈদেশিক মুদ্রা জমা (deposit) রাখিতে পারিবেন।

- ৭.৮ “অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্প খাত” (Thrust Sector) হিসাবে চিহ্নিত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ রাজস্ব সুবিধা প্রদান করা হইবে। এইসব খাতে সরকার মাঝে মাঝে আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।
- ৭.৯ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে নতুন শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে জমি হস্তান্তরের জন্য কিংবা কোন শিল্পকে লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করিতে কোনও ট্রান্সফার ফি ও লাভ-কর (Gain Tax) প্রদান করিতে হইবে না। তবে এই ক্ষেত্রে শর্ত থাকিবে যে উপরোক্ত হস্তান্তরের পর মালিকানা কাঠামোতে কোন পরিবর্তন হইবে না।
- ৭.১০ বাংলাদেশ ব্যাংকে শিল্প তহবিল সংজন বিশেষায়িত ব্যাংক সমূহের সুসংহতকরন, দেশ-তহবিল (country fund) প্রতিষ্ঠা, মূলধন বাজার প্রসারণ, উদ্যম তহবিল সৃষ্টিকরণ এবং কর অবকাশ ব্যবস্থা যৌক্তিকরনের পদক্ষেপ নেওয়া হইবে।
- ৭.১১ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থায়ী সম্পত্তি বন্ধক রাখার বিষয়ে স্ট্যাম্প করের হার পুনর্বিন্যাস করা হইবে।

অধ্যায়-৮

শিল্প-সম্পর্ক

- ৮.১ উৎপাদনমূখী শিল্প-উন্নয়ননের জন্য শিল্পনীতি-১৯৯৮ একটি সুরু শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবে। বর্তমান আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি, শ্রম আইন কমিশনের সুপারিশ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশে শিল্প-সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইনগত কাঠামো গড়িয়া তোলা হইবে।
- ৮.২ শ্রমিক, কর্মচারী এবং সরকারের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে শিল্প-সম্পর্ক কাঠামো গড়িয়া তোলা হইবে।
- ৮.৩ ঘজুরী নির্ধারণে যৌথ দরকারাক্ষি, কর্মসংগঠন, কর্মনির্ধারণ এবং দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

- ৮.৪ ত্রিপক্ষীয় আলোচনা পরিষদ (TCC) এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদের (NPC) মতো জাতীয় পর্যায়ের ত্রিপক্ষীয় সংস্থাসমূহ কর্মসংস্থানের প্রসার, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে নীতি প্রণয়ন করিবে। এইসব ক্ষেত্রে খাতভিত্তিক অংশীদারিত্ব (sectoral partnership) গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- ৮.৫ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের নিয়োগ উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদের কাজের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

অধ্যায়-৯

স্কুল্ড ও কুটির শিল্প

- ৯.১ সংশ্লিষ্ট সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ স্কুল্ড ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বা বিসিক (BSCIC) স্কুল্ড ও কুটির শিল্পকে (SCIs) দেখাশোনা ও সহায়তা প্রদান করিবে। বিসিক নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে:
- (ক) বিশেষ ঋণ প্রাপ্তির (ক্রেডিট লাইনের) ব্যবস্থা করিবে;
 - (খ) বিসিকের নিজস্ব শিল্প-নগরীতে প্লট বরাদ্দ করিবে;
 - (গ) মহিলা, বেকার যুবক, দক্ষ কারিগর, বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিক এবং ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে শিল্পাদ্যোগ বিষয়ক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করিবে;
 - (ঘ) স্কুল্ড ও কুটির শিল্প খাতে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রসারে যত্নশীল থাকিবে;
 - (ঙ) স্কুল্ড ও কুটির শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তা করিবে;
 - (চ) ইউনিট নিবন্ধন এবং উপখাতের (sub-sector) কাজ পরিবীক্ষণ করিবে।
- ৯.২ বিসিকের নিজস্ব শিল্প-নগরীতে অবস্থিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যেইসব সুবিধা রাখিয়াছে, বর্ধিষ্ঠ শিল্প কেন্দ্রসমূহে সেইসব অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির জন্য বিসিক উহার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে। যেইসব এলাকায় এখনও শিল্প-নগরী (Industrial States) গড়িয়া উঠে নাই সেইসব এলাকায় বিসিকের সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্কুল্ড ও কুটির শিল্পকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করিবে।

- ৯.৩ উপ-ঠিকাদারি ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্পোরেট সেক্টরের সহিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। উপ-ঠিকাদারি ব্যবস্থা উন্নয়নে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ তহবিল গঠন করিবে। উপ-ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানসমূহ যেখানেই অবস্থিত হউক না কেন তাহা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মতো প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা পাইবে।
- ৯.৪ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকারি/বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প ঋণ নিশ্চয়তা ক্ষিম (The Small Industry Credit Guarantee Scheme) ব্যাপকভাবে চালু ও কার্যকর করিবে।
- ৯.৫ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইউনিটের ক্ষেত্রে ৭.৮ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রণোদনা ও সুবিধাদি প্রদান করা হইবে।
- ৯.৬ বিসিক শিল্প-নগরীতে শিল্প-ইউনিট স্থাপনের জন্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।

অধ্যায়-১০

রপ্তানীমুখী এবং রপ্তানী সংযোগ (Export-Linkage) শিল্প

- ১০.১ রপ্তানীমুখী শিল্পায়ন হইতেছে শিল্পনীতি-১৯৯৮ এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। রপ্তানীমুখী শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং এই বিষয়ে সরকারিভাবে সর্বাঙ্গক সহযোগিতা নিশ্চিত করা হইবে।
- ১০.২ যেইসব শিল্প উৎপাদিত পণ্যের কমপক্ষে ৮০ শতাংশ রপ্তানী করে অথবা রপ্তানী পণ্যের কাঁচামাল হিসাবে উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশ সরবরাহ করে এবং অনুরূপ যেইসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ৮.০ শতাংশ সেবা রপ্তানী করিয়া থাকে সেইসব শিল্প ও প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানীমুখী শিল্প হিসাবে গণ্য করা হইবে (তথ্য প্রযুক্তিগত পণ্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত)।
- ১০.৩ ১০০ শতাংশ রপ্তানীমুখী শিল্পে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করিবার জন্য নিম্নোক্ত প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করা হইবে:
- (ক) মূলধনী যন্ত্র (capital machinery) এবং এইরূপ মূলধনী যন্ত্রের মূল্যের ১০ শতাংশ পর্যন্ত খুচুরা যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রযোজ্য শুক্রমুক্ত আমদানি নীতি অব্যাহত থাকিবে।

- (খ) শুল্কাধীন পণ্যগার (Bonded Warehouse) ও পিঠাপিঠি (back to back) ঝণপত্রের সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকিবে।
- (গ) প্রত্যার্পণযোগ্য শুল্কপদ্ধতি (system for duty drawback) অধিকতর সহজ করা হইবে এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে রপ্তানীযোগ্য ও রপ্তানী-সম্ভাবনাময় পণ্যের জন্য প্রত্যার্পণযোগ্য শুল্ক স্থির হারে (flat rate) নির্ধারণ করা হইবে। রপ্তানীকারক সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে স্থির হারে (flat rate) সরাসরি প্রত্যার্পণযোগ্য শুল্ক সুবিধা পাইবেন।
- (ঘ) অপরিবর্তনীয় এবং নির্ধারিত ঝণপত্রের/বিক্রয়চুক্তির বিপরীতে শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত ঝণ প্রদানের ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।
- (ঙ) পচাদ সংযোগ (backward linkage) নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে রপ্তানীমূখ্য তৈরি পোশাক শিল্পসহ অন্যান্য স্থানীয় কাঁচামাল-ব্যবহারকারি রপ্তানীমূখ্য শিল্পকে নির্ধারিত হারে সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে। অনুরূপ সুবিধা রপ্তানীমূখ্য শিল্পে স্থানীয় প্রচলন রপ্তানী কারকগনকেও (deemed exporters) প্রদান করা হইবে।
- (চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক বিনিয়য় নীতির বাহিরেও রপ্তানীমূখ্য শিল্পকে বিদেশে প্রচারাভিযান, বিদেশে অফিস প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা প্রদান করা হইবে।
- (ছ) হস্ত ও কুটির শিল্প থেকে অর্জিত সম্পূর্ণ রপ্তানী আয়কে আয়করমুক্ত করা হইবে। অন্যান্য শিল্পের রপ্তানী আয়ের উপর শতকরা ৫০ ভাগ হারে আয়কর রেয়াত প্রদান করা হইবে।
- (জ) রপ্তানী পণ্যোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু নিষিদ্ধ/সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত কাঁচামাল আমদানীর সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকিবে।
- (ঝ) সরকারের প্রচলিত নীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া রপ্তানীযোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য নির্ধারিত পরিমাণ শুল্কমুক্ত কাঁচামালের নমুনা আমদানীর সুবিধা প্রদান করা হইবে।
- (ঝঃ) বৈদেশিক মুদ্রা কিংবা বৈদেশিক মুদ্রার ঝণপত্রের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্য স্থানীয় শিল্প বা প্রকল্পে সরবরাহ করিলে তাহাকে পরোক্ষ রপ্তানী হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং রপ্তানী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে।

- (ট) রঞ্জনী ঝণ নিশ্চয়তা ক্ষমতে অধিকতর সম্প্রসারিত ও জোরদার করা হইবে।
- ১০.৮ বৈদেশিক মুদ্রার ঝণপত্রের মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি রঞ্জনী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শিল্প-ইউনিটে উৎপন্ন দশ শতাংশ পণ্য প্রযোজ্য শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে শুল্কের আওতাভুক্ত স্থানীয় এলাকায় রঞ্জনী করা যাইবে।
- ১০.৯ রঞ্জনী প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বাহিরে শতকরা ১০০ ভাগ রঞ্জনীমুখী শিল্প তাহাদের শতকরা ২০ ভাগ পণ্য, প্রযোজ্য শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে।
- ১০.৬ সরকারের অগাধিকারপ্রাপ্ত খাত (Thrust Sector) হিসাবে চিহ্নিত রঞ্জনীমুখী শিল্পখাতকে বিশেষ সুবিধা ও 'ভেঙ্গার ক্যাপিটাল' সুবিধা প্রদান করা হইবে।
- ১০.৭ আমদানিকৃত পণ্যের (পণ্য পৌঁছাইবার পূর্বে) উপর নির্ধারিত শুল্ক এবং কর মূল্যায়ন ও প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকিবে। বন্দর হইতে মাল খালাসের প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতাকে গতিশীল করা হইবে। চালান-পূর্ব পরিদর্শন ব্যবস্থার (Pre-shipment Inspection System) উন্নয়ন করা হইবে।
- ১০.৮ রঞ্জনীমুখী ও রঞ্জনী সংযোগ শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নিষিত সুবিধা প্রদান ছাড়া রঞ্জনী নীতি ঘোষিত সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধাও প্রযোজ্য হইবে।
- ১০.৯ রঞ্জনী ক্ষেত্রে উৎপাদনে লোকসান এড়ানোর জন্য অধিকতর যত্ন সম্বলিত প্রচেষ্টা হাতে নেয়া হইবে।

অধ্যায়-১১

বৈদেশিক বিনিয়োগ

- ১১.১ সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত শিল্প (reserved list) এবং পোষাক প্রস্তুতকরণ শিল্প (RMG), ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল সেবা শিল্প, টোল প্রক্রিয়াকরণ (toll manufacturing) সহ বাংলাদেশের সকল শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হইবে। স্থানীয় বেসরকারি বা সরকারি খাতে স্বতন্ত্রভাবে কিংবা যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এইরূপ বিনিয়োগ করা যাইবে। 'পোর্টফোলিও' বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পুঁজিবাজার উন্নৃত থাকিবে।

- ১১.২ বৈদেশিক বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) এ্যাট্চ ১৯৮০-এর উপর ভিত্তি করিয়া বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের আইনগত কাঠামো প্রণীত হইয়াছে। ইহা হইল:
- > স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম-আচরণ;
 - > রাষ্ট্র কর্তৃক স্বত্ত্ব গ্রহণ (expropriation) হইতে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংরক্ষণ; এবং
 - > শেয়ার বিক্রয়লক্ষ অর্থ ও মুনাফা প্রত্যাবাসনের নিশ্চয়তা বিধান।
- ১১.৩ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমযুক্তধন অংশীদারিত্বের (equity participation) বেলায় কোনরূপ সীমাবদ্ধতা থাকিবে না, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ বৈদেশিক লক্ষ্যপত্র (equity) বিনিয়োগ করা যাইবে। সম্পূর্ণ বিদেশী বিনিয়োগে কিংবা যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে তাহাদের পরিশোধিত মূলধনের (paid-up capital) পরিমাণ নির্বিশেষে সাধারণ ইস্যুর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয়ের কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। তবে বিদেশী বিনিয়োগকারী বা প্রতিষ্ঠান স্টক একচেঙ্গের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইবে। বিদেশী বিনিয়োগকারী/প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ব্যাংক হইতে চলতি মূলধন বাবদ ঝণ গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ ঝণের শর্ত ব্যাংক ও গ্রহীতার মধ্যকার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারণ করা হইবে।
- ১১.৪ কর-অবকাশ, রয়্যালটি প্রদান, প্রযুক্তি কৌশল ফি ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পোদ্যোক্তাদের মতো বিদেশী শিল্পোদ্যোক্তাগণ একই সুবিধা ভোগ করিবেন। বিদেশী কোম্পানিতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশী কারিগরের ক্ষেত্রে তিনি বৎসর পর্যন্ত ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করিতে হইবে না এবং এই সময়ের পর তাহার দেশের নাগরিকদের জন্য দ্বিতীয় (double taxation) রাহিতকরণের বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি কিংবা অন্য কোনও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাহাকে ব্যক্তিগত আয়কর প্রদান করিতে হইবে।
- ১১.৫ বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত মূলধন পূর্ণ প্রত্যাবাসনের সুবিধা প্রদান করা হইবে। অনুরূপভাবে এই ক্ষেত্রে লাভ ও ডিভিডেড সম্পূর্ণ স্থানান্তরযোগ্য। বিদেশী বিনিয়োগকারী যদি তাহার প্রত্যাবাসনযোগ্য ডিভিডেড বা অর্জিত লাভ পুনরায় বিনিয়োগ করেন তাহা হইলে উহাকে নৃতন বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করা হইবে। বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশী নাগরিকদের মজুরীর ৫০% ‘রেমিটেন্স’ এর ব্যবস্থা এবং তাহাদের সঞ্চয় ও অবসরকালীন সুবিধাদির ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রত্যাবাসন সুবিধা প্রদান করা হইবে।

- ১১.৬ বিনিয়োগকারী বিদেশী কোম্পানি কিংবা যৌথ বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া বিদেশী দক্ষ পেশাজীবিদের ‘ওয়ার্ক পারমিট’ প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ বাঁধা থাকিবে না। বিদেশী বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে তিন বছর এবং দক্ষ পেশাজীবিদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিয়োগকালের জন্য “মালটিপল এন্ট্রি তিসা” প্রদান করা হইবে।
- ১১.৭ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পখাতসমূহে বৈদেশিক বিনিয়োগকে, বিশেষতঃ স্কুল শিল্পে বিনিয়োগকারীকে বিসিক শিল্প নগরীতে জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে।
- ১১.৮ অনাবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের (NRB) বিনিয়োগকে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হিসাবে গণ্য করা হইবে।
- ১১.৯ নতুন পণ্য ও প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ধী-সম্পদ (intellectual property) অধিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- ১১.১০ বিনিয়োগ নিচয়তা ও বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পছ্তা ও ব্যবস্থা অনুসরণ করা হইবে।

অধ্যায়-১২

বিনিয়োগ বোর্ড

- ১২.১ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড এ্যাঞ্চ ১৯৮৯ অনুযায়ী বিনিয়োগ বোর্ড বাংলাদেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করিবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং মন্ত্রীবর্গ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত এই বোর্ড নতুন শিল্প-প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের ও বর্তমান শিল্পে সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।
- ১২.২ বিনিয়োগ বোর্ডের (BOI) প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপ :
- (ক) বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দেশে-বিদেশে তৎপরতা চালানো;
 - (খ) লগ্নি পুঁজি বৃদ্ধি ও দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা;
 - (গ) অবকাঠামো, উৎপাদন ও সেবা শিল্প এবং বৈদেশিক ঝণ, রয়্যালটি, প্রযুক্তি (technical know-how) ও প্রযুক্তি সহযোগিতা চুক্সহ (যেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) সকল শিল্প-প্রকল্প নিবন্ধীকরণ;

- (ঘ) নির্ধারিত শিল্পে কাজ করিবার জন্য বিদেশী নাগরিক কিংবা প্রতিষ্ঠানকে রয়্যালটি, প্রযুক্তি (technical know-how) ও প্রযুক্তি সহায়তা ফিস প্রদানের অনুমোদন প্রদান;
- (ঙ) বেসরকারি শিল্পে কাজ করিবার জন্য বিদেশী নাগরিককে ‘ওয়ার্ক পারমিট’ প্রদান করা;
- (চ) ব্যক্তি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানি সুবিধা প্রদান করা;
- (ছ) নির্ধারিত আওতার বাহিরে ব্যক্তি খাতের বৈদেশিক ঋণ এবং ‘সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট’-এর শর্তাদি অনুমোদন করা;
- (জ) শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্প এলাকায় জমি বরাদ্দ প্রদান;
- (ঝ) বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিরোধ নিষ্পত্তি; এবং
- (ঝঃ) শিল্প ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত সুবিধা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা।

- ১২.৩ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড (BOI) বিনিয়োগকারীদের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে একক সেবা কেন্দ্র (one stop service) সুবিধা প্রদান করিবে;
- (ক) বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ;
 - (খ) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংযোগ;
 - (গ) টেলিযোগাযোগের সুবিধা;
 - (ঘ) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামালের শুল্ক নিকাশপত্র (কাস্টম ক্লিয়ারেন্স);
 - (ঙ) পরিবেশ সংস্থার নিকাশপত্র; এবং
 - (চ) কোনও শিল্প দ্রুত স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা ও সেবা প্রদান।

এই লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের একক সেবা কেন্দ্র (One Stop Service Centre) এর সহিত সম্পৃক্ত হইবে।

অধ্যায়-১৩

রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা

- ১৩.১ বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এ্যাঞ্চ ১৯৮০-এর আওতায় রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশে রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন করা হইয়াছে, যেইখানে যোগাযোগ ও উপযোগ

সংযোগসহ (utility connection) সকল প্রকার অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এ্যাষ্টে ১৯৯৬-এর মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগে, যৌথ কারবারি কিংবা স্থানীয় উদ্যোগে বেসরকারি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপনে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।

১৩.২ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় নিম্নে উল্লিখিত ধরনের বিনিয়োগসমূহ অনুমোদিত :

প্রকার (ক) : বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের (NRB) বিনিয়োগসহ শতকরা ১০০ ভাগ বৈদেশিক বিনিয়োগ : এই ধরনের বিনিয়োগের আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বৈদেশিক মুদ্রার নিজস্ব উৎসের মাধ্যমে নির্মাণ, কাঁচামালের ব্যয় এবং সমগ্র চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তাসহ প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে।

প্রকার (খ) : বিদেশী ও স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের উদ্যোগে পরিচালিত যৌথ প্রকল্প : এই ধরনের বিনিয়োগের আওতায় স্থানীয় ও বিদেশী অংশীদারের মধ্যে সম্পাদিত ব্যবস্থা অন্যায়ী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে, তবে সকল প্রকার যত্ন আমদানীর ব্যয় বিদেশী অংশীদারদের বহন করিতে হইবে।

প্রকার (গ) : বাংলাদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের শতকরা ১০০ ভাগ বিনিয়োগ: এই ধরনের বিনিয়োগের আওতায় যত্নপাতি আমদানিসহ প্রকল্পের সকল ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে বিনিয়োগকারীর নিজস্ব উৎস, 'সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট', অপ্রত্যাবাসনযোগ্য (non-repatriable) বৈদেশিক মুদ্রা, আয়ানুগ পরিশোধ ক্ষিম অথবা গ্রহণযোগ্য অন্য কোনও ব্যবস্থার মাধ্যমে।

১৩.৩ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত শিল্পসমূহে নিম্নলিখিত সুবিধাদি প্রদান করা হয়:

- (ক) ১০ বৎসরের জন্য আয়কর রেয়াত এবং ১০ বৎসর পর রপ্তানী আয়ের উপর শতকরা ৫০ ভাগ আয়কর রেয়াত প্রদান;
- (খ) কাঁচামাল, যত্নপাতি নির্মাণ সামগ্রী এবং উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য উপাদান আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্কমুক্তি;
- (গ) প্রচলিত শর্তানুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিদেশী নির্বাহী কর্মকর্তা/কারিগরদের বেতন তিন বৎসরের জন্য আয়করমুক্ত;
- (ঘ) বৈদেশিক ঋণের সুদের উপর কর মওকুফ;

- (ঙ) রয়্যালটি, কারিগরি প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা ফিসের উপর কর মওকুফ;
- (চ) Stock Exchange-এর তালিকাভুক্ত বিদেশী কোম্পানি কর্তৃক শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার উপর কর মওকুফ;
- (ছ) বিদেশের কোন চালু শিল্প ইউনিট রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় স্থানান্তর;
- (জ) রপ্তানীর উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্যের জন্য প্রয়োজনীয় রপ্তানী সংযোগ (linkage) পণ্যসামগ্রী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা হইতে দেশের অভ্যন্তরে শুল্ক এলাকায় অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে শুল্কাধীন পণ্যাগার (Bonded warehouse) অথবা পিঠা-পিঠি খণ্পত্র (Back to Back LC.) এর মাধ্যমে সরবরাহ করার অনুমতি প্রদান;
- (ঘ) অফশোর (offshore) ব্যাংকিং-এর সুবিধা প্রদান ; এবং
- (ঞ্চ) রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় উপকরণ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পশ্চাদ সংযোগ (Backward- Linkage) শিল্প স্থাপন উৎসাহিত করা হইবে ।

অধ্যায়-১৪

শিল্প প্রযুক্তি

- ১৪.১ এই শিল্পনীতির লক্ষ্য হইতেছে প্রযুক্তির পরিবর্তন ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা অর্জন, ব্যয় সামৃদ্ধী প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোক্তার ব্যয় হ্রাস এবং পরিবেশ সম্রক্ষণ শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদান। উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন প্রযুক্তির সংমিশ্রণ ব্যবহার করিয়া উদ্যোক্তাগণ তাঁহাদের লাভ বৃদ্ধি করিতে এবং বিশ্ব ও স্থানীয় বাজারের পরিবর্তনের সহিত তাল মিলাইয়া দক্ষতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবেন। এই উদ্দেশ্যে সরকারি নীতিমালা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।
- ১৪.২ ‘অগ্রাধিকার প্রাণ’ (thrust sectors) খাতসমূহে আমদানি প্রতিস্থাপন এবং/অথবা রপ্তানী সম্প্রসারণ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে সহায়তা (support scheme) প্রদান করা হইবে।

- ১৪.৩ আমদানিকৃত, উপযোজিত এবং দেশজ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হইবে।
- ১৪.৪ পরিকল্পিত মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মীবাহিনী সৃষ্টির অভিপ্রায়ে একটি সহায়ক ‘কর্পোরেট’ সংস্কৃতি গঠন করা হইবে।
- ১৪.৫ অনুমোদিত গবেষণা এবং উন্নয়ন (R&D) ব্যয় কর অবকাশ সুবিধা পাইবে। গবেষণা লক্ষ ফল বিচ্ছুরনের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পসমূহের মধ্যে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপন করা হইবে।

অধ্যায়-১৫

প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

- ১৫.১ শিল্প খাতে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও ধরিয়া রাখিবার জন্য কিছু সংখ্যক বিশেষায়িত (Specialised) সরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা হইবে এবং এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। এইসব প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগকে ক্রমাগতে গতিশীল করা হইবে, ইহাদের মধ্যে গভীর সমৰ্থ সাধন করা হইবে এবং ইহাদের সহিত ব্যক্তি খাতের সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হইবে।
- ১৫.২ উপ-ঠিকাদারি উন্নয়ন : বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প-ইউনিটের মধ্যকার সংযোগ নীতি এমনভাবে অনুসৃত হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট অপেক্ষাকৃত বড় শিল্প ইউনিটের “উপ-ঠিকাদার” হিসাবে কাজ করিতে পারে। বড় শিল্পকে মূল পণ্য উৎপাদন ও সংযোজনের কাজ করিতে এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদনের দায়িত্ব ক্ষুদ্র শিল্পের হাতে প্রদান করিতে উৎসাহিত করা হইবে।
- ১৫.৩ দক্ষতা উন্নয়ন : সরকারি ও বেসরকারি খাতে শ্রমিক, কারিগর ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালানো হইবে। এই উদ্দেশ্যে জাতীয় উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র (rational productivity organization) নামে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ বর্তমান প্রশিক্ষণ সংস্থাসমূহকে এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হইবে। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সেরও আয়োজন করা হইবে। শিল্প গবেষণার কাজ ভৱান্বিত করা হইবে এবং বাংলাদেশ কারিগরি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET), বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

(BCSIR), বাংলাদেশ শিল্প ও প্রযুক্তি সহযোগিতা কেন্দ্র (BITAC) ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়িয়া তোলা হইবে যাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভৌজাগণ গবেষণালক্ষ সুবিধা হইতে সর্বাধিক উপকৃত হইতে পারেন। বেসরকারি খাতে কারিগরি দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য সরকারি প্রশিক্ষণ সুবিধার পূর্ণ সম্বুদ্ধাবহার করা উচিত।

- ১৫.৪ মান নিয়ন্ত্রণ: দেশী ও বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য উৎপাদিত পণ্যের একটি গ্রহণযোগ্য মান অবশ্যই থাকিতে হইবে। এই জন্য সকল শিল্প উৎপাদনকারীকে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোরভাবে মানিয়া চলিতে হইবে। বাংলাদেশ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ ইনষ্টিউশন (BSTI) এই ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। বিএসটিআই ও কর্পোরেট সংস্থাসমূহ একত্রে বাংলাদেশী পণ্যের জন্য আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (International Standard Organization - ISO) প্রত্যয়নপত্র প্রদানের (বিশেষ করিয়া ISO-9000) ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে।
- ১৫.৫ বিনিয়োগ বিষয়ে পরামর্শ দান ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ: অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (sponsoring authority) (বিনিয়োগ বোর্ড, বেপজা ও বিসিক) বেসরকারি খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগপূর্ব ও বিনিয়োগ-উত্তর পরামর্শ ও সেবা প্রদান করিবে। এই উদ্দেশ্যে বিসিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিউট এবং বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিউট ((BIM) (ভৃতপূর্ব BMDC) এর পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ সুবিধার অধিকতর উন্নয়ন সাধন ও সম্প্রসারণ করা হইবে।
- ১৫.৬ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ: পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ সংরক্ষণ এ্যাস্ট ১৯৯৫ ও এতদ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি কার্যকর করা হইবে। অনুমোদনকারী সকল সংস্থা এই বিষয়ে নিশ্চিত করিবে যে, প্রকল্প প্রস্তাবে যথোচিত পরিবেশগত সমীক্ষা, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য পরিবেশ বিষয়ক সতর্কতামূলক ব্যবস্থার বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। পরিবেশ দূষণ ও জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা সম্বলিত বর্তমান শিল্পসমূহ অবশ্যই পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ISO-14000 সনদ প্রাপ্তির জন্য উৎসাহিত করা হইবে।
- ১৫.৭ পুঁজি বাজারের উন্নয়ন: পুঁজি বাজারকে শক্তিশালী করিবার জন্য সিকিউরিটিজ এ্যান্ড একচেঙ্গ কমিশন (SEC)-এর তত্ত্বাবধানে স্টক একচেঙ্গ গৃহীত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সিকিউরিটিজ এ্যান্ড একচেঙ্গ কমিশন সুষ্ঠু বাজারমুখী পুঁজি সংগঠনের জন্য প্রাসঙ্গিক আইন প্রণয়ন করিবে।

- ১৫.৮ শিল্পোন্নয়নের স্বীকৃতি: দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পাদ্যোক্তা, কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদক প্রদান করা হইবে। শিল্প খাতে সফল শিল্পাদ্যোক্তাগণকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (CIP) হিসাবে গণ্য করা হইবে।

অধ্যায়-১৬

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

- ১৬.১ সকল সরকারি সংস্থা শিল্পনীতি ১৯৯৮ বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করিবে এবং এই নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়িত হইবে, নিয়মিত পরিবীক্ষণ (monitor) করা হইবে এবং বিশ্ব ও স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত তাল মিলাইয়া পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন করা হইবে।
- ১৬.২ এই শিল্পনীতি বর্তমান আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করিয়া শিল্পোন্নয়নের বর্তমান পরিবেশ তুলিয়া ধরিয়াছে। শিল্পোন্নয়নকে আরো গতিশীল করিবার জন্য ইহা নতুন লক্ষ্যমাত্রা, নীতিমালা ও ব্যবস্থাসমূহকে সংজ্ঞায়িত করিয়াছে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহ শিল্প নীতির সহিত সঙ্গতি রক্ষার লক্ষ্যে তাহাদের বর্তমান আইন-কানুন পর্যালোচনা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে নৃতন আইন প্রণয়ন করিবে। শিল্পনীতি সুষৃতভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হইলে নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হইবে।
- ১৬.৩ শিল্পনীতির বাস্তবায়নের জন্য যেইসব বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে তাহা নিম্নরূপ:
- (ক) বিনিয়োগ উন্নয়ন এ্যাস্ট (investment promotion act) কার্যকর করা এবং শিল্পনীতি-১৯৯৮ আইনের মাধ্যমে কার্যকর করিবার জন্য বিধি প্রণয়ন।
 - (খ) শিল্পনীতি ১৯৯৮-এর উদ্দেশ্য ও নীতি-কৌশলের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য বিনিয়োগ বোর্ড এ্যাস্ট ১৯৮৯, বৈদেশিক বিনিয়োগ (উন্নয়ন ও সংরক্ষণ) এ্যাস্ট ১৯৮০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের যথাযথ সংশোধনী আনয়ন করা হইবে। কোন ক্ষেত্রে এই

নীতি প্রচলিত বিধি/ আইনের পরিপন্থি হইলে সংশোধনী না আনা
পর্যন্ত বর্তমান বিধি প্রচলিত থাকিবে।

- (গ) বিনিয়োগকারী ও ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নীতিমালা,
যেমন- Arbitration Act (1940), Trade Mark Act (1940)
Ges Patent and Design Act (1911) আধুনিকায়নের জন্য
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- (ঘ) আইন কমিশনের মাধ্যমে শিল্পান্নের সম্পর্কিত এ্যাট্র, অধ্যাদেশ,
বিধি ও নিয়মকানুন ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করা হইবে। এই
প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় বাণিজ্য
সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় আইন কমিশনের বিবেচনার জন্য
প্রয়োজনীয় দলিলপত্র প্রস্তুত করিবে।
- ১৬.৮ শিল্পনীতি-১৯৯৮-এর দর্শন, উদ্দেশ্য ও নীতিকৌশল বাস্তবানুগ ও
বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য একটি প্রেক্ষিতে শিল্প পরিকল্পনা
(perspective industrial plan) প্রস্তুত করা হইবে। দিক্কনির্দেশনাধৰ্মী এই
পরিকল্পনা পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে কৌশলগত বিনিয়োগের
সুযোগসমূহের উপর আলোকপাত করিবে।
- ১৬.৯ শিল্পনীতি-১৯৯৮ সঠিকভাবে পরিবীক্ষণ ও পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে
শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (MIS) স্থাপন করা হইবে।
প্রস্তাবিত তথ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের অধীনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের
উপর সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত পাশাপাশি রাখিয়া বিশ্লেষণ করা হইবে
এবং গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের তাহা জানানো হইবে।
- ১৬.৬ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে শিল্প বিষয়ক গবেষণা ও বিশ্লেষণধৰ্মী কাজে
উৎসাহিত করা হইবে যাহাতে এইসব প্রতিষ্ঠান শিল্পনীতি ১৯৯৮ বাস্তবায়নে
ফলপ্রসূ অবদান রাখিতে পারে।
- ১৬.৭ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কার্যকর
উপদেষ্টা কাঠামোর মাধ্যমে শিল্পনীতি-১৯৯৮ এর বাস্তবায়ন কার্য পরিচালিত
হইবে।
- (ক) একটি জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID) গঠিত হইবে, যাহার
সভাপতি থাকিবেন প্রধানমন্ত্রী এবং সহ-সভাপতি হইবেন
শিল্পমন্ত্রী। এই কমিটিতে নিম্নোক্ত সদস্যগণ অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন:

- (১) অর্থ, বাণিজ্য, পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পাট, বন্দশিল্প, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ।
- (২) বেসরকারিকরণ বোর্ডের চেয়ারম্যান।
- (৩) প্রত্যেক বিভাগ হইতে একজন করিয়া সংসদ সদস্য।
- (৪) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ (অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য, পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পাট, বন্দশিল্প, ডাক ও টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং শ্রম ও জনশক্তি)।
- (৫) বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর।
- (৬) পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও জ্বালানী বিভাগের প্রধানগণ।
- (৭) বিনিয়োগ বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান।
- (৮) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর চেয়ারম্যান।
- (৯) শুল্ক কমিশনের চেয়ারম্যান।
- (১০) বাংলাদেশ স্কুল্য ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান।
- (১১) বেপজা-র চেয়ারম্যান।
- (১২) FBCCI, DCCI, MCCI, BCI, FCCI, NASCIB ও BGMEA-এর সভাপতিবৃন্দ।
- (১৩) সরকার মনোনীত পাঁচ জন বিশিষ্ট শিল্পপতি।
- (১৪) বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।
- প্রতি ছয় মাসে কমিটি একবার সভায় মিলিত হইবে। শিল্প মন্ত্রণালয় এই কমিটিকে সাচিবিক সেবা প্রদান করিবে।
- (খ) জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (NCID) একটি নির্বাহী কমিটি (EC) থাকিবে; যাহার আহ্বায়ক হইবেন শিল্প মন্ত্রী। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের এই নির্বাহী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হইবে:
- (১) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়।
 - (২) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড।
 - (৩) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।
 - (৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাষ্ট্রানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ।
 - (৫) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্কুল্য ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন।
 - (৬) পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও জ্বালানী বিভাগের প্রধানগণ।
 - (৭) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সচিব।

- (৮) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
- (৯) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- (১০) সচিব, বন্ত্রশিল্প মন্ত্রণালয়।
- (১১) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
- (১২) সচিব, পাট মন্ত্রণালয়।
- (১৩) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।
- (১৪) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
- (১৫) চেয়ারম্যান, শুল্ক কমিশন।
- (১৬) FBCCI, MCCI, DCCI, BCI, FCCI এবং CCCI- এর
সভাপতিবৃন্দ।

শিল্প মন্ত্রণালয় যুগ্ম-সচিব (নীতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা) সদস্য-সচিব হিসাবে
কাজ করিবেন।

নির্বাহী কমিটি কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার সভায় মিলিত হইবে।

(গ)	সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হইবে। কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:	
(১)	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
(২)	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ	বোর্ডসদস্য
(৩)	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৪)	সচিব, আইন মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৫)	সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(৬)	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
(৭)	চেয়ারম্যান, শুল্ক কমিশন	সদস্য
(৮)	সভাপতি, FBCCI	সদস্য

প্রয়োজন হইলে কমিটিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

১৬.৮ জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (EC-NCID) বিশেষ বিভাগীয়
ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

পরিশিষ্ট-১**সেবা শিল্পসমূহ**

১. বিনোদন (যেমন-সিনেমা, বিনোদনমূলক পার্ক ইত্যাদি)
২. হাসপাতাল ও ক্লিনিক
৩. তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম (যেমন- কম্পিউটার সফ্টওয়্যার, ডেটা এন্ট্রি ও ব্যবস্থাপনা, ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি)
৪. নির্মাণ
৫. হোটেল

পরিশিষ্ট-২**সংরক্ষিত শিল্পসমূহ**

১. অন্তর্শন্ত্র ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি
২. পারমাণবিক শক্তি
৩. সিকিউরিটি প্রিন্টিং ও টাকশাল
৪. বনায়ন ও সংরক্ষিত বনভূমির সীমানায় যান্ত্রিক আহরণ

পরিশিষ্ট -৩**অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহ (thrust sectors)**

- | | |
|---|---|
| ১) কৃষিনির্ভর শিল্প | ৯) পাটজাত পণ্য |
| ২) কৃত্রিম ফুল উৎপাদন | ১০) জুয়েলারী এবং ডায়মন্ড (কাটিং এবং পলিশিং) |
| ৩) কম্পিউটার সফ্টওয়্যার এবং তথ্য প্রযুক্তি | ১১) চামড়া |
| ৪) ইলেক্ট্রনিক্স | ১২) তেল ও গ্যাস |
| ৫) হিমায়িত খাদ্য | ১৩) গুটি পোকার চাষ ও রেশম শিল্প |
| ৬) পুস্পবিদ্যা | ১৪) খেলনা (stuffed toys) |
| ৭) উপহার সামগ্রী | ১৫) বস্ত্র শিল্প |
| ৮) অবকাঠামো | ১৬) পর্যটন শিল্প |

পরিশিষ্ট-৪

কর অবকাশের সময়কাল

১. ঢাকা, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ
(পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা ব্যতীত)
২. বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা

পরিশিষ্ট -৫

আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর শুরু সুবিধার জন্য এলাকা বিভাজন

‘উন্নত’ এলাকাসমূহ

ঢাকা জিলা

কোতোয়ালী পুলিশ স্টেশন, সুত্রাপুর, লালবাগ, ধানমন্ডি, ক্যান্টনমেন্ট, মতিঝিল,
সবুজবাগ, তেজগাঁও, ডেমরা, গুলশান, রমনা, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, উত্তরা, সাতার,
কেরাণীগঞ্জ ও ধামরাই।

নারায়ণগঞ্জ জিলা

নারায়ণগঞ্জ পুলিশ স্টেশন, বন্দর, ফতুল্লা, সিন্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ, আড়াই হাজার এবং
সোনারগাঁও।

নরসিংদী জিলা

নরসিংদী পৌর এলাকা ও পলাশ পুলিশ স্টেশন।

গাজীপুর জিলা

গাজীপুর পুলিশ স্টেশন, টংগী, কালীগঞ্জ ও কালিয়াকৈর।

চট্টগ্রাম জিলা

কোতোয়ালী পুলিশ স্টেশন, ডাবলমুরিং, চট্টগ্রাম বন্দর, পাঁচলাইশ, পাহাড়তলী,
চাঁদগাঁও, হাটহাজারী, রাউজান, রাঙ্গনিয়া, মিরস্বরাই ও সিতাকুন্ড।

খুলনা জিলা

কোতোয়ালী পুলিশ স্টেশন, দৌলতপুর, খানজাহান আলী ও ফুলতলা ।

যশোর জিলা

যশোর পৌর এলাকা ও অভয়নগর পুলিশ স্টেশন ।

নিরোক্ত জিলাসমূহের পৌর এলাকা

মানিকগঞ্জ, মুসীগঞ্জ, কক্রবাজার, ফেনী, কুমিল্লা, সিলেট, ব্রাক্ষণবাড়িয়া, চাঁদপুর,
মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া ।

‘অনুগ্রহ’ এলাকা

উপরে উল্লিখিত এলাকাসমূহ ব্যতীত অন্য সকল এলাকা ।

নোট : ‘পুলিশ স্টেশন’ (থানা) হইল প্রাক্তন ‘উপজিলা’ ।

৪. বন্ধনীতি-১৯৯৫

১.০ বন্ধনীতির গুরুত্ব ও পটভূমি:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বন্ধনিল নিমোক্ত বিভিন্নমুখী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে:

- ১) বন্ধ মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। বন্ধনিল জনসাধারণের অন্যতম এই মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে।
- ২) অন্যান্য শিল্প খাতের তুলনায় দেশের বন্ধনিল অধিক শ্রম-নিরিড় এবং বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বন্ধনিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বন্ধখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি প্রায় ৩৫.০০ লক্ষাধিক, যা শিল্পখাতে নিয়োজিত মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৪৫ শতাংশ।
- ৩) অর্থনৈতিক মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বন্ধনিলের অবদান মোট শিল্পখাতের এক-তৃতীয়াংশের অধিক এবং মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ৫ শতাংশ।
- ৪) রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও আমদানি বিকল্প শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এ শিল্পের অবদান হিসাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানীমুখী বন্ধনিল থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালে রপ্তানী আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১০.০০ লক্ষ টাকা যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪-৯৫ সালে দাঁড়িয়েছে ৯০৮৫ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশের সর্বমোট রপ্তানী আয়ের ৬৫% আসে বন্ধনিল দ্রব্যাদি রপ্তানীর মাধ্যমে।
- ৫) বন্ধনিলের ক্রমবর্ধমান সম্প্রসারণের ফলশ্রুতিতে অধিকতর যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের প্রয়োজনে দেশের ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৈরী পোষাক শিল্পের প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী বা এক্সেসরিজ (বোতাম, বকরম, প্যাকেজিং ইত্যাদি) সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বন্ধনিলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বন্ধুশিল্প বিভিন্ন দেশে শিল্পায়নের মুখ্য চালিকা শক্তি (Prime Mover) হিসাবে কাজ করেছে। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব বন্ধুশিল্প দিয়েই শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, হংকং ইত্যাদি দেশের শিল্পায়নের প্রথম পর্বে বন্ধুশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সুদূর অতীতকাল থেকে উপনিবেশিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলা বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং কার্যকার্যময় উন্নতমানের মসলিন, জামদানী এবং রেশমী বন্ধ উৎপাদনে পূর্ববাংলা বিশ্ববাজারে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। হস্তচালিত তাঁত শিল্প আজও দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরী করে আসছে। পাকিস্তান আমলে ও স্বাধীনতা উন্নয়নকালে বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে কিছু সংখ্যক সূতা ও বন্ধকল স্থাপিত হয়। দেশের বন্ধুশিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন ও রপ্তানী বাজারে এর দ্রুত বিকাশের লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার কর্তৃক “বন্ধু নীতি- ১৯৮৯” গৃহীত হয়। এই বন্ধুনীতি বাস্তবায়নে বিগত বছরগুলোতে বন্ধু মন্ত্রণালয় বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে রপ্তানীমূল্যী বন্ধবাত্ত দেশের রপ্তানী আয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিছু রপ্তানীমূল্যী তৈরী পোষাক শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য বন্ধু উপর্যুক্তগুলোর পশ্চাদমূল্যী সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বন্ধু সামগ্রী রপ্তানী থেকে অর্জিত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশ কাপড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যসামগ্রী আমদানীর জন্য ব্যয় হচ্ছে। এ ছাড়াও সম্প্রতি স্বাক্ষরিত গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে উন্নত দেশের বাজারে দেশীয় বন্ধ পণ্য যে সুবিধাদি পেয়ে আসছিল (যথা কোটা, জিএসপি, ইত্যাদি) তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রপ্তানীমূল্যী বন্ধুশিল্প স্থানীয় স্পিনিং-উইভিং-ডাইয়িং -ফিনিশিং শিল্পের সংগে পশ্চাদমূল্যী সংযোগ স্থাপন করতে ব্যর্থ হলে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় এই শিল্পের অগ্রগতি থেমে যেতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বন্ধের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বেড়ে চলেছে। দেশের বন্ধুশিল্প বন্ধের অভ্যন্তরীণ চাহিদা পুরাপুরি ঘিটাতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং বন্ধুনীতি-১৯৮৯ এর লক্ষ্য বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হয়েছি। এমতাবস্থায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা ঘাটতি পূরণ ও রপ্তানীমূল্যী তৈরী পোষাক শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বন্ধুশিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ অপরিহার্য। সরকারী খাতের মিলের সংখ্যা ইতিমধ্যে বেসরকারীকরণের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে। সরকারী খাতের বাকী মিলগুলো ক্রমাগত লোকসানে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে এগুলো বেসরকারীকরণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উপর্যুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বন্ধুশিল্প দেশের সার্বিক শিল্পায়নে মুখ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বন্ধুশিল্পের এই গুরুত্ব ও সম্ভাবনার পেরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার এই খাতকে “থ্রাষ্ট সেট্টের” হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এমতাবস্থায় মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামোতে বন্ধুশিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী নতুন বন্ধনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই নীতির মূল লক্ষ্য বেসরকারী খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ বন্ডের চাহিদা পূরণে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করা ও রপ্তানীমূল্যী বন্ধুশাতের সংগে পশ্চাদসংযোগ স্থাপন করে, রপ্তানীমূল্যী খাতের প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ করা।

২.১. বন্ধনীতির উদ্দেশ্যসমূহ

বন্ধনীতির উদ্দেশ্যাবলী নিম্নে বর্ণনা করা হলো

- (১) ২০০৫ সাল নাগাদ গড়ে মাথাপিছু ১৭ মিটার কাপড়ের স্থানীয় চাহিদা মেটানো ও রপ্তানীমূল্যী তৈরী পোষাক শিল্পের প্রয়োজনীয় বন্ডের চাহিদা পূরণে পশ্চাদ-সংযোগ (Backward Linkage) স্থাপন এবং সরাসরি বন্ধ পণ্য রপ্তানীর নিচয়তা বিধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ও প্রতিযোগিতামূলক দায়ে বন্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- (২) উন্নত ও শিল্পোন্নত দেশের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে, রপ্তানী আয় ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয়ে অধিকতর অবদান রেখে বন্ধুশিল্প যাতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুখ্য সহায়কের (Prime Mover) ভূমিকা পালনে সক্ষম হতে পারে তার নিচয়তা বিধান করা।
- (৩) বন্ধুশিল্পের উচল থেকে নীচল (Upstream to downstream) পর্যন্ত প্রতিটি উপখাতের সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তঃসংযোগ সৃষ্টি ও সমর্পিত পরিচালন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে স্পিনিং, উইভিং, নিটিং ও হোসিয়ারী, ডাইয়িং, ফিনিশিং, রপ্তানীমূল্যী পোষাক তৈরী ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি প্রতিটি কর্মসূচী জাতীয় অগ্রাধিকার ও প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার (Perspective Plan) অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সংগে সঙ্গতি রেখে বাস্তবায়ন করা।

- (৪) বন্ধুশিল্পের সম্প্রসারণের নিমিত্তে অধিকতর দেশী ও বিদেশী পঁজি বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন প্রকার সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

১.২ বন্ধুনীতির কৌশলসমূহ

বন্ধুনীতির উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করার জন্য নিম্নবর্ণিত কৌশলসমূহ অনুসৃত হবেঃ

- (১) বন্ধুশিল্পের উন্নয়নে বেসরকারী খাতকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ প্রদান। এই লক্ষ্যে বেসরকারী খাতকে সহজ শর্তে ঝণ প্রদান ও কাঁচামাল আমদানিতে সরকারী বিধি নিষেধ হাসসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান।
- (২) বন্ধুখাতের বিভিন্ন উপর্যাতে বিদ্যমান উৎপাদন ক্ষমতার সুষ্মকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিষ্ঠাপন ও সম্প্রসারণ (বি,এম,আর,ই) এর মাধ্যমে বন্ধুশিল্পের সার্বিক আধুনিকায়ন করা।
- (৩) বন্ধুখাতের বিভিন্ন উপর্যাতে বন্ধু পণ্যের চান্দিহা সরবরাহের ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন মিল/ ইউনিট/ফ্যাক্টরী স্থাপন করা।
- (৪) বেসরকারী খাতে বন্ধুশিল্পের উন্নয়ন উৎসাহিত করা এবং সরকারী খাতের বন্ধুকলসমূহ বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে টেক্ডারের মাধ্যমে বিক্রয়ের পাশাপাশি শেয়ার বিক্রয় ও বেসরকারী উদ্যোজ্ঞদের সাথে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বেসরকারীকরণ তুরাবিত করা।
- (৫) স্পেশালাইজড ও পাওয়ারলুম উপর্যাতের পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করে এই উপর্যাতের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা দেশের স্থানীয় ও রণনীয়মুখী তৈরী পোষাক শিল্পের কাপড়ের চাহিদা প্রৱণ ও সরাসরি বন্ধু পণ্য রণনীতে নিয়োজিত করা।
- (৬) গ্রামীণ হস্তাচালিত তাঁত শিল্পকে বিদ্যমান সংকটের হাত থেকে মুক্ত করে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং কাঁচামাল প্রাণ্ণি ও উৎপাদিত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারীভাবে সর্বাঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- (৭) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংহানের সুযোগ সৃষ্টি ও দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নকল্পে আধুনিক পদ্ধতিতে তুঁতচাষ ও গুটি উৎপাদন এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের

মাধ্যমে রেশম বস্ত্র উৎপাদন এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রেশম সামগ্রী বিপণনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে সর্বাঞ্চক সহযোগিতা প্রদান করা।

- (৮) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় বস্ত্র পণ্য প্রতিযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কাঁচামালের উপর বর্তমানে আরোপিত আমদানি শুল্ক ও রপ্তানী উৎসাহ কঠামো যুক্তিসংগতভাবে পুনর্বিন্যাস করা।
- (৯) বন্ধুশিল্পকে দেশের শিল্পোন্নয়নের অগ্রপথিকের ভূমিকা পালনের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নিরস্তর শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, নকশা উন্নয়ন, গবেষণা পরিচালন, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, এমআইএস ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এই শিল্পে নিয়োজিত মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২.০ বন্ধুশিল্পের উপর্যুক্ত বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধানের নীতিমালাঃ

২.১ স্পিনিং

বন্ধুশিল্পের ৪টি মূল পর্যায়ের প্রথমটি হচ্ছে স্পিনিং। দেশে বর্তমানে সর্বমোট ১১৮টি স্পিনিং মিল আছে যার মধ্যে ৩০ টি সরকারী মালিকানায় এবং বাকী ৮৮ টি বেসরকারী মালিকানায় রয়েছে। দেশে বর্তমানে (১৯৯৪-৯৫) সূতার মোট চাহিদা ৪৬.৭০ কোটি কেজি যার মধ্যে ২০.৭০ কোটি কেজি সূতা স্থানীয় চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন এবং বাকী ২৬.০০ কোটি কেজি সূতা রপ্তানীয় বস্ত্র উপর্যুক্ত জন্য প্রয়োজন। এই বিপুল চাহিদার মাত্র ২১ ভাগ বা ৯.৬৫ কোটি কেজি সূতা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হয়। ফলে এই উপর্যুক্ত চাহিদা-সরবরাহে বিপুল ঘাটতি রয়েছে যার পরিমাণ বর্তমানে ৩৭.০৫ কোটি কেজি। স্পিনিং উপর্যুক্ত প্রধান সমস্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ অত্যন্ত পুরাতন যন্ত্রপাতি (সরকারী ও বেসরকারী খাতের প্রায় ৪৫ টি মিল ২৫ বছরের অধিক পুরাতন), বিদ্যুৎ বিভাইট, কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা ও কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানীর উপর উচ্চ হারে আরোপিত শুল্ক, কাঁচামাল অপচয়ের উচ্চহার, যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষনের অভাব এবং সরকারী মিলের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার শুরু গতি। স্পিনিং উপর্যুক্ত এই সব সমস্যাবলী

দূরীকরণ, স্থাপিত ক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দেশে এই শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে:

- (১) দেশে সূতার বর্তমান চাহিদা ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোগে নতুন স্পিনিং মিল স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও তৈরী পোষাক শিল্পের চাহিদা ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে কমপক্ষে ২৫,০০০ স্পিন্ডল ক্ষমতা সম্পন্ন আনুমানিক ১১৬ টি স্পিনিং মিল স্থাপনার সুযোগ দেশে রয়েছে এবং এতে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে আনুমানিক ৪৬৪০ কোটি টাকা।
- (২) গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ বর্ষে অর্থাৎ ২০০৫ সালে সূতার ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৭৭.১০ কোটি কেজি, যা স্থানীয়ভাবে পূরণের জন্য একই ক্ষমতা সম্পন্ন আরো ১২৬ টি স্পিনিং মিল স্থাপনের প্রয়োজন এবং এতে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০৪০ কোটি টাকা।
- (৩) নতুন মিল স্থাপনার পাশাপাশি পুরাতন ও অসংগতি সম্পন্ন (imbalance) মিলসমূহের স্থাপিত ক্ষমতা ও সার্বিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএমআরই কর্মসূচী বাস্তবায়নে জোর দেয়া হবে।
- (৪) সরকারী খাতের স্পিনিং মিলগুলো বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে সরাসরি বিক্রয়ের পাশাপাশি শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থাও থাকবে এবং দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগ-কে উৎসাহিত করা হবে। পুরাতন মিলগুলো পাবলিক লিঃ কোম্পানীতে রূপান্তরিত করে বিটিএমসিকে ভূমি, ভবন ইত্যাদির মূল্যমানের সমান শেয়ার প্রদান করে বেসরকারী উদ্যোক্তাকে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের সমান শেয়ারসহ মিল ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব দেয়া হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য বন্ধু মন্ত্রণালয় ও বেসরকারীকরণ বোর্ড প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা

- (৫) বিদ্যমান এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত স্পিনিং মিলসমূহে উৎপাদিত সূতার শুণগত মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন, Quality Control ব্যবস্থা জোরদারকরণ, মিলে টেষ্টিং ব্যবস্থার প্রচলন ইত্যাদি পদক্ষেপ উৎসাহিত করা হবে।
- (৬) মিলগুলোতে অব্যাহত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ এবং বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- (৭) ভবিষ্যতে পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মিলসমূহে নিজস্ব বিদ্যুৎ “জেনারেটর” স্থাপনে সরকারী সহযোগিতা প্রদান করা হবে। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে সরকারী খাতের পাশাপাশি বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপারে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- (৮) মিলসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রস্তুতিবিত জাতীয় বস্ত্র প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও ডিজাইন ইনসিটিউটে (National Institute of Textile Training, Research and Design-NITTRAD) বর্তমান সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।
- (৯) মিলসমূহে উৎপাদন প্রক্রিয়াওয়ারী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী (Process-wise Maintenance Programme) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে।
- (১০) দেশীয় বিভিন্ন বস্ত্র পণ্য বিদেশী বস্ত্র পণ্যের সাথে প্রতিযোগী করার লক্ষ্য শুল্ক ও করের যুক্তিসংগত পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। স্পিনিং উপর্যাতে ব্যবহৃত প্রাথমিক কাঁচামাল তৃলা

আমদানীর উপর আরোপিত শুল্ক ও কর ইতিমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ভিসকোজ, অন্যান্য কৃত্রিম আঁশ ও পয় (POY) আমদানীর উপর আরোপিত শুল্ক হাস বা মৌজিকীকরণ করা হবে।

- (১১) সরকারী মিলগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে সংস্থা, মিল ও ফ্লোর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- (১২) সরকারী খাতের মিলের জনবল পর্যালোচনা ও সামঞ্জস্য বিধান করা হবে।
- (১৩) কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানীর ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী মিলগুলোকে সহজ শর্তে ঝণ প্রদানে সহায়তা করা হবে এবং চলতি মূলধন অর্থায়নের ব্যাপারে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

২.২

উইভিং

২.২.১ পাওয়ারলুম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল

বন্ধুশিল্পের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার নাম উইভিং (বয়ন)। সূতা থেকে প্রে-কাপড় উৎপাদন করা এই পর্যায়ের কাজ। বন্ধু মন্ত্রণালয়ের প্রাকলন অনুযায়ী ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশে প্রে-কাপড়ের সর্বমোট চাহিদা ছিল ৩২৭ কোটি মিটার, যার মধ্যে স্থানীয় চাহিদা ১৪৫ কোটি মিটার এবং রঙান্বী খাতের চাহিদা ১৮২ কোটি মিটার। এই বিপুল পরিমাণ প্রে-কাপড়ের মধ্যে দেশে উৎপাদিত হয় ১০৪ কোটি মিটার; এবং বাকী ২২৩ কোটি মিটার বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত প্রে-কাপড়ের মধ্যে ৩২.৭৫ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদিত হয় পাওয়ারলুম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল উপরাতে, যদিও এই খাতের প্রায় ৪০৭১৭ লুমের (যার মধ্যে ৬৭১৭ মিল লুম, ২৬৫৪৮ স্পেশালাইজড লুম ও ৭৪৩২ সাধারণ পাওয়ারলুম) সর্বমোট উৎপাদন ক্ষমতা ৮১.৭৫ কোটি মিটার প্রে-কাপড়। দেশে বন্ধের বিপুল পরিমাণ চাহিদা ঘাটিত থাকা সত্ত্বেও পাওয়ারলুম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল উপরাতের স্থাপিত ক্ষমতা ব্যবহারের এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার কারণ একাধিক। মিল উপরাতের ৬৭১৭ লুমের অধিকাংশই অত্যন্ত প্রাচীন এবং অপ্রশস্ত ফলে এই

উপর্যাতে উৎপাদিত কাপড়ের গুণগত মান অত্যন্ত নীচ এবং বাজারে চাহিদা কম। স্পেশালাইজড টেক্সটাইল উপর্যাতের ইউনিটগুলো বিশিষ্টভাবে স্থাপিত ও প্রতিটি ইউনিট ১০-২০ টি লুম সম্পন্ন এবং ব্যাক প্রসেসিং এর কোন সুবিধা নেই। এ ছাড়া এই উপর্যাতের লুমগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিনথেটিক কাপড় তৈরীর উপর্যোগী যা তুলাজাত সূতা বা মিশ্র সূতার কাপড় তৈরীতে অক্ষম। ফলে দেশের রপ্তানীখাতে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এই উপর্যাতের শতকরা ৭৫ ভাগ লুম অব্যবহৃত পড়ে আছে। সাধারণ পাওয়ারলুম অপ্রস্তু এবং নিম্ন ও মধ্যমানের প্রে-কাপড় উৎপাদনে সক্ষম। কারিগরী এসব সমস্যা ছাড়াও সূতার উচ্চ দাম, সূতা আমদানীর উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ, বিদ্যুৎ বিভাট, কার্যকরী মূলধনের অভাব, বিএমআরই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য পুঁজির অভাব ইত্যাদি এই উপর্যাতের স্থাপিত ক্ষমতা ব্যবহারের প্রধান অন্তরায়। এই সমস্যার সমাধান ও দেশে বিপুল পরিমাণ চাহিদা ঘাটতি যেটানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবেঃ

- (১) দেশে প্রে-কাপড়ের বর্তমান চাহিদা ঘাটতি যেটানোর লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোগে আধুনিক প্রযুক্তির নতুন উইভিং মিল স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে। প্রতিটি মিল বার্ষিক ১ কোটি মিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন আনুমানিক ২২৩ টি উইভিং মিল স্থাপনের সুযোগ রয়েছে। এতে নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ৪৪৬০ কোটি টাকা।
- (২) গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের শেষ বর্ষে অর্থাৎ ২০০৫ সালে দেশে প্রে-কাপড়ের চাহিদা ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে আনুমানিক ৪৭৫ কোটি মিটার যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের জন্য একই ক্ষমতাসম্পন্ন আরো ২৫২ টি উইভিং মিল স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এতে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০৪০ কোটি টাকা।
- (৩) নতুন উইভিং মিল স্থাপনার পাশাপাশি ক্ষুদ্র পাওয়ারলুম ও স্পেশালাইজড ইউনিটগুলোকে গ্রন্ত সংগঠিত করে আর্থিকভাবে লাভবান করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে পুনর্বিন্যাস (Restructuring) কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ হতে নেয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীর

আওতায় ৪টি ইউনিটকে নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করে প্রতিটি ইউনিটে আনুমানিক বার্ষিক ১৫ লক্ষ মিটার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন লুম স্থাপন করা হবে এবং প্রতিটি গ্রুপভুক্ত চার জন উদ্যোগার্থী যৌথ মালিকানায় একটি সাইজিং ও অন্যান্য কমন ফ্যাসিলিটি যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই কর্মসূচীর প্রাথমিক সাফল্য ঘূল্যায়ন করে একে ধারাবাহিকভাবে আরো জোরদার করা হবে।

- (8) সূতার উপর আরোপিত শুল্ক হার হ্রাস/যৌক্তিকীকরণ করা হবে। বিশেষ করে কৃত্রিম আঁশ ও কৃত্রিম আঁশের সূতার শুল্ক, তুলা ও তুলাজাত সূতার শুল্কের সংগে তুলনামূলক পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে।

২.২.২ হস্তচালিত তাঁত শিল্প

(ক) তাঁত শিল্পের শুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হস্তচালিত তাঁত শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কৃষির পরই গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষেত্র হল তাঁত শিল্প খাত। প্রায় ৫০ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত। তাঁত শিল্প দেশের মোট বন্ধু উৎপাদনের ৬০-৬৫ ভাগ যোগান দেয়। ১৯৯১ সালে বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁত শিল্প খাতের উৎপাদন ক্ষমতা ১০৫.৫০ কোটি মিটার। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রকৃত উৎপাদন মাত্র ৫৫-৬০ কোটি মিটার।

(খ) তাঁত শিল্পের সমস্যা

দেশের তাঁত শিল্প বর্তমানে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহের সম্মুখীন:

- (১) সূতা ও কাঁচামালের উচ্চমূল্য।
- (২) সূতা ও কাপড় প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রযোজনীয় সূতা, ঝং ও রসায়নের সময়মত সরবরাহের অভাব।
- (৩) উৎপাদিত বন্ধু নগদ ও ন্যায্যমূল্যে বাজারজাতকরণে অসুবিধা; বিশেষ করে হস্তচালিত তাঁত শিল্প ইউনিটগুলো আকৃতিগতভাবে ক্ষুদ্র ও অসংখ্যবন্ধ হওয়ায় তৈরী পোষাক রপ্তানীকারকদের চাহিদা মোতাবেক বিপুল পরিমাণ সময়নের বন্ধু নির্ধারিত সময়েই মণ্ডে সরবরাহে ব্যর্থতা।

- (৪) সহজ শর্তে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে চলতি মূলধনের অভাব ও মূলধনের জন্য মহাজনদের উপর নির্ভরশীলতা।
- (৫) ঋণ দানের ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা না থাকায় তাঁতীরা সূতাসহ অন্যান্য উপকরণ ক্রয় এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ক্ষেত্রে মহাজন ও ফড়িয়াদের নিকট থেকে অধিক হারে সূন্দে ঋণ গ্রহণ করছে।
- (৬) প্রশিক্ষণের অভাবে অধিক উৎপাদনশীল আধা-স্বয়ংক্রিয় (Semi-automatic) ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত চালনায় তাঁতীদের অক্ষমতা ও গতানুগতিক উৎপাদনে নিয়োজিত থাকা।
- (৭) তাঁতীদের সুষ্ঠু সংগঠনের অভাব।

উপরোক্ত সমস্যাসমূহের ফলশ্রুতিতে তাঁত বন্ত বাজারে অগ্রিয়োগী হয়ে পড়েছে এবং অবৈধ উৎস থেকে আসা বন্তে দেশীয় বাজার ছেয়ে গেছে। দক্ষ তাঁতীরা বেকার হয়ে পড়েছে এবং দেশের প্রায় ৫০ শতাংশ তাঁত বন্ত হয়ে গেছে ও তাঁতী পরিবারগুলো চরম আর্থিক সংকটের কবলে পড়েছে।

(গ) তাঁত শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতিমালা

তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবিকরণ এবং উন্নয়ন ও তাঁতীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহন করা হবেঃ

- (১) তাঁত বন্তের মূল কাঁচামাল সকল প্রকার সূতার উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে। এর পরিবর্তে প্রকৃত মূল্যের উপর ভিত্তি করে সূতার শুল্ক নিরূপণ করা হবে। এতে তাঁত শিল্পের মূল কাঁচামাল সূতার দাম উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।
- (২) দেশে তাঁত শিল্পে ব্যবহৃত রং, রসায়ন ও জরি উৎপাদিত হয় না। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে বন্ত শিল্পে ব্যবহৃত রং, রসায়ন ও জরির উপর বর্তমানে আরোপিত আমদানি শুল্ক ও করহ্রাস/সুষমকরণ করা হবে।

- (৩) ক্রিয় আংশের সূতার উপর আরোপিত শুল্ক হার পর্যায়ক্রমে তুলাজাত সূতার পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে।
- (৪) বন্ধু শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানীর উপর বিদ্যমান ২.৫% লাইসেন্স ফি প্রত্যাহার করা হবে। এতে আমদানিকৃত কাঁচামালের খরচ হ্রাস হবে।
- (৫) তাঁতীদের ঝণের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে নিবিড় তত্ত্বাবধানে তাঁত ঝণ কর্মসূচীর (Supervised Credit System) প্রবর্তন করা হবে। তাঁতীদের হস্তচালিত তাঁত শক্তিচালিত তাঁতে রূপান্তর করা এবং তাঁত ও তাঁতের আনুষংগিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মেয়াদী ঝণ ও কার্যকরী মূলধনের জন্য স্বল্প মেয়াদী ঝণ প্রদানই হবে এই ঝণ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য।
- (৬) তাঁত বন্ধুর বয়ন ও নকশা উন্নয়নে এবং পিট তাঁতের পরিবর্তে আধা স্বয়ংক্রিয় তাঁত এবং শক্তিচালিত তাঁত প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে তাঁতীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হবে। তাঁতীদের যাতে স্ব স্ব এলাকায় প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, সেজন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ও বন্ধু দণ্ডনের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ ইউনিটগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে বিভিন্ন স্থানের তাঁতীদের উন্নত তাঁত প্রযুক্তি ও তাঁত বুনন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- (৭) বাংলাদেশে রঞ্জনীমুখী পোষাক শিল্পে বছরে প্রায় ১১ কোটি মিটার চেক কাপড় ব্যবহৃত হয়। ইতিমধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ২৫% ক্যাশ ভর্তুকী সুবিধা পেয়ে চেক কাপড় উৎপাদনের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। “গ্রামীণ চেক” নামে পরিচিত এই প্রকল্পের কাপড়ের গত বছরের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ মিটার; অবশিষ্ট চেক কাপড় ভারত/পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হচ্ছে। পাঁচ লক্ষাধিক তাঁত বিশিষ্ট এ দেশে চেক কাপড় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে। এ

অবকাঠামো ব্যবহার করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড দেশীয় তাঁতীদের সংগঠিত করে “ঢাকা চেক” নামে চেক কাপড় উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রঞ্জানীমুখী পোষাক শিল্পে “গ্রামীণ চেক” ও “ঢাকা চেক” কাপড় সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারী খাতে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার অলস তাঁত সক্রিয় করা হবে যার ফলশ্রুতিতে প্রায় ৩.৬৫ লক্ষ তাঁতীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

- (৮) গ্রামীণ দরিদ্র তাঁতী এবং মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বিদ্যমান অবকাঠামো পূর্ণ ব্যবহার করা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- (৯) যে সব দক্ষ তাঁতীদের এক বা একাধিক তাঁত বন্ধ হয়ে রয়েছে তাদের “টার্ণেট ছ্রুপ” হিসাবে চিহ্নিত করে খণ্ড প্রদান, ন্যায্যমূল্যে সূতা প্রদান ও বন্ত্র বিপণনের জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- (১০) পার্বত্য চট্টগ্রামের তাঁতীদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- (১১) তাঁতীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁত সম্প্রসারণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- (১২) তাঁতীদের উন্নতমানের বন্ত্র উৎপাদনে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের পুরস্কার, সমানসূচক সনদ ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- (১৩) তাঁত শিল্পজাত পণ্য জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে নানা ধরণের প্রদর্শনী, বিপণন কর্মসূচী, ক্রেতা-বিক্রেতা মিলন ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।
- (১৪) উন্নতমানের জামদানী ও বেনারসী কাপড়ের উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিল্প নগরী স্থাপন, বিপণন ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৩ ডাইয়িং প্রিন্টিং ও ফিনিশিং শিল্প

আকর্ষণীয় ও উন্নতমানের রং, ডিজাইন ও ফিনিশিং এর উপর বন্ধের বিপণন নির্ভরশীল। দেশের বন্ধ চাহিদার উৎসগুলো হলোঃ স্থানীয় বাজার, আন্তর্জাতিক বাজার ও দেশীয় রপ্তানীমূল্যী তৈরী পোষাক শিল্প। বিভিন্ন উৎসের গুণাগুণভিত্তিক চাহিদা পুরণে দেশীয় বন্ধকে উপযোগী করে তুলতে ডাইয়িং ও ফিনিশিং শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে বিদ্যমান ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্প এবং হস্তচালিত তাঁত শিল্প থেকে বর্তমানে সর্বমোট ১০৪ কোটি মিটার কাপড়ের চাহিদা মিটানোর পর ফিনিশড কাপড়ের চাহিদা ঘাটতি রয়েছে ২২৩ কোটি মিটার। দেশের স্বয়ংক্রিয় ও আধা-স্বয়ংক্রিয় ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটসমূহের মধ্যে সীমিত সংখ্যক ইউনিট আন্তর্জাতিক মানের ও বাকী ইউনিটগুলো কেবলমাত্র সাধারণ মানের বন্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে সক্ষম। এই বিপুল পরিমাণ বন্ধ ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং করার জন্য ১৯৯৪-৯৫ সালের মধ্যে প্রতিটি ১ কোটি মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ২২৩ টি ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং কারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন এবং এতে বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ২২৩০ কোটি টাকা। গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের প্রাতিক বছরে অর্থাৎ ২০০৫ সালে ৪৭৫ কোটি টাকার ফিনিশড কাপড়ের যা স্থানীয়ভাবে মেটানোর জন্য একই ক্ষমতাসম্পন্ন অতিরিক্ত ২৫২ টি ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং কারখানা স্থাপন করা দরকার এবং এতে নতুন বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে ২৫২০ কোটি টাকা।

বিদ্যমান স্বয়ংক্রিয় ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটসমূহে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বন্ধ প্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধাদি না থাকায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বন্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্ভব হচ্ছে না। অপরদিকে উন্নতমানের বন্ধ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মানের সূতা ও ঘে কাপড় স্থানীয় স্পিনিং ও উইভিং কারখানাগুলো প্রযুক্তিগত পশ্চাত্পদতা ও অন্যান্য কারণে সরবরাহ করতে পারছে না। ফলে ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটগুলো আমদানিকৃত উন্নতমানের ঘে-কাপড়ের উপর নির্ভরশীল। রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যও এসব ইউনিট ঘে-কাপড়ের উপর নানা ধরণের বিধি-নিষেধের সম্মূলীয়।

ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্পকে যুগোপযোগী করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পুরণে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হবেঃ

- (১) আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নতুন ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিট স্থাপন করা হবে।

- (২) বিদ্যমান ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিটসমূহ আধুনিকায়ন করার জন্য বিএমআরই করা হবে।
- (৩) দেশে উন্নতমানের প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রে-কাপড় উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রপ্তানীর উদ্দেশ্যে "বেঙ্ডেড ওয়্যার হাউস'"' ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রে-কাপড় ও রং-রসায়নের বাফার-স্টক গঠন করে ডাইয়িং -প্রিন্ট-ফিনিশিং শিল্পের কাঁচামালের অভাব পূরণ করা হবে।
- (৪) রপ্তানীমূখ্য ডাইয়িং-প্রিন্ট-ফিনিশিং ইউনিটের জন্য প্রে-কাপড় আমদানীর ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ তুলে নেয়া হবে।
- (৫) নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ ও চলতি মূলধন অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে।
- (৬) ডাইয়িং -প্রিন্ট-ফিনিশিং শিল্প ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং রং-রসায়নের উপর বিদ্যমান শুল্ক প্রত্যাহার করা।

২.৪ কম্পোজিট টেক্সাইল মিল

দেশে উন্নতমানের বস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে একই ইউনিটে স্পিনিং উইভিং ও ডাইয়িং-প্রিন্ট-ফিনিশিং সুযোগসহ কম্পোজিট টেক্সাইল মিল স্থাপন করা প্রয়োজন। এই ধরণের ইউনিটসমূহ স্থাপনে প্রয়োজনীয় উৎসাহ দেয়া হবে।

২.৫ নীটিং ও হোসিয়ারী শিল্প

অধুনা নীটিং ও হোসিয়ারী পণ্য যেমন-টি শাট, পলো শাট, গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া, ব্রেসিয়ার, প্যান্টি ইত্যাদি পণ্য প্রধানতঃ তৈরী পোষক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকত্ত্ব নীট বস্ত্রের ব্যবহার রপ্তানীমূখ্য তৈরী পোষাক শিল্পে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক রপ্তানীমূখ্য ও নীট ডাইয়িং-ফিনিশিং ইউনিট গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া সনাতন প্রযুক্তিগত সম্পর্কে বেশ কিছু সংখ্যক হোসিয়ারী কারখানাও রয়েছে।

রপ্তানীমূখ্য নীটিং কারখানাসমূহের বেশ কিছু সংখ্যাক ইউনিটে বস্ত্র বুনন ও প্রক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সুবিধাদি না থাকায় আন্তর্জাতিক মান সম্পর্ক নীট বস্ত্র প্রক্রিয়াজাতকরণে অসুবিধা হচ্ছে। অধিকত্ত্ব, বিদ্যমান সনাতন হোসিয়ারী কারখানাসমূহ কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন যেমন-প্রযুক্তিগত পশ্চাত্পদতা, উন্নতমানের কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা, ডাইয়িং ও ফিনিশিং- এ সনাতন প্রযুক্তির ব্যবহার, চলতি মূলধনের অভাব ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় নীটিং ও হোসিয়ারী শিল্পের যথাযথ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

- (১) বিদ্যমান নীটিং, নীট ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ও হোসিয়ারী কারখানাসমূহের 'বিএমআরই- এর মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হবে ও এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পুঁজি ও চলতি মূলধনের অর্থায়ন সহজতর করার পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- (২) রঙানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত নতুন নীটিং ও নীট ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ইউনিট স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হবে।
- (৩) দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নতমানের হোসিয়ারী সূতা উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রঙানীর উদ্দেশ্যে বড়েড ওয়্যারহাউজ সুবিধার মাধ্যমে সূতা আমদানীর সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- (৪) এ উপর্যাতের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নীটিং ও হোসিয়ারী কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় নতুন নীটিং ও হোসিয়ারী ইউনিট স্থাপনের জন্য পৃথক হোসিয়ারী এস্টেট স্থাপন করা হবে।

২.৬ রেশম চাষ ও রেশম শিল্প

২.৬.১ ভূমিকা ও বর্তমান অবস্থা

দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রেশম চাষের প্রচলন অধিক। দেশে প্রায় চার হাজার হেক্টর জমিতে তুঁত চাষ হচ্ছে এবং মোট এক লক্ষ পয়সগুরুত্ব হাজার সদস্যের প্রায় উন্নতিশ হাজার পরিবার তুঁত চাষের সাথে সম্পৃক্ত। গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীর মহিলারা রেশম শিল্পে নিয়োজিত জনশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ। এই শিল্প শ্রম নিবিড় ও এর মূল্য সংযোজনের হার বেশী। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নানা ধরণের সমস্যা ও প্রতিকূলতার কারণে দেশে রেশম গুটি, সূতা এবং কাপড় উৎপাদন বর্তমানে যথাক্রমে ৮০০ লক্ষ কিলোগ্রাম, ৩৯ হাজার কিলোগ্রাম এবং ৬৪৭ লাখ মিটার অতিক্রম করেনি। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রেশম বস্ত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ একান্ত আবশ্যিক।

২.৬.২ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ

- (১) দেশে আবাদী জমির সীমাবদ্ধতার কারণে এবং বেশীর ভাগ সমতল ভূমিতে তুঁত চাষ অন্যান্য ফসলের তুলনায় লাভজনক নয়, ফলে তুঁত চাষ আশানুরূপভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে না।

- (২) গবেষণার অভাবে দেশের কোন কোন অঞ্চলে তুঁত চাষ লাভজনক তা সুনির্দিষ্টভাবে এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি, ফলে তুঁত চাষের যথাযথ সম্প্রসারণ বিষ্ণুত হচ্ছে।
- (৩) তুঁত চাষ সম্প্রসারণের শুধু গতির জন্য রেশম গুটি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না।
- (৪) পলুবীজ সমস্যা রেশম চাষ সম্প্রসারণের বিশেষ অন্তরায়। যদিও দেশের একমাত্র রেশম গবেষণাগার কিছু উন্নত প্রজাতির পলুবীজ উত্তোলন করেছে, তবু আরো উন্নতমানের বীজ উত্তোলন এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য একান্ত আবশ্যিক।
- (৫) পলুবীজ থেকে গুটি উৎপাদনে সনাতন পদ্ধতিতে রিয়ারিং করা হয় বিধায় প্রয়োজনীয় মানের গুটি উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। তাই উন্নতমানের গুটি উৎপাদনের জন্য বিদেশী প্রযুক্তিগত সহায়তা একান্ত আবশ্যিক। অনুরূপভাবে দেশে উৎপাদিত রেশমগুটির বেশীরভাগই সনাতন পদ্ধতি “কাঠঘাই” দ্বারা সূতা উৎপাদন হয় বিধায় সূতার গুণগতমান বৃদ্ধি পায় না।
- (৬) রেশম কারখানায় বিশেষ করে সরকারী খাতে পরিচালিত কারখানাসমূহে সূতা উৎপাদনে পরিচালন ব্যয় অধিক হওয়ায় এ সব কারখানা প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে।
- (৭) দেশে দক্ষ রেশমকর্মীর স্বল্পতার কারণে রেশম শিল্পের আশানুরূপ সম্প্রসারণ হচ্ছে না।

২.৬.৩ রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উন্নয়নে নীতিমালা

বর্ণিত বিদ্যমান সমস্যাসমূহ উত্তোলণ এবং রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হবেঃ

- (১) অনাবাদী ভূমি, পুকুর পাড়, রাস্তা এবং বাঁধের ধার, অনুচ্ছ পাহাড় ইত্যাদিতে তুঁত চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
- (২) তুঁত চাষ এবং পরিবেশ উন্নয়নের সমর্পিত প্রয়াস হিসাবে দেশের অব্যবহৃত বাঁধ অঞ্চল, দেশের অসম্ভব পাহাড়ী পূর্বাঞ্চল এবং লোনা প্রধান উপকূলবর্তী দক্ষিণাঞ্চলে নিবিড় তুঁতচাষের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- (৩) রাজশাহী বিভাগের নবাবগঞ্জ জেলার তোলাহাট অঞ্চলে ও অন্যান্য নতুন অঞ্চলসমূহে উন্নত পদ্ধতিতে তুঁত এবং পলুপালন করে কাংখিত মানের গুটি উৎপাদনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

- (৪) দেশের কোন কোন অঞ্চলে তুঁত চাষ সম্প্রসারণ অধিকতর লাভজনক তা সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণের জন্য নিবিড় গবেষণা কর্মসূচী জোরদার করা হবে।
- (৫) রেশম সূতার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান “কাঠঘাই” পদ্ধতির পাশাপাশি উন্নত পদ্ধতি উন্নাবনে জোর প্রচেষ্টা নেয়া হবে।
- (৬) সরকারীখাতের রেশম কারখানাসমূহে সূতা উৎপাদন লাভজনক নয় বিধায় এসব কারখানার বিদ্যমান রীলিং সেকশন বন্ধ করে উন্নততর পদ্ধতিতে সূতা উৎপাদন করা হবে।
- (৭) রাজশাহীস্থ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আরও উন্নত প্রজ্ঞাতির পলুবীজ ও শুটি উৎপাদনে প্রয়োজনীয় বিদেশী প্রযুক্তির সহায়তাক্রমে নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করার সুবিধা প্রদান করা হবে।
- (৮) উন্নতমানের রেশম বন্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে রেশম কর্মসূচির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- (৯) রেশম শিল্প সম্পত্তি বেসরকারী খাতে, বিশেষ করে NGO দের সহযোগিতায়, সারা দেশে বিস্তৃত হয়েছে। রেশম চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সাহায্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। দেশের রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে রেশম বোর্ডে NGO এবং বেসরকারী খাতের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভূক্তিসহ অন্যান্য পরিবর্তন সাধন ও পুনর্গঠন করা হবে।

২.৭ তৈরী পোষাক শিল্প

তৈরী পোষাক শিল্প দেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বন্ধ উপায়। ১৯৭৭-৭৮ সালে যাত্রা শুরু করে ১৯৯৪-৯৫ নাগাদ তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে রপ্তানীমূল্য তৈরী পোষাক কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২০০ এ। এ শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের পেছনে রয়েছে দেশের সস্তা ও সুদক্ষ জনশক্তি, কারখানা স্থাপনে স্বল্প বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, অবাধ রপ্তানীর সুযোগ-সুবিধা, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

বর্তমানে এ শিল্পের জন্য বস্ত্রের চাহিদা প্রায় ২০০ কোটি মিটার। এ বিপুল পরিমাণ বস্ত্রের চাহিদার মাত্র ৪-৫ শতাংশ দেশে উৎপাদিত বন্ধ দ্বারা পূরণ করা হচ্ছে।

দেশের উইভিং, স্পেশালাইজড টেক্সাইল ও পাওয়ারলুম, নীটিং, ডাইয়িং ও ফিনিশিং প্রত্তি উপর্যাতে প্রযুক্তি ও অন্যান্য সমস্যার কারণে তৈরী পোষাক শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত উপযুক্ত পরিমাণে উন্নতমানের দেশীয় বস্ত্র সরবাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে রপ্তানীমূল্যী তৈরী পোষাক শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ৯৫% শতাংশের বেশী ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি-র মাধ্যমে আমদানি করতে হয় বিধায় এ শিল্প থেকে মূল্য সংযোজনের হার ২০-২৫ শতাংশের বেশী নয়।

রপ্তানীমূল্যী বস্ত্র শিল্প বিগত দশকে যে দ্রুত প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করেছে তার পেছনে একদিকে যেমন সরকারের অনুকূল নীতিমালা ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা কার্যকর ছিল, অন্যদিকে তেমনি উন্নত দেশসমূহের কোটা; জিএসপি ইত্যাদি শর্তাদিও সহায়তা করেছে। কিন্তু ১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে এমএফএ-এর আওতাধীনে উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বস্ত্র পণ্যের রপ্তানীর উপর আরোপিত কোটা ২০০৫ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা হবে। অনুরপভাবে, অনুন্নত বিশ্বে রপ্তানীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উন্নত বিশ্ব কর্তৃক প্রদত্ত জিএসপি সুবিধাসমূহও তিরোহিত হয়ে যাবে। তাই ২০০৫ সালের পর অন্যান্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সাথে বাংলাদেশকে সরাসরি প্রতিযোগিতা করে তৈরী পোষাক রপ্তানী করতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে যে সব দেশ থেকে কাপড় আমদানি করা হয়, ২০০৫ সালের পরে সে সব দেশে নিজস্ব কাপড় ব্যবহার করে পোষাক রপ্তানীতে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাপড় রপ্তানীকারী দেশগুলো থেকে তৈরী পোষাক রপ্তানী বৃদ্ধি পেলে তাদের রপ্তানীযোগ্য কাপড়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে। তখন বাংলাদেশে তৈরী পোষাকের জন্য কাপড় আমদানিতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে এবং আমদানিকৃত কাপড় দিয়ে তৈরী পোষাকের প্রতিযোগিতা ঢিকিয়ে রাখা দুর্ক হবে। এমতাবস্থায় স্থানীয়ভাবে বস্ত্র সংগ্রহে ব্যর্থ হলে দেশের তৈরী পোষাক শিল্প গভীর সংকটের সম্মুখীন হবে।

এ শিল্পের উত্তরোন্তর প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবে:

- (১) আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস, উন্নতমানের দেশীয় বস্ত্র সরবরাহ নিশ্চিকরণ ও তৈরী পোষাক রপ্তানী থেকে অধিকতর মূল্য সংযোজনের উদ্দেশ্যে বস্ত্র খাতের বিভিন্ন উপর্যাতের সাথে তৈরী পোষাক শিল্পের পশ্চাত-সংযোগ সাধন করা হবে।

- (২) তৈরী পোষাক শিল্পের মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ করে ঢাকা চেক/ গ্রামীণ চেকের ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- (৩) গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানীমূখ্য তৈরী পোষাক শিল্প বিদ্যমান কোটা, ইত্যাদি সুবিধা বিলুপ্তি সংক্রান্ত সমস্যা থেকে এই শিল্পকে রক্ষাকল্পে স্থানীয় বস্ত্রের সরবরাহ বৃদ্ধি, রপ্তানী পোষাক শিল্প পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও রপ্তানী বাজারের পরিধি বিস্তৃত করা (Diversification of exportable items and of export market) ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- (৪) দেশে উৎপাদিত তৈরী পোষাকের কোটা বহির্ভূত উচ্চ মূল্য সংযোজন সম্পর্ক আইটেম উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কারখানাসমূহের বিএমআরই ও নতুন ইউনিট স্থাপনে সুযোগ দেয়া হবে।
- (৫) তৈরী পোষাক রপ্তানী কোটা বন্টন নীতিমালায় বিদেশী কাপড়ের কোটার ন্যায় স্থানীয় কাপড়ের কোটা হস্তান্তরযোগ্য করা হবে।

৩.০ বন্ধু শিল্প খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অন্যান্য নীতিমালা

৩.১ বন্ধু-সংশ্লিষ্ট (Allied) উপখাত

বন্ধু ও পোষাক নানা ধরণের বন্ধু-সংশ্লিষ্ট (Allied) পণ্যের উৎপাদনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন সূতাকল ও বন্ধুকলের উৎপাদন নির্ভর করে খুচরা যত্রাংশ ও এক্সেসরিজ সরবরাহের উপর; ডাইয়িং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে স্টার্চ, রিচিং এক্সেসরিজ, রং ও রসায়নের সরবরাহের উপর; পোষাক শিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে সেলাই সূতা, বোতাম, লেবেল, কার্টুন, জিপার, ইলাস্টিক ইত্যাদি সরবরাহের উপর। তাছাড়া ভোজাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্ধুনির্ভর অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে যেমন-বাটিক ও লেস শিল্প। বন্ধু - সংশ্লিষ্ট এই উপখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবেঃ

অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন/সাশ্রয়ের লক্ষ্যে দেশে এসব বন্ধু-সংশ্লিষ্ট উপখাতে বন্ধু শিল্প ইউনিট স্থাপনে বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

৩.২ বন্ধুশিল্পের কাঁচামাল

দেশের বন্ধুশিল্পের প্রধান উপকরণ কাঁচতুলা। দেশে উৎপাদিত কাঁচতুলা আন্তর্জাতিক মানসম্পর্ক। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কাঁচতুলা সীমিত পরিমাণে উৎপাদিত হয় বিধায় তুলা উৎপাদন লাভজনক ফসল হওয়া সত্ত্বেও এখনও

জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। তবে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জমির বৈশিষ্ট্য এ ফসল উৎপাদনের উপযোগী। এ সকল কারণে বাংলাদেশে এ ফসলের উৎপাদন সম্ভবনাময়। তবে দেশের খাদ্য চাহিদা মিটানোর জন্য বিদ্যমান উৎপাদনক্ষম জামির উপর যে চাপ পড়ছে তাতে তুলা উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং তুলা চাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে কৃত্রিম আঁশের উৎপাদন করা প্রয়োজন।

দেশে উৎপাদিত কাঁচাতুলা দ্বারা দেশীয় বস্ত্রশিল্পের মোট চাহিদার মাত্র ৪-৫ শতাংশ পূরণ করা হয়। দেশে কৃত্রিম আঁশের উৎপাদনও খুব সীমিত। ফলশ্রুতিতে দেশীয় বস্ত্র শিল্প কাঁচামালের জন্য আমদানি-নির্ভর রয়ে গেছে। তাতে একদিকে যেমন কাঁচামাল আমদানিতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা ব্যয় হচ্ছে অন্যদিকে আমদানি নির্ভরতার কারণে দেশীয় বস্ত্র পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার দেশীয় বস্ত্র বিদেশী বস্ত্র পণ্যের সাথে অপ্রতিযোগী হয়ে পড়েছে।

বস্ত্রশিল্পের কাঁচামালের আমদানি নির্ভরশীলতা হ্রাস করে দেশীয় বস্ত্র পণ্যকে স্থানীয় আন্তর্জাতিক বাজারে বিদেশী বস্ত্র পণ্যের সাথে প্রতিযোগী করে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল উৎপাদনে নিম্নোক্ত প্রচেষ্টা নেয়া হবে:

- (১) বর্তমানে তুলা উৎপাদন কর্মসূচী অধিকতর জোরাদার করার মাধ্যমে দেশে তুলা চাষ উপযোগী বিভিন্ন এলাকায় তুলা চাষের সম্প্রসারণ করা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে উন্নতমানের তুলা বীজ আমদানীর ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- (২) তুলাচাষ সম্প্রসারণের পাশাপাশি কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং দেশীয় পেট্রো-কেমিকেল শিল্পেন্যনের মাধ্যমে কৃত্রিম আঁশ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.৩ বস্ত্রখাতে কর্মসংস্থান

৩.৩.১ কর্মসংস্থান

বস্ত্রখাতে বর্তমানে ৩৫ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত। ২০০৫ সালের জন্য যে বিনিয়োগ প্রাকলন করা হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা হলে বস্ত্রশিল্পে আরো ২৫ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৩.৩.২ মহিলা শ্রমিক

দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই মহিলা। দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা একান্ত

প্রয়োজন। বর্তমানে বন্ধুখাতে প্রায় ৫০ ভাগ মহিলা শ্রমিক। এর মধ্যে তৈরী পোষাক শিল্পে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক (৯৫%)। ভবিষ্যতে বন্ধু শিল্পে মহিলাদের নিয়োগ উভরোপের বৃদ্ধিকল্পে অগাধিকার দেয়া হবে।

৩.৪ ট্যারিফ কাঠামো ও রপ্তানী উৎসাহ

৩.৪.১ ট্যারিফ কাঠামো

বাণিজ্য নীতি দেশের শিল্পায়নে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শাটের দশকে শিল্পায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার লগু থেকে দেশের অন্য যে কোন আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্পের ন্যায় বন্ধুশিল্প সংরক্ষিত বাণিজ্য নীতি অর্থাৎ উচ্চহারে আমদানি শুল্ক, কর ও পরিমাণগত আমদানি নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে।

বন্ধুখাতে বর্তমান বাণিজ্য নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলঃ (১) আমদানি পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাতে দেশীয় আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং (২) আমদানি নীতির ফলে রপ্তানীমুখী শিল্পের উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তা পূরণ করার জন্য রপ্তানী শিল্পকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা। আমদানি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার চারটিঃ (১) আমদানীর উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেমন- আমদানি নিষিদ্ধ কোটা প্রবর্তন ইত্যাদি পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা, (২) আমদানীর উপর শুল্ক ও কর যেমন- বর্তমানে আমদানি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ও আমদানি লাইসেন্স ফি আরোপিত আছে, (৩) আমদানি পণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু নির্ধারণ এবং (৪) আমদানি নীতিতে বন্ধু পণ্যের একটি নিয়ন্ত্রণ তালিকা আছে, নিয়ন্ত্রণ তালিকাক বিহীন্ত যে কোন বন্ধু পণ্য অবাধে আমদানিযোগ্য, নিয়ন্ত্রণ তালিকায় কিছু বন্ধু পণ্য আছে যেগুলোর আমদানি নিষিদ্ধ।

দেশীয় বন্ধুশিল্পকে প্রটেকশন দেয়ার জন্য যে পরিমাণ আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে তা কার্যকরীভাবে প্রটেকশন দিতে পারেনি। বন্ধুশিল্পের অদক্ষতা হ্রাস ও বন্ধু রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে, আমদানি শুল্ক ও কর কাঠামোর একটি যুক্তিসংগত রূপদান করা হচ্ছে। এছাড়া আমদানি অবাধ করার লক্ষ্যে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমদানীর উপর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হচ্ছে। তবু বিদ্যমান শুল্ক ও কর কাঠামোতে নানা ধরণের অসংগত রয়েছে, যা দূর করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ বিবেচনা করা হবেঃ

- (১) দেশীয় বন্ধু প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত প্রটেকশন দেয়া হবে। এজন্য আমদানীর পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা আমদানি শুল্ক কার্যক্রমকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়া হবে।
- (২) বন্ধুশিল্পের বিভিন্ন উপকরণ যথা কাঁচাতুলা, কৃত্রিম আঁশ, রং, রসায়ন, খুচরা যন্ত্রাংশ, সূতা, প্রে-ফেব্রিক, ফিনিশড ফেব্রিক, তৈরী পোষাক ইত্যাদির উপর আরোপিত শুল্ক কাঠামো যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে, যাতে একটি উপর্যাতের সংরক্ষণ সুবিধা অন্য উপর্যাতের প্রবৃদ্ধিকে ব্যাহত না করে এবং যাতে প্রাথমিক কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক মাধ্যমিক কাঁচামালের উপর আমদানি শুল্ক, ফিনিশড পণ্যের উপর আরোপিত আমদানি শুল্কের চেয়ে কম হয় এবং ফলশ্রুতিতে উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে উত্তরোত্তর মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পায়।
- (৩) আমদানি প্রতিষ্ঠাপন ও রপ্তানীমুখী বন্ধুশিল্পসমূহকে সমভাবে সংরক্ষণ করার জন্য শিল্প সংরক্ষণ নীতির সুসংগত ও সুযমকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.৪.২ বন্ধু পণ্য রপ্তানীতে উৎসাহ কাঠামো

রপ্তানীমুখী বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে এ শিল্পের অবদান প্রায় শতকরা ৬৫ ভাগ। এ খাতের রপ্তানী আয় আরো বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উৎসাহ প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হবেঃ

- (১) বন্ধুখাতের প্রত্যেকটি উপর্যাতে স্থাপিত রপ্তানীমুখী বন্ধু ইউনিটকে “বড়েড ওয়্যার হাউজ” এর মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানীর সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- (২) ডিউটি -ড্র-ব্যাক স্ফীমের প্রশাসনিক জটিলতা নিরসনে, ড্র-ব্যাক প্রাপ্তিতে অহেতুক কালঙ্কেপন হ্রাস এবং ড্র-ব্যাক যাতে প্রকৃত পেমেন্টের চেয়ে কম না হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- (৩) বড়েড ওয়্যার হাউজ ও ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা গ্রহণ না করা হলে রপ্তানীমুখী তৈরী পোষাক উৎপাদনে ব্যবহৃত হানীয় বন্ধের উৎপাদনকারীকে এবং সরাসরি বন্ধু উপর্যাদনকারী রপ্তানীকারককে বর্তমানে বন্ধের রপ্তানী মূল্যের ২৫% অর্থিক উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। এ সুবিধার আওতায় আরও অধিক সংখ্যাক বন্ধু পণ্য অন্তর্ভূক্ত করে অর্থিক উৎসাহের পরিমাণ প্রয়োজনবোধে বৃদ্ধি করা হবে।

৩.৫ দেশীয় বন্ধু পণ্যকে প্রতিযোগী করে তোলা

দেশীয় বন্ধু পণ্যকে বিদেশী বন্ধু পণ্যের সাথে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগী করে তোলার লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যয় সংকোচন, উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়ন, কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কাঁচামালের অপচয় রোধ, উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ প্রয়োজনীয় সর্বাঙ্গিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.৬ বন্ধু পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের ব্যবস্থা

স্থানীয় বন্ধুশিল্প সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্ধু পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণঃ

- (১) অবৈধ উপায়ে আমদানিকৃত সূতা ও কাপড় দেশের বন্ধুশিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সম্প্রসারণের জন্য একটি বাধাস্বরূপ। স্থানীয় বন্ধুশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে সূতা ও কাপড়ের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধকল্পে সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।
- (২) দেশে উৎপাদিত বন্ধু সম্ভাব জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণমাধ্যমের সাহায্যে প্রচারণা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।
- (৩) রপ্তানীর লক্ষ্যে ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত কাপড় বন্ডেজ ওয়ার হাউজ থেকে অবৈধভাবে বাজারে সরবরাহ যাতে না করা হয় সে জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথোপযুক্ত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.৭ প্রশিক্ষণ, টেক্সিং ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

- (১) দেশে বন্ধুশিল্পের কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। বন্ধুশিল্পে ডিপ্লোমা স্তরে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে। বন্ধুশিল্পে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ, গার্মেন্টস শিল্পের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের সুবিধার্থে বন্ধু পরিদপ্তরকে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা হবে।
- (২) দেশীয় বন্ধু পণ্যকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী বন্ধুশিল্পে নিয়োজিত জনবলের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করার জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

- (ক) সরকারী ও বেসরকারী থাতের প্রয়োজনে বন্দু শিল্প উন্নয়ন কেন্দ্রকে বন্দু মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনে একটি স্বায়ত্ত্বাস্তিত সংস্থায় রূপান্তরিত করে “জাতীয় বন্দু নকশা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান” (National Institute of Textile Training Research and Design-NITTRAD) হিসাবে উন্নীত করার প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। এ কেন্দ্রের বিদ্যমান ব্যবস্থার (যথাঃ অনুষদ, গবেষণাগার, গবেষণা ও মান নিয়ন্ত্রণ) উন্নয়ন সাধন, বন্দু ও তৈরী পোশাকের নকশা প্রণয়ন এবং ফ্যাশন ও তদসম্পর্কিত নানারূপ গবেষণামূলক সুবিধাদির কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ ইনষ্টিউটে বন্দু শিল্প নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ ও বন্দু সম্পর্কিত গবেষণার প্রয়োজনীয় কারিগরী সুযোগ সুবিধা থাকবে।
- (খ) বন্দু শিল্প পণ্যের (বিশেষ করে সুতা, কাপড়, রং-রসায়ন ইত্যাদি) টেক্সিং এর উন্নত সুযোগ সুবিধাসহ ল্যাবরেটরী NITTRAD এ স্থাপন করা হবে। এই ল্যাবরেটরী থেকে রঙানীমুখী বন্দু পণ্যের সকল প্রকার টেক্সিং সার্ভিস প্রদানের সুব্যবস্থা করা হবে।
- (গ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এবং বন্দু পরিদণ্ডন কর্তৃক স্ব প্রশাসনাধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তাঁতী, রঞ্জনকারক, নকশাকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সুবিধাদির পুরোপুরি সম্বুদ্ধ নিশ্চিত করার সর্বান্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।
- (ঘ) অনুরূপভাবে, রেশম চাষ ও শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত তুঁতচাষী, গুটিপোকা পালনকারী, তাঁতী, নকশা ও রঞ্জনকারী অন্যান্য সকলের প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের অধীনস্থ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিউটে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ সুবিধাদির পুরোপুরি সম্বুদ্ধ নিশ্চিত করা হবে।

৩.৮ গ্যাট সেল এবং গ্যাট চুক্তি বাস্তবায়নে টাক্স ফোর্স

১৯৯৪ সালে স্বাক্ষরিত গ্যাট চুক্তির অধীনে টেক্সটাইল ও ক্লোদিং চুক্তির (Agreement on Textiles and Clothing) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বন্দু সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি টাক্সফোর্স গঠন করা হবে। বন্দু মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ কমিশন, বিনিয়োগ বোর্ড ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি এবং বন্দু পণ্য উৎপাদন

ও রাষ্ট্রনীর সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সময়ে এ টাক্স ফোর্স গঠন করা হবে। উক্ত চুক্তির ধারা, উপ-ধারা পরীক্ষা ও বাস্তবায়ন, বন্ধু খাতের উপর উক্ত চুক্তির প্রভাব নির্ধারণ এবং তা প্রতিকারের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করাই হবে এ টাক্স ফোর্সের কাজ। উক্ত টাক্স ফোর্স ও বন্ধু মন্ত্রণালয়কে কারিগরী ও সাচিবিক সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে বন্ধু মন্ত্রণালয়ে একটি গ্যাট সেল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৩.৯ উপদেষ্টা কমিটি

বন্ধুখাতের বিভিন্ন উপখাতের সমন্বিত কার্যক্রম পর্যালোচনা করা ও বন্ধুনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন করার লক্ষ্যে মাননীয় বন্ধু মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বন্ধু বিষয়ক একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে কতিপয় মাননীয় সংসদ সদস্য, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট বেসরকারী খাতের এসোসিয়েশনসমূহের প্রতিনিধিগণকে অঙ্গভূক্ত করা হবে। মাননীয় বন্ধু মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিদ্যমান বন্ধু বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সক্রিয় কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩.১.০ গবেষণা, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি এবং কম্পিউটার প্রযুক্তি

বন্ধুশিল্পের বিভিন্ন উপখাতসমূহ সম্পর্কে এ্যাকশন রিসার্চ পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং সার্বিক বন্ধুখাতের সুরু উন্নয়ন সমন্বিত করার কৌশলগত নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে একটি টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এই ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে বন্ধুখাতের তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটার সুবিধাদিসহ একটি উপাত্ত ব্যাংক আছে। এই ইউনিট বর্তমানে নিম্নলিখিত কার্যবলী সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছে:

- (১) বন্ধুনীতি এবং কৌশলগত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান।
- (২) বন্ধুখাত সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাফল্য ও অসাফল্যের কারণ নিরূপণ ও বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- (৩) নিম্ন আয়ের তুঁত চাষী ও হস্তচালিত তাঁতীদের সহায়তা করার লক্ষ্যে সমবায় ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ (NGOs) কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা।
- (৪) সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের ফলাফল সম্পর্কিত সমীক্ষা প্রণয়ন ও কৌশলগত বিষয়সমূহের উপর গবেষণা করা।

- (৫) বন্তশিল্পের পরিচালনা, সম্প্রসারণ ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন।

বন্তশিল্পের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কার্যাবলী অব্যাহতভাবে সম্পাদনের বর্তমান কারিগরী সহায়তা প্রকল্পকাল শেষ হলে টিএসএমইউকে বন্ত মন্ত্রণালয়ের একটি স্থায়ী সেল (কোষ) এ উন্নীত করে মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩.১১ বন্তশিল্পের বেসরকারী খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নয়ন

বেসরকারী খাতে বন্তশিল্পের উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এবং বন্ত মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থার মূল লক্ষ্য হবে বেসরকারী খাতে বন্তশিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন পরিবৃক্ষণ করা। বেসরকারী খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

- (১) বন্তশিল্পের বিভিন্ন উপখাতের সমিতিগুলোকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করা হবে, যাতে তাদের আওতাধীন ইউনিটগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ ও তার বিতরণ এবং সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে স্ব স্ব উপখাতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া তুরান্বিত করতে পারে।
- (২) এসব সমিতিগুলো যাতে তাদের স্ব স্ব উপখাতের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, কারিগরী সহযোগিতা, শুল্ক ও কর সম্পর্কিত উপদেশ ও অন্যান্য বিধির বিষয়ে পরামর্শ প্রদানে সক্ষম হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৩.১২ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

ডাইরিং ও ফিনিশিং শিল্প ব্যতীত বন্তশিল্পের অন্যান্য উপখাতসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দূষণ খুবই নগণ্য। নতুন ইউনিট স্থাপন অথবা বিদ্যমান ইউনিটের বিএমআরই করার ক্ষেত্রে স্পিনিং, উইভিং, ডাইরিং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ইত্যাদি প্রক্রিয়া থেকে উত্তৃত পরিবেশে দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে দেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৩.১৩ বন্ধুখাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান

বিদ্যমান শিল্পনীতির সাথে সংগতি রেখে অর্থনীতির অন্যান্য খাতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীর ন্যায় বন্ধুখাতে বিনিয়োগকারীকেও অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।

৩.১৩.১.১৯৯১ (সংশোধিত) শিল্প নীতিতে শিল্পে বিনিয়োগের জন্য প্রদত্ত প্রধান প্রধান আর্থিক সুবিধাঃ

- (১) উন্নত, স্বল্পন্ত, ন্যূনতম উন্নত ও বিশেষ অর্থনৈতিক জোন এলাকায় শিল্প স্থাপন করা হলে যথাক্রমে পাঁচ, সাত, নয় ও বার বছরের জন্য কর অবকাশ প্রদান করা হবে।
- (২) উদ্যোক্তা ও ভোক্তার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিল্পজাত দ্রব্যকে ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে।
- (৩) উৎপাদিত পণ্যের অনুরূপ পণ্যাদি বিদেশ থেকে আমদানীর ক্ষেত্রে আরোপিত শুল্ক ও করের হার আমদানিকৃত কাঁচামালের জন্য প্রযোজ্য শুল্ক ও করের হারের চেয়ে বেশী হবে।
- (৪) অনাবাসী বাংলাদেশীদের বাংলাদেশে শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তাঁদের বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মতোই সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। তাছাড়া তাঁরা যে কোন বাংলাদেশী শিল্প কোম্পানী কর্তৃক নতুন ইস্যুকৃত শেয়ার/ডিবেঙ্গের ক্রয় করতে পারবেন। অধিকন্তু তাঁরা NFCD একাউন্টে পাঁচ বছর পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখতে পারবেন।
- (৫) শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত ত্বরান্বিত অবচয় সুবিধা (Accelerated Depreciation Allowance) দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

৩.১৩.২ বন্ধু বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য প্রদত্ত প্রদান সুবিধাসমূহঃ

- (১) এককভাবে অথবা যৌথ উদ্যোগে এ ধরণের বিনিয়োগ প্রারম্পরিক সুবিধাজনক শর্তাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। বিনিয়োগ উৎসাহিত ও সংরক্ষণের জন্য আইনসহ কাঠামো হিসাবে Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act 1980 চালু রয়েছে। এ আইনে বৈদেশিক বিনিয়োগ সংরক্ষণের জন্য যেসব বিধান রাখা হয়েছে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছেঃ

- স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমআচরণ নিশ্চিতকরণঃ
 - জাতীয়করণ হতে বৈদেশিক বিনিয়োগকে সংরক্ষণঃ
 - শেয়ার বিক্রয়লক্ষ অর্থ ও লাভ প্রত্যাবাসনের নিশ্চয়তা বিধান। এ ছাড়া পেটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেড মার্ক, কপিরাইট ইত্যাদি ধী-সম্পদ (intellectual property) সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হবে।
- (২) বৈদেশিক বিনিয়োগ সম্বলিত প্রকল্পে ইকুইটি অংশীদারীত্বের (Equity participation) বেলায় কোনরূপ সীমাবদ্ধতা থাকবে না, অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত মালিকানাধীনে বৈদেশিক বিনিয়োগ করা যাবে।
- (৩) যৌথ উদ্যোগে বা বিদেশী বিনিয়োগে স্থাপিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে শেয়ার বিক্রয় করার বাধ্যবাধকতা থাকবে না।
- (৪) বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ তাদের প্রত্যাবাসনযোগ্য (repatriable) ডিভিডেন্ড শিল্পে বিনিয়োগ করলে তা নতুন বিনিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
- (৫) বিদেশী বিনিয়োগকারী কিংবা বিদেশী বিনিয়োগ সম্বলিত কোম্পানী তাদের ইকুইটির সম্পরিমাণ প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন খণ্ড হিসাবে পাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক-গ্রাহকের সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী ঝণের পরিমাণ ও শর্তাদি নির্ধারিত হবে।
- (৬) বিদেশী বিনিয়োগকারী অথবা বৈদেশিক বিনিয়োগকারী কোম্পানীকে টক একচেঙ্গের মাধ্যমে শেয়ার ক্রয়ের অনুমতি প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।
- (৭) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিসিক সারাদেশে রাস্তাঘাট, পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ইত্যাদি অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্বলিত শিল্প নগরী গড়ে তুলছে এবং আরো নতুন শিল্প নগরী গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ সব শিল্প নগরীতে স্থাপিত শিল্পের ক্ষেত্রে দেশী উদ্যোক্তাদের ন্যায় বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্যও বিশেষ আর্থিক রেয়াতি সুবিধা ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃকও অনুরূপ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

- (৮) বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে সব সুবিধাদির ব্যবস্থা
বাধা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপঃ
- (ক) রয়্যালটি, কারিগরী প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা ফি- এর
উপর কর মওকুফ এবং প্রত্যাবাসনের সুবিধা ;
 - (খ) বৈদেশিক ঝণের সুদের উপর কর মওকুফের ব্যবস্থা ;
 - (গ) বিনিয়োগ কোম্পানী কর্তৃক শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে
লাভের উপর (capital gains) কর মওকুফের ব্যবস্থা;
 - (ঘ) বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে বিনিয়োকারী দেশের
সহিত দ্বিপক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে দ্বিতীয় (double
taxation) ব্যবস্থা রাখিতকরণ ;
 - (ঙ) অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বিদেশী
কারিগরদের ও বছরের জন্য আয়কর মওকুফের ব্যবস্থা ;
 - (চ) বাংলাদেশ বিদেশী নাগরিকদের ৫০% বেতন
রেমিটেন্সের ব্যবস্থা এবং প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের
সঞ্চয় এবং রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট প্রত্যাবাসনের
ব্যবস্থা;
 - (ছ) বিদেশী নাগরিকদের বাংলাদেশ ওয়ার্ক পারমিট প্রদান
করার ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধা থাকবে না ;
 - (জ) বিনিয়োগকৃত মূলধন, মূলধনের লাভ এবং ডিভিডেড
প্রত্যাবাসন সুবিধা ।

৫. জাতীয় আমদানি নীতি আদেশ, ১৯৯৭-২০০২

(বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত, জুন ১৪, ১৯৯৮ তারিখে প্রকাশিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ ২৭শে জৈষ্ঠ ১৪০৫/ ১০ই জুন ১৯৯৮

এস আর ও নং ১০৩-আইন/৯৮ইঁ - Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950) এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারী করিল, যথাঃ

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রযোগ ও মেয়াদ- (১) এই আদেশ আমদানি নীতি আদেশ, ১৯৯৭-২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ভিন্নরূপ উল্লেখিত না হইলে, এই আদেশ বাংলাদেশে সকল আমদানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা ১৯৯৮ সালের ১৪ই জুন হইতে ২০০২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে প্রতি বৎসর একবার এই আদেশ পর্যালোচনা করিতে পারিবে এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

২। সংজ্ঞা-(১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে-

(ক) “আই,টি,সি, তফসিল” অর্থ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ২৯-০৬-১৯৯৮ তারিখের এস, আর, ও ১৮১-আইন/৮৮ নম্বর প্রজাপনে প্রকাশিত Import Trade Control Schedule, 1988;

- (খ) “আই,টি,সি, নম্বর” অর্থ আই,টি,সি তফসিলে উল্লিখিত পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত ছয় বা ততোধিক সংখ্যা বিশিষ্ট এইচ, এস, কোড;
- (গ) “আইন” অর্থ Imports and Exports (Control) Act, ১৯৫০ (XXXIX of 1950);
- (ঘ) “আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ” অর্থ আমদানি ও রপ্তানীর প্রধান নিয়ন্ত্রক, এবং Imports and Exports (Control) Act, ১৯৫০ (XXXIX of 1950) এর অধীন জারীকৃত বিভিন্ন আদেশের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী লাইসেন্স, পারমিট বা নিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;
- (ঙ) “আমদানীর ভিত্তি” অর্থ একজন নিবন্ধিত আমদানিকারকের শেয়ার নির্ধারণ করিবার জন্য গৃহীত শতকরা ভাগ, হার অথবা সূত্র;
- (চ) “ইডেন্টের” অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীনে ইডেন্টের হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা সংস্থা ;
- (ছ) “এল,সি” বা “ঋণপত্র” অর্থ এই আদেশের অধীনে আমদানীর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্র (লেটার অব ক্রেডিট);
- (জ) “এল,সি, অথরাইজেশন (এল,সি,এ) ফরম” অর্থ আমদানি লাইসেন্স ব্যতিরেকে ঋণপত্র খুলিবার জন্য অনুমতি প্রদানের নির্ধারিত ফরম ;
- (ঝ) “নিষিদ্ধ তালিকা” অর্থ পরিশিষ্ট-১ এর (ক) অংশে প্রদত্ত আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা ;
- (ঝঃ) “পরিশিষ্ট” অর্থ এই আদেশের সহিত সংযোজিত কোন পরিশিষ্ট ;
- (ট) “প্রকৃত ব্যবহারকারী” অর্থ নিবন্ধিত আমদানীকারকগণ ব্যতিরেকে এইরূপ কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা সংস্থা যে নিজের ব্যবহার বা ভোগের জন্য সীমিত পরিমাণে আমদানিযোগ্য পণ্য (শিল্পের যে কাঁচামাল পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন আছে উহা ব্যতীত), এই আদেশের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, আমদানি করিতে পারেন, কিন্তু বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারেন না ;
- (ঠ) “প্রধান নিয়ন্ত্রক” অর্থ Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950) এ উল্লিখিত Chief Controller ;
- (ড) “প্রবাসী বাংলাদেশী” অর্থ বিদেশে কর্মরত বা বসবাসরত বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জক বাংলাদেশী নাগরিক ;

- (ট) “পারমিট” অর্থ আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত অনুমতি পত্র, আমদানি পারমিট, ক্লিয়ারেন্স পারমিট (ছাড়পত্র), ফেরতের ভিত্তিতে আমদানি পারমিট, রঙানী পারমিট অর্থ বা ক্ষেত্রমত রঙানী-তথা-আমদানি পারমিট;
- (গ) “বাণিজ্যিক আমদানীকারক” অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন নিবন্ধিত একজন আমদানীকারক, যিনি পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকেই বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানি করেন (ইতিপূর্বে এস.ই.এম হারে আমদানীর জন্য নিবন্ধিত আমদানীকারকগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন) ;
- (ত) “লিজ ফাইন্যাসিং আমদানীকারক” অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন, বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে নিবন্ধিত আমদানীকারকগণ, যাহারা শিল্প, শক্তি, খনিজ, কৃষি, নির্মাণ, যানবাহন এবং প্রফেশনাল সার্ভিস খাতে ইজারা দেওয়ার জন্য মেশিনারী ও ইকুইপমেন্ট আমদানীর জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ;
- (থ) “শর্ত্যুক্ত তালিকা” অর্থ পরিশিষ্ট -১ এর (খ) অংশে প্রদত্ত শর্ত্যুক্ত আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা ;
- (দ) “শিল্প তোকা বা ইওল্ট্রিয়াল কনজিউমার” অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন শিল্প খাতের আমদানীকারক হিসাবে নিবন্ধিত ও অনুমোদিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ;
- (ধ) “সরকারী খাতের আমদানীকারক” অর্থ সরকারী প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবন্ধ সংস্থা, করপোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ ;
- (২) অন্যান্য যে সকল উক্তি, (টার্মস) এই আদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই উহাদের অর্থ আইন ও তদৰ্থীন জারীকৃত আদেশসমূহে যাহা করা হইয়াছে তাহাই এই আদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমদানি সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলী

- ৩। পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ -এই আদেশের অধীন পণ্যের আমদানি নিম্নরূপ নিয়ন্ত্রিত হইবে যথা :-
- (ক) আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা : ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে, এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহী আমদানি করা যাইবে না। আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এর (ক) অংশে প্রদত্ত হইয়াছে;
- (খ) শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকাঃ এই তালিকা ভুক্ত যে কোন পণ্য উহার পার্শ্বে উল্লিখিত শর্ত পূরণ হইলেই শুধু আমদানি করা যাইবে। শর্তযুক্ত আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১ (খ) অংশে প্রদত্ত হইয়াছে;
- (গ) ফুটনোট : আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকার পর প্রদত্ত ফুটনোটে বর্ণিত পণ্যাদি আমদানি নিষিদ্ধ বালিয়া বিবেচিত হইবে এবং শর্তাধীনে আমদানি যোগ্য পণ্য তালিকার পর প্রদত্ত ফুটনোটে বর্ণিত পণ্যাদি উহার পার্শ্বে উল্লিখিত শর্তাবলী পালন ব্যতীত আমদানিযোগ্য হইবে না।
- (ঘ) অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্য : ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হইলে, নিষিদ্ধ কিংবা শর্তযুক্ত তালিকা বহির্ভূত যে কোন পণ্য অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে;
- (ঙ) নিষিদ্ধ তালিকা ও শর্তযুক্ত তালিকা ছাড়াও এই আদেশের অধীন বিভিন্ন পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত বিধি নিষেধ ও নিয়ম পদ্ধতির উল্লেখ রহিয়াছে সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির আমদানীর ক্ষেত্রে সেইগুলি যথারীতি প্রযোজ্য হইবে;
- (চ) যদি কোন ক্ষেত্রে এই আদেশের নিষিদ্ধ তালিকায় এবং শর্তযুক্ত তালিকায় বর্ণিত কোন পণ্যের আমদানি যোগ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে পণ্যের বর্ণনা এবং উহার সংশ্লিষ্ট এইচ, এস কোডের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ক্ষেত্রে পণ্যের বর্ণনাই প্রাধান্য পাইবে;
- (ছ) নিষিদ্ধকরণ অথবা বাধা-নিষেধ আরোপের শর্তাবলীঃ এই আদেশ কার্যকর হইবার পূর্বে অথবা এই আদেশে নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে যদি কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, হাতা হইলে উক্ত নিষিদ্ধতা নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে হইবে যথা:-
- (অ) স্থানীয় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করা হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক/ট্যারিফ কমিশন উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য উৎপাদনের বিষয়টি কঠোর ভাবে নিয়মিত মনিটর

করিবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পণ্যের গুণগত মান ও সন্তোষজনক মূল্য রক্ষায় ব্যর্থ হইলে অথবা নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য উৎপাদনে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট পোষক/ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানীর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা যাইবে; এই ধরণের সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠান বিশেষ করিয়া যাহারা “সংযোজন কাজে” নিয়োজিত তাহাদিগকে সক্রিয়ভাবে এবং সত্ত্ব প্রতিশীল উৎপাদনে যাইতে হইবে।

(আ) আমদানীর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, ট্যারিফ কমিশন ও সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিবে। কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি অথবা বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যতিত যদি কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় অথবা আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্য যতটুকু বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে যদি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অসমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উক্ত পণ্যের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ট্যারিফ কমিশন/ পোষকের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রত্যাহার করা যাইবে।

(ই) কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ অথবা বাধা-নিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিষয়টি ট্যারিফ কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবেন। ট্যারিফ কমিশন বিষয়টি পরীক্ষার পর সুপারিশ আকারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিবেচনার জন্য পেশ করিবে।

- ৪। পণ্য আমদানীর সাধারণ শর্তাবলী- (১) আই, টি, সি নম্বর -পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে Import Trade Control Schedule, 1988 এ বর্ণিত হারমোনাইজড পদ্ধতিতে পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কিত কমপক্ষে ছয় সংখ্যা বিশিষ্ট নূতন আই, টি, সি, নম্বর (এইচ এল কোড) ব্যবহার বাধ্যতামূলক। তবে যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের জন্য ছয় এর অধিক সংখ্যার এইচ এস কোড নম্বর রহিয়াছে সেই ক্ষেত্রে উক্ত কোড নম্বর ব্যবহার করিতে হইবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱৰ কর্তৃক প্রণীত সাত ডিজিটের এইচ এল কোড এল, সি, এ, ঝণপত্রে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রে অতিরিক্ত হিসাবে বক্সনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। সঠিকভাবে পণ্যের আই, টি, সি, নম্বর (এইচ, এস, কোড) উল্লেখ না করিয়া কোন ব্যাংক এল সি অথরাইজেশন ফরম ইস্যু করিতে বা ঝণপত্র খুলিতে পারিবে না।

(২) আর, ও, আর, (Right of Refusal) ভিত্তিক অনাপত্তির প্রয়োজনীয়তা - (ক) পাবলিক সেস্টের এজেসী কর্তৃক অবাধে আমদানিযোগ্য কোন পণ্য আমদানীর জন্য কোন কর্তৃপক্ষ হইতে আর, ও, আর, ভিত্তিক অনাপত্তি গ্রহণের প্রয়োজন নাই। তবে নিষিদ্ধ তালিকা বা শর্তযুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোন পণ্য পাবলিক সেস্টের এজেসী কর্তৃক আমদানীর প্রয়োজন হইলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি অথবা ক্ষেত্রমত পোষক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা উভয়ের অনাপত্তির ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য নিষিদ্ধ তালিকা বা শর্তযুক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী দণ্ড/সংস্থা তাহাদের বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ, চুক্তিপত্রের বিধান প্রত্যক্ষ উল্লেখক্রমে আমদানিতব্য পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ /সংখ্যা, মূল্য ও এইচ, এস, কোড নম্বর উল্লেখক্রমে সীল স্বাক্ষরসহ প্রত্যয়নকৃত তালিকা সরাসরি প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানী এর নিকট প্রেরণ করিয়া প্রয়োজনীয় অনুমতিপ্রাপ্ত প্রদানের জন্য অনুরোধ করিবে এবং উহার ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক অনুমতি/ পারমিট প্রদান করিবেন।

(৩) পণ্য সংঘর্ষের উৎস এবং জাহাজজাতকরণ সম্পর্কিত বাধা নিষেধ- (ক) ইসরাইল হইতে অথবা ঐ দেশে উৎপাদিত কোন পণ্য আমদানিযোগ্য হইবে না। ঐ দেশের পতাকাবাহী জাহাজেও কোন পণ্য আমদানি করা যাইবে না।

(খ) প্রাক্তন সমাজতাত্ত্বিক ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী যুগোশ্বাভিয়ার ভগ্নাংশ সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রোর সহিত সকল প্রকার আমদানি ও রপ্তানী নিষিদ্ধ থাকিবে।

(৪) প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন-ভিলুরপে নির্ধারণ করা না হইলে বেসরকারী খাতে আমদানীর জন্য পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে পরিদর্শন বাধ্যতামূলক নহে।

(৫) বাংলাদেশী জাহাজে পণ্য জাহাজীকরণ-নিম্নরূপ রেয়াত সাপেক্ষে পণ্যাদি বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজে জাহাজীকরণ করিতে হইবে যথা :
 (ক) কোন একক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিশ মেট্রিক টন এবং কোন গোষ্ঠীবন্ধ আমদানিকারকের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একশত মেট্রিকটন পণ্য অবাংলাদেশী জাহাজে জাহাজীকরণ করা যাইবে। তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে সম্মুখ পরিবহণ অধিদণ্ডের মহা-পরিচালক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে

সাধারণ স্বতৃত্যাগপত্র (জেনারেল ওয়েভার) ঘোষনা করিতে পারিবেন, যথাঃ- (১) যে সকল বিদেশী বন্দরে বাংলাদেশের জাহাজ গমন করে না, সেই সকল বন্দর হইতে পণ্য জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে, (২) সি এন্ড এফ কন্ট্রাষ্ট এর শর্তে কোন নির্দিষ্ট চুক্তির মাধ্যমে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশী জাহাজে পণ্য জাহাজীকরণ করিতে হইলে সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের নিকট হইতে স্বতৃত্যাগ পত্র (সার্টিফিকেট অব ওয়েভার) গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কোন বন্দর পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে বাংলাদেশী জাহাজ আগমনের সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে স্বতৃত্যাগপত্র (সার্টিফিকেট অব ওয়েভার) এর জন্য আবেদনের চারিশ ঘন্টার মধ্যে স্বতৃত্যাগপত্র প্রদান করা হইবে, অন্যথায় স্বতৃত্যাগপত্র প্রদান করা হইয়াছে মর্মে ধরিয়া নেওয়া হইবে।

তবে, যে সকল ক্ষেত্রে বৈদেশিক ঝণ বা অনুদানের চুক্তিপত্রে ডিম্বরূপ কোন শর্ত রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশী জাহাজে বাধ্যতামূলকভাবে পণ্যসামগ্ৰী পরিবহণের বা সমুদ্রে পরিবহণ অধিদপ্তরের মহা পরিচালকের স্বতৃত্যাগপত্র (সার্টিফিকেট অব ওয়েভার) গ্রহণের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) রণ্ধানীযুগ্মী শিল্প প্রতিষ্ঠান কঢ়ক পণ্য আমদানি-রণ্ধানীর ক্ষেত্রে, অবাংলাদেশী জাহাজে চালান বা শিপমেন্ট করা যাইবে।

(৬) প্রতিযোগিতামূলকহারে আমদানি - (ক) সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য আমদানি করিতে হইবে এবং আমদানীকারক আমদানিকৃত পণ্য বাবদ প্রদত্ত বা প্রদেয় মূল্যে সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ যে কোন সময়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে।

(খ) বেসরকারী খাতে অবারিত পণ্য সাহায্যের অধীনে আমদানির ক্ষেত্রে অন্ততঃ দুটি উৎস দেশের অন্যন্য তিনটি সরবরাহকারী/ইনডেন্টের এর নিকট হইতে দরপত্র গ্রহণ করিয়া সর্বাপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য আমদানি করিতে হইবে। তবে, এই শর্তটি একলক্ষ টাকা পর্যন্ত ঝণপত্র খোলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। সরকারী খাতে প্রতিযোগিতামূলক হারে আমদানীর ক্ষেত্রে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৭(চ) এ বর্ণিত শর্ত প্রযোজ্য হইবে।

(৭) সি এন্ড এফ ও বি ভিত্তিতে আমদানি- সি এন্ড এফ অথবা এফ ও বি ভিত্তিতে জল, ঝুল ও আকাশপথে পণ্য আমদানি করা যাইবে। তবে, এফওবি ভিত্তিতে আমদানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারককে এতদ্ব্যাপকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে হইবে ঝণপত্র পূর্বে সাধারণ

বীমা কর্পোরেশন বা কোন বাংলাদেশী ইস্যুরেস কোম্পানী হইতে প্রয়োজনীয় ইস্যুরেস কভার নেট ত্রয় করিতে হইবে। সি, আই,এফ ভিত্তিতে কোন প্রকার পণ্য বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয়ের পূর্বনুমতি ব্যতিরেক আমদানি করা যাইবে না, যদি সংশ্লিষ্ট বিদেশী ঝণচুক্তি বা প্রকল্প চুক্তিতে সি,আই,এফ, ভিত্তিতে আমদানীর জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত থাকে। তবে, কোন প্রবাসী বাংলাদেশী তাহার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় ও বিদেশী বিনিয়োগকারী ইক্যাইটি শেয়ার অংশের ক্যাপিটাল মেশিনারী ও কাঁচামাল সি আই এফ ভিত্তিতে প্রেরণ করিতে পারিবে।

- (৮) (ক) “কান্ত্রি অব অরিজিন” উল্লেখক্রমে আমদানি-সকল প্রকার আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের মোড়ক/ পাত্র/কনটেইনার এর গায়ে কান্ত্রি অব অরিজিন সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে। আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদির সংগে রঞ্জানীকারক সংশ্লিষ্ট সরকার/অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎস দেশ “কান্ত্রি অব অরিজিন” সংক্রান্ত সনদপত্র পণ্য খালাসের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে। তবে ‘কান্ত্রি অব অরিজিন’ এর এই শর্ত কয়লা ও রঞ্জানীমুখী পোষাক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। তুলা আমদানীর ক্ষেত্রে প্রতি বেলের গায়ে ‘কান্ত্রি অব অরিজিন’ উল্লেখ করার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু ফাইটো স্যানেটারী সার্টিফিকেটে ‘কান্ত্রি অব অরিজিন’ উল্লেখ থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে যে সমস্ত শতভাগ রঞ্জানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত সেই সকল শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে “কান্ত্রি অব অরিজিনের” বাধ্য বাধ্যকাতা থাকিবে না।
- (খ) ছাতক সিমেন্ট কারখানার জন্য কাঁচামাল হিসাবে চুনাপাথর আমদানীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন চালান/ লটে রজ্জু পথে আমদানিকৃত এবং নৌপথের আমদানিকৃত চুনা পাথরের জন্য রজ্জুরপথে পরিবহণকৃত সরবরাহ তালিকা মোতাবেক এবং নৌ পথের ক্ষেত্রে ঝণপত্রের উল্লেখিত পরিমাণের জন্য প্রত্যেক চালান/লটের পরিবর্তে রঞ্জানীকারক সংশ্লিষ্ট সরকার / অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ / সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎস দেশ ‘কান্ত্রি অব অরিজিন’ সংক্রান্ত সনদপত্র পণ্য খালাসের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট একবার দাখিল করিলেই চলিবে।

- ৫। অর্থের উৎস (১) নিম্নবর্ণিত উৎসের আওতায় পণ্য আমদানি করা যাইবে।
যথাঃ
- (ক) নগদ
(অ) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা (বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে
স্থিতি)
(আ) প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব;
(খ) বৈদেশিক অর্থ সাহায্য (পণ্যে সাহায্যে, ঋণ, অনুদান);
(গ) পণ্য বিনিয়য়-বার্টার এবং বিশেষ বাণিজ্যে ব্যবস্থা (এস,টি,এ)
- ২) বাণিজ্যিক আমদানীকারক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাহাদের জন্য বার্টার/
এসটিএ'র অধীনে ঘোষিত ভিত্তি অনুসারে নিজ নিজ প্রাপ্য হিস্যার
ব্যবহার করিতে পারিবে।
- ৩) সরকারের সুনির্দিষ্ট পূর্বানুমতিক্রমে সম্পাদিত বেসরকারী খাতের বিশেষ
বাণিজ্য চুক্তির (এসটিএ) অধীনে পণ্য আমদানি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত
পদ্ধতিতে করা যাইবে।
- ৪) কেবল বর্তমানে বলবৎ চুক্তিসমূহের মেয়াদ অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই
অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (১)(গ) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।
- ৬। আমদানি ব্যয় খাতে অর্থের ব্যবস্থা-ভিন্নরূপ উল্লেখিত না হইলে, প্রধানতঃ
নগদ অর্থের অধীনেই আমদানিকারণকে আমদানি করিতে হইবে।
- ৭। আমদানি পদ্ধতি -পণ্য আমদানীর পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে, যথাঃ-
- (১) আমদানি লাইসেন্স অনাবশ্যক- কোন পণ্য আমদানীর জন্য
আমদানি লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না;
- (২) এল,সি,এ, ফরমের মাধ্যমে আমদানি- ভিন্নরূপ নির্দেশ না
থাকিলে, অর্থের উৎস নির্বিশেষে ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানীর
ক্ষেত্রে (এল,সি,ব্যাংক ড্রাফট,রেমিট্যুন্স ইত্যাদি) এল,সি,এ,
আবশ্যক হইবে;
- (৩) ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানি-ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, শুধু
অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র (এল,সি) খুলিয়া আমদানি করিতে
হইবে।

তবে দ্রুত পচনশীল খাদ্য দ্রব্য প্রতি চালান মার্কিন ডলার পাঁচ হাজার হইতে সাত হাজার পাঁচশত মূল্যসীমায় স্থল পথে আমদানীর ক্ষেত্রে এবং শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি মূল্যসীমা নিবিশেষ আমদানীর ক্ষেত্রে ঝণপত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে না। বিলম্বে পরিশোধের ভিত্তিতে ঝণপত্রের আওতায় আমদানীর জন্য বর্তমানে প্রয়োজ্য শর্তাবলী একইভাবে এক্ষেত্রে ও প্রয়োজ্য হইবে এবং আমদানীকারককে বাংলাদেশ ব্যাংক ঝণপত্র ব্যতিরেকে আমদানীর জন্য নিবন্ধিত হইতে হইবে।

- (৮) ঝণপত্র না খুলিয়া এল.সি.এ, ফরমের মাধ্যমে আমদানি-নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে ঝণপত্র না খুলিয়া এল.সি.এ ফরমের মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে :
- (ক) সাইট ড্রাফট অথবা ইউজেন্স বিলের ভিত্তিতে পুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী আমদানি ;
- (খ) বাংলাদেশ হইতে মূল্য পরিশোধ করিয়া বাংসরিক অনধিক পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি। তবে মায়ানমার হইতে অনধিক পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের আমদানিযোগ্য পণ্য একক চালানে ঝণপত্র ব্যতীত আমদানি করা যাইবে এবং সেই ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত বাংসরিক সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার এর সীমা প্রয়োজ্য হইবে না ;
- (গ) যে সকল পণ্য সাহায্য, ঝণ ও অনুদানের অধীনে, ঝণপত্র ব্যতিরেকে আমদানীর জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি রহিয়াছে উহাদের আমদানি ; এবং
- (ঘ) স্বীকৃত এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শিল্প কর্তৃক ভ্রাফটের মাধ্যমে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদনক্রমে উৎপাদিত ঔষধের মান নির্ধারণ কাজে ব্যবহার্য “ইন্টারন্যাশনাল কেমিক্যাল রেফারেন্স” আমদানি ;
- (৯) আমদানি পারমিট এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ক্লিয়ারেন্স পারমিট (জরিমানাসহ খালাসের নিমিত্তে) এর মাধ্যমে আমদানি-নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে এল.সি.এ ফরম এর অথবা ঝণপত্র খুলিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আমদানীকারককে আমদানি পারমিট অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ক্লিয়ারেন্স পারমিট গ্রহন করিতে হইবে, যথা :-
- (ক) ইউনেক্সো কুপন সর্মপন করিয়া পুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী এবং বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি আমদানি;

(খ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে আয় হইতে পরিশোধ প্রকল্পের অধীন কেবল বাংলাদেশ ব্যাংকের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আমদানি, যথা :-

- (১) আমদানিযোগ্য নতুন এবং অনধিক বার বৎসরের পুরাতন প্ল্যান্ট এবং মেশিনারী;
- (২) নতুন অথবা অনধিক পাঁচ বৎসরের পুরাতন মোটর গাড়ী;
- (৩) যে কোন পরিমাণ পরিবহণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন অথবা অনধিক পনের বৎসরের পুরাতন রিফিজারেটেড জাহাজসহ ইস্পাত অথবা কাঠের তৈরী মালবাহী ও যাত্রীবাহী জাহাজ, তবে সমুদ্রগামী জাহাজের ক্ষেত্রে অনধিক বিশ বৎসর পুরাতন জাহাজও আমদানিযোগ্য হইবে;
- (৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র গ্রহণ করিয়া রপ্তানীযুক্তি শিল্প প্ল্যান্ট এবং মেশিনারী;
- (৫) সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য নতুন অথবা অনধিক বিশ বৎসরের পুরাতন জাহাজ ও ট্রলার;

এই প্রকল্পের অধীন আমদানীর অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অনুমোদনপত্রের কপি প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং আমদানীকারকগণ পণ্য আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট পূর্বানুমতির জন্য আবেদন করিবেন;

- (গ) বিদেশ হইতে প্রত্যাগত যাত্রী কর্তৃক ব্যাগেজ রুলসমূহের আওতায় অনুমতিযোগ্য মূল্যসীমার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি, যদি উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাগেজ রুলের অধীন আমদানিযোগ্য হয়;
- (ঘ) এই আদেশের ১৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মাত্রার অধিক পরিমাণ বিনা মূল্যের নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার দ্রব্যাদি আমদানি;
- (ঙ) শুধু ভেষজ এবং ঔষধাদি (ঝালোপ্যাথিক প্রডাক্ট) বোনাস পদ্ধতিতে এই শর্তে আমদানি যে, সংশ্লিষ্ট আমদানীকারকগণ উক্ত আমদানীর সুবিধা ভোজাগণকে ভোগ করিতে দিতে বাধ্য থাকিবেন। এই উদ্দেশ্যে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন যথাযথ পদ্ধতি উন্নোবন করিবেন;
- (চ) যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত/স্থাপিতব্য অনুমোদিত শিল্পের বিদেশী অংশীদারের মূলধন হিসাবে ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানি;

- (ছ) পারমিট হইতে সুনির্দিষ্টভাবে অব্যহতি দেওয়া হয় নাই এইরূপ। অন্যান্য পণ্য আমদানি।
- ৬) বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের (ডেফার্ড পেমেন্ট) ভিত্তিতে অথবা সরবরাহকারীর ঝগের বিপরীতে আমদানি-এই আদেশে বর্ণিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিধিবদ্ধ পদ্ধতির ভিত্তিতে বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে অথবা সরবরাহকারীর ঝগের বিপরীতে মালামাল আমদানি করা যাইবে;
- ৭) সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে আমদানি- শুধু প্রবাসী বাংলাদেশী কর্তৃক সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য মূল্যসীমা নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীর নামে প্রেরণ করা যাইবে এবং প্রাপকের নাম ও ঠিকানা আমদানি সংক্রান্ত দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে। এইরূপক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি বা আমদানি পারমিট প্রয়োজন হইবে না।
- ৮) ঝণপত্র খোলার সময়সীমা- ভিন্নতর নির্দেশ না থাকিলে, নগদ অর্থে আমদানীর ক্ষেত্রে সকল আমদানীকারককে এল, সি, এ ফরম জারি/নিবন্ধনের একশত পঞ্চাশ দিনের মধ্যে ঝণপত্র খুলিতে হইবে। প্রধান নিয়ন্ত্রক উক্ত সময়সীমা উপযুক্ত মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন। বিদেশী ঝণ বা অনুদান এবং বার্টার/এস টি এ এর অধীন প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে ঝণপত্র খুলিতে হইবে।
- ৯) পণ্য জাহাজীকরণের সময়সীমা-
- (ক) ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, ব্যাংক কর্তৃক এল, সি, এ ফরম জারীর তারিখ অথবা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধন ইউনিট কর্তৃক এল, সি এ ফরম নিবন্ধনকরণের তারিখ হইতে যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে সতের মাস এবং অন্যান্য সকল পণ্যের ক্ষেত্রে নয় মাসের মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণ করিতে হইবে। পণ্য ঝণ বা অনুদান এবং বার্টার বা এস টি এ এর অধীন আমদানীর ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণ করিতে হইবে।
- (খ) আমদানিকারকের নিয়ন্ত্রণ বর্হিত্বত পরিস্থিতির কারণে কোন পণ্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জাহাজীকরণ করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট ক্রইসের শুণাগুণের ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক জাহাজীকরণের সময়সীমা উপযুক্ত মেয়াদের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।

- ১০) নিষেধাজ্ঞা বা বাধানিষেধ হওয়ার পর ঝণপত্রের উপর বিধিনিষেধ-কোন পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ অথবা শর্তযুক্ত বালিয়া ঘোষিত হইলে মনোনীত ব্যাংক অথবা আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সেই পণ্যের জন্য পূর্বের খোলা ঝণপত্রের জন্য জাহাজীকরণের সময়সীমা বর্ধন আথবা ঝণপত্রের সংশোধন অথবা পণ্যের মূল্য বা পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।
- ১১) এল, সি এ ফরমের সহিত যে সকল দলিলপত্র করা আবশ্যক-সরকারী এবং বেসরকারী উপয় খাতের আমদানীকারকগণ ঝণপত্র খুলিবার জন্য এল, সি, এ ফরমের সহিত নিম্নলিখিত দলিলপত্র তাঁহাদের মনোনীত ব্যাংকে দাখিল করিবেন, যথাঃ-
 - (ক) আমদানীকারক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ঝণপত্র দরখাস্ত ফরম;
 - (খ) ইনডেন্টর কর্তৃক মালামালের জন্য প্রদত্ত ইনডেন্ট অথবা বিদেশী সরবরাহকারী প্রদত্ত প্রোফর্মা ইনভয়েস, যাহা প্রযোজ্য ; এবং
 - (গ) ইনসিগনেরে কভার নেট।
- ১২) সরকারী খাতের আমদানীকারকগণ কর্তৃক যে সকল অতিরিক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে-উপ অনুচ্ছেদ-(১১) এ বর্ণিত কাগজপত্রাদির অতিরিক্ত হিসাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ অথবা কর্তৃপক্ষের, যেখানে যাহা প্রযোজ্য, মঙ্গুরীপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপি সরকারী খাতের আমদানীকারকগণকে দাখিল করিতে হইবে ;
- ১৩) বেসরকারী আমদানীকারকগণকে যে সকল অতিরিক্ত কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে- উপ-অনুচ্ছেদ(১১)এ বর্ণিত কাগজপত্রাদি ছাড়াও নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি বেসরকারী খাতের আমদানী-কারকগণকে দাখিল করিতে হইবে, যথাঃ-
 - (ক) নিবন্ধনকৃত স্থানীয় বনিক ও শিল্প সমিতি অথবা নিখিল বাংলাদেশ ভিত্তিক বিশেষ ধরনের ব্যবসায়ের প্রতিনিধিত্বকারী শিল্প/বনিক সমিতি হইতে উহার বৈধ সদস্য হিসাবে প্রত্যয়নপত্র ;
 - (খ) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের নবায়ন ফি পরিশোধের প্রমাণ পত্র ;
 - (গ) আমদানীকারক পূর্ববর্তী বৎসরের আয়কর পরিশোধ করিয়াছেন অথবা আয়কর রিটার্ন দাখিল করিয়াছেন এই ঘর্মে তিন প্রস্ত ঘোষণাপত্র;

- (ঘ) ব্যক্তিগত ব্যবহার ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে আমদানীর ক্ষেত্রে ট্যাক্স
আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টি আই এন) প্রয়োজন পত্র ;
- (ঙ) এই আদেশের অধীন প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক বিভিন্ন সময় জারিকৃত
সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা নির্দেশের মাধ্যমে চাওয়া হইয়াছে বা
হইবে এইরূপ কাগজপত্র এবং এই আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন দলিলপত্র ;
- (চ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বা বাংলাদেশী ইন্সুরেন্স কোম্পানির
কভার নোট এবং উহার বিপরীতে ষ্ট্যাম্পযুক্ত বীমা পলিসি, যাহা
পণ্য খলাসের সময় শুরু কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৪) এল, সি, 'এ/এল, সি' র শর্ত/নিয়ম লংঘন-মনোনীত ব্যাংক কর্তৃক এল, সি,
এ, ফরম প্রমাণিকরণ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে তাহা নিবন্ধন, যেরূপ
প্রয়োজ্য, এবং ঝণপত্র খোলার পূর্বে অথবা এল সি এ ফরম/এল সি'র
মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মালামাল জাহাজজাত করা হইলে তাহা এই
আদেশ লংঘনক্রমে আমদানি হিসাবে গণ্য হইবে। মিথ্যা অথবা সঠিক নহে
এইরূপ তথ্য প্রদান করিয়া অথবা জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত এল,সি,এ ফরম
আবেদ অবং বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

১৫) ইনডেন্ট এবং প্রোফর্মা ইনভয়েসের বিপরীতে আমদানি -নিবন্ধিত স্থানীয়
ইনডেন্টর কর্তৃক জারিকৃত ইনডেন্ট অথবা বিদেশী উৎপাদনকারী/ বিক্রেতা/
সরবরাহকারী কর্তৃক জারীকৃত প্রোফর্মা ইনভয়েসের বিপরীতে ঝণপত্র
প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।

৮। এল, সি, এ ফরমের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের অনুসরণীয় পদ্ধতি- এল, সি, এ
ফরম প্রযুক্তি বা জারী করার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ
করিতে হইবে, যথা :-

- ১) মনোনীত ব্যাংক কর্তৃক এল, সি, এ, ফরম প্রযুক্তি-(ক) বেসরকারী
খাতে স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং নিবন্ধিত বাণিজ্যিক
আমদানীকারকগণ কর্তৃক মালামাল আমদানীর উদ্দেশ্যে ঝণপত্র
খোলার জন্য এল, সি, এ, ফরম ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি
তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে দাখিল করিতে হইবে;
- (খ) বেসরকারী সকল আমদানিকারকের নিকট হইতে এল, সি, এ
ফরম প্রযুক্তি করিবার সময় মনোনীত ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চিত হইবে
যে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের বৈধ আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র
(আই, আর, সি) রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য প্রদেয়

- নবায়ন ফি যথাযথভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেজারী চালানের বিবরণ উক্ত আমদানি কারকের আই, আর, সি' তে যথারীতি রেকর্ড হইয়াছে। বেসরকারী খাতের কোন আমদানীকারককে আই, আর, সি হইতে সুনির্দিষ্ট ভাবে অব্যহতি প্রদান করা না হইলে বৈধ অথবা বৈধভাবে নবায়নকৃত আই, আর, সি ব্যতীত তাহার এল, সি, এ ফরম গ্রহণ করা হইবে না অথবা ঝণপত্র প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না;
- (গ) নতুন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্যাপিটাল মেশিনারী এবং প্রাথমিক যত্নাংশ আমদানীর জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আই, আর, সি) ছাড়াই এল সি খোলা যাইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে আই, আর, সি অব্যাহতিপত্র গ্রহণের প্রয়োজন নাই। অবাধ সেচ্চেরভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্যাপিটাল মেশিনারী ও যত্নাংশ আমদানীর জন্য পোষকের কোন আনুষ্ঠানিক অনুমোদনপত্রের প্রয়োজন হইবে না।
- ২) (টি) আই, টি, সি নম্বর লিপিবদ্ধকরণ-যথাযথভাবে আই, টি, টি নম্বর লিপিবদ্ধ না করিয়া ব্যাংক কোন এল, সি, এ ফরম অথবা এল, সি, কার্যকর করিবে না। তফসিলী ব্যাংকগুলি উপরোক্ত ব্যবস্থা পালন করিতেছে কि না সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ্য রাখিবে;
- ৩) এল, সি, এ, ফরম নিবন্ধন-নগদ বৈদেশিক মুদ্রা, পণ্য ঝন, অনুদান এবং অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধন প্রয়োজন সে সকল ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিস্ট্রেশন ইউনিটের নিকট পাঁচ কপি এল, সি, এ ফরম নিবন্ধনের জন্য প্রেরন করিবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিস্ট্রেশন ইউনিট নিবন্ধনের পর এল, সি, এ, ফরমের ১ম ও ২য় কপি সংশ্লিষ্ট মনোনীত ব্যাংকের নিকট এবং ৩য় ও ৪র্থ কপি সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট নিরীক্ষা ও রেকর্ডের জন্য পনের দিনের মধ্যে প্রেরণ করিবে;
- ৪) সরকারী বরাদ্দের বিপরীতে যে সকল এল, সি, এ ফরম নিবন্ধনের আবশ্যকতা নাই সেই সকল ক্ষেত্রের বিধান--ঝন, অনুদান বিনিয় অথবা বিশেষ বাণিজ্য চুক্তির অধীনে আমদানীর যে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নাই, সেই ক্ষেত্রে

মনোনীত ব্যাংক, আমদানিকারকের এল, সি, এ ফরমে উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এল, সি, এ, ফরম/এল সি, দরখাস্ত ফরম এবং অন্যান্য আবশ্যিকীয় দলিলপত্র নির্ধারিত ব্যাংকের নিকট এল,সি, খুলিবার অনুরোধ জানাইয়া প্রেরণ করিবে এবং নির্ধারিত ব্যাংক তখন এল, সি, খুলিয়া সংশ্লিষ্ট এল, সি, এ, ফরমের ওয় ও ৪ৰ্থ কপি আমদানি নিয়ন্ত্রণ কৰ্তৃপক্ষের নিকট পনের দিনের মধ্যে অবশ্যই প্রেরণ করিবে ;

- ৫) নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় এল, সি, এ, ফরম--নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানীর জন্য যে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ব অনুমোদনক্রমে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করা হইবে শুধু সেই সকল ক্ষেত্রে নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় জরীকৃত এল, সি, এ, ফরম বাংলাদেশ ব্যাংকের রেজিস্ট্রেশন ইউনিটে নিবন্ধন করিতে হইবে। জরীকৃত সকল এল, সি, এ ফরমের উপরের দিকে ডান কোণে “নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় ইস্যুকৃত” মর্মে সুস্পষ্ট রাবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ দিতে হইবে। যে ব্যাংক নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় ইস্যুকৃত এল,সি, এ ফরমের বিপরীতে ঝণপত্র খুলিবে সেই ব্যাংকে ঝণপত্র খোলার পর সংশ্লিষ্ট এল, সি, এ, ফরমের ওয় ও ৪ৰ্থ কপি সংশ্লিষ্ট এলাকার আমদানি নিয়ন্ত্রণ কৰ্তৃপক্ষের নিকট পনের দিনের মধ্যে অবশ্যই প্রেরণ করিবে ;
- ৬) আমদানি নিয়ন্ত্রণ কৰ্তৃপক্ষের রেকর্ডভুক্তির জন্য ঝণপত্রের কপি প্রেরণ-ঝণপত্র খোলার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঝণপত্রের একটি পঠনযোগ্য কপি এবং সংশোধনী হইয়া থাকিলে উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কৰ্তৃপক্ষের নিকট তাহাদের রেকর্ডভুক্তির জন্য পনের দিনের মধ্যে প্রেরণ করিবে।
- ৭) বেসরকারী আমদানীকারক কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর ঘোষণাপত্র প্রেরণপত্রের একটি কপি নিজের কাছে রাখিবে এবং অপর একটি কপি পরিচালক (গবেষণা এবং পরিসংখ্যান), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুন বাগিচা, ঢাকার নিকট প্রেরণ করিবে।

ত্বরীয় অধ্যায়

আমদানি সংক্রান্ত ফিস

১। আমদানি সম্পর্কিত ফিস-

১) এল, সি, এ/পারমিট ফিস (মাসুল)- এতদসম্পর্কিত অন্য কোন আদেশে যাহাই থাকুক না কেন, অর্থের উৎস নির্বিশেষে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে এল, সি, এ/পারমিট ফিস প্রদেয় নহে। এল, সি, এ/পারমিট ফিস প্রদানের ক্ষেত্রে শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপিত মূল্য উক্ত মূল্যসীমার অধিক হয় তাহা হইলে এল, সি, এ বা পারমিট ফিস যথারীতি প্রদান করিতে হইবে।

Licences and Permits Fees Order, 1985-এর Paragraph-4 অনুসারে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য না হইলে উক্ত মওকুফযোগ্য মূল্যসীমার অধিক মূল্যের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে শুল্কায়নের উদ্দেশ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরূপিত মূল্যের উপর শতকরা আড়াই ভাগ হারে এল, সি এ বা পারমিট ফিস প্রদান করিতে হইবে। এই ফিস “--1/1731/001/1801” হিসাব খাতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ হইতে পণ্য খালাসের পূর্বে আমদানি শুল্ক, সারচার্জ ইত্যাদি প্রদেয় না হইলেও এল, সি, এ বা পারমিট ফিস প্রদান করিতে হইবে, যদি উপরোক্ত বিধান অনুসারে এল, সি, এ বা পারমিট ফিস প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত না হয় অথবা সুনির্দিষ্টভাবে অব্যাহতি দেওয়া না হয়। প্রদেয় এল, সি, এ বা পারমিট ফিস পরিশোধ ব্যতিরেকে কোন আমদানিকৃত পণ্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ খালাস করিবে না। এল, সি, এ, বা পারমিট ফিস বাবদ প্রত্যেক মাসে জমাকৃত টাকার বিবরণ সংশ্লিষ্ট সকল শুল্ক কর্তৃপক্ষ পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঢাকাস্থ আমদানি ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং এইরূপ মাসিক হিসাব প্রেরণের সময় চলতি অর্থ বৎসরের মোট পুঁজীভূত হিসাবও উল্লেখ করিবে।

২) নিবন্ধন সনদপত্র নবায়ন বাবদ ফিস-

(ক) ১৯৯৭-৯৮ হইতে ২০০১-০২ অর্থ বৎসরের জন্য বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতের আমদানীকারকগণকে বার্ষিক মোট আমদানি মূল্যসীমার ভিত্তিতে নিরোক্ত চারটি শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে এবং

তাহাদের নিবন্ধন (আই, আর, সি) ও নবায়ন ফিস নিম্নোক্তভাবে
নির্ধারণ করা হইয়াছে, যথাঃ-

শ্রেণী নং	বার্ষিক মোট আমদানীর সর্বোচ্চ মূল্যসীমা	প্রাথমিক নিবন্ধন বার্ষিক নবায়ন ফিস	ফিস
(ক)	ট. ৫.০৩ (পাঁচ) লক্ষ	ট. ৫০০.০০	ট. ৫০০.০০
(খ)	ট. ১৫.০০ (পনের) লক্ষ	ট. ১,৫০০.০০	ট. ১,৫০০.০০
(গ)	ট. ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ	ট. ৩,০০০.০০	ট. ৩,০০০.০০
(ঘ)	ট. ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষের উর্ধ্বে	ট. ৫,০০০.০০	ট. ৫,০০০.০০

- খ) যে কোন আমদানীকারক তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী উপরোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যে কোন একটি শ্রেণীর আমদানীকারক হিসাবে নিবন্ধনের জন্য লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের বরাবরে আবেদন জানাইবেন এবং নির্ধারিত ফিস পরিশোধের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালানের মূল কপি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র আবেদনপত্রের সহিত যথাযীতি দাখিল করিবেন। প্রত্যেক আমদানীকারক-এর আই, আর, সি-তে নবায়ন ফিসের হার এবং বার্ষিক মোট আমদানীর সর্বোচ্চ মূল্যসীমা সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সীল-স্বাক্ষর সহ রেকর্ড করিয়া দেওয়া হইবে।
- গ) ইতোমধ্যে নিবন্ধিত সকল শ্রেণীর আমদানীকারকগণ উপরোক্ত চারটি শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীভুক্ত হইতে চাহেন, সেই বিষয়ে লিখিত দরখাস্তের দুইকপি নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকের নিকট আই, আর, সি এর মূল কপিসহ দাখিল করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত নবায়ন ফিস যথাযথ রশিদ নিয়া মনোনীত ব্যাংকে নগদ টাকায় প্রদান করিবেন। ব্যাংক সমুহ নবায়ন ফিস বাবদ গৃহীত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নাই সেখানে সোনালী ব্যাংকে “-- 1/1731/001/1801”--হিসাব খাতে পৃথক পৃথক ভবে জমা দিবে। ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক নবায়ন ফিসের হার ও বার্ষিক মোট আমদানীর সর্বোচ্চ মূল্য সীমা আমদানিকারকের আই আর সি ‘তে সীল স্বাক্ষর সহ রেকর্ড করা হইবে এবং আই, আর, সি, এর মূলকপি আমদানীকারককে ফেরত দেওয়া হইবে আমদানিকারকের দরখাস্তের এক কপি মনোনীত ব্যাংক নিজের নিকট রাখিবে এবং অপর এক কপি নবায়ন ফিস প্রদান সম্পর্কিত ট্রেজারী চালানের মূলকপি বিভিন্ন শ্রেণীর আমদানিকারকের পৃথক পৃথক তালিকাসহ সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ দণ্ডের প্রেরণ করিবে।

- ঘ) কোন প্রকার সারচার্জ ব্যতিরেকে আমদানীকারকগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য উক্ত অর্থ বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত নবায়ন ফিস পরিশোধযোগ্য। তবে উক্ত তারিখের পূর্বে পণ্য সামগ্রী আমদানীর উদ্দেশ্যে কোন প্রকার ঝণপত্র খুলিতে আগ্রহী হইলে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারককে প্রথমে নির্ধারিত হারে উক্ত বৎসরের জন্য নবায়ন ফিস যথাযথভাবে পরিশোধ করিতে হইবে। উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে নবায়ন ফিস প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে বকেয়া নবায়ন ফিসসহ নিরোক্ত হারে সার-চার্জ প্রদান করিতে হইবে, যথা :-

এক বৎসর বা উহার কম বিলম্বের জন্য সারচার্জ।	এক বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু দুই বৎসরের উর্ধ্বে নহে এইরূপ বিলম্বের জন্য সারচার্জ।	দুই বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু তিনি বৎসরের উর্ধ্বে নহে এইরূপ বিলম্বের জন্য সারচার্জ।
ট ৫০.০০	ট ১০০.০০	ট ২০০.০০

- ঙ) উপরোক্ত চারটি শ্রেণীর মধ্যে নিবন্ধিত কোন আমদানীকারক উচ্চতর শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ধিত অংকের আমদানি সুবিধা গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে তিনি উচ্চতর শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য নবায়ন ফিসের অবশিষ্ট অংশ উপরোক্ত পদ্ধতিতে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করিবেন এবং মনোনীত ব্যাংকের নিকট এই উদ্দেশ্যে দুই কপি আবেদনপত্র দাখিল করিবেন। আই, আর, সি, তে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর পর ব্যাংক কর্তৃক আবেদনপত্রের এক কপি নবায়ন ফিসের অবশিষ্ট অংক প্রদান সম্পর্কিত ট্রেজারী চালানের মূল কপিসহ প্রেরণপূর্বক বিষয়টি সংশ্লিষ্ট আমদানিনিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে। কোন আমদানীকারক তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বার্ষিক সর্বোচ্চ মূল্যসীমার অতিরিক্ত অংকের পণ্য সামগ্রী আমদানীর জন্য ঝণপত্র খুলিতে পারিবেন না। এই শর্ত লংঘিত হইলে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক ও তাহার মনোনীত ব্যাংক উভয়েই সমভাবে দায়ী হইবেন।
- চ) নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে আই, আর, সি প্রদানের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানী দণ্ডের সুপারিশ প্রেরণ করিবার সময় বার্ষিক সর্বোচ্চ মূল্যসীমার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কোন শ্রেণীর আমদানীকারক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে হইবে সেই বিষয়ে

পোষাক কর্তৃপক্ষ (বিনিয়োগ বোর্ড/বিসিকু/বেপজা) তাহাদের সুপারিশপত্রে পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করিবেন।

- ছ) ইনডেন্টর এবং রপ্তানীকারকগণ নিম্নবর্ণিত হারে নিবন্ধন ও নবায়ন ফিস প্রদান করিবেন, যথাঃ-

	প্রাথমিক নিবন্ধন ফিস	নবায়ন ফিস
ইনডেন্টর	ট ১০,০০০.০০	ট ৩,০০০.০০
রপ্তানী কারক	ট ১,০০০.০০	ট ১,০০০.০০

ইনডেন্টারগণ যথাযথ রশিদ নিয়া তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে নগদ টাকায় নিবন্ধন সনদ পত্র নবায়ন ফিস প্রদান করিবেন। ব্যাংকসমূহ নবায়ন ফিস বাবদ গৃহীত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নাই সেখানে সোনালী ব্যাংকে দফা (গ) এ বর্ণিত হিসাব খাতে প্রথক প্রথকভাবে জমা দিবে এবং জমাকৃত চালানের মূল কপি রেকর্ড এবং যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে প্রেরণ করিবে। রপ্তানীকারকগণ নিজ নিজ নবায়ন ফিস বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা নাই সেখানে সোনালী ব্যাংকে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে উপরোক্ত হিসাব খাতে জমা দিবেন এবং জমাকৃত চালানের মূলকপি রপ্তানী নিবন্ধন সনদপত্রসহ এই ফিস প্রদানের বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিবার জন্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

- জ) কোন সারচার্জ ব্যতিরেকে ইনডেন্টর এবং রপ্তানীকারকগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য উক্ত অর্থ বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখ পর্যন্ত নবায়ন ফিস পরিশোধযোগ্য। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নবায়ন ফিস প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে বকেয়া নবায়ন ফিসসহ নিম্নোক্ত হারে সারচার্জ প্রদান করিতে হইবে, যথা :-

	এক বৎসর বা উহার কম বিলম্বের জন্য সারচার্জ।	এক বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু দুই বৎসরের উর্ধ্বে নহে এইরূপ বিলম্বের জন্য সারচার্জ।	দুই বৎসরের উর্ধ্বে কিন্তু তিনি বৎসরের উর্ধ্বে নহে এইরূপ বিলম্বের জন্য সারচার্জ।
ইনডেন্টর	ট ২৫০.০০	ট ৫০০.০০	ট ১০০০.০০
রপ্তানী কারক	ট ৫০.০০	ট ১০০.০০	ট ২০০.০০

যে সকল ইনডেন্টর নবায়ন ফিস জমা দিয়া নিবন্ধন সনদপত্র নবায়ন করিবেন তাহাদের তালিকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক আঞ্চলিক আমদানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে প্রেরণ করিবে।

- ৪) তিন বৎসরের অধিক সময়ের জন্য নবায়ন ফিস প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছেন এইরূপ আমদানীকারক, রঞ্জনীকারক ও ইনডেন্টেরগণের নিবন্ধন সনদপত্র নবায়নের আবেদন শুণাগুণের ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রঞ্জনী কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ বিধানাবলী

- ১০। যৌথ আমদানি-সমষ্টি বাংলাদেশব্যাপী আমদানীকারকগণ তাহাদের সুবিধামত এক বা একাধিক দলে যৌথভাবে আমদানি করিতে পারিবেন এবং বাণিজ্যিক আমদানীকারকগণ অপর বাণিজ্যিক আমদানিকারকের সহিত এক বা একাধিক গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারিবেন। যৌথভাবে আমদানীর পদ্ধতি পরিশিষ্ট-৩-এ দেওয়া হইয়াছে।
- ১১। প্রকৃত ব্যবহারকারী কর্তৃক আমদানি-আমদানীকারক হিসাবে নিবন্ধিত নহে এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শুধু নিজ ব্যবহারের জন্য কোনরূপ অনুমতি ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ মার্কিন ডলার দুই হাজার পর্যন্ত মূল্যের অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্য নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি করিতে পারিবেন। মার্কিন ডলার দুই হাজারের অধিক এবং মার্কিন ডলার পাঁচ হাজার পর্যন্ত মূল্যের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আঞ্চলিক আমদানি নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। মার্কিন ডলার পাঁচ হাজারের অধিক মূল্যের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারী কর্মচারী এবং বর্তমানে বলবৎ কোন আইনের অধীনে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারী খাতের বিধিবন্ধ সংস্থাসমূহের কর্মচারীগণের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থা প্রধানের নিকট হইতে এই মর্মে একটি প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে যে, আমদানিত্ব পণ্য আবেদনকারীর প্রকৃত ব্যবহারের জন্য, বিক্রির জন্য নহে। প্রকৃত ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য আমদানীর তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করা যাইবে না।
- ১২। প্রবাসী পেশাজীবি কর্তৃক আমদানি- প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবীগণ (ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ইত্যাদি) বিদেশে উপার্জিত নিজ অর্থ হইতে মূল্যসীমা নির্বিশেষে নিজ পেশাগত কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক

যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে পারিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি বা পারমিট প্রয়োজন হইবে না।

১৩। নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার দ্রব্য আমদানি-

১) প্রতি অর্থ বৎসরে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি এবং পারমিট ব্যতিরেকেই বিনা মূল্যে যথার্থ উপহার দ্রব্য, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং নমুনা আমদানি করা যাইবে, যথা :

আমদানিকারকের শ্রেণী	দ্রব্যাদি	আমদানি পারমিট/ পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে যে পরিমাণ/ সিএন্ডএফ মূল্য পর্যন্ত আমদানি করা যাইবে
১	২	৩
এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের আমদানীকারক/ ইনডেন্টর এবং এজেন্ট।	ভেষজ এবং ঔষধাদি (এ্যালোপ্যাথিক।	টাঃ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) মাত্র।
সকল আমদানীকারক, ইডেন্টর এবং এজেন্ট।	অন্যান্য নমুনা এবং বিজ্ঞাপন সামগ্রী।	টাঃ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) মাত্র।
বাংলাদেশে নিয়োজিত বিদেশী প্রস্তুতকারকের এজেন্ট।	ভোজ্যগুণের নিকট পরিচিতির উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের জন্য নৃতন ব্রান্ডের পণ্য।	টাঃ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) মাত্র।
ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান	যথার্থ উপহার সামগ্রী সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের ব্যবসায়ের সহিত জড়িত অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ডায়েরী, পুস্তিকা, পোষ্টার, দিনপঞ্জী, প্রচারপত্র, কারিগরী পুস্তিকা এবং কোম্পানীর নাম মুদ্রিত/খোদাইকৃত বলপেন, চাবির রিং এবং লাইটার বিজ্ঞাপন সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।	টাঃ ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) মাত্র।

(২) রণ্ধানীর উদ্দেশ্যে নৃতন ডিজাইনের সামগ্রী উৎপাদনের সুবিধার্থে অথবা বিদেশী ক্রেতাদের পছন্দ অনুসারে স্থানীয়ভাবে মালামাল উৎপাদনের সুবিধার্থে প্রতি অর্থ বৎসরে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ও পারমিট ছাড়া বিনামূল্যে নমুনা আমদানীর জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর রণ্ধানীকারকগণ নিম্নরূপ সুবিধা পাইবেন, যথা:

ক্রমিক নং।	রপ্তানীকারকের শ্রেণী	নমুনা আমদানীর বাষিক মূল্যসীমা/ সর্বোচ্চ সংখ্যা।	মন্তব্য
(১)	রপ্তানীমুখী পোষাক শিল্প তৈরী	ক্যাটাগরীগতি ২০ (বিশ) টি করিয়া সর্বোচ্চ ১০০ (একশত) টি নমুনা।	
(২)	রপ্তানীমুখী যন্ত্রচালিত জুতা শিল্প।	সর্বোচ্চ ১০০ (একশত) জোড়া নমুনা।	
(৩)	রপ্তানীমুখী ট্যানারি শিল্প	সর্বোচ্চ ১০০ (একশত) পিস পাকা চামড়ার নমুনা।	
(৮)	অন্যান্য রপ্তানীকারক/ উৎপাদক।	মার্কিন ডলার ১০০০(এক হাজার) মাত্র।	ই, পি, বি, হইতে প্রত্যায়নপত্র/ সুপারিশপত্র দাখিল সাপেক্ষে।

রপ্তানী অর্ডার সম্পাদনের জন্য এইরূপ নমুনা আমদানীর প্রকৃত প্রয়োজন হইলে এবং
সংশ্লিষ্ট বিদেশী সরবরাহকারী বিনামূল্যে তাহা সরবরাহ করিতে সম্ভব না হইলে,
সংশ্লিষ্ট রপ্তানীকারক/উৎপাদনকারীগণ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যৱৱের সুপারিশ ও প্রধান
নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে উপরোক্তথিত নিজ নিজ মূল্য/পরিমাণের মধ্যে নগদ
বৈদেশিক মুদ্রার অধীনে স্বাভাবিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করিয়াও নমুনা
আমদানি করিতে পারিবেন। রপ্তানীর উদ্দেশ্যে পণ্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনবোধে
নিষিদ্ধ বা শর্তব্যুক্ত দ্র্যবাদিও উপরে উল্লেখিত নিজ নিজ মূল্য/পরিমাণ এর মধ্যে নমুনা
হিসাবে আমদানি করা যাইবে।

উপ-অনুচ্ছেদ (১) এবং উপ-অনুচ্ছেদ-এ বর্ণিত মূল্যসীমার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি
করার প্রয়োজন হইলে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি এবং আমদানি পারামিট গ্রহণ
করিতে হইবে।

- ৩) তৈরী অবস্থায় আমদানি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি স্থানীয়ভাবে সংযোজন/উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে এইরূপ পণ্যের প্রত্যেক প্রকার মডেল অনুর্ধ্ব দুইটি করিয়া বিনা মূল্যে আমদানি করা যাইবে। বিদেশী সরবরাহকারীর স্থানীয় এজেন্টগণও টেক্নোরে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন হইলে এইরূপ সামগ্রী নমুনা হিসাবে আমদানীর অনুরূপ সুবিধা পাইবে।
- ৪) আমদানীকারক, ইন্ডেন্টর এবং বিদেশী প্রস্তুতকারকের এজেন্ট কর্তৃক আমদানি পারমিট/পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বিনামূল্যে নমুনা ও বিজ্ঞান সামগ্রী হিসাবে নৃতন ব্রাউনের পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে কোন মূল্যসীমা থাকিবে না।
- ৫) প্রবাসী বাংলাদেশীগণ কর্তৃক দেশে অবস্থানরত নিজ পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য অবাণিজ্যিক পরিমাণে প্রেরিত পাঁচ হাজার টাকা মূল্যসীমা পর্যন্ত উপহার সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) কোন প্রকার পারমিট ব্যতিরেকে প্রদেয় শুল্ক ও কর যথারীতি পরিশোধ সাপেক্ষে শুল্ক কর্তৃপক্ষ হইতে সরাসরি ছাড় করা যাইবে। উল্লেখিত মূল্যসীমার মধ্যে প্রতি অর্থ বৎসরে আমদানিকৃত কোন একটি পণ্যের সংখ্যা ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে একটির অধিক এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে পাঁচটির অধিক হইবে না।
- ১৪। পুনঃ রঞ্জনীর জন্য অস্থায়ী আমদানি--বিদেশী প্রস্তুতকারীগণের এজেন্ট এবং প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে তাহাদের প্রিপিপাল অথবা প্যারেন্ট কোম্পানীর যন্ত্রপাতি ও সাজ-সারঞ্জাম আমদানি করিতে পারিবেন, যথা:-
- (ক) এইরূপ প্রদর্শনীর জন্য আনীত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সারঞ্জাম এক বৎসরের মধ্যে পুনঃ রঞ্জনী করিতে হইবে;
 - (খ) এইরূপ দ্রব্যাদি সময়মত পুনঃ রঞ্জনী করা হইবে, এই শর্তে আমদানীকারক শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক মুচলেকা এবং একটি ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা আইনগত দলিল মাল খালাসের সময় দাখিল করিবেন;
 - (গ) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অথবা অন্য কোন সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে ফেরতের ভিত্তিতে যে সমস্ত সারঞ্জাম/ সামগ্রী আমদানি করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাতে কোন নিষিদ্ধ কিংবা শর্তযুক্ত পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিলে ঐ সকল পণ্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে অস্থায়ী ভিত্তিতে আমদানি করা যাইবে;

(ঘ) দফা (গ)-এ উল্লেখিত পুনঃ রপ্তানীর ভিত্তিতে আমদানকৃত সরঞ্জাম/সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তব্যুক্ত পণ্য ব্যতিরেকে) যে কোন স্থানীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে রেয়াতি শুল্ক হস্তান্তর করা যাইবে।

১৫। রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ই,পি, জেড) আমদানি এবং তথা হইতে রপ্তানী-

- ১) রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় আমদানি এবং তথা হইতে রপ্তানী এই আদেশের বর্হিভূত থাকিবে। রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় বাংলাদেশের বাহিরে অন্য কোন দেশ হইতে আমদানি অথবা তথা হইতে বিদেশে রপ্তানী সম্পর্কিত ব্যাকিং ও শুল্ক পদ্ধতি যথাক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত নির্দেশাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।
- ২) রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় আমদানি এবং তথা হইতে রপ্তানী বিষয়ক সকল পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রাঙ্খিত হইবে।
- ৩) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) ও (৫)- উল্লেখিত ব্যক্তিগত সাপেক্ষে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাকরণ এলাকা এবং উক্ত এলাকার বাহিরে বাংলাদেশের অন্য যে কোন স্থানের মধ্যে পণ্য চলাচল প্রচলিত আমদানি ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রন বেগুলেশন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে।
- ৪) ই, পি, জেড, এলাকায় ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে ক্রয় করিবার প্রয়োজন আছে এইরূপ পণ্যের তালিকা ই,পি, জেড, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণয়ন করিবার পর (জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যাপত্তির ভিত্তিতে) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হইবে। উক্ত তালিকা মোতাবেক বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে পণ্য ক্রয় বাবদ ই, পি, জেড, এলাকায় অবস্থিত শিল্পসমূহকে তাহাদের বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট হইতে কনভার্টিবল মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। প্রতি বৎসর, প্রতি অর্ধ বৎসর বা প্রতি তিন মাস সময়কালে স্থানীয়ভাবে কত টাকার দ্রব্য ক্রয় করা যাইবে তাহা উল্লেখক্রমে ই, পি, জেড, কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের অনুকূলে একটি পাসবুকের মূল্যসীমা শেষ হইয়া গেলে ই, পি, জেড, কর্তৃপক্ষ নৃতন মূল্যসীমা এনডোর্স করিবে অথবা নৃতন পাস বুক ইস্যু করিবে।

৫) ই, পি, জেড, এলাকার যে সকল যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য এলাকার বাহিরে আনাৰ প্ৰয়োজন হইবে সেইগুলিৰ জন্য ই, পি, জেড, কৰ্তৃপক্ষ প্ৰয়োজনীয় “ইন পাস” ও “আউট পাস” ইস্যু কৰিবে। এই পাসেৰ ভিত্তিতে শুল্ক কৰ্তৃপক্ষ যথাযথ রেজিষ্ট্ৰে এন্ট্ৰি কৰিয়া সেইগুলি মেরামতেৰ উদ্দেশ্যে বাহিরে আনিবাৰ ও মেরামত শেষে ভিতৰে নিবাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিবে। তবে বাহিরে ও ভিতৰে আনা-নেওয়াৰ হিসাব ও ডকুমেণ্টেশন পদ্ধতি ই,পি, জেড, কৰ্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম শুল্ক কৰ্তৃপক্ষেৰ সহিত আলোচনাৰ মাধ্যমে স্থিৰ কৰিবে।

১৬। মানুষেৰ খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানীৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰযোজ্য অতিৰিক্ত শৰ্তাদি -

১) যে কোন দেশে উৎপন্ন দুধ, দুধজাত খাদ্য-দ্রব্যাদি, ভোজ্যতৈল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী আমদানীৰ ক্ষেত্ৰে উহাদেৱ পারমাণবিক তেজক্রিয়তা পৱীক্ষা বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত সজি বীজ সৱাসৱি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পাৱে সেই সমস্ত সজি বীজ আমদানীৰ ক্ষেত্ৰেও তেজক্রিয়তাৰ পৰ্যায় পৱীক্ষা বাধ্যতামূলকঃ

তবে শৰ্ত থাকে যে, আন্তৰ্জাতিক মানেৰ হোটেলসমূহ এবং ডিপ্লোম্যাটিক বাণ্ডে ওয়্যারহাউজসমূহ তেজক্রিয়তা পৱীক্ষা ছাড়াই উহাদেৱ প্ৰযোজনীয় খাদ্য-দ্রব্যাদি আমদানি কৰিতে পাৱিবে।

তবে এইৰূপ আমদানিতব্য খাদ্যসামগ্ৰী যে বাংলাদেশে নিৰ্ধাৰিত গ্ৰহণযোগ্য তেজক্রিয়তা মাত্ৰাৰ মধ্যে রাহিয়াছে, সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠানকে যে দেশে উক্ত খাদ্য সামগ্ৰী উৎপাদিত ও প্যাকেটজাত কৰা হইয়াছে সেই দেশেৰ উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষ অথবা আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পৱীক্ষা এজেন্সীৰ নিকট হইতে সাৰ্টিফিকেট গ্ৰহণ কৰিয়া বিল অব লেডিং এৰ সাথে দাখিল কৰিতে হইবে। ইহাছাড়া আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য গ্ৰাহক বা অতিথিদেৱ নিকট বিক্ৰয় বা পৱিবেশন কৰাৰ পূৰ্বে উহা যে মানুষেৰ খাওয়াৰ উপযোগী তাৰা হোটেল কৰ্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোম্যাটিক বাণ্ডে ওয়্যারহাউজ কৰ্তৃপক্ষ নিশ্চিত কৰিবেন।

২) যে কোন দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীৰ ক্ষেত্ৰে শিপিং ডকুমেণ্টেৰ সহিত রঞ্চানীকাৰক দেশেৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ কৰ্তৃক প্ৰদত্ত তেজক্রিয়তা, পৱীক্ষণ প্ৰতিবেদন বাধ্যতামূলকভাৱে থাকিতে হইবে এবং এই প্ৰতিবেদন

তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় আমদানিতব্য দ্রব্যটির জাহাজীকরণ অবস্থায় প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ এর মাত্রা কি পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। অবশ্য ইহাচাড়াও খাদ্যদ্রব্য মানুষ-এর খাওয়ার উপযোগী এই সাধারণ সার্টিফিকেটও প্রয়োজন হইবে।

- ৩) উল্লেখিত খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ক্ষেত্রে লোড পোর্ট হইতে জাহাজজাত খাদ্যসামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করার প্রয়োজন হইবে না।
- ৪) যে কোন দেশ হইতে আমদানিতব্য উল্লেখিত খাদ্য দ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার পর্যায় পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে, যথা:-
- ক) আমদানিতব্য উল্লেখিত খাদ্যসামগ্রী জাহাজীকরণের পূর্বে সরবরাহকারী পরীক্ষণ এজেন্ট অথবা ক্রেতা/প্রাপকের পরীক্ষণ এজেন্ট এই সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার পর্যায় পরীক্ষা করাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। ক্রেতা/প্রাপক বা তাহার পরীক্ষণ এজেন্ট উপরোক্ত পণ্যবাহী কোন জাহাজ-বাংলাদেশী বন্দরে আগমনের পূর্বেই তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র কুরিয়ার সার্ভিসযোগে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নির্ধারিত সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য সীমা অপেক্ষা অধিক হইলে উক্ত খাদ্যসামগ্রী জাহাজজাত করা যাইবে না। তবে যে সমস্ত খাদ্য ইউরোপীয় দেশে উৎপন্ন নহে এবং তৃতীয় কোন দেশে প্যাকেটজাত/ টীনজাত অথবা জাহাজজাতও নহে সে সমস্ত খাদ্যসামগ্রী আমদানীর ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র কুরিয়ার সার্ভিসযোগে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করার প্রয়োজন হইবে না। তবে, আমদানিতব্য খাদ্যসামগ্রীর তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণের একটি প্রতিবেদন (এই প্রতিবেদনে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় আমদানিতব্য দ্রব্যাদির প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ কি মাত্রায় পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে) উক্ত খাদ্যসামগ্রী যে মানুষের খাওয়ার উপযোগী সেই মর্মে সার্টিফিকেট, বিল অব লেডিং (বি, এল) এর সংগে প্রেরণ করিতে হইবে।
- খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এবং দফা (ক) এ বর্ণিত শর্তাদি সম্মোহনকভাবে পূরণ করার পরই শুল্ক বিভাগ ও বন্দর কর্তৃপক্ষ জাহাজ হইতে সংশ্লিষ্ট মাল জেটিতে নামাইবার অনুমতি প্রদান করিবে;

- গ) জাহাজ বন্দরে পৌছার পর আমদানিকারকের প্রতিনিধি এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ (বন্দর এলাকা হইতে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে) অথবা জাহাজের মাষ্টার (বিহোৰে বা মুরিং-এ জাহাজ থাকিবার ক্ষেত্রে সেখানে Special Appraisement করা হইবে) এর উপস্থিতিতে ওক্ত কর্তৃপক্ষ জাহাজযোগে মালামালের প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করিবে এবং যথাযথভাবে Packing করিবার পর উহার সহিত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত প্রোফর্মা সম্বলিত হার্ডবোর্ডের একটি ট্যাগ লাগাইবে। উক্ত ট্যাগে নমুনা সংগ্রহে জড়িত কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, আমদানীকারকদের প্রতিনিধি, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জাহাজের মাষ্টারের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট থাকিতে হইবে। এইভাবে প্যাকিং ও ট্যাগিংসহ নমুনাটি সংগ্রহকারী কাস্টমস কর্মকর্তা কাস্টমস নমুনারূমে পাঠাইয়া দিবেন। নমুনারূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা সকল নমুনার যথাযথ রেকর্ড রাখিবেন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট যথাযথ রেকর্ড লক্ষণ ও স্বাক্ষর গ্রহণ সাপেক্ষে হস্তান্তর করিবেন। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন পরবর্তী চবিশ ঘন্টার মধ্যে ঐ সকল নমুনা পরীক্ষণের ফলাফল নমুনারূমে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করিবেন। কোন নমুনা অফিস সময়ের পর সংগ্রহীত হইলে তাহা দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার ব্যক্তিগত তদারকিতে থাকিবে এবং পাঁচ দিন পর অফিস খোলার সংগে সংগে তিনি তাহা নমুনারূমে হস্তান্তরিত করিবেন। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিনিধি যথাযথ খবর সাপেক্ষে সকাল বেলায় নমুনারূম হইতে ঐ নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ শেষে পরীক্ষণ ফলাফল রিপোর্ট কাস্টমস -এর নমুনারূমে পাঠানোর ব্যবস্থা করিবেন। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিনিধি নমুনারূম হইতে দিনে দুইবার অর্থাৎ সকাল ও বিকালে নমুনা সংগ্রহ করিবেন।
- ৫) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরীক্ষায় আমদানিকৃত খাদ্য দ্রব্য তেজক্রিয়তার মাত্রা গ্রহণযোগ্য সীমার উর্ধ্বে প্রমাণিত হইলে এরিএ. মালামাল খালাস করা হইবে না। এবং রঙানীকারক/সরবরাহকারী তাহা নিজ ব্যয়ে ফেরত লইতে বাধ্য থাকিবেন।

- ৬) উপ-অনুচ্ছেদ ৪-এর (ক), (খ) ও (গ) এ বর্ণিত পরীক্ষন পদ্ধতি যে কোন দেশে উৎপন্ন দুঃখ, দুর্ঘটনাদ্য, দুর্ঘটজাত দ্রব্যাদি, ভোজ্য তেল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী অন্য কোন দেশে টিনজাত প্যাকেটজাত বা জাহাজীকরণ করা হইলে সেই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।
- ৭) উপ-অনুচ্ছেদ (২), (৪) (ক), (৪)(খ), এবং (৫) এ বর্ণিত শর্তগুলি সংশ্লিষ্ট এল, সি/ ক্রয় চুক্তিতে সন্তুষ্টিপূর্ণ হইবে।
- ৮) আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক পরীক্ষার পর উহার তেজক্রিয়তা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রহিয়াছে এইরূপ প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার পরই কেবল শুল্ক কর্তৃপক্ষ যথা নিয়মে তাহা ছাড় করিবার অনুমতি দিবেন।
- (৯) উল্লেখিত খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ক্ষেত্রে উৎস নির্বিশেষে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য ক্ষেত্র অনুসারে “মানুষের খওয়ার উপযোগী” এই মর্মে রঙানীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টের সহিত অবশ্যই সংযোজন করিতে হইবে।
- ১০) মালয়েশিয়ায় উৎপন্ন এবং মালয়েশিয়া ও সিংগাপুর হইতে আমদানিকৃত/ আমদানিতব্য পাম অয়েল, পাম ওলিন ও আরবিডি পাম ষায়ারিনের কোন তেজক্রিয়তা পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না। তবে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন মাঝে মাঝে বাজার হইতে উক্ত দ্রব্যাদির নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিবেন এবং তাহাতে ক্ষতিকর মাত্রার তেজক্রিয়তা পাওয়া গেলে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হইবে।
- ১১) আমদানিকৃত পাম অয়েল, পাম ওলিন ও আর বিডি পাম স্টিয়ারিনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা করাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে শুল্ক কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের মনোনীত কর্মকর্তা এবং আমদানীকারক ও তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পাম অয়েল, পাম ওলিন ও আর বিডি পাম স্টিয়ারিনের নমুনা সংগ্রহ করিবে এবং তাহা সীল করিয়া বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবে। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমদানিকৃত উক্ত দ্রব্যাদির নমুনা ত্বরিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহা আমদানি দলিলে উল্লেখিত পাম অয়েল/পাম ওলিন আর বিডি পাম ষায়ারিন কি না সেই সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন প্রদান করিবেন। সরবরাহ ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের মনোনীত

কর্মকর্তা বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের উক্ত প্রতিবেদন শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

- ১২) আমদানিকৃত/আমদানিতব্য উল্লেখিত খাদ্য দ্রব্যাদির তেজক্রিয়তার পর্যায় পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় আমদানীকারকগণ বহন করিবেন।
- ১৩) আমদানিকৃত/আমদানিতব্য আর বিডি পাম ছিয়ারিন, পাম অয়েল ও পাম ওলিন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়ও আমদানীকারকগণ বহন করিবেন।
- ১৪) সিগারেট, সিগারেট পেপার, পাইপের তামাক, ছাইকি, বিয়ার ও অন্যান্য মদ জাতীয় পানীয়, কনসেন্ট্রেটেড এসেস, মশলা, ঔষধ আমদানীর ক্ষেত্রে কোন তেজক্রিয়তা পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না।
- ১৫) আমদানিকৃত/আমদানিতব্য যে সমস্ত খাদ্যের তেজক্রিয়তার সীমা এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করিয়াছে সেই সকল খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এই আদেশে উল্লেখিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে না। খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিই সেই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত হইবে।
- ১৬) দুঃখ ও দুঃঝাত খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তেজক্রিয়তার সীমা প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ এর ৯৫ বি কিউ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তেজক্রিয়তার সীমা প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম -১৩৭ এর ৫০ বি, কিউ। আমদানিকৃত দ্রব্যাদিতে বিদ্যমান সিজিয়াম-১৩৭ এর তেজক্রিয়তা কোন প্রকার তরলীকরণ, ঘণ্টীভূক্তকরণ, বা প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকে যে অবস্থায় বন্দরে পৌঁছিবে তদ্ব্যবস্থায়ই বিবেচ্য হইবে। স্থানীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে বাজারজাত অবস্থায় সিজিয়াম-১৩৭ এর তেজক্রিয়তার পরিমাণ ধরা হইবে। এই সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তেজক্রিয়তার সীমা সরকার কর্তৃক সময় সময় পুনঃনির্ধারিত হইতে পারিবে।
- ১৭) সার্কুল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহ হইতে চাউল এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ক্ষেত্রে তেজক্রিয়তা পরীক্ষা সংক্রান্ত উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য হইবে, যথা:-
ক) আমদানিকৃত চাউল এবং খাদ্যদ্রব্য সার্কুল বা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় কোন দেশে উৎপন্ন হইতে হইবে এবং আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদির সংগে রঞ্জনীকারক দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারী/অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎস দেশ-সংক্রান্ত সনদপত্র (সার্টিফিকেট অব অরিজিন) শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

- (খ) আমদানিকৃত চাউলের এবং খাদ্যদ্রব্যের মান ও গুণাগুণ মানুষের খওয়ার উপযোগী মর্মে রপ্তানীকারক দেশের সরকারী /অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করিতে হইবে ।
- (গ) সার্কেভুক্ত দেশ সমূহ হইতে দ্রুত পচনশীল খাদ্যসামগ্ৰী যথা -তাজা ফলমূল, মাছ, শাকসজী ইত্যাদি আমদানীৰ ক্ষেত্ৰে রপ্তানীকারক দেশের সরকার/সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তেজক্রিয়তা সংক্রান্ত সনদ গ্ৰহণযোগ্য হইবে ।
- ১৭। হাঁস-মূৰগীৰ খাদ্য ও পশুৰ খাদ্য আমদানীৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰযোজ্য অতিৰিক্ত শৰ্তাদি হাঁস-মূৰগীৰ খাদ্য ও পশুৰ খাদ্য আমদানীৰ ক্ষেত্ৰে রপ্তানীকারক দেশের উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তেজক্রিয়তা পৱীক্ষণ সম্পর্কিত প্ৰতিবেদন এবং উক্ত খাদ্যদ্রব্য হাঁস-মূৰগী/পশুৰ খওয়ার উপযোগী মর্মে প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টস এৰ সহিত বাধ্যতামূলকবাবে থাকিতে হইবে এবং এই প্ৰতিবেদনে তেজক্রিয়তা পৱীক্ষায় আমদানিতব্য দ্রব্যেৰ জাহাজীকৰণ অবস্থায় প্ৰতি কিলোগ্ৰামে সিজিয়াম-১৩৭ এৰ মাত্ৰা কি পৱীক্ষণ পাওয়া গিয়াছে তাহা সুস্পষ্টভাৱে থাকিতে হইবে । উক্ত প্ৰতিবেদন অনুযায়ী আমদানিতব্য দ্রব্যেৰ তেজক্রিয়তা গ্ৰহণযোগ্য সীমাৰ মধ্যে থাকিলেই শুধু তাহা ছাড় কৰা যাইবে, অন্যথায় সৱৰণাহকাৰী নিজ ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট চালান ফেৰত নিতে বাধ্য থাকিবে ।
ইহাছাড়া হাঁস-মূৰগী/পশু খাদ্য আমদানীৰ জন্য ঝণপত্ৰ খোলাৰ সময় এই শৰ্তগুলি ঝণপত্ৰে উল্লেখ কৰিতে হইবে । হাঁস-মূৰগী ও পশুৰ খাদ্যেৰ আমদানীৰ ক্ষেত্ৰে বাংলাদেশেৰ বন্দৱে পৌছাৰ পৰ তেজক্রিয়তাৰ মাত্ৰা পুনৰায় পৱীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন হইবে না ।
- ১৮। শুল্ক কৰ্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত মালামাল খালাস-শুল্ক কৰ্তৃপক্ষ আমদানিকৃত কোন পণ্যেৰ চালান আটক কৰিলে, সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক চালানটি খালাসেৰ জন্য শুল্ক কৰ্তৃপক্ষেৰ বৰাবৰে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশদানেৰ অনুৱোধ জানাইয়া প্ৰধান নিয়ন্ত্ৰকেৰ নিকট আবেদন কৰিতে পাৰিবেন । তবে শুল্ক কৰ্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাৱে আপত্তি জানাইবাৰ নৰবই দিনেৰ মধ্যে এৱপ আবেদনপত্ৰ প্ৰধান নিয়ন্ত্ৰকেৰ নিকট দাখিল কৰিতে হইবে এবং বিশেষ

কোন কারণ না থাকিলে উক্ত সময়সীমার পরে দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র বিবেচনা করা হইবে না। এইরপ আবেদনপত্রের সহিত শুল্ক

- কর্তৃপক্ষের লিখিত অথবা চালানটি আটক করার কারণ সম্মতি আটক মেমো দাখিল করিতে হইবে এবং বিশেষ কোন কারন না থাকিলে উক্ত সময়সীমার পরে দাখিলকৃত কোন আবেদনপত্র বিবেচনা করা হইবে না। এইরপ আবেদনপত্রের সহিত শুল্ক কর্তৃপক্ষের লিখিত অথবা চালানটি আটক করার কারণ সম্মতি আটক মেমো দাখিল করিতে হইবে। প্রধান নিয়ন্ত্রক এইরপ কেসসমূহ আনুষঙ্গিক সকল বিষয়াদি যথাযথ বিচার বিবেচনা করিয়া দ্রুত নিষ্পত্তি করিবেন।

- ১৯। রিভিউ, আপীল এবং রিভিশনের উদ্দেশ্যে গৃহীত ক্ষেত্রসমূহে আমদানি সুবিধার দাবী -কোন পণ্য সংশ্লিষ্ট সময়ে আমদানিযোগ্য না হইলে ১৯৭৭ সালের রিভিউ, আপীল এবং রিভিশন আদেশের অধীন গৃহীত ক্ষেত্রসমূহে উক্ত পণ্য আমদানীর কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না। এই সকল ক্ষেত্রে আমদানীর অনুমোদন প্রচলিত আমদানি নীতি আদেশ মোতাবেক করা হইবে।
- ২০। এই আদেশ লজ্জনক্রমে আমদানি -এই আদেশের কোন বিধান অথবা উহার অধীন প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন লজ্জন করিয়া কোন পণ্য আমদানি করিলে তাহা আইন এর বিধানাবলী লংঘনক্রমে আমদানি করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- ২১। এই আদেশের সংশোধন অথবা পরিবর্তন -সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোন সময় এই আদেশের যে কোন বিধান সংশোধন, পরিবর্তন অথবা শিথিল করিতে পারিবে।
- ২২। রপ্তানী সম্পর্কিত বিধানাবলী- এই আদেশে রপ্তানী সম্পর্কিত যে সকল বিধান রহিয়াছে তাহা রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
শিল্প খাতে আমদানীর বিধানাবলী

২৩। শিল্প খাতে আমদানীর সাধারণ নিয়মাবলী-

- ১) এই আদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, যে সকল পণ্যের বাণিজ্যিক আমদানি নিষিদ্ধ এবং যাহাদের আমদানি একমাত্র শিল্প খাতের জন্য বৈধ, সেই সকল পণ্য নিয়মিত ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত স্বত্ত্ব অনুসারে আমদানি স্বত্ত্বের সর্বাধিক তিনগুণ পর্যন্ত আমদানি করা যাইবে। যে সকল শিল্প খাতের জন্য একাধিক শিফট উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে আমদানি স্বত্ত্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই সকল খাতের অন্তর্ভুক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বে এইরূপ শর্তযুক্ত কোন কাঁচামাল বা মোড়ক সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকিলে তাহা নিয়মিত ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বার্ষিক আমদানি স্বত্ত্বের ১০০% এবং এডহক ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বা ঘান্ধারিক আমদানি স্বত্ত্বের ১০০% এর বেশী আমদানি করা যাইবে না। সরকারী খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শর্তযুক্ত পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট বার্ষিক প্রয়োজন অর্থ বৎসরের প্রারম্ভে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।
- ২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লেখিত বিধানাবলী এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শিল্প ও বগেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে পরিচালিত রঞ্জনীমুখী পোশাক, হোসিয়ারী, ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। উহাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে অনুচ্ছেদ ২৪(৩) ও ২৪(৬) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
- ৩) নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি- উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর শর্ত প্ররূপ সাপেক্ষে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের উহাদের প্রযোজনীয় কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় (শর্তযুক্ত/নিষিদ্ধ পণ্য সামগ্রী ব্যতীত) কোন নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াই অবাধে আমদানি করিতে পারিবে।
- (৪) শিল্পের ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানীর জন্য এলসিএ/আইপি ফিস মওকুফ বেপজা, বিসিক ও বিনিয়োগ বোর্ড পোষক কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তপোষক কর্তৃপক্ষ সমূহের সুপারিশের মাধ্যমে শুল্ক কর্তৃপক্ষ

Licences and Permits Fees Order, 1985 এর আওতায় ১০০% রাষ্ট্রানিয়মূখী শিল্প এবং দেশের অনুমতি / স্বল্পন্ত এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য ক্যাপিটাল মেশিনারী ও যন্ত্রাংশ আমদানীর ক্ষেত্রে এলসিএ/আইপি ফিস মওকুপের অনুমোদন দিবে।

- ২৪। শিল্প প্রাতঃঠানের পণ্যাদি আমদানির জন্য নির্ধারিত শর্তাবলী- (১) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেল কর্তৃক আমদানি-বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ শর্তযুক্ত তালিকায় উল্লেখিত উহাদের জন্য আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিয়া আমদানি করিতে পারিবে। বিদেশ হইতে আমদানীর পরিবর্তে প্রচলিত হারে শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ নির্ধারিত দ্রব্যাদি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের শুল্কমুক্ত বিপণী হইতেও ক্রয় করিতে পারিবে। উক্ত, আমদানি (স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত পণ্যসহ) এর জন্য উহাদিগকে নিম্ন বর্ণিত নিয়ম পালন করিতে হইবে, যথা :-
- ক) শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্যগুলির আমদানি সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃক বিগত বৎসরে অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা বিশ ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;
 - খ) মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোচ্চ শতকরা সাড়ে সাত ভাগের মধ্যে এ্যালকোহলিক বেতারেজ ও যন্ত্রাংশ আমদানি সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং অবশিষ্ট শতকরা সাড়ে বাবো ভাগ অন্যান্য শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানীর জন্য ব্যবহার করা যাইবে; দফা (ক)-তে বর্ণিত শর্ত অনুসারে শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহের মোট আমদানীর মূল্য অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব রেকর্ড করিবে;
 - গ) সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃক অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়কারী ব্যাংক রেকর্ড করিবে; শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানীর জন্য ঝণপত্র খোলার সময় মনোনীত ব্যাংক হইতে উহাদের আইসিতে প্রয়োজনীয় এন্ডোর্সমেন্ট করাইয়া নিবে।
 - ঘ) শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানীর জন্য এল সি এ ফরম দাখিলের এবং ঝণপত্র খোলার পূর্বে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহাদের আই আর সি -তে প্রয়োজনীয় এন্ডোর্সমেন্ট করাইয়া নিবে।

- ২) এম এস শীট ও প্লেট (হট রোল্ড), জি পি শীট, বি পি শাট, ষ্টেইনলেস ষ্টীল সি আর সি এ শীট, টিন প্লেট, এম এস শীট ও সিলিকন শীট
- ক) স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য এম এস শীট, ষ্টেইনলেস ষ্টীল শীট, সি আর সি এ শীট, সিলিকন শাট, বি পি শীট বা টিন প্লেট (মিস প্রিস্ট) এর আমদানি স্বত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকিলে সেকেওয়ারী কোয়ালিটির এই সকল দ্রব্যও আমদানি করা যাইবে। এই সকল পণ্যের প্রাইম কোয়ালিটি ও সেকেওয়ারী কোয়ালিটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে।
- (খ) কোন প্রকার মূল্যসীমা, সাইজ, গেজ বা জিংক প্রলেপের পরিমাণের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই জি পি শীট বাণিজ্যিক আমদানীকারক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে। সেকেওয়ারী কোয়ালিটির এই সকল দ্রব্যও আমদানি করা যাইবে। এই সকল পণ্যের প্রাইম কোয়ালিটি ও সেকেওয়ারী কোয়ালিটির জি পি শীটও অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।
- গ) এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী-
- ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত ফার্মসিউটিক্যাল (এ্যালোপ্যাথিক) ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহাদের বার্ষিক উৎপাদন কর্মসূচীর ভিত্তিতে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন হইতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রীর বিবরণ, মূল্য ও পরিমাণ সম্বলিত তালিকা (ব্লকলিষ্ট) অনুমোদন করাইয়া নাইতে হইবে।
- খ) ঔষধ শিল্পে আমদানীর ক্ষেত্রে ব্লকলিষ্ট ব্যবহৃত হইবে। ব্লকলিষ্টে বর্ণিত শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত বা শর্তযুক্ত তালিকা বহির্ভুত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী সংশ্লিষ্ট ব্লকলিষ্টে উল্লেখিত মূল্য ও পরিমাণ অনুসারে যথারীতি আমদানি করা যাইবে। উক্ত ব্লকলিষ্ট বহির্ভুত কোন পণ্য অবাধে আমদানিযোগ্য হইলেও সংশ্লিষ্ট ঔষধ শিল্প কর্তৃক উহা আমদানি করা যাইবে না।
- গ) ঔষধ শিল্পের যে সকল কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানীর ক্ষেত্রে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমোদনের অতিরিক্ত কোন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণের শর্ত এই আদেশে উল্লেখ রাখিয়াছে এই সকল কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট

কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। অনুমোদিত ব্লকলিট এর অনুলিপি যথারীতি পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শুল্ক-কর্তৃপক্ষের নিকট এবং প্রধান মিয়ন্ট্রক, আমদানি ও রপ্তানী দপ্তরে সরবরাহ করিতে হইবে।

৭) আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত ইনভয়েস ও কাঁচামালের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন এজেন্ট (Pre-shipment Inspection Agent) এর নিকট হইতে প্রতিটি পণ্যের পরিমাণ, মূল্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে সনদপত্রের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ ছাড় প্রদান করিবে।

৮) আর বি ডি পাম ষিয়ারীণ-

ক) সাবান শিল্পের অধীনে স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে পোষকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে কেবল উহাদের আমদানি- স্বত্ত্ব অনুসারে এই পণ্যটি আমদানি করিতে দেওয়া হইবে।

খ) আর বি ডি পাম ষিয়ারীণ অর্ধের উৎস নির্বিশেষে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি যোগ্য হইবে না।

৫) এডহক আইডব্লিউটি অপারেটর, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর খামার (পোলট্রি এড ডেয়ারী ফার্ম) এবং মাছ ধরা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পণ্যাদির আমদানি--শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত নহে এইরূপ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ অপারেটর, মাছ ধরা প্রতিষ্ঠান এবং হাঁস- মুরগী ও গবাদি পশুর খামার উহাদের প্রয়োজনমত আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ কাহারও সুপারিশ/অনুমতি ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবে। তবে এইরূপ আমদানীর জন্য অত্র আদেশের শর্তাদি ও নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

৬) রপ্তানীযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্যাদি আমদানি-(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে নিশ্চয়কৃত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য খণ্ডপত্রের ভিত্তিতে তৈয়ারী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক

ঝণপত্রের বিপরীতে শুষ্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তব্যুক্ত তালিকাভূক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে। তবে গ্রে-কাপড় ছাড়া অণ্যাণ্য কাপড় আমদানীর ক্ষেত্রে কেবল বিশ গজ বা তদুর্ধৰ পরিমাণে নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্ন থান কাপড় আমদানি করা যাইবে। এই ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে টুকরা কাপড় বা যে কোন আকারের কাটা কাপড় আমদানি করিতে দেওয়া হইবে না। অধিকন্ত, ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের অধীন স্টেপল পিন আমদানি করা যাইবে না। গ্রে-কাপড় আমদানীর ক্ষেত্রে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৪ (৭) (খ) এ বণিত বিধান প্রযোজ্য হইবে। তবে ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের অধীনে চারশত ঘামের ডুপ্লেক্স বোর্ড (গ্রে-ব্যাক) পাস বইতে এন্ট্রি করিয়া আমদানি করা যাইবে। কলার ও ব্যাক বোর্ড হিসাবে ব্যবহৃত স্বল্পতর পুরুত্বের (ই পি বি কর্তৃক ধার্যকৃত) ডুপ্লেক্স বোর্ড পাসবইতে এন্ট্রি করিয়া ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে।

এই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান মনোনীত ব্যাংকে যথাযথভাবে পূরণকৃত এলসিএ ফরম দাখিল করিয়াও ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের বিপরীতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী খালাস করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আইপি/সি পি নিতে হইবে না। তৈয়ারী পোশাক শিল্পের অধীনে এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহকে রঙানী আদেশ সম্পাদনের জন্য বিনা মূল্যে (all no cost basis) নিম্নবিনিত শর্তাবলী সাপেক্ষে কাঁচামাল আমদানি করিতে দেওয়া হইবে, যথা-

(অ) প্রতিটি কেইস পৃথকভাবে কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে বিবেচনা করা হইবে এবং ইহার জন্য বাংলাদেশ হইতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা যাইবে না।

(আ) তৈয়ারী সামগ্রী রঙানীর ব্যাপারে প্রাক-জাহাজজাত পরিদর্শন সার্টিফিকেট চাওয়া হইলে তাহা ক্রেতার খরচে প্রস্তুতকরণ রঙানী সম্পাদন করার সময় দাখিল করিতে হইবে; তবে এইরূপ ক্ষেত্রে রঙানীর উদ্দেশ্যে তৈয়ারী পোশাক প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না।

(ই) তৈয়ারী পোষাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের সম্পূর্ণ পরিমাণ/অংক বাংলাদেশে প্রত্যাবাসন করিতে হইবে। মূল্য সংযোজনের নৃন্যতম হার নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা :-

- (১) নীটপোষাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের নৃন্যতম হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ;
- (২) সকল নন-কোটা ক্যাটাগরীর ওভেন পোষাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে নৃন্যতম মূল্য সংযোজনের হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ;
- (৩) কোটা ক্যাটাগরীর প্রতি ডজন এফওবি চল্লিশ মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের ওভেন পোষাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে নৃন্যতম মূল্য সংযোজনের হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ;
- (৪) প্রতি ডজন এফওবি চল্লিশ মার্কিন ডলারের অধিক মূল্যের কোটা ক্যাটাগরীর ওভেন পোষাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে নৃন্যতম মূল্যসংযোজনের হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ। তবে কোনক্রমেই ডজন প্রতি মূল্যসংযোজন হার বার মার্কিন ডলারের কম হইবে না;
- (৫) অধিকতর উচ্চ মূল্যের পোষাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার কোটা ও নন-কোটা অনুযায়ী শতকরা বিশ এবং পনের ভাগ হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে প্রতি ডজনের এফওবি মূল্য ষাট মার্কিন ডলার বা তাহার অধিক হইতে হইবে;
- (৬) সকল প্রকার স্যুয়েটার রপ্তানীর ক্ষেত্রে নৃন্যতম মূল্য সংযোজনের হার হইবে শতকরা পঁচিশ ভাগ; এবং
- (৭) সকল প্রকার শিশু পোষাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে নৃন্যতম মূল্য সংযোজনের হার হইবে শতকরা বিশ ভাগ।

(উ) কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে আমদানিকৃত সামগ্রীর বর্ণনা, পরিমাণ ও মূল্য অবশ্যই ইনভয়েসে উল্লেখ করিতে হইবে।

তবে, রপ্তানীমূখী তৈয়ারী পোষাক শিল্প কর্তৃক বডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে ব্যাক-টু- ব্যাক ঝণপত্রের বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও ছে-কাপড় এবং সাদা কাপড় ডাইং ও প্রিন্টিং করাইবার জন্য ইন্টার বড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে হস্তান্তর/স্থানান্তর করা যাইবে না। বডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে পরিচালিত রপ্তানীমূখী তৈয়ারী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শুধু রোল বা থান আকারে নীটেড কাপড় আমদানি করিতে হইবে।

- খ) অন্যান্য রপ্তানী পণ্যের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের হার এবং ঐ সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানী ঝণপত্রের নীট এফও, বি মূল্যের বিপরীতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানীর জন্য রপ্তানী উন্নয়ন ব্যৱোর প্রজ্ঞাপিত সর্বোচ্চ শতাংশ পর্যন্ত ব্যাক-টু ব্যাক ঝণপত্র স্থাপন করা যাইবে।
- গ) নিচ্যকৃত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঝণপত্রের ভিত্তিতে স্পেশালাইজড টেক্সটাইল পণ্যাদি রপ্তানীর জন্য বডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত স্বীকৃত স্পেশালাইজড টেক্সটাইল শিল্পসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তব্যুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে। ইহার জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে না।
- (ঘ) নিচ্যকৃত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঝণপত্রের ভিত্তিতে হোসিয়ারী ও নিটেড পোষাক দ্রব্যাদি রপ্তানীর জন্য বডেড ওয়ার হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত স্বীকৃত রপ্তানীমুখী হোসিয়ারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তব্যুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে। ইহার জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে না। তবে, এই ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে থান অথবা রোল (in rolls) আকারে অথবা যে কোন আয়তনের টুকরা আকারে কাটা কোন প্রকারের হোসিয়ারী নিটেড (Knitted) বা ওভেন (Woven) কাপড় আমদানি করিতে দেওয়া হইবে না। হোসিয়ারী এবং অন্যান্য নিটেড গুডস খাতের জন্য রোল (in rolls) আকারে সৃষ্টিতোর, জাম্পার, পুলওভার ও মাফলার এবং টুকরা আকারে নিটেড কাপড়সহ সকল প্রকার নিটেড কাপড় রোল আকারে বা থান আকারে আমদানি যোগ্য হইবে না।
- (ঙ) রপ্তানীমুখী তৈয়ারী পোষাক/হোসিয়ারী ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ব্যতীত অন্যান্য রপ্তানীমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে পোষাকের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে সুনির্দিষ্ট রপ্তানী আদেশ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হইলে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী এবং যত্রাংশ রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহকে আমদানীর অনুমতি দেওয়া হইবে। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানিকৃত নিষিদ্ধ অথবা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য পণ্য/ পণ্যসমূহের মূল্যের শতকরা একশত ভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে। তবে, যে সকল রপ্তানীমুখী শিল্প

- বঙ্গেড ওয়্যার হাউজ লাইসেন্সের অধীনে পরিচালিত উহাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের প্রয়োজন হইবে না।
- (চ) বঙ্গেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত অন্যান্য সকল সেষ্টেরের স্বীকৃত প্রস্তুতকারী ও রপ্তানীকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের বিপরীতে উহাদের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে। এই বিধান প্রত্যক্ষ রপ্তানীকারক ও পরোক্ষ রপ্তানীকারক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।
- (ছ) প্রচলন রপ্তানীমূখী শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণ পত্রের বিপরীতে বঙ্গেড ওয়্যার হাইজের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করা যাইবে।
- (জ) বঙ্গেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত কেবল ১০০% রপ্তানীমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের বিপরীতে অথবা চার মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং মোড়ক সামগ্রী “মাষ্টার রপ্তানী ঝণ পত্র” (master export L/C) ছাড়াই আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের মাধ্যমে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অথরাইজেশনের প্রয়োজন হইবে না। প্রচলিত বিধান অনুযায়ী রপ্তানী ঝণপত্র ছাড়াও চুক্তির বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সাইট/ইউজেস ঝণ পত্রের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করা যাইবে।
- (ঝ) তৈয়ারী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বস্ত্রের কন্টেইনারে/ চালানে বিচ্ছিন্ন কিছু টুকরা বা কাটা কাপড় পাওয়া গেলে শুক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পূর্ণ কন্টেইনার বা চালান আটক না করিয়া কেবলমাত্র কাটা বা টুকরা কাপড়ে অংশগুলিই আটক করিতে হইবে।
- (ঞ) তৈয়ারী পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রপ্তানী আদেশ সম্পাদনের জন্য আমদানিকৃত এম্ব্ৰয়ডার্ড কাপড়, ব্যাজ, লেবেল, ষ্টিকার্স ও প্যাচ এর ক্ষেত্রে বিশ গজের নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।
- (ট) রপ্তানীমূখী তৈয়ারী পোশাক/বস্ত্রশিল্পের জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্র প্রতিষ্ঠার পূৰ্বে ক্রেতা/সরবৰাহকারী কর্তৃক কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী যদি জাহাজীকরণ করা হয় তাহা হইলে ইহা আমদানি নীতি লংঘন হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি বাংলাদেশী আমদানীকারক কর্তৃক এইরূপ জাহাজীকরণের পরপরই এতদসম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট শুক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয় এবং মালামাল বহনকারী জাহাজ বহিনোঙ্গরে পৌছাইবার পূৰ্বে ব্যা-টু-ব্যাক এলসি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

- (ঠ) বঙ্গেড ওয়্যার হাউজ লাইসেন্স প্রাপ্তি সাপেক্ষে ১০০% রঞ্জানীমুখী অলংকার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত উপকরণ আমদানীর ক্ষেত্রে খণ্পত্র খোলার প্রয়োজন হইবে না। উক্তরূপে খণ্পত্র না খুলিয়া আমদানিকৃত উপকরণ ছাড়করণের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।
- (ড) বঙ্গেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত করোগেটেড কার্টন, প্রেড, পলিব্যাগ বাটার ফ্লাই লেবেল, ইন্টারলাইনিং, গামটেপ ইত্যাদি প্রস্তুতকারক ১০০% রঞ্জানীমুখী প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধার পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া অর্থাৎ বঙ্গেড ওয়্যার হাউজ এর আওতায় এস ই এম পদ্ধতিতে আমদানীর ব্যবস্থাও চালু থাকিবে।
- (১) প্রে-কাপড় (ক) স্বীকৃত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক এল সি'র বিপরীতে বঙ্গেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে সর্কল প্রকার প্রে-কাপড় এই শর্তে আমদানি করা যাইবে যে আমদানিকৃত সমস্ত প্রে-কাপড় ফিনিশিং ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রঞ্জানীমুখী পোষাক শিল্পকে সরবরাহ করিতে হইবে। আমদানিকৃত প্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং-এর পর সরাসরি বিদেশে রঞ্জানী করা হইলে একই অর্থ বৎসরে আমদানিকৃত প্রে-কাপড়ের সমপরিমাণ স্থানীয় প্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রঞ্জানীমুখী পোসাক শিল্পের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে অথবা বিদেশে রঞ্জানী করিতে হইবে। তবে আমদানিকৃত প্রে-কাপড় ফিনিশিং ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রঞ্জানীমুখী পোষাক শিল্পের নিকট সরবরাহ করা হইলে সমপরিমাণ স্থানীয় প্রে-কাপড় ব্যবহারের শর্ত প্রয়োজন হইবে না। প্রে-কাপড় আমদানি সম্পর্কিত উল্লেখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালনের বিষয়ে রঞ্জানী উন্নয়ন ব্যূরো মনিটর করিবে।
- (খ) স্বীকৃত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট ছাড়াও রঞ্জানীমুখী পোষাক প্রস্তুকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক এল সি'র বিপরীতে ও বঙ্গেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে নিজ নিজ শুল্ক পাসবুকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কাষ্টমস এস আর ও অথবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ইউটিলাইজেশন এক্সপার্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অথবা সুপারিশকৃত পরিমাণ প্রে-কাপড় শুধু পকেটিং এবং ইন্টারলাইনিং এর জন্য আমদানি করা যাইবে। তবে আমদানিকৃত উক্ত প্রে-কাপড় দ্বারা তৈয়ারী পোষাক সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রঞ্জানী করতঃ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ঐ পরিমাণ প্রে-

কাপড় শুধু পকেটিং এবং ইন্টারলাইনিং এর জন্য আমদানি করা যাইবে।

তবে আমদানিকৃত উক্ত প্রে-কাপড় শুধু পকেটিং এবং ইন্টারলাইনিং এর জন্য আমদানি করা যাইবে। তবে আমদানিকৃত উক্ত প্রে-কাপড় দ্বারা তৈয়ারী পোষাক সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রপ্তানী করতঃ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী এই পরিমাণ প্রে-কাপড় পাস বুকে অন্তর্ভুক্ত করাইয়া সমর্থয় করিতে হইবে।

(গ) সুনির্দিষ্ট রপ্তানীযুক্তি আদেশের বিপরীতে রপ্তানী শিল্পে ব্যবহার ও সরাসরি রপ্তানীর উদ্দেশ্যে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রে-কাপড় আমদানি করা যাইবে।

(ঘ) ১০০% রপ্তানীযুক্তি স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং, কেবলমাত্র যাহাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত যোগ্যতা আছে, বগেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্র ব্যতিরেকেও চার মাসের প্রয়োজনীয় প্রে-কাপড় (উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ৩০%) দফা (ক)-তে বর্ণিত শর্তে আমদানি করা যাইবে।

- ৮) পার্টস, একসেসরিজ ও কম্পোন্যান্টস এর আমদানি-সকল পার্টস, একসেসরিজ ও কম্পোন্যান্টস এর আমদানি নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য সেইগুলির মেশিনারীর অখণ্ড ও অপরিহার্য অংশ হিসাবে আমদানিযোগ্য হইবে, তবে শর্ত এই যে সংলিঙ্গ মেশিনারীও আমদানিযোগ্য হইতে হইবে।
- (৯) ননীযুক্ত গুঁড়ো দুধ প্যাকিং/ক্যানিং সেক্টরের স্বীকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি স্বত্ত্ব পর্যন্ত টিনের পাত্রে/বৃহৎ মোড়কে আমদানি করা যাইবে। এই আদেশের ২৬(১) অনুচ্ছেদে ননীযুক্ত গুঁড়োদুধ আমদানীর ক্ষেত্রে যে সকল তথ্যাদি টিনের পাত্রের উপর উল্লেখ করার শর্ত রহিয়াছে তাহা এই ক্ষেত্রেও টিনের মোড়কের উপর যথাযথ ভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

এই আদেশের অধীন তেজস্বিয়তা পরীক্ষণের বিধানও এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাণিজ্যিক আমদানীকারকগণ কর্তৃক আমদানি

২৫। বাণিজ্যিক আমদানি-

- ১) বাণিজ্যিক আমদানি প্রধানতঃ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় করিতে হইবে। তবে অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে সরকারী বরাদের বিপরীতেও বাণিজ্যিক পণ্য আমদানীর জন্য অনুমতি দেওয়া যাইবে। সেই ক্ষেত্রে পণ্যের নাম ও তহবিলের উৎস এবং অন্যান্য শর্ত সময় সময় প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হইবে।
- ২) বাণিজ্যিক আমদানীকারক কর্তৃক শিল্পের কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি--নিষিদ্ধ ও শর্ত্যুক্ত তালিকা বহির্ভুত সকল শিল্পের কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও যন্ত্রাংশ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানি যোগ্য হইবে।
- ৩) বিদেশী সংস্থা কর্তৃক বাণিজ্যিক আমদানি --কোম্পানী আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে রেজিস্ট্রাকৃত বিদেশী কোম্পানী/সংস্থাগুলি তাহাদের বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের বিপরীতে আমদানিযোগ্য বাণিজ্যিক পণ্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ছাড়াই আমদানি করিতে পারিবে। তবে বিদেশী কোম্পানি/সংস্থাগুলি এইরূপ বাণিজ্যিক পণ্য আমদানীর পূর্বে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানী দণ্ডরকে লিখিতভাবে উক্ত পণ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি(যথা পণ্যের এইচ এস কোড নম্বর, পণ্যের বিবরণ পরিমাণ, মূল্য, বিদেশী রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি) অবহিত করিতে হইবে।
- ৪) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ক্যাপিটাল মেশিনারী আমদানি-শিল্প ব্যবহার্য আমদানিযোগ্য ক্যাপিটাল মেশিনারী ও এক্সেসরিজ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় কেবল মূল্যসীমা ছাড়াই বাণিজ্যিক আমদানীকারক কর্তৃক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অবাধে আমদানি করা যাইবে।

২৬। কতিপয় বাণিজ্যিক পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তবলী-

- ১) দুঃঝজাত খাদ্য (মিক্ষ ফুড) -নির্বলুপ শর্ত সাপেক্ষে দুঃঝজাত খাদ্য সামগ্রী আমদানি করা যাইবে, যথা:-
 ক) ননীযুক্ত দুঃঝজাত খাদ্য/শিশুখাদ্য কেবল টিনের পাত্রে আমদানি করিতে হইবে।

- (খ) ননীযুক্ত শিশুখাদের টিনের উপর দৃশ্যমান স্থানে “মায়ের দুধের বিকল্প নাই” কথাটি বাংলায় সুস্পষ্টভাবে ও অপেক্ষাকৃত বড় হরফে লিখিত থাকিতে হইবে ;
- (গ) মিক্ক ফুডের টিনের উপর দুধের উপাদান এবং বিভিন্ন উপকরণের আনুপাতিক হার বাংলায় লিখিত থাকিতে হইবে ;
- (ঘ) প্রতিটি টিনের পাত্রের গায়ে মিক্ক ফুড প্রস্তুতের তারিখ ও মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের মেয়াদ উল্টোর্ণ হওয়ার তারিখ বাংলা বা ইংরেজীতে সুস্পষ্টভাবে এমবস (Emboss) করা থাকিতে হইবে, ইহা ছাড়া প্রতিটি টিনের গায়ে মিক্ক ফুড এর প্রকৃত ওজন (Net Weight) বাংলা বা ইংরেজীতে লিখিত থাকিতে হইবে;
- (ঙ) উপরের (খ), (গ) ও (ঘ) দফাসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী টিনের গায়ে এমবস করা থাকিতে হইবে এবং উহা কোনক্রমেই পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া তাহা টিনের গায়ে লাগানো যাইবে না;
- (চ) শিশু খাদ্যের অর্থাৎ যাহাতে অন্ততঃ ১৯% পর্যন্ত ফ্যাট জাতীয় দ্রব্য থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি টিনের মধ্যে মাপিবার চামচও সরবরাহ করিতে হইবে।
- (২) ননীবিহীন গুঁড়ো দুধ নিম্নরূপ শর্ত সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা:-
- ক) বস্তায় অথবা টিনের প্যাকিংয়ে গুঁড়ো দুধ আমদানি করা যাইবে ;
- খ) রঞ্জনীকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত বিশ্লেষণ সনদ আমদানীকারককে অবশ্যই পেশ করিতে হইবে। উক্ত সনদে এই মর্মে একটি ঘোষণা বিবৃত থাকিতে হইবে যে, আমদানিকৃত গুঁড়োদুধ মানুষের খাওয়ার জন্য যোগ্য ;
- গ) বস্তা বা পাত্রের উপর দুধ তৈয়ারীর তারিখ ও মানুষের খাওয়ার উপযোগিতার মেয়াদ পেশ হওয়ার তারিখ অবশ্যই লিখিত থাকিতে হইবে।
- (ঘ) দুর্ঘজাত খাদ্য ও গুঁড়ো দুধ আমদানীর ক্ষেত্রে তেজক্রিয়তার মাত্রা নির্ধারণের জন্য প্রাক জাহাজীকরণ পরীক্ষণ (প্রি-শিপমেন্ট ইসপেকশন) করাইতে হইবে এবং তেজক্রিয়তার মাত্রা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সীমার মধ্যে থাকিলেই কেবল উহা জাহাজগাত করা যাইবে। এতদসংক্রান্ত পরীক্ষণ রিপোর্ট শিপিং ডকুমেন্ট

হিসাবে অন্যান্য কাগজ-পত্রের সহিত সংলিঙ্গ সকল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আমদানিকৃত দুঃজ্ঞাত খাদ্য ও গুড়াদুধ দেশে পৌছার পর ছাড় করিবার পূর্বে দ্বিতীয়বার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা করা হইবে এবং তাহা গ্রহণযোগ্য ও অনুমোদিত সীমার মধ্যে পাওয়া গেলেই শুধু ছাড় করিতে দেওয়া হইবে। আমদানিকৃত দুঃজ্ঞাত খাদ্য ও গুড়া দুধ দেশে পৌছিবার পর ইহার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষার বর্তমান পদ্ধতি যথারীতি বহাল থাকিবে।

৩) খাদ্য ও পানীয় আমদানীর ক্ষেত্রে উৎপাদনের ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ-সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় আমদানীর ক্ষেত্রে উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ প্রতিটি পাত্র/কনটেইনার এর গায়ে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকিতে হইবে। মদ্য জাতীয় পানীয় আমদানীর ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

৪) বিক্ষোরক দ্রব্য –বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান বিক্ষোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ কোন প্রকার বিক্ষোরক দ্রব্য আমদানি করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। টিসি বি এর মাধ্যম ছাড়া অন্য কাহাকেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্ষোরক দ্রব্য আমদানি করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। টি সি বি কর্তৃক আমদানিকৃত বিক্ষোরক পদার্থ কেবল স্বরষ্টি মন্ত্রণালয়কে অবগত করাইয়া প্রকৃত ব্যবহারকারীর নিকট বিক্রয় করা যাইবে। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান বিস্পোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে উহাদের রেজিস্ট্রিকৃত স্বত্ত্ব পর্যন্ত ঐ জাতীয় বিক্ষোরক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে। তবে এইরপ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৩(১) এর আওতায় আমদানি স্বত্ত্ব/অংকের অতিরিক্ত বিক্ষোরক দ্রব্য আমদানি করা যাইবে না প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান বিক্ষোরক পরিদর্শকের ছাড়পত্র প্রদানের সংগে সংগে আমদানিতব্য পটাশিয়াম ক্লোরেটের পরিমাণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করিব। শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি স্বত্ত্বের বিপরীতে আমদানিকৃত বিক্ষোরক পদার্থ শুধু উহাদের কারখানায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হইবে এবং উহা বিক্রির হস্তান্তর অথবা অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

৫) কীটনাশক এবং বালাই নাশক দ্রব্যাদি নিম্নোক্ত শর্তাদি সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা:-

- ক) আবার মজুদ এবং সমুদ্র পথে পরিবহনে উঠানো-নামানোর সকল প্রকার ঝুঁকি প্রতিরোধ করিবার উপযোগী হইতে হইবে।
- খ) আধারের গায়ে অভ্যন্তরস্থ বস্ত্র রাসায়নিক/টেকনিক্যাল নাম লিখিত থাকিতে হইবে;
- গ) নিম্নরূপ তথ্যাদি আধারের গায়ে বাংলায় স্পষ্টভাবে লিখিত থাকিতে হইবে; যথা :-

 - (অ) পণ্যের নাম;
 - (আ) উৎপাদনকারীর বা সূত্রবন্ধনকারীর বা যাহার নামে কীটনাশক ঔষধটির নিবন্ধন করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা;
 - (ই) আধারের অভ্যন্তরস্থ পণ্যের প্রকৃত পরিমাণ ;
 - (ঈ) উৎপাদনের তারিখ;
 - (উ) পরীক্ষার তারিখ;
 - (ট) মওজুদের সাধারণ মেয়াদ ও স্থায়িত্ব;
 - (ঞ্চ) সক্রিয় উৎপাদনসমূহের নাম ও ওজনের হার এবং অন্যান্য উৎপাদনের ঘোট শতাংশ, “ছোট ছেলেমেয়েদের থেকে দূরে রাখুন”, “বিপদজনক”, “ঝুঁশিয়ার” বা “সাবধান” ইত্যাদি সাবধান বাণী বা বিপদ সংকেত;
 - এ) সাধারণ গুদামজাত অবস্থায় ভাল থাকার শুণাশণ।

৬) পুরাতন কাপড়—কেবল নির্বিচিত আমদানীকারকগণ কর্তৃক তাহাদের অনুকূলে প্রদত্ত পূর্বানুমতির ভিত্তিতে এবং নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে পুরাতন কাপড় আমদানি করা যাইবে, যথা:-

- ক) কেবলমাত্র কম্বল, সুয়েটার, লেডিস কার্ডিগান, জীপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট পুরুষের ট্রাউজার এবং সিনথেটিক ও ব্রেঙেড কাপড়ের শার্ট, পুরাতন কাপড় হিসাবে আমদানিযোগ্য হইবে এবং ইহার বাহিরে কোন কিছু আমদানিযোগ্য হইবে নাঁ।
- খ) প্রত্যেক আমদানিকারকের হিস্যা অনুর্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে এবং উক্ত হিস্যার মধ্যে পুরাতন কাপড় আমদানীর সর্বোচ্চ

পরিমাণ নিম্নে সংশ্লিষ্ট পণ্যের পার্শ্বে উল্লেখিত ওজনের মধ্যে
সীমাবদ্ধ থাকিবে, যথাঃ-

(অ) স্যুয়েটার	8 (চার) টন
(আ) লেডিস কার্ডিগ্যান	8 (চার) টন
(ই) জীপার জ্যাকেট সহ পুরুষের জ্যাকেট	8 (চার) টন
(ঈ) পুরুষের ট্রাউজার	8 (চার) টন
(উ) কম্বল	১ ½(দেড়) টন
(উ) সিনথেটিক ও ব্রেঙেড কাপড়ের শার্ট	১ (এক) টন

কোন একজন আমদানীকারক উল্লেখিত ৬(ছয়) টি পণ্যের একাধিক পণ্য
আমদানি করিতে চাহিলে সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রাপ্য পঞ্জাশ হাজার টাকার
সামগ্রিক হিস্যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির মূল্যের আনুপাতিক হারে নিরাপিত
ওজনের মধ্যেই সেইগুলির আমদানি সীমাবদ্ধ থাকিবে।

- গ) অন্যান্য প্রাসংগিক শর্তাদি উল্লেখ পূর্বক পৃথকভাবে যথাসময়ে
প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গণ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হইবে এবং উক্ত গণ
বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে নির্বাচিত আমদানীকারকগণ কর্তৃক পুরাতন
কাপড় আমদানীর জন্য ঝণপত্র খোলা যাইবে।
- ঘ) পুরাতন কাপড়ের সকল চালানের সংগে রঞ্জনীকারক দেশের শিল্প ও
বণিক সমিতি হইতে এইমর্মে একটি সনদ পত্র দাখিল করিতে হইবে
যে, সংশ্লিষ্ট চালানের মধ্যে আমদানি নিষিদ্ধ কোন পণ্য নাই।
- ঙ) পুরাতন কাপড়ের জন্য নিবন্ধিত বাণিজ্যিক আমদানীকারকগণ নির্বাচন
প্রক্রিয়া বহির্ভূতভাবে পুরাতন কাপড় আমদানি করিতে পারিবে না।
জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত ও সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি কর্তৃক
মোট ৩,০০০ (তিনি হাজার) আমদানীকারক শুধু প্রকাশ্য লটারীর
মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত জেলা কোটা অনুযায়ী নির্বাচন
করা যাইবে। সংশ্লিষ্ট আমদানীকারকগণ যাহাতে আমদানিকৃত
পুরাতন কাপড় নিজ নিজ জেলায় লইয়া যায় সেই বিষয়ে বাণিজ্য
মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- ৭) ঔষধ-প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে
প্রকাশিত আমদানিযোগ্য ঔষধের তালিকাভুক্ত ঔষধসমূহ অবাধে
আমদানিযোগ্য হইবে।

- ৮) সিগারেট-আমদানিযোগ্য সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বাংলায় সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ “ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর” স্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকিতে হইবে। তবে বঙ্গেও ওয়্যার হাউজ কর্তৃক সিগারেট আমদানীর ক্ষেত্রে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে উক্ত সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ বাংলা ব্যতীত অন্য যে কোন ভাষায় মুদ্রিত থাকিতে হইবে।
- ৯) কম্পিউটার-কম্পিউটার ব্যবসায় নিয়োজিত বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থা তাহাদের নিজস্ব (প্রোপ্রাইটারী) পণ্য অর্থাৎ কম্পিউটার ও উহার যন্ত্রাংশ সরঞ্জামাদি ঝণপত্র খুলিয়া অথবা সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে।
- ১০) স্বৰ্ণ ও রৌপ্য -Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act VII of 1947) এর প্রদত্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, স্বৰ্ণ ও রৌপ্য আমদানি করা যাইবে।

সন্তুষ্ট অধ্যায়

সরকারী খাতে আমদানীকারকগণ কর্তৃক আমদানি

২৭। সরকারী খাতে আমদানি-

- ১) সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত সুনির্দিষ্ট বরাদের বিপরীতে মন্ত্রণালয় এবং সরকারী বিভাগসমূহ পণ্য আমদানি করিতে পারিবে। এইরূপ আমদানীর জন্য কোন আমদানি লাইসেন্স বা পারমিট লাগিবে না। মন্ত্রণালয় ও সরকারী বিভাগসমূহে এই আদেশের বিধান সাপেক্ষে উহাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সরাসরি অথবা সরবরাহ ও পরিদর্শন দণ্ডের মাধ্যমে আমদানি করিতে পারিবে। তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সরকারী বিভাগ কর্তৃক পণ্যসমগ্রী আমদানীর উদ্দেশ্যে ঝণপত্র খোলার পূর্বে প্রথমে নিজ মনোনীত ব্যাংকের মাধ্যমে যথাযথভাবে এল.সি, অথোরাইজেশন ফরম জারি করাইতে হইবে।
- ২) সুনির্দিষ্ট বরাদের বিপরীতে আমদানি-সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট বরাদের বিপরীতে সকল সরকারী সংস্থা, কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকারী বরাদের বিপরীতে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি করিতে পারিবে। অনুরূপভাবে সকল যোগ্য আমদানীকারক তাহাদের অনুকূলে বরাদের মাধ্যমে /উপ-বরাদের মাধ্যমে

কোন আমদানি লাইসেন্স ব্যতিরেকেই সরাসরি তাহাদের মনোনীত ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানি যোগ্য পণ্যের জন্য এল, সি, এ ফরমের ভিত্তিতে ঝণপত্র খুলিতে পারিবেন।

৩) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক সরকারী বরাদ্দের বিপরীতে আমদানি-বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান সাপেক্ষে সরকারী বরাদ্দের বিপরীতে আমদানীর জন্য সরকারী খাতের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অনুকূলে উহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আনুপ্রাপ্তিক হারে অর্থ বরাদ্দ করা যাইতে পারে। এইরূপ সরকারী আমদানীকারকগণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সকল পণ্য উহাদের সামগ্রিক বরাদ্দের মধ্যে যে কোন অনুপ্রাপ্তে আমদানি করিতে পারিবে। তবে তাহারা উহাদের আমদানিকৃত মালামাল কোন অবস্থাতেই অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় বিক্রি, হস্তান্তর বা অন্য কোন ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

৪) নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় অনুমোদিত আমদানি-সরকারী খাতের আমদানীকারকগণ সরকারী বরাদ্দের অতিরিক্ত নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানিযোগ্য যে কোন পণ্য আমদানি করিতে পারিবে।

৫) সরকারী খাতে আমদানি নিবন্ধন সনদের প্রয়োজনীয়তা-সরকারী খাতের আমদানীকারকগণের ক্ষেত্রে আমদানি নিবন্ধন সনদের প্রয়োজন হইবে না।

৬) সি এ ডি এর ভিত্তিতে আমদানি-বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারী সংস্থাসমূহ “ক্যাশ এগেইনষ্ট ডেলিভারী (সি এ ডি)” ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে।

৭) সরকারী খাতের সংস্থাসমূহ কর্তৃক পণ্য আমদানীর নীতিমালা-

ক) পণ্য আমদানীর জন্য ঝণপত্র খোলার পূর্বে তুলনামূলক বাজার দর যাচাই এর উদ্দেশ্যে দরপত্র আহবান করিতে হইবে এবং সর্বাপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক হারে পণ্য আমদানি করিতে হইবে।

(খ) নগদ অর্থ এবং শর্ত্যুক্ত ঝণ অথবা অনুদানের অধীনে পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রাপ্ত ইনডেক্টর বা বিদেশী সরবরাহকারীর নিকট হইতে অন্ততঃপক্ষে তিনটি দরপত্র নিতে হইবে। তবে নিজস্ব পণ্য (প্রোপ্রাইটরি আইচেম) আমদানীর ক্ষেত্রে বা চালান মূল্য ত্রিশ হাজার টাকার কম হইলে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

৮) জাহাজীকরণের পূর্বে মালামাল পরিদর্শন-যে সকল ক্ষেত্রে একটি মাত্র পণ্যের মূল্য টাকা পাঁচ লক্ষ বা উহার অধিক সেই সকল ক্ষেত্রে আমদানীকারক সংস্থা জাহাজীকরণের পূর্বে মালামাল পরিদর্শনের ব্যবস্থা

করাইবেন। জাহাজীকরণের পূর্বে একটি আন্তর্জাতিক মানের সমীক্ষক দ্বারা পণ্য পরিদর্শন করাইতে হইবে। তবে সরকারী সংস্থা কর্তৃক আমদানিকৃত যালায়াল পূর্ব পরিদর্শন সনদ ছাড়াই ছাড় করানো যাইবে, যদি আমদানীকারক সংস্থার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এই মর্মে প্রত্যয়ণ করে যে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্ব পরিদর্শনের শর্ত সংশ্লিষ্ট আমদানীর ক্ষেত্রে শিখিল করা হইয়াছে অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট চালানের ক্ষেত্রে পূর্ব পরিদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

৯) টি, সি, বি কর্তৃক আমদানি--টিসিবি যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য, অন্তর্শস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে অনুমোদিত পরিমাণ নির্দিষ্ট বা শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি করিতে পারিবে।

অষ্টম অধ্যায়

ইস্পের্ট ট্রেড কন্ট্রোল (আই,টি,সি) কমিটি

২৮। আই, টি, সি কমিটি- আমদানীকারক এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্যের আই,টি,সি তফসিলে উল্লিখিত আইটেমের শ্রেণী বিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে, আমদানীকারক ছট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, বেনাপোল এবং সিলেটে গঠিত স্থানীয় আই, টি, সি কমিটি প্রধান নিয়ন্ত্রক, স্থানীয় শিল্প ও বণিক সমিতি এবং শুল্ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি এই কমিটির প্রধান হইবে। আমদানি ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ দণ্ডের প্রতিনিধি এই কমিটির প্রধান হইবে। বিশেষ কোন শ্রেণীর পণ্য সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন থাকিলে ঐ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট পেশাভিত্তিক সমিতির প্রতিনিধিকে স্থানীয় আই, টি, সি কমিটির সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে। স্থানীয় আই,টি,সি কমিটিতে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারককে তাহার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। উক্ত কমিটি কর্তৃক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। আমদানীকারক স্থানীয় আই,টি,সি কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে প্রধান নিয়ন্ত্রকের সভপতিত্বে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সংশ্লিষ্ট পোষক ও ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইণ্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় আই, টি, সি, কমিটির বরাবরে আপীল করিতে পারিবেন। আমদানীকারক আপীল পর্যায়ের

সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে Review, Appeal and Revision Order, 1977 এর বিধান অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট রিভিশন আবেদন করিতে পারিবেন। আপীল আবেদন ছাড়াও প্রধান নিয়ন্ত্রক আই, টি, সি সম্পর্কীয় যে কোন কেস প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় আই টি সি কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

নবম অধ্যায়

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইভন্ট্রী এবং ট্রেড এসোসিয়েশন এর বাধ্যতামূলক সদস্য পদ

২৯। সদস্যপদ গ্রহণ ইত্যাদি :--

- (ক) সকল আমদানীকারক, রপ্তানীকারক ও ইনডেন্টরকে স্বীকৃত শিল্প ও বণিক সমিতি অথবা সমগ্র বাংলাদেশভিত্তিক ট্রেড এসোসিয়েশনের সদস্যপদ/সাময়িক সদস্যপদ/ প্রাথমিক সদস্যপদ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিজ এলাকা বা জেলাভিত্তিক শিল্প ও বণিক সমিতি অথবা জাতীয় ভিত্তিক অর্থাৎ সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক তাহার নিজ ব্যবসার প্রতিনিধিত্বকারী বিশেষ ট্রেড এসোসিয়েশন হইতে সদস্যপদ/সাময়িক সদস্যপদ/প্রাথমিক সদস্যপদ গ্রহণ করিলেও চলিবে। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত/ অনুমোদিত শিল্প ও বণিক সমিতি এবং ট্রেড এসোসিয়েশনগুলির তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ দেওয়া হইয়াছে।
- (খ) যে সকল ক্ষেত্রেও আমদানীকারক, রপ্তানীকারক ও ইনডেন্টরগণকে স্বীকৃত শিল্প ও বণিক সমিতি অথবা সমগ্র বাংলাদেশভিত্তিক ট্রেড এসোসিয়েশনের সাময়িক সদস্যগণ/ প্রাথমিক সদস্যপদের বিপরীতে আইআরসি/ ইআর সি জারী করা হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে তাহাদের আই আরসি/ই আরসি এর মেয়াদ সাময়িক সদস্যপদ/ প্রাথমিক সদস্যপদের মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। পরবর্তীতে স্থায়ী/নিয়মিত সদস্য সনদপত্র দাখিল করা হইলে সাময়িক ইআরসি/ আইআরসি ফেরত নেওয়ার পর স্থায়ী/ নিয়মিত আইআরসি/ ইআরসি জারী করা হইবে।

নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা

ক) আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা

[অনুচ্ছেদ ৩(ক) দ্রষ্টব্য]

এইচ এস হেডিং নং	HS কোড নম্বর (ITC নম্বর)	সংশ্লিষ্ট এইচএস নম্বরের আওতাধীন আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের বিবরণ
১	২	৩
০১.০৩	সকল	জীবিত শুকর
০১.০৫	সকল	‘প্যারেন্ট স্টক’ এবং ‘গ্রান্ড প্যারেন্ট স্টক’ ব্যতীত মুরগীর বাচ্চা।
০২.০৯	০২০৯.০০	সকল পণ্য
০৩.০২	০৩০২.৭০	চিংড়ির ডিম
০৩.০৬	০৩০৬.২৩	চিংড়ির পোনা
০৪.০৭	০৪০৭.০০	ডিম (“হ্যাচিং ডিম” ব্যতীত)
০৫.০২	সকল কোড	সকল পণ্য
০৫.১১	০৫১১.১০	ফ্রিজিয়ান, ফ্রিজিয়ান ক্রস, শাহিওয়াল, শাহিওয়াল ক্রস, এ,এফ,এস, এ,এফ,এস ক্রস জাতের গবাদি পশুর হিমায়িত সীমেন ব্যাতীত অন্যান্য গরুর সীমেন।
১২.০৭	সকল	পপি সীড ও পোস্তা দানা (মসল্লা হিসেবে অথবা অন্য কোন ভাবেও পোস্ত দানা আমদানি যোগ্য হইবে না)।
১২.১১	সকল	ঘাস (এন্ড্রোপোজন এস পি পি) এবং ভাঁ (ক্যানবিস সাটিভ)
১৩.০২	সকল	আফিম
১৪.০৮	১৪০৪.৯০১	টেঙু পাতা (বিড়ি পাতা)
১৫.০১	১৫০১.০০	লার্ডসহ সকল পণ্য
১৫.০৩	১৫০৩.০০১	“খাওয়ার অযোগ্য ট্যালো এবং আরবিডি পাম টিয়ারিন” ব্যতীত লার্ড টিয়ারিনসহ সকল পণ্য।
	১৫০৩.০০৯	
২২.০৭	সকল	“ইথানল (ইথাইল এ্যালকোহল) এনালার গ্রেড (আনডিনেচার্ড)” ব্যতীত সকল পণ্য।
২৩.০৭	২৩০৭.০০	সকল পণ্য।

এইচ এস হেডিং নং	HS (ITC নম্বর)	সংশ্লিষ্ট এইচএস নম্বরের আওতাধীন আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের বিবরণ
১	২	৩
২৭.১১	সকল	পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং অন্যাণ্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন।
২৭.১৩	সকল	পেট্রোলিয়াম কোক, পেট্রোলিয়াম বিটুমিন এবং পেট্রোলিয়াম তৈলের রেসিডিউসমূহ সহ সকল পণ্য।
২৯.৩০	২৯৩০.৯০৯	কৃত্রিম সরিষার তৈল (গ্যালাইল আইসোথ্যায়ো সায়োনেট)
৩১.০৩	৩১০৩.১০	রং শিশৃত ও দানাদার এস এস পি অর্থাৎ যে কোন প্রকার রং মিশ্রিত এস এস পি এবং সকল প্রকার দানাদার এসএস পি সার।
৩৮.০৮	সকল	হেপ্টক্লোর-৪০ ডিরিউপি, ডিডিটি, ডাইক্রেটোপস জৈনেরিক নামে বাইড্রিন ব্রাও, মিথাইল ব্রোমাইড, সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড, ক্লোরেডেন-৪০ ডিরিউপি এবং ডায়েলক্রিন নামক কীটনাশকসমূহ।
৪৮.১৯	ঞ	(১) ষ্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫ সিগারেটে ব্যবহৃত গ্রাভিউর পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তুকৃত বহিঃমোড়ক এবং (২) চিংড়ি মাছসহ সকল হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীর জন্য ব্যবহৃত ল্যামিনেটেড ইনার কার্টুন ব্যতীত সকল প্রকার কার্টুন।
৫০.০৭	ঞ	সিঙ্ক অথবা সিঙ্ক ওয়েস্টের ওভেন ফেব্রিক।
৫১.০২	সকল	শুকরের পশম অথবা শুকরের পশমের তৈরী সূতা।
হইতে		
৫১.০৫		
৫১.০৮		
৫১.০৯		
৫২.০৮	সকল এইচ এস কোড	নিম্নবর্ণিত পণ্যগুলি ব্যতীত সকল পণ্য- (১) ৩৩ এস কাউন্ট পর্যন্ত এবং ৩৬ ইঞ্চি প্রস্থ পর্যন্ত লংকুথ (শুধুমাত্র সাদা); (২) ৪০ এস কাউন্ট পর্যন্ত এবং ৩৬ ইঞ্চি প্রস্থের সাদা ডাইড, প্রিন্টেড, স্ট্রাইপড এবং চেক শার্টসহ পপলিন;
হইতে		
৫২.১২		

এইচ এস হেডিং নং	HS কোড নম্বর (ITC নম্বর)	সংশ্লিষ্ট এইচএস নম্বরের আওতাধীন আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের বিবরণ
১	২	৩

- (৩) ৪০ এস কাউন্ট পর্যন্ত এবং ৩৬ ইঞ্জি প্রস্তরের সাদা ডাইড, প্রিন্টেড, ট্রাইপড এবং চেক শার্টিং সহ কেম্ব্রিক;
- (৪) ৪৫ ইঞ্জি পর্যন্ত প্রস্তরের সকল গঠনের সার্ট এবং গ্যাবার্ডিন;
- (৫) ৪৫ ইঞ্জি পর্যন্ত প্রস্তরের সকল গঠনের টুইল এবং কর্ডুরয়;;
- (৬) ৬০ ইঞ্জি এস কাউন্ট পর্যন্ত এবং ৩৫ ইঞ্জি প্রস্তরের সাদা ডাইড, অথবা প্রিন্টেড, মল, অগাড়ি, লন, ভয়েল ;
- (৭) ৪৫ ইঞ্জি পর্যন্ত প্রস্তরের সাদা ডাইড এবং প্রিন্টেড ফ্লানেল;
- (৮) ৬০ ইঞ্জি পর্যন্ত প্রস্তরের সকল গঠনের কটন সিনথেটিক ব্রেঙেড স্যুটি ।
- (৯) ৬০ ইঞ্জি পর্যন্ত প্রস্তরের সাদা, ডাইড এবং প্রিন্টেড কটন সিনথেটিক ব্রেঙেড শার্টিং ;
- (১০) ছাতার কাপড়

৫৪.০৭ হইতে	সকল	(১) স্ক্রীণ প্রিন্টিং মেশিন/টেবিলের জন্য প্রয়োজনীয় ৮০-১৫০ মেশের পলিয়েষ্টার শিয়ার ও থানে অথবা রোলে ভিন্ন ৫.৫ হইতে ৬ গজ টুকরার ৮৫% বা তদুর্ধ অনুপাত কৃত্রিম আশ বা ম্যনমেইড ফাইবার (সিনথেটিক, রিজেনারেটেড অথবা উভয়ের মিশ্রিত তন্ত) এর তৈয়ারী শার্টিং, স্যুটিং এবং অনুরূপ কাপড়; (২) ফেন্ট, কাটপিস, ফেব্রিক্স কাট ইন্টু সাইজেস অথবা পিসগুডস; এবং (৩) ৬০ ইঞ্জি প্রস্তরের উৎর্ধে সকল গঠনের সূতী এবং সিনথেটিক মিশ্রিত স্যুটিং ।
৫৪.০৮		

এইচ এস হেডিং নং	HS কোড নম্বর (ITC নম্বর)	সংশ্লিষ্ট এইচএস নম্বরের আওতাধীন আমদানি নিরিষিদ্ধ পন্যের বিবরণ
১	২	৩
৫৫.১২	সকল	স্ক্রীণ প্রিন্টিং মেশিন/টেবিলের জন্য প্রয়োজনীয় ৮০- ১৫০ মেশের পলিয়েষ্টার শিয়ার ব্যতীত নিম্নোক্ত পণ্যঃ-
৫৫.১৬		(১) ৮৫% বা তদুর্ধ অনুপাতে কৃত্রিম আশ বা ম্যনমেইড ফাইবার (সিনথেটিক, রিজেনারেটেড অথবা উভয়ের মিশ্রিত তন্ত্র) এর তৈয়ারী শার্টিং, সুটিং এবং যে কোনরূপ একই ধরনের অন্যান্য ফেরিক ; (২) ফেন্ট, কাটপিস, ফেরিক্স কাট পিস ইন্ট পিসেস এবং অন্যান্য টুকরা কাপড়; (৩) ৪৫ ইঞ্চি প্রস্ত্রের উর্ধ্বে ডাইড এবং প্রিন্টেড কটন সিনথেটিক রেগেড শার্টিং, এবং (৪) ৬০ ইঞ্চি প্রস্ত্রের উর্ধ্বে সকল গঠনের কটন সিনথেটিক সুটিং।
৫৬.০৭	৫৬০৭.৪১	হইতে নাইলন কর্ড ফর ভি বেল্ট ব্যতীত নাইলনের এবং পলিথিনের দড়ি।
৫৬.০৮	সকল এইচ এস কোড	৮.৫ সেন্টিমিটার বা তদপেক্ষা কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁসবিশিষ্ট মাছ ধরার জাল তথা কারেন্ট জাল (Gillnet)।
৬০.০১	সকল এইচ এস	নিট ফেরিকস, মেশফেরিক, পকেটিং ক্লথ, রিবিং
৬০.০২	কোড	ম্যাটেরিয়ালস নাইলন সার্টিন এবং নিট ফেরিক ব্রেসিয়ার প্যাড ব্যতীত অন্যান্য সকল পণ্য।
৮৭.১১	সকল এইচ এস কোড	৩(তিনি) বৎসরের অধিক পুরাতন সকল প্রকার মোটর সাইকেল।
৮৯.০৬	সকল এইচ এস কোড	সকল প্রকার যুদ্ধ জাহাজ (নূতন এবং পুরাতন উভয়) ব্যতীত ১৫(পনের) বৎসরের অধিক পুরাতন অন্যান্য জাহাজ।
৯০.২৮	৯০২৮.৩০	সিংগেল ফেজ বৈদ্যুতিক মিটার (সম্পূর্ণ তৈয়ারী অবস্থায়)।

আমদানি নিষিদ্ধ তালিকার ফুট নোট

নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ আমদানিযোগ্য নহে :-

- (১) বাংলাদেশ সার্ভে ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের সীমারেখা দেখানো হয় নাই এইরূপ মানচিত্র, চার্ট ও ভৌগলিক গ্লোব;
- (২) ভীতি প্রদায়ক কৌতুক, অশীল ও নাশকতামূলক সাহিত্য ও অনুরূপ ধরনের পুস্তিকা সংবাদপত্র, সাময়িকী, পোষ্টার ফটো ফিল্ম, প্রামোফোন রেকর্ড, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, টেপ ইত্যাদি।
- (৩) এইরূপ বই-পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িকী, দলিল দস্তাবেজ, কাগজ-পত্রাদি, পোষ্টার, ফটো, ফিল্ম, প্রামোফোন রেকর্ড, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, টেপ ইত্যাদি যাহার বিষয়সমূহ বাংলাদেশের যে কোন শ্রেণীর নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে;
- (৪) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সেকেওয়ারী বা সাব-ষ্ট্যাগার্ড কোয়ালিটি বা নিম্নমানের পণ্য অথবা পুরাতন, ব্যবহৃত, পুনঃসংস্কৃত (রিকঙ্গিশন্ড) পণ্য অথবা কারখানায় বাতিলকৃত বা জব লট ও ষষ্ঠক লটের পণ্য।
- (৫) রিকঙ্গিশন্ড অফিস ইকুইপমেন্ট, ফটোকপিয়ার, টাইপ্রাইটার মেশিন, টেলেক্স, ফোন, কম্পিউটার, ফ্যাক্স;
- (৬) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সকল প্রকার বর্জ্য পদার্থ;
- (৭) এইরূপ পণ্যাদি ও উহার পেটিকা যাহাতে কোন ধর্মীয় গুচ্ছার্থ সম্পর্কীয় এমন কোন শব্দ বা উৎকীর্ণ লিপি বিদ্যমান আছে যাহার ব্যবহার বা বিবরণ বাংলাদেশের কোন নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে; এবং
- (৮) এইরূপ পণ্য সামগ্রী ও উহার পেটিকা যাহাতে অশীল ছবি লিখন বা উৎকীর্ণ-লিপি অথবা দৃশ্যমান নির্দর্শন বিদ্যমান আছে।

(খ) শর্তাবধানে আমদানিযোগ্য পণ্যের তালিকা

(অনুচ্ছে ও (খ) দ্রষ্টব্য)

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
০১.০০	সকল আইটিসি	মুরগীর বাচ্চা	কেবলমাত্র 'গ্যারেন্ট টক' এবং গ্রান্ড গ্যারেন্ট টক এর এক দিনের মুরগীর বাচ্চা আমদানি করা যাইবে এবং আমদানিতব্য বাচ্চা সংক্রামক ব্যাধিমুক্ত ওগ্যারেন্ট টক/ গ্র্যান্ড গ্যারেন্ট টক এই মর্মে রঙানীকারক দেশের পৎসম্পদ বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সনদপত্র থাকিতে হইবে। তাহাতাড়া, আমদানীকারককে অবশ্যই খণ্পত্র প্রতিষ্ঠার সময় তাঁহার হ্যাচারী বা ব্রীডার ফার্ম রহিয়াছে মর্মে পও সম্পদ অধিদণ্ডের পরিচয়/ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ব্যাংকে প্রদর্শন করিতে হইবে।
০২.০৩	সকল আইটিসি	সকল পণ্য	নির্দিষ্ট শর্ত মোতাবেক কেবলমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হোটেলসমূহ কর্তৃক ২৪(১) অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক আমদানিযোগ্য।
০২.০৬	সকল আইটিসি	সকল পণ্য	নির্দিষ্ট শর্ত মোতাবেক কেবলমাত্র বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হোটেলসমূহ কর্তৃক ২৪(১) অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক আমদানিযোগ্য।
০৪.০২	সকল আইটিসি	দুর্ভজাত দ্রব্য	এই আদেশের ২৬(১), ২৬(২), ২৬(৩) ও ২৪(৯) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালনক্রমে আমদানিযোগ্য
০৪.০৭	০৪০৭.০০	ডিম আমদানি	বাচ্চা ফুটানোর জন্য "হ্যাচিং ডিম" আমদানীর ক্ষেত্রে ডিম হ্যাচিং এর উপযোগী মর্মে রঙানীকারক দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারী

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
১	২	৩	৪
০২.১১	০৫১১.১০	গরুর হিমায়িত “সীমেন”	প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র এবং আমদানী- কারকগণকে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালকের নিকট হইতে উল্লেখিত সংখ্যার বাচ্চা ফুটানোর ডিম আমদানীর প্রয়োজন রহিয়াছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। ফ্রিজিয়ান, ফ্রিজিয়ান ক্রস, ফ্রিজিয়ান-শাহিওয়াল ক্রস; এ, এফ এস; এ, এফ এস; ক্রস জাতের গৰাদি পশুর ‘হিমায়িত সীমেন, (deep frozen semen) আমদানি করা যাইবে। উক্ত সীমেন এর জাত এবং উহা সংক্রামক ও যৌনব্যাধিমুক্ত এই মর্মে রণ্ধনীকারক দেশের পশুসম্পদ বিভাগের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সনদপত্র থাকিতে হইবে।
০৭.০১	০৭০১.১০	আলু বীজ	নিষে বর্ণিত শীর্তাদি সাপেক্ষে আলুবীজ আমদানি করা যাইবে, যথা :- ক) আমদানিকারকের কাগজপত্রের সহিত মূল সরবরাহকারী কর্তৃক প্রদত্ত সংগরোধ (কোয়ারেন্টাইন) সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র এবং আলুবীজ রণ্ধনীকারক দেশের সরকারী সংস্থা কর্তৃক “ফাইটোসেনিটারী” সার্টিফিকেট রণ্ধনী সংক্রান্ত দলিলাদির সংগে আমদানিকরককে দাখিল করিতে হইবে। খ) আমদানিকৃত আনুবীজ শুল্ক কর্তৃপক্ষ হইতে ছাড়করণের পূর্বে উহার সংগরোধ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র উত্তিদি সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ হইতেও গ্রহণ করিতে হইবে।
১৩.০২	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	আফিম, আগরআগর ও পোটিন ব্যতীত সকল পণ্য ড্রাগ প্রশাসনের পরিচালকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী
১	২	৩	৪
১৫.১১	সকল এইচ এস কোড	শোধিত পাম অলিন	<p>(ক) শোধিত পাম অলিন আমদানীর জন্য রপ্তানীকারক দেশের স্বস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প ও বণিক সমিতির নিকট হইতে উহা মানুষের খাওয়ার উপযোগী মর্মে পৃথক পৃথক সনদপত্র পেশ করিতে হইবে। মাল খালাসের সময় এই সনদপত্রগুলি সংশ্লিষ্ট আমদানীকারককে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।</p> <p>(খ) ভোজ্য তৈল হিসাবে নিম্নরূপ পণ্য আমদানি যোগ্য হইবে না, যথাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ঘন (সলিড) বা আধাঘন (সেমি সলিড) পাম তৈল যাহা দেখিতে ভেজিটেবল যি এর অনুরূপঃ- -আর বিডি পাম টিয়ারিণ; -অশোধিত পাম টিয়ারিণ; -শোধিত ও অশোধিত পাম তৈল।
১৫.১৩	সকল এইচ এস কোড	নারিকেল তৈল	স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আমদানি করা যাইবে। তবে মাথায় ব্যবহারের জন্য আমদানিত্বয় নারিকেল তৈলে সর্বোচ্চ এসিড ভ্যালু ১০.০ পর্যন্ত থাকিতে পারে। নারিকেল তৈল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানীযোগ্য হইবে এবং এই ক্ষেত্রে উহার এসিড ভ্যালু ০.৫ এর উর্ধে হইবে না।
১৬.০১	১৬০১.০০	শুকরের মাংশের সম্সজেস	বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হোটেলসমূহ কর্তৃক এই আদেশের ২৪(১) অনুচ্ছেদের শর্ত মোতাবেক আমদানি যোগ্য।

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
১৭.০১	সকল এইচ এস কোড	(ক) কাঁচ চিনি (দানাবাঁধানো সাদা চিনি অথবা পরিশোধিত দানা বাঁধানো চিনি, তবে উভয় ক্ষেত্রে সমাবর্তন বা পোলারাইজেশন ৯৯.৭ এর কম হইবে না); সাধারণ চিনি/ খাওয়ার গুড় (খ) অন্যান্য চিনি (সলিড ফর্মে বিট সুগার এবং কেইন সুগার)। (গ) সুক্রেজ, কেমিক্যালী পিউর সুগার ও রিফাইও সুগার।	(ক) সাধারণ ভাবে চিনি আমদানি নিষিদ্ধ। তবে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত মিনিট শর্ত পূরণ করিয়া যথাসময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সীমিত পরিমাণের চিনি আমদানি যোগ্য হইবে। (খ) পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে এবং প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বনুমিতক্রমে কেবরমাত্র স্থীকৃত ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সীমিত পরিমাণে আমদানি যোগ্য। (গ) ঔষধ প্রশাসনের লিষ্টে অনুমোদিত স্থীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে নির্ধারিত বিনির্দেশ মোতাবেক আমদানিযোগ্য।
১৯.০১	সকল এইচ এস কোড	শিশু খাদ্য (ননীযুক্ত)	এই আদেশের ২৬(১), ২৬৬(২), ২৬(৩) ও ২৪(৯) অনুচ্ছেদে বণিত শর্তাবলী প্রতিপালন ক্রমে আমদানিযোগ্য।
২২.০৩ হইতে	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	বিয়ার ও সকল প্রকার মদ কেবল বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হোটেল কর্তৃক এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৪(১)-এ উল্লেখিত বিধান সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ও প্রধান নিয়ন্ত্রক,

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা / আমদানীর শর্তাবলী ৪
২২.০৭	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	আমদানি ও রপ্তানী এর পূর্বানুমতির ভিত্তিতে অনুরূপ পানীয় নির্দিষ্ট শর্তাবলীনে আমদানি করা যাইতে পারে। তবে বিয়ার ও মদ জাতীয় পানীয় আমদানীর জন্য সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক কর্তৃক প্রথমে মহাপরিচালক, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, হইতে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/অনুমতিপত্র অবশ্যই প্রাপ্ত করিতে হইবে।
২২.০৮	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	কেবল ইথানল (ইথাইল এলকোহল) এনালার খ্রেড (আনডিনেচার্ড)“ স্বীকৃত ঔষধ শিল্প কর্তৃক পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমতি ও নির্ধারিত শর্তসমূহকে আমদানিযোগ্য।
২৫.০১	সকল এইচ এস কোড	(ক) টেবিল লবণ ব্যতীত সাধারণ লবণ (খ) টেবিল লবণ	(ক) সরকার কর্তৃক যথাসময়ে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে আমদানিযোগ্য। (খ)কেবল বৈদেশিক মুদ্রা উপর্যুক্ত কর্তৃক এই আদেশের ২৪(১০ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী আমদানি যোগ্য।
২৫.০৩	সকল এইচ এস কোড	সালফার	বিক্ষেপক পদার্থ আমদানি সংক্রান্ত ২৬(৪) অনুচ্ছেদে নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক আমদানি যোগ্য।
২৫.২৩	সকল এইচ এস কোড	সিমেন্ট	বেসরকারী খাতে সিমেন্ট আমদানীর ক্ষেত্রে সিমেন্টের আনুপাতিক মান ২৩২:১৯৯৩ (বি এস টি আই কর্তৃক নির্ধারিত) মান সম্পন্ন হইতে

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
			হইবে। ইহাছাড়া বিএস টিআই কর্তক মান নির্ধারণকৃত পোর্টল্যান্ড পালভারাইজেড ফুয়েল অ্যাস সিমেন্টের মান বিডিএস ১৫৫৭:১৯৯৭ অনুযায়ী এবং পোর্টল্যান্ড ব্রাষ্ট ফাণেস স্লাগ সিমেন্টের মান বিডিএস ১৫৫৮ : ১৯৯৭ অনুযায়ী হইতে হইবে। সকল ক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষিত পরিমাণ ওজন ওজন ও সিমেন্টের অনুপাতিক মান নির্ধারিত মান অনুযায়ী রহিয়াছে যর্মে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সার্টেফারের নিকট হইতে প্রিশিপমেন্ট ইসপেকশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করিতে এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রতিটি সিমেন্টের ব্যাগের গায়ে সিমেন্টের নাম উল্লেখ থাকিতে হইবে।
২৭০১	সকল	কয়লা/ পাথুরে	সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে কয়লা ও হড় কোক আমদানীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সার্টেফারের নিকট হইতে এই যর্মে প্রিশিপমেন্ট ইসপেকশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করিতে হইবে যে, পণ্যের ঘোষিত পরিমাণ, মাপ ও গুণগতমান যথাযথ রহিয়াছে।
২৭.০৪	এইচ এস কোড	কয়লা	
২৭.০৫	সকল এইচ এস কোড	গ্যাস ইন সিলিংওয়ার	কেবল প্রধান বিক্ষেপক পরিদর্শকের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৭.০৯	২৭০৯.০০	(ক) পেট্রোলিয়াম তেল এবং বিটুমিনাস মিনারেল ক্রড	(ক) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য। তবে বেসরকারী খাতে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে আমদানিযোগ্য।

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তবলী ৪
		হইতে সংগৃহীত সকল তৈল এবং এলপিজি। (খ) ইথাইলিন অক্সাইড গ্যাস সকল এইচ এস	(খ) উষ্ণ প্রশাসনের রুক লিস্টে অনুমোদিত স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল হিসাবে নির্ধারিত বিনির্দেশ মোতাবেক আমদানিযোগ্য।
২৭.১০	সকল এইচ এস কোড	তরল প্যারাফিন ব্যাতীত পেট্রোলিয়ামজাত সকল পণ্য	কেবল বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য তবে, বৈদ্যুতিক ট্রান্স- ফর্মার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কেবলমাত্র কাঁচামাল হিসাবে তাহাদের নিজস্ব ব্যবহারের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ট্রান্সফর্মার অয়েল বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর ছাড়পত্র এবং উক্ত কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আমদানি যোগ্য।
২৮.০২	২৮০২.০০	সালফার	বিক্ষেপক পদার্থ আমদানি সংক্রান্ত এই আদেশের ২৬(৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৮.০৪	২৮০৪.০০	ফসফরাস	ঐ
২৮.২৯	২৮২৯.১৯	পটাসিয়াম ক্লোরেট	ঐ
২৮.৩৪	২৮৩৪.২১	(ক) পটাসিয়াম নাইট্রেট	ঐ
	২৮৩৪.২৯	(খ)বেরিয়াম নাইট্রেট	ঐ
	২৮৩৪.২৯	(গ) থোরিয়াম নাইট্রেট	কেবল বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
১	২	৩	৪
২৮.৪৮ হইতে	সকল এইচ এস	তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক দ্রব্য	কেবল বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৮.৪৬	কোড	ও আইসোটোপসহ সকল পণ্য	
২৯.০৮	ঐ	ট্রাই নাইট্রো টলুইন (টি এন টি)	বিষ্ণোরক পদার্থ আমদানি সংক্রান্ত এই আদেশের ২৬(৪) অনুচ্ছেদের শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৯.৩৫	২৯৩৫.০০	সালফোনা- মাইডস	এই আদেশের ২৬(৭) ও ২৪(৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঔষধ প্রশাসনের পরিচালকের অনুমতি ও নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৯.৩৬	সকল এইচ এস কোড	সকল পণ্য	পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমতিক্রমে এই আদেশের ২৬(৭) ও ২৪(৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ঔষধ আমদানীকারক ও ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিযোগ্য। তবে ভিটামিন এ এণ্ড ডি (ফুড গ্রেড) অন্যান্য আমদানীকারকদের ক্ষেত্রে অবাধে আমদানিযোগ্য।
২৯.৩৭ হইতে	সকল এইচ এস	সকল পণ্য	ঔষধ প্রশাসনের পরিচালকের অনুমতি ও এই আদেশের ২৬(৭) ও ২৪(৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
২৯.৩৯	কোড		
২৯.৪১	ঐ	এস্টিবায়োটিকস	ঐ
৩০.০১	ঐ	সকল পণ্য	ঐ
৩০.০২	ঐ	জীবিত ভ্যাকসিন	ঐ
		সহ সকল পণ্য	
৩০.০৩	ঐ	সকল পণ্য	ঐ
৩০.০৪			

HS হেডিং	HN কোড নং নং	পণ্যের বিবরণ (ITC নং)	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী
১	২	৩	৪
৩১.০২	সকল হইতে	রাসায়নিক সার	১। আমদানিকৃত সার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত সার উৎপাদনে ব্যবহৃত উৎপাদনসমূহের তালিকা জাহাজীকরণ দলিলের সাথে থাকিতে হইবে ।
৩১.০৮	এইচ এস কোড		২। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন পরিদর্শন কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত প্রাকজাহাজীকরণ পরিদর্শন সনদ জাহাজীকরণ দলিলের সাথে থাকিতে হইবে । এতদসংগে বর্ণিত আমদানিকৃত সারের বিনির্দেশিকা (specification) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশিকার সাথে সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে । কেবলমাত্র ম্যানুফ্যুকচারার কিংবা তাহার প্রতিনিধির নিকট হত্তে সার আমদানি করা যাইবে ।
			৩। জাহাজীকরণ দলিলের ইনভেনস এ আমদানিকৃত সারের বিনির্দেশিকা এবং বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুনাবলী (Physical and Chemical Properties) সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশন করিতে হইবে । পরিবেশিত বিনির্দেশিকা ও গুণাবলী কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশিকা ও গুণাবলীর সাথে সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে ।
			৪। বিল অব লোডিং এ আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে অন্যান্য তথ্যাদি পরিবেশন করিতে হইবে ।
			৫। উপরে বর্ণিত শর্তাদি পূর্ণ হইলে আমদানিকৃত সার "Post landing Inspection" ছাড়াই খালাস করা যাইবে, তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তীতে পরীক্ষায় দূষনীয় পদার্থ পাওয়া গেলে সরবরাহকারী ও আমদানীকারক যৌথভাবে দায়ী থাকিবে ।

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
৩৫.০৭	সকল এইচ এস কোড	এনজাইমস ওষধ ও ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিচালক, ঔষধ প্রশাসনের অনুমতিক্রমে এই আদেশের ২৬(৭) ও ২৪(৩) অনুচ্ছেদের বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য তবে, “এল-জাইম (ফুড প্রেড)” অবাধে আমদানিযোগ্য।	৩
৩৬.০১ হইতে	ঐ	বিক্ষেপক	কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে এই আদেশের ২৬(৪) অনুচ্ছেদের
৩৬.০৮		পদার্থসহ সকল পণ্য	শর্তপূরন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
৩৭.০৬	সকল এইচ এস কোড	সাউও ট্রাকসহ অথবা ব্যতীত চলচিত্র	(ক) ইংরেজী ভাষায় প্রস্তুতকৃত ছায়াছবি কোন প্রকার সাব-টাইটেল ব্যতিরেকে এবং অন্যান্য ভাষায় প্রস্তুতকৃত ছায়াছবি (উপমহাদেশের ভাষায় প্রস্তুতকৃত ছায়াছবি ব্যতীত) বাংলা অথবা ইংরেজী সাব-টাইটেলসহ আমদানি করা যাইবে। (খ) উপ-মহাদেশীয় ভাষায় প্রস্তুতকৃত কোন ছায়াছবি (সারবটাইটেল সহ বা সাবটাইটেল ব্যতিরেকে) আমদানি করা যাইবে না। তবে এফ ডি সির সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে যৌথ প্রযোজনায় তৈয়ারী ছায়াছবির প্রিন্ট মেগেটিভ আমদানি বা রঙানীর জন্য প্রযোজন অনুসারে আমদানি বা রঙানী পারমিট প্রদান করা যাইবে। (গ) ছায়াছবি আমদানি সেস্বর বিধি সাপেক্ষে হইবে।
৩৮.০৮	সকল এইচ কোড	নিষিদ্ধ তালিকায় বর্ণিত পণ্য সমূহ ব্যতীত সকল পণ্য	(ক) এই আদেশের ২৬(৫) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য। (খ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সার্টিফিকেট ও নিচয়তা প্রদানের ভিত্তিতে কেবলমাত্র জনস্বাস্থ্য

HS হেডিং	HN কোড নং নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
			ব্যবহৃত হইবে এমন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড এস্পের ডেন্ট্রামিথ্রিণ আমদানি করা যাইবে।
৫২.০৮ হইত	সকল এইচ	(১) সকল প্রকার প্রে-কাপড়।	সকল প্রকার প্রে-কাপড় এই আদেশের ২৪(৭) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য।
৫২.১২	কোড	(২) ইনডিগোডেনিম (জীস ফেট্রিক) ১০০% কটন ফেট্রিক ৩৬ ইঞ্চি প্রস্তরের উপর (থান বা রোলে) কাটপিস অথবা সাইজ মত কাটা নহে। (৩) কম্ব্যাট কাপড় এবং (৪) মিনরেল খাকীসহ ড্রিল এবং সেলুলার ডাইড।	“ইনডিগোডেনিম (জীস ফেট্রিক) ১০০% কটন ফেট্রিক ৩৬ ইঞ্চি প্রস্তরের উপর (থান বা রোলে) কাটপিস অথবা সাইজ মত কাটা নহে” ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের বিপরীতে কেবলমাত্র রঞ্জনীমুখী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বেণেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে আমদানিযোগ্য।
৫৫.১২ হইতে	সকল এইচ এস	(১) সকল প্রকার প্রে-কাপড়।	“কম্ব্যাট কাপড়” কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহ কর্তৃক আমদানিযোগ্য।
৫৫.১৬	কোড	(২) কম্ব্যাট কাপড়	“মিনরেল খাকীসহ ড্রিল এবং সেলুলার ডাইড” বন্ত মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে কেবলমাত্র সরকারী খাতে আমদানি যোগ্য।
৫৬.০৮	সকল এইচ এস কোড	মাছ ধরার জাল	(১) সকল প্রকার প্রে-কাপড় এই আদেশের ২৪(৭) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য। (২) কেবল প্রতিরক্ষা সার্ভিসসমূহ কর্তৃক আমদানিযোগ্য। ৪.৫ সেঁ: মি: এবং তদুর্ধ ফাঁস বিশিষ্ট জাল সামুদ্রিক মৎস্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের পূর্বানুমোদনক্রমে কেবলমাত্র উপ সি-ফিশিং

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
			নৌযান কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে। মৎস অধিদণ্ডের মহা-পরিচালক ফি বছর ট্র্যালার প্রতি একজন আমদানীকারককে ৪.৫ সেন্টিমিটার ব্যাস/ ফাঁস বিশিষ্ট জালের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৮ (আট) ব্যাগ-স্যাক পর্যন্ত আমদানীর অনুমতি প্রাপ্তান করিতে পারিবেন।
৬০.০১	সকল	নিট ফেব্রিক্স,	ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের বিপরীতে কেবলমাত্র
৬০.০২	এইচ এস কোড	মেশ ফেব্রিক্স, পকেটিং ক্লথ, রিবিংম্যাটেরেয়াত লস এবং নাইলন সার্টিন।	রপ্তানীমূল্যী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্যিক ওয়্যার হাউজ পদ্ধতিতে আমদানিযোগ্য।
৬৩.০৯	ঐ	পুরাতন কাপড়	এই আদেশের ২৬(৬) অনুচ্ছেদের বর্ণিত শর্ত ও পদ্ধতি অনুসারে আমদানিযোগ্য।
৭২.০৭	ঐ	এম এস বিলেট	শৈকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবল উত্তম মানের (প্রাইম কোয়ালিটি) এম এস বিলেট অর্থের উৎস নির্বিশেষে আমদানি করিতে পারিবে। তবে জাহাজীকরণের পূর্বে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন সার্ভেয়ার কর্তৃক পরিদর্শন সাপেক্ষে এম এস বিলেট আমদানিযোগ্য হইবে। প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট মালামাল খালাসের সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। একই শর্তে ইহা বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও আমদানিযোগ্য হইবে।

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
২	৩		
৭২.১০	ঞ	সি আই শীট	প্রতি বর্গ মিটারে ৩৮১.৪৫ গ্রাম বা তদুর্ধি জিংক প্রলেপসহ ০.৪৫৭ মিৎ মিৎ বা তদুর্ধি পুরুত্বের সি আই শীট অবাধে আমদানি করা যাইবে। ইহাছাড়া প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০ গ্রাম বা তদুর্ধি জিংক এলুমিনিয়াম ইত্যাদি ধাতব শিশুণের প্রলেপসহ রংফিল বা রংবিহীন ০.৩৫ মিটার বা তদুর্ধি পুরুত্বের সি আই শীট আমদানি করা যাইবে।
৮৪.০১	ঞ	পারমানবিক রি- এষ্টর এবং উহার যন্ত্রাংশ।	পোষক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে কেবলমাত্র বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য।
৮৪.০২	ঞ	বয়লার	সরকার অনুমোদিত আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক জাহাজীকরণ পরিদর্শন এজেন্টের সনদের ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য।
৮৪.০৮			
৮৪.০৭	সকল	ব্যবহৃত ইঞ্জিন ও	(ক) বাস, ট্রাক, কার, মিনিবাস ও মাইক্রোবাসের পুরাতন/ রিকাশন ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য। তবে এইরূপ ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স পাঁচ বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে তাহা আমদানিযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না। এই ক্ষেত্রে গুণানুকূলিক দেশের স্থীকৃত শিল্প ও বণিক সমিতি অথবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সার্ভেয়ারের নিকট হইতে বয়সসীমার প্রত্যয়নপত্র উল্লেখিত পণ্যাদি খালাসের সময় শুরু কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।
৮৪.০৮	এইচ এস কোড	গিয়ার বক্স	(খ) কোষ্টার, লঞ্চ, স্বয়ং চালিত বার্জ এবং এই ধরণের অন্যান্য জলযানে ব্যবহার্য ৩৫

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
৮৪.২৩	ঐ	পরিমাপক যন্ত্র	(পয়ত্রিশ) অশ্বশক্তির অধিক শক্তিসম্পন্ন সেকেণ্টাহ্যাড / রিকিউশন মেরিল ডিজেল ইঞ্জিন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য।
৮৫.২৫	ঐ	রেডিও ট্রান্সমিটার ও ট্রান্স রিসিভার ওয়্যারলেন্স ইক্সইপমেন্ট, ওয়াকিটকি এবং সাইও ৱেকৰ্ডার বা রিপ্রিডিউসার-সহ অন্যান্য রেডিও ব্রডকাষ্ট রিসিভার	কেবল মেট্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ওজন পরিমাপ, মাপিবার যন্ত্রপাতি ও উহাদের যন্ত্রাংশ (সংযুক্ত বা বিমুক্ত অবস্থায়) আমদানিযোগ্য।
৮৫.২৬	সকল এইচ এস কোড	রেডিও নেভিগেশনাল এইড এ্যাপারেটাস রাডার এ্যাপারেটাস এবং রেডিও রিমোট কন্ট্রোল এ্যাপারেটাস	পোষক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে পোষক ব্যবহারকারী এজেন্সী কর্তৃক আমদানিযোগ্য।

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
৮৭.০১	সকল হইতে	বিভিন্ন প্রকার মোটরগাড়ী এবং ট্রাক্টর।	জাহাজীকরণ করিবার সময় কোন যানবাহনই ৫(পাঁচ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না। সংশ্লিষ্ট গাড়ী তৈরীর তারিখ/বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাড়ীর চেচিস তৈরীর তারিখের পরবর্তী বছরের প্রথম দিন হইতে গাড়ীর বয়স গণনা শুরু করিতে হইবে। জাপান হইতে গাড়ী আমদানীর ক্ষেত্রে জাপান অটোমোবাইলস এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত চেচিস বুক পরীক্ষা করিয়া তৈরীর তারিখ নির্ধারিত হইবে। অন্যান্য দেশ অর্থাৎ যে সকল দেশ হইতে চেচিস বুক প্রকাশিত হয় না সেই সকল দেশ হইতে গাড়ী আমদানীর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সার্ভেয়ারের নিকট হইতে গাড়ী তৈরীর তারিখ সম্পর্কে সার্টিফিকেট আমদানীকারককে উপস্থাপন করিতে হইবে।
৮৭.১০	ঐ	ট্যাংক এবং সাজোয়া যানসহ সকল পণ্য।	কেবল প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক আমদানীযোগ্য।
৮৭.১১	ঐ	অনধিক ৩(তিনি) বৎসরের পুরাতন সকল প্রকার মোটর সাইকেল।	এই ৩(তিনি) বৎসর সময়কাল যানবাহন তৈয়ারীর পরবর্তী বৎসরের প্রথম দিন হইতে গণনা করা হইবে। পুরাতন মোটর সাইকেলের বয়স নির্ধারণের জন্য রেজিস্ট্রেশন ক্যানসেলেশন সার্টিফিকেটের বিকল্প হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদিত পরিদর্শন কোম্পানীর (পি এস আই) প্রদত্ত সনদ গ্রহণযোগ্য হইবে।
৮৯.০১	ঐ	সমুদ্রগামী	২০ (বিশ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে আমদানীযোগ্য হইবে না।
৮৯.০২		জাহাজ অয়েল ট্যাংকার ও মৎস্য ট্রলার।	

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ ১ ২ ৩	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী ৪
৮৯.০৬	ঐ	সকল প্রকার যুদ্ধ জাহাজ (নতুন এবং পুরাতন উভয়েই)	কেবল প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য।
৯০.১৬	সকল এইচ এস কোড	ওজন ও বাটখারা	কেবল মেট্রিক পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রস্তুত ওজন পরিমাপ, মাপিবার যন্ত্র ও বাটখারা আমদানি যোগ্য হইবে।
৯০.২৮	৯০২৮.৯০	বৈদ্যুতিক মিটারের যত্রাংশ এবং সম্পূর্ণ বা আংশিক বিযুক্ত (সিকেডি/ এসকেডি) অবস্থার সিংগেল ফেজ বৈদ্যুতিক মিটারের যত্রাংশ/ কম্পোন্যাটস	কেবল স্বীকৃত বৈদ্যুতিক মিটার প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি স্বত্ত্ব অনুসারে আমদানিযোগ্য।
৯৩.০১	৯৩০১.০০	সমরান্ত্র সহ সকল পণ্য	কেবল প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য।
৯৩.০২	সকল এইচ এস কোড	রিভলভার ও গিন্টলসহ সকল পণ্য।	আগ্নেয়াস্ত্রের অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য। বৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক প্যাসেঞ্জার্স ব্যাগেজ হিসাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানীযোগ্য হইবে। ব্যক্তিবিশেষ বা বেসরকারী খাতের জন্য চিসিবি কর্তৃক আমদানি করা যাইবে।
৯৩.০৩	ঐ	অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র সহ	ঐ
হইতে			
৯৩.০৫		সকল পণ্য (নিষিদ্ধ বোর ব্যতীত)	

HS হেডিং নং	HN কোড নং (ITC নং)	পণ্যের বিবরণ (ক) ক্রীড়া, শিকার ইত্যাদির কোড জন্য খ) অন্যান্য	পণ্যের আমদানি যোগ্যতা/ আমদানীর শর্তাবলী
১	২	৩	৪
৯৩.০৬	সকল এইচ এস কোড	(ক) ক্রীড়া, শিকার ইত্যাদির জন্য খ) অন্যান্য	ঐ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য।
৯৩.৭	ঐ	তরবারী ও বেয়নেটসহ সকল পণ্য	কেবল ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পোষক /প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য।

শর্তাবলীনে আমদানিযোগ্য পণ্য তালিকার ফুট নোট

নিম্নোক্ত মাল্টিপল এইচ এস হেডিংভুক্ত পণ্যসমগ্রী পণ্যের বিপরীতে উল্লেখিত
শর্তাবলী প্রতিপালন পূর্বক আমদানিযোগ্য হইবেঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রযোজ্য শর্তাবলী
১।	প্রানী, উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ্জ পণ্য	কোয়ারান্টাইন শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে।
২।	সেকেও হ্যাও/ রিকভিশন মেশিনারীজ	শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য সেকেও হ্যাও/রিকভিশন ক্যাপিটাল মেশিনারীজ মূল্যসীমা নির্বিশেষে আমদানীযোগ্য। তবে প্রতিটি মেশিনারীজ এর অর্থনৈতিক আয়ুক্ষাল কমপক্ষে ১০(দশ) বৎসর রহিয়াছে এই মর্মে আভর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও প্রতিষ্ঠিত সার্ভেয়ার কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র অবশ্যই বিল অব লেডিং এর সহিত দাখিল করিতে হইবে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রযোজ্য শর্তাবলী
৩।	টায়ার কর্ড ফ্রেনিস্ক (সেকেণ্টারী কোয়ালিটি)।	মাছ ধরার জাল তৈরীর উপযোগী সেকেণ্টারী কোয়ালিটির টায়ার কর্ড ফ্রেনিস্ক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।
৪।	খাদ্য ও পানীয়	সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় আমদানীর ক্ষেত্রে উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ প্রতিটি পাত্র/ কনটেইনার এর গায়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে। তবে যদি জাতীয় পানীয় আমদানীর ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।
৫।	কীটনাশক ও বালাইনাশক	কীটনাশক ও বালাইনাশক আমদানীর ক্ষেত্রে এই আদেশের ২৫(৫) অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলী পালন করিতে হইবে। তাহাতাড়া The pesticides Ordinance, 1971 (Ordinance No.11 of 1971) মোতাবেক বালাইনাশক নির্ধারিত হইবে।

এফ বিসিসি আই সদস্য সংস্থাসমূহের তালিকা
চেম্বার এন্সেপ, “এ” শ্রেণীর চেম্বার

(১) বাংলাদেশ চেম্বার অব ইণ্টার্ন্যাশনাল
বিসিআইসি ভবন (৪র্থ তলা)
৩০-৩১, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫১৬৬৯, ৯৫৬৪১৭০
ফ্যাক্স : ৮৮৮০-২-৯৫৬৪১৭০

(২) বগুড়া চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্টার্ন্যাশনাল
চেম্বার বিল্ডিং
কবি নজরুল ইসলাম রোড, বাউতলা, বগুড়া
ফোন : (০৫১) ৬২৫৭৪১৩৮ (চেম্বার)

- (৩) চাঁদপুর চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি
পুরান বাজার, চাঁদপুর।
ফোন : (০৮৪১) ৪৮৫৮
- (৪) চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি
চেম্বার হাউস
আগ্রাবাদ বা/এ, পোষ্ট বক্স নং ৪৮১
চট্টগ্রাম।
ফোন : (০৩১) ৭১১৩৫৫, পিবিএক্স ৭১৩৩৬৬-৯
টেলেক্স : ৬৬৪৭২ চেম্বার বিজে; ফ্যাক্স : ৮৮০-৩১-৭১০৭৮৩
- (৫) ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি
ঢাকা চেম্বার বিল্ডিং
৬৫-৬৬, মতিবিল বা/এ, ঢাকা।
ফোন : পিবিএক্স ৯৫৫২৫৬২, ৯৫৫২৬৯৩, ৯৫৫২৮০৮
টেলেক্স : ৬৩২৪৭৫ ডিসিসিআই বিজে
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬৩৬০৮, ৯৫৬০৮৩০
- (৬) ফরেন ইনভেষ্টিমেন্ট চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি
মাহবুব ক্যাম্প (৫ম তলা)
৩৫-১, পুরানা পল্টন লাইন, ইনার সার্কুলার রোড
ঢাকা।
ফোন : ৮৩৯৮৪৮, ৮৩৯৮৪৯, ৮১২৮৭৭
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৩৯৮৪৯

৬. রঞ্জনী নীতি, ১৯৯৭- ২০০২

১. ভূমিকা

- ১.১ সম্পদ বৃদ্ধির উপায় উৎপাদন ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার। রঞ্জনী খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের মত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইতে পারে। এই কর্মসংস্থান দেশে সংগ্রহ ও বিনিয়োগের প্রথ প্রস্তুত করিবে, পুঁজির প্রবাহ নিশ্চিত করিবে, যাহার দ্বারা উৎপাদন কার্যক্রম তুরান্বিত হইবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান লক্ষ্য অর্জিত হইবে। এই জন্য সর্বপ্রথমে উৎপাদন অবকাঠামোকে শক্তিশালী করিতে হইবে।
- ১.২ গুটিকয়েক রঞ্জনী পণ্য রঞ্জনী আয়ের সিংহভাগ দখল করিয়া আছে। আমাদের রঞ্জনী বাজারের পরিধিও সীমিত। কয়েকটি পণ্যের ও সীমিত বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কাংখিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক হইতে পারে না। এইজন্য অবশ্যই পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং নতুন নতুন রঞ্জনী পণ্য উন্নাবনে সচেষ্ট হইতে হইবে, অন্যথায় অদ্র ভবিষ্যতে দেশের রঞ্জনী বাণিজ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবে।
- ১.৩ জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির ৭% কাংখিত হারের সংগে সমাঞ্জস্য রাখিয়া উহাতে রঞ্জনী আয়ের অবদান বৃদ্ধি করিতে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। নতুন নতুন প্রাণ্ট সেন্টের চিহ্নিতকরণ, অধিকতর মূল্য সংযোজিত পণ্যের রঞ্জনী সম্প্রসারণ, পণ্যের বহুমুখীকরণ, পণ্যের গুণগত মান ও বাহ্যিক আবরণের উৎকর্ষতা আনয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন অপরিহার্য। আমাদের লক্ষ্য হইবে বিশ্বমানের পণ্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে সঠিক সময়ে বাজারজাতকরণের ক্ষমতা অর্জন।
- ১.৪ মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় রঞ্জনী ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্ম এবং দেশের রঞ্জনী আয় ও আমদানি ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান সংকোচনের লক্ষ্যে রঞ্জনী নীতি ১৯৯৭-২০০২ প্রণয়ন করা হইল।

২. উদ্দেশ্যাবলী:

- ২.১ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বোচ্চ জাতীয় প্রযুক্তি অর্জন ;
- ২.২ রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের রপ্তানী আয় ও আমদানি ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমান্বয়ে সংকোচন ;
- ২.৩ বিদ্যমান বাজার সংরক্ষণ ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে রপ্তানী পণ্য উৎপাদনের সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- ২.৪ উর্কগুয়ে রাউন্ড পরবর্তী উদারীকৃত (Liberalised) এবং ভূ-মন্ডলিকৃত (Globalized) আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগসমূহ গ্রহণের সর্বাধিক প্রচেষ্টা গ্রহণ ;
- ২.৫ পণ্য বহুমুখীকরণ ও পণ্যের শুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানীকে অধিকতর বাজার উপযোগীকরণ ;
- ২.৬ অধিকতর দেশীয় উপাদান সংযোজনের লক্ষ্যে রপ্তানীমুখী শিল্পের সংগে পশ্চাত সংযোগ শিল্প ও সার্ভিসমূহের সংযোগ স্থাপন, নতুন নতুন পণ্য সংযোজন এবং অধিক মূল্য সংযোজনকারী পণ্য চিহ্নিত করে রপ্তানীর পদক্ষেপ গ্রহণ ;
- ২.৭ রপ্তানী প্রক্রিয়া সহজীকরণ, রপ্তানী সুযোগ-সুবিধা যৌক্তিকীকরণ ও সুসংহতকরণ ;
- ২.৮ রপ্তানী বাণিজ্যের অবকাঠামো উন্নয়ন ;
- ২.৯ রপ্তানী খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসম্পদ সৃষ্টি ;
- ২.১০ রপ্তানী পণ্যের মান এবং গ্রেডিং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্তরে উন্নীতকরণ ;

৩. কলা-কৌশল

- ৩.১ রপ্তানী পদ্ধতি সহজীকরণ ও সরকারের সহায়ক ভূমিকা জোরদারকরণ-এবং বেসরকারী খাতকে অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত করিয়া উহার যোগ্যতা অর্জনে সহযোগিতা প্রদান ;
- ৩.২ রপ্তানী পণ্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা (Productivity) বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাস্তু হাস্ত এবং পণ্যের শুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানী পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য সর্বাত্মক সুবিধা প্রদান ;

- ৩.৩ রঞ্জনী পণ্যের উৎপাদনে দেশজ কাঁচামালের সর্বাঙ্গক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং পক্ষাংসংযোগ শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান ;
- ৩.৪ বিদ্যমান রঞ্জনী বাজার সুসংহতকরণ এবং নতুন রঞ্জনী বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক, সাধারণ, একক ও বিশেষায়িত মেলায় অংশগ্রহণ এবং বাণিজ্য মিশন প্রেরণ ;
- ৩.৫ নতুন ও অধিক মূল্য সংযোজিত ক্যাটাগরির তৈরী পোশাক রঞ্জনী এবং ফ্যাশন ইনষ্টিউট স্থাপনে সংশ্লিষ্ট সমিতিসমূহকে উন্নুন্নকরণ ;
- ৩.৬ অধিক মূল্য সংযোজিত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রঞ্জনী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১০০% রঞ্জনীযুৰী চামড়া শিল্পের কাঁচামাল (কাঁচ, পিকলড, ওয়েট বু, ক্রাষ্ট ও ফিনিশড চামড়া কম্পোনেন্টস, রাসায়নিক দ্রব্যাদি) আয়দানীর ক্ষেত্রে বড় সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান ;
- ৩.৭ চিংড়ি রঞ্জনী বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত সনাতনী/আধা-নিবিড় চাষ পদ্ধতি দ্রুত সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ এবং বাজার চাহিদা মোতাবেক গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ;
- ৩.৮ পাট ও পাটজাত পণ্যের রঞ্জনী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক তন্ত্র হিসাবে ইহার পরিবেশ অনুকূল সুবিধাদির বিষয়ে বিদেশে ব্যাপক প্রচারকার্য পরিচালনা এবং পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ ;
- ৩.৯ চা রঞ্জনী বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- ৩.১০ কৃষিজাত পণ্য রঞ্জনী বৃদ্ধির লক্ষ্যে রঞ্জনীযোগ্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, যান উন্নয়ন ও রঞ্জনী বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ;
- ৩.১১ বৈদ্যুতিক ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী (কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ও ডাটা এন্ট্রি সহ) রঞ্জনী উন্নয়নে যথোপযুক্ত অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ ;
- ৩.১২ ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি, অন্যান্য সেবামূলক রঞ্জনী সাব-কন্ট্রাক্টিং কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসমূহের অধিকতর সম্পৃক্তকরণ ;
- ৩.১৩ দেশে নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সংগঠন ও পণ্যভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজন ;
- ৩.১৪ রঞ্জনী সহায়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ;

- ৩.১৫ রঞ্জনী খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবহারিক ও কারিগরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;
- ৩.১৬ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক স্বল্পেন্ত দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তাসহ অন্যান্য প্রদত্ত সুবিধাসমূহের সর্বোত্তম সম্বুদ্ধ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ;
- ৩.১৭ রঞ্জনী পণ্য উৎপাদনে পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করা ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা ;
- ৩.১৮ পণ্য উন্নয়ন এবং নতুন বিপণন কৌশল উন্নাবনে সহায়ক কারিগরী ও বিপণন সহায়তা প্রদান ;
- ৩.১৯ রঞ্জনীমুখী শিল্পের কাঁচামাল বিশ্ব বাজার দরে (at world price) প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮. প্রয়োগ ও সাধারণ ক্ষমতা

- ৮.১ এই রঞ্জনী নীতি দেশের শুল্ক এলাকার (রঞ্জনী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বহির্ভূত) জন্য প্রয়োজ্য হইবে;
- ৮.২ এই রঞ্জনী নীতি ১-৭-১৯৮ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে এবং ইহা ২০০২ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বলবৎ হিসাবে গণ্য হইবে ;
- ৮.৩ এই রঞ্জনী নীতির কোন ধারা আমদানি ও রঞ্জনী নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০ অথবা আমদানি নীতি আদেশ এর কোন ধারার সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে ;
- ৮.৪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে রঞ্জনী নিয়ন্ত্রণ পণ্য ও শর্ত সাপেক্ষে রঞ্জনী পণ্যের তালিকাসহ রঞ্জনী নীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে ;
- ৮.৫ প্রতি বৎসর রঞ্জনী নীতির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হইবে ।

৫. লক্ষ্যমাত্রা

- ৫.১ ১৯৯৭-১৯৮ অর্থ বৎসরের জন্য ৫০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ১৯৯৮-১৯৯ অর্থ বৎসরের জন্য ৫৬৩০ মিলিয়ন মাঃ ডলার, ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বৎসরের জন্য ৬৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০০০-২০০১ অর্থ বৎসরের জন্য ৭১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০০১-২০০২ অর্থ বৎসরের জন্য ৮১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর নির্দেশক (Indicative) লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে । লক্ষ্যমাত্রার বিশদ বিবরণী সংলগ্নী-ক এ প্রদত্ত হইল ।

୬. ରଙ୍ଗାନୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ କାଉନ୍‌ସିଲ/ କମିଟିସମ୍ମୂହ

- ୬.୧ ଦେଶେର ରଙ୍ଗାନୀ ପରିହିତ ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା, ରଙ୍ଗାନୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଉଡ଼ୁତ ସମସ୍ୟାଦିର ତାଂକ୍ଷଣିକ ସମାଧାନ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରେ ସଠିକ୍ ଦିକ୍-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ପ୍ରଦାନେର ଜନ୍ୟ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ସଭାପତିତ୍ତେ ପରରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଥ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ପାଟ ଓ ବନ୍ଦ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗରେ ଉର୍ଧ୍ଵତଳ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଉର୍ବ୍ରତ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସରକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଗଠନେର ପତିନିଥି ସମସ୍ୟାଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାଯେର ରଙ୍ଗାନୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକଟି ଜାତୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରା ହେଇଯାଛେ;
- ୬.୨ ରଙ୍ଗାନୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାଦିର ତାଂକ୍ଷଣିକ ସମାଧାନେର ଜନ୍ୟ ମାନନୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀର ସଭାପତିତ୍ତେ ଏକଟି ଟାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରା ହେଇଯାଛେ;
- ୬.୩ ରଙ୍ଗାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାରଣେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଧାରଣ, ରଙ୍ଗାନୀ ଉନ୍ନୟନ କୌଶଳ ଓ ରଙ୍ଗାନୀ ନୀତି ବାନ୍ତବାୟନେ ସରକାରକେ ପରାମର୍ଶ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନେର ଜନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାର, ରଙ୍ଗାନୀକାରକ ସମିତି ଓ ବେସରକାରୀ ଖାତେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନସମ୍ମୂହେର ସମସ୍ୟାଯେ ଏକଟି ରଙ୍ଗାନୀ କାଉନ୍‌ସିଲ ଗଠନ କରା ହେଇଯାଛେ ;
- ୬.୪ ଥ୍ରାଷ୍ ସେଟ୍‌ର ଓ କ୍ର୍ୟାଶ ପ୍ରୋଫାଯାମଭୁକ୍ ପଣ୍ୟସମ୍ମୂହେର ରଙ୍ଗାନୀ ବୃଦ୍ଧିର ବାନ୍ତବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କେ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ ଓ ସୁଯୋଗ-ସୁବିଧାଦିର ବାନ୍ତବାୟନ ମନିଟରିଂ କରାର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ଟାଙ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରା ହେବେ ;
- ୬.୫ ପଣ୍ୟଭିତ୍ତିକ କାଉନ୍‌ସିଲ ଗଠନ :
ପାଟ, ଚା, ଚିଂଡ଼ି, ତୈରୀ ପୋଶାକ ଏବଂ ଚାମଡ଼ା ଓ ଚାମଡ଼ାଜାତ ଇତ୍ୟାଦି ପଣ୍ୟର ଜନ୍ୟ ପଣ୍ୟଭିତ୍ତିକ କାଉନ୍‌ସିଲ ଗଠିତ ହେବେ ।

୭. ବିଶେଷ ଉର୍ବ୍ରତ୍ତପ୍ରାଣ୍ ଖାତ

- ୭.୧ ଚାମଡ଼ା ଓ ଚାମଡ଼ାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ନତୁନ ଓ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ କ୍ୟାଟାଗରିର ତୈରୀ ପୋଶାକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟାର ସଫ୍ଟୋସ୍ୟାର ଏବଂ ଏଫୋ-ପ୍ରସେସିଂ ଖାତକେ ଏହି ରଙ୍ଗାନୀ ନୀତିତେ ଥ୍ରାଷ୍ ସେଟ୍‌ର ହିସେବେ ଚିହ୍ନିତ କରା ହେଇଯାଛେ । ଚାମଡ଼ା ଓ ଚାମଡ଼ାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଙ୍ଗାନୀର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା ଥାକ୍ରା ସନ୍ତ୍ରେତ ଏହି ଖାତେ ଇଞ୍ଚିପିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରା ଯାଇତେହେ ନା । ଅପରଦିକେ ତୈରୀ ପୋଶାକ ଖାତ ସାଫଲ୍ୟଜନକଭାବେ କମ ମୂଲ୍ୟର ତୈରୀ ପୋଶାକ ରଙ୍ଗାନୀର ପର୍ଯ୍ୟା ଉତ୍ତିର୍ଣ୍ଣ ହେଯାର ପର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ନତୁନ ଓ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜିତ କ୍ୟାଟାଗରିର ପୋଶାକ

রণ্ধনীতে সফলতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। অনুরূপভাবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ‘কম্পিউটার সফ্টওয়্যার’ এবং এগ্রো-প্রসেসিং সেক্টরের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই সেক্টর দুইটিতে আশানুরূপ অগ্রগতি হইতেছে না। এই সব বিবেচনায় এই চারটি খাতকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে নির্দিষ্ট করিয়া নিম্নোক্ত সূযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবেঃ-

৭.২ চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য

- ৭.২.১ চামড়া উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠনগুলিকে আধুনিকায়ন করিয়া অধিক হারে কাঁচা চামড়া হইতে ফিনিশড চামড়া উৎপাদনের উপযোগী করিয়া তোলা হইবে;
- ৭.২.২ উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় ক্যামিকেলস ও অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তির জন্য সহায়ক শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে;
- ৭.২.৩ লেদার টেকনোলজি ইনসিটিউটকে আধুনিকায়ন করিয়া “কমনফেসিলিটিজ সেন্টার” হিসাবে ব্যবহার করা হইবে;
- ৭.২.৪ চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ক্লাষ্টার কারখানা স্থাপন করা হইবে;
- ৭.২.৫ ছোট ছোট চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ক্লাষ্টার কারখানা স্থাপন করা হইবে;
- ৭.২.৬ চামড়া কাউপিল গঠন করা হইবে;
- ৭.২.৭ যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা নিতে আগ্রহী নয় এবং যাহাদের বড়েড ওয়্যার হাউস নাই তাহাদেরকে ডিউটি-ড্র-ব্যক এর সমপরিমাণ বিকল্প সুবিধা প্রদান করা হইবে;
- ৭.২.৮ ওয়েট ব্লু ও পিকলেডসহ কাঁচা চামড়া আমদানীর কার্যক্রম বহাল রাখা হইবে এবং কাঁচা চামড়া আমদানীর ক্ষেত্রে ৩ বৎসরের জন্য বর্তমানে প্রচলিত কাষ্টম ডিউটি (২.৫%), আমদানি লাইসেন্স ফি (২.৫%) মণ্ডুক্ষ করা হইবে;

- ৭.২.৯ চামড়া খাতে ঝণ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল ব্যাংকের অভিন্ন পদ্ধতি ও সুদ নীতি অনুসরণ করা হইবে ;
- ৭.২.১০ সকল খাতককে একক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে আনা হইবে এবং রঞ্জনীও সেই একই ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করা হইবে :
- ৭.২.১১ চামড়া শিল্পের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ক্রাট চামড়া রঞ্জনীর সময়সীমা ২০০০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হইল। এই সময়ের মধ্যে যাহাতে সকল ক্রাট চামড়া উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ফিনিশড চামড়া উৎপাদন উপযোগী হইতে পারে সেই জন্য এই খাতে বিএমআরইসহ অন্যান্য সকল সুবিধা প্রদান করা হইবে;
- ৭.৩ তৈরী পোশাক**
- ৭.৩.১ চাহিদার নিরিখে উচ্চ মূল্যের তৈরী পোশাক উৎপাদন ও রঞ্জনীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে এবং এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে ;
- ৭.৩.২ সতৰ ফ্যাশন ইনষ্টিউট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। ফ্যাশন ইনষ্টিউট স্থাপন না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থায় বাস্তব চাহিদার নিরিখে বিশেষজ্ঞ সার্ভিস প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে;
- ৭.৩.৩ উচ্চমানের পণ্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় ও প্রযুক্তি লাভের জন্য উদার ঝণ নীতি গ্রহণ করা হইবে।
- ৭.৪ কম্পিউটার সফ্টওয়্যার**
- ৭.৪.১ কম্পিউটার রঞ্জনীর ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়, বিআইটি ও পলিটেকনিক ইনষ্টিউটসহ নির্বাচিত কলেজে কম্পিউটার বিজ্ঞান চালু করা এবং স্নাতক পর্যায়ে বেসিক কম্পিউটার স্কীম চালু করে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক তৈরী করার বিষয় বিবেচনা করা হইবে ;
- ৭.৪.২ এই রঞ্জনীর অবকাঠামো উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন সুবিধা সম্বলিত ইনফরমেশন টেকনোলজি ভিলেজ স্থাপন করা হইবে;

৭.৪.৩ সফ্টওয়্যার বিপণন সুবিধার জন্য কপিরাইট আইনে
সফ্টওয়্যার সংক্রান্ত অধ্যায় সংযোজন করা হইবে।

৭.৫ এপ্রো-প্রসেসিং

৭.৫.১ এপ্রো-প্রসেসিং শিল্পের উন্নতিকল্পে ইতিমধ্যে হরটেক্স
ফাউন্ডেশন গঠিত হইয়াছে। ফাউন্ডেশনের আওতায়
উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হইবে।

৮. রঞ্জনী সুযোগ-সুবিধা

রঞ্জনী নীতি ১৯৯৭-২০০২ এর উদ্দেশ্যাবলী এবং কলা-কৌশলের
আলোকে রঞ্জনীকারকদের অনুকূলে কতিপয় নতুন উৎসাহব্যঞ্জক সুযোগ-
সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কতিপয় বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা
পরিবর্তন ও পরিবর্ধনপূর্বক অধিকতর কার্যোপযোগী করা হইয়াছে এবং
অবশিষ্ট বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাদি পূর্ববৎ বহাল রাখা হইয়াছে। এই সব
সুযোগ-সুবিধাগুলি পর্যায়ক্রমে নিম্নে বর্ণনা করা হইলঃ

৮.১ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা

৮.১.১ এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (ইসিজিএস) এর পুনর্বিন্যাসঃ
বর্তমানে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের (ইসিজিএস)
আওতায় রঞ্জনীকারকগণের রঞ্জনী খণ্ড এবং বিদেশে বাণিজ্যিক
ও রাজনৈতিক ঝুঁকিজনিত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে
চারটি কভারেজ, যথা-রঞ্জনী খণ্ড গ্যারান্টি (প্রাক জাহাজীকরণ),
রঞ্জনী খণ্ড গ্যারান্টি (জাহাজীকরণ উত্তর), এক্সপোর্ট পেমেন্ট রিস্ক
পলিসি (কম্প্যুটেন্সিভ গ্যারান্টি) এবং হোল টার্নওভার প্রি-
শিমমেন্ট ফাইন্যাস গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। এই সমস্ত সুবিধা
প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা থাকায় উহা কাঁথিত মাত্রায়
কার্যকর হইতেছে না। রঞ্জনী-উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের স্বার্থে
এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীমের ভূমিকাকে আরো জোরদার
করিবার লক্ষ্যে পুনর্বিন্যাস করা হইবে।

৮.১.২ টাকা রূপান্তরকরণঃ সরকারের রঞ্জনীচালিত উন্নয়ন কৌশল
গ্রহণের মাধ্যমে উদার বাজার অর্থনীতি প্রবর্তনের সুবিধার্থে
টাকাকে চলতি হিসাবে রূপান্তরযোগ্য করা হইয়াছে। ইহার ফলে
পণ্য আমদানীর জন্য (কতিপয় নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতিরেকে) বাণিজ্যিক
একাউন্টে অর্জিত টাকা অবাধে বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করা
যাইবে। এই ব্যবস্থাধীনে রঞ্জনীকারকদিগকে ক্রমাগত বর্ধিত হারে

তাহাদের নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা
রাখিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

৮.১.৩ রঞ্জনীকারকগণ কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের সুযোগ

রঞ্জনীকারকগণ এতদিন এফওবি রঞ্জনী আয়ের ২০ শতাংশ
ব্যাংকে নিজস্ব ফরেন কারেঙ্গী একাউন্টে মার্কিন ডলারে অথবা
পাউন্ড ষালিংয়ে জমা রাখিতে পারিতেন। এখন হইতে তাহারা
রঞ্জনী আয়ের ৪০ শতাংশ অথবা বিভিন্ন সময়ের সরকার কর্তৃক
যথাযথ পর্যালোচনার পর স্থিরকৃত হারে ব্যাংকে জমা রাখিতে
পারিবেন। তবে যে সকল রঞ্জনী পণ্যে আমদানীর অংশ
তুলনামূলকভাবে বেশী (যেমন-ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল ও
বিটুমিনসহ পেট্রোলিয়াজজাত পণ্য, তৈরী পোশাক ও ইলেক্ট্রনিক্স
দ্রব্যাদি) সেইগুলির ক্ষেত্রে এবং সেবা (আইনগত পরামর্শ,
কনসালটেঙ্গী ইত্যাদি পেশাদারী সেবা) রঞ্জনীকারকগণ তাহাদের
এফ ও বি রঞ্জনী আয়ের ৭.৫ শতাংশের জন্য এই সুবিধা
পাইবেন। রঞ্জনী মূল্য আদায়ের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এই
কোটা বাবদ প্রাপ্ত্য বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে
(Bonafide Busniess Purposes) যেমন- ব্যবসা সংক্রান্ত
বিদেশ ভ্রমন, রঞ্জনী মেলা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ, কৌচামাল,
যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি এমনকি বিদেশে অফিস
স্থাপনের জন্য ব্যবহার করিতে পারিবেন। নবায়নযোগ্য মেয়াদী
আমানত হিসাবেও উক্ত বৈদেশিক মুদ্রা রাখা যাইবে এবং উহার
উপরে সুদও প্রাপ্ত্য যাইবে।

৮.১.৪ রঞ্জনী উন্নয়ন তহবিল (ইপিএফ) :

রঞ্জনী উন্নয়ন তহবিলের আওতায় ত্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত পণ্যসহ
অন্যান্য নতুন ও অপ্রচলিত পণ্যের উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, বাজার
উপযোগীকরণ ও বিপণন ক্ষেত্রে উৎপাদক/রঞ্জনীকারকদের
অনুকূলে হইতে নিম্নোক্ত সাহায্য প্রদান করা হইবেঃ

(ক) পণ্য উৎপাদনের জন্য স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ভেঙ্গার
ক্যাপিটাল প্রদান;

(খ) পণ্য উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিদেশী কারিগরি
পরামর্শ সেবা গ্রহণ এবং টেকনোলজি আহরণ ও
ব্যবহারের জন্য সহায়তা প্রদান;

- (গ) পণ্য বাজার উপযোগীকরণের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক রাজারে বিপণন মিশন প্রেরণ এবং মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;
- (ঘ) বিদেশে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন এবং ওয়্যার হাউজিং এর সুবিধা প্রদান;
- (ঙ) কারিগরি দক্ষতা ও বিপণন উৎকর্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে পণ্য উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;
- (চ) পণ্য ও বাজার উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমের সহায়তা প্রদান।

৮.১.৫ রপ্তানী খণ্ডের মেয়াদকাল ১৮০ দিন হইতে ২৭০ দিন বর্ধিতকরণ বর্তমানে রেয়াতী হারে সর্বোচ্চ ১৮০ দিনের জন্য রপ্তানী ঝণ দেওয়া হয়। কতিপয় পণ্যের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের কারণে রপ্তানীকারকগণ ১৮০ দিনের রেয়াতী ঝণ সুবিধা ভোগ করিতে পারেন না। এমতাবস্থায় হিমায়িত খাদ্য, চা ও চামড়া রপ্তানীর ক্ষেত্রে রপ্তানী ঝণ প্রাপ্তির জন্য ফার্ম কন্ট্রাক্ট/ঝণপত্র দাখিলের শর্ত শিথিলকরণের এবং চলতি মূলধনকে রপ্তানী ঝণ হিসাবে বিবেচনা করিয়া রেয়াতী হারে সুদ পরিশোধের সময়সীমা ১৮০ দিনের পরিবর্তে ২৭০ দিনে বর্ধিত করা হইয়াছে। রপ্তানী উন্নয়ন তহবিলের অধীনে রপ্তানী খণ্ডের সীমা ক্ষেত্রবিশেষে সর্বোচ্চ ২৭০ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে।

৮.১.৬ রপ্তানী অর্থ সংস্থান

- ক) ক্রেডিট কার্ড প্রবর্তনঃ বাণিজ্যিক ভ্রমণে নগদ বৈদেশিক মুদ্রা / ট্রাইভেলার্স চেক বহন করা অতীব ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় রপ্তানীকারকদের প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে ক্রেডিট কার্ড প্রদান অব্যাহত থাকিবে।
- খ) রপ্তানী খণ্ডের মাত্রা : অমোচনীয় ঝণপত্র (Irrevocable Letter of Credic) অথবা সুদৃঢ় চুক্তির (Confirmed Contract) অধীনে রপ্তানীকারকগণ বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে ঝণপত্র/চুক্তিতে বর্ণিত মূল্যের শতকরা ৯০% পর্যন্ত রপ্তানী ঝণ পাইতে পারেন।
- গ) প্রথমবারের মত আবেদনকারীর জন্য ঝণঃ রপ্তানী কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানী ক্ষেত্রে নবাগতদের উৎসাহ প্রদানের নিমিত্তে রপ্তানী খণ্ডের জন্য আবেদন করা হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি উক্ত আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিবে।

- ঘ) সার্বিক রঞ্জনী খণ্ড প্রবাহঃ রঞ্জনী খাতে যাহাতে স্বাভাবিক খণ্ড প্রবাহ অব্যাহত থাকে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। রঞ্জনীকারকদের সিসি লিমিট তাহাদের পূর্ববর্তী বৎসরের রঞ্জনী সাফল্যের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হইবে এবং তাহা কোন সাধারণ খণ্ড সংকোচন নীতির আওতায় পড়িবে না। নতুন চুক্তির ক্ষেত্রেও এই সুবিধা বিবেচনা করা হইবে।
- ঙ) ওভার ডিউ সুদঃ অমোচনীয় খণ্ডপত্রের অধীনে সাইট পেমেন্ট ভিত্তিতে যদি রঞ্জনী করা হয়, তাহা হইলে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভার ডিউ সুদ ধার্য্য করিতে পারিবে না এবং এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রঞ্জনীকারককে প্রয়োজনীয় রঞ্জনী দলিলপত্র জমা দিতে হইবে।
- চ) রঞ্জনী খণ্ড কোষঃ নিয়মিতভাবে রঞ্জনী অর্থ সংস্থানের তত্ত্বাবধান এবং অনুসরণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি বিশেষ রঞ্জনী কোষ চালু রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকেও শুধুমাত্র রঞ্জনী খণ্ড চাহিদা বিবেচনার জন্য বিশেষ ইউনিট দায়িত্ব পালন করিতেছে।
- ছ) রঞ্জনী মনিটরিং: রঞ্জনী নীতির চাহিদা নিয়ন্ত্রণ, খণ্ড প্রবাহের পর্যালোচনা ও মনিটরিং এবং রঞ্জনীকারকরা যাহাতে পর্যাণ খণ্ড পাইতে পারেন তাহা মনিটরিং এর জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি কর্মরত রাখিয়াছে।
- জ) অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক খণ্ডপত্রঃ অনুমোদিত ডিলার মূল খণ্ডপত্রের অধীনে স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীর অনুরূপে অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক খণ্ডপত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

৮.১.৭ রেয়াতী বীমা প্রিমিয়াম

অপ্রচলিত খাতে রঞ্জনীমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের ব্যবস্থা রাখিয়াছে। এই সমস্ত পণ্য রঞ্জনীকারকরাও জাহাজীকরণের পর অনুরূপ রেয়াতী বীমা প্রিমিয়াম সুবিধা পাইতে পারে।

৮.১.৮ অপ্রচলিত শিল্পজাত পণ্য রঞ্জনী উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান অপ্রচলিত/ নতুন শিল্পজাত পণ্য রঞ্জনীর ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ যেখানে মূল্য সংযোজন হার ৫০% বা ততোধিক) উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেওয়া হইবে।

৮.১.৯ অনুরূপভাবে কোন রঞ্জনীকারী প্রতিষ্ঠান যদি সে খাতের ধার্যস্থৃত রঞ্জনী লক্ষ্যমাত্রার আনুপাতিক হার অপেক্ষা অধিক রঞ্জনী করিতে পারে তবে এইরূপ প্রতিষ্ঠানকেও উৎসাহব্যঙ্গক সুবিধা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

৮.২ রাজস্ব সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা

৮.২.১ রঞ্জনীমুখী চামড়া শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদানঃ

ফিনিশড চামড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে রঞ্জনীর লক্ষ্যে রঞ্জনীমুখী চামড়া শিল্প কর্তৃক ওয়েট ব্লু ও পিকলড চামড়া আমদানীর ক্ষেত্রে কাটমস ডিউটি ও আমদানি লাইসেন্স ফি মওকুফ করা হইবে।

৮.২.২ রঞ্জনী আয়ের ক্ষেত্রে আয়কর রেয়াত

পূর্বে রঞ্জনী হইতে উত্তৃত আয়ের উপর প্রদেয় করের ৫০ শতাংশ প্রতি বৎসর অর্থ আইনে রেয়াত দেওয়া হইত। এখন হইতে অর্থ আইনের পরিবর্তে আয়কর আইনে নতুন বিধান সংযোজনের মাধ্যমে যে কোন রঞ্জনী ব্যবসা হইতে উত্তৃত আয়ের ৫০% করমুক্ত করা হইয়াছে।

৮.২.৩ হাসকৃত হারে উৎস কর নির্ধারণঃ সকল রঞ্জনী আয়ের ক্ষেত্রে ০.২৫% হারে উৎস কর কর্তৃ করা হইবে।

৮.২.৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে ডিউটি-ড্র-ব্যাংক প্রাপ্তির সুবিধা প্রদান

রঞ্জনী পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করার উদ্দেশ্যে শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ (ডিউটি ড্র ব্যাংক) দ্রুততর করার জন্য কেবলমাত্র প্রচলন রঞ্জনী বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে রঞ্জনীর বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সংগে বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ করা হইবে।

৮.২.৫ রঞ্জনী শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা

আমদানি নির্ভর রঞ্জনী শিল্পের জন্য বড়েড ওয়্যার হাউজ সুবিধা বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছে। এইজন্য এই ধরণের সকল রঞ্জনী শিল্পের বড়েড ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রদান সহজতর করা

ହିଲେ । ୧୦୦% ରଣ୍ଧାନୀମୁଖୀ ଶିଳ୍ପ ହିସାବେ ବିବେଚିତ ସକଳ ଶିଳ୍ପେର କ୍ଷେତ୍ରେ ବନ୍ଦେତ ଓ ଯୂଯାର ହାଉଁ ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାରଣ କରା ହିଲେ ।

୮.୨.୬ ରଣ୍ଧାନୀମୁଖୀ ଶିଳ୍ପେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁକ୍ଳମୁକ୍ତ ମୂଳଧନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନି ସୁବିଧା
ବର୍ତ୍ତମାନେ ରଣ୍ଧାନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅନ୍ଧଲେର ଉତ୍ପାଦିତ ପଣ୍ୟେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣି ରଣ୍ଧାନୀର ବିଧାନ ରହିଯାଛେ । ଦେଶେର ଅଭ୍ୟାସରେ ଅବଶ୍ଵିତ ଶତକରା ୧୦୦ ଭାଗ ରଣ୍ଧାନୀମୁଖୀ ଶିଳ୍ପକେଓ ଉତ୍ପାଦିତ ପଣ୍ୟେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣି ରଣ୍ଧାନୀ କରିତେ ହୁଏ । ସେଇ ହିସାବେ 'ଇପିଜେଡ' ଏଲାକାଯ ଅବଶ୍ଵିତ ଶିଳ୍ପମୂହେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଏବଂ 'ଇପିଜେଡ' ବହିର୍ଭୂତ ୧୦୦% ରଣ୍ଧାନୀମୁଖୀ ଶିଳ୍ପମୂହେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଅଭିନ୍ନ ବିଧାୟ 'ଇପିଜେ' ବହିର୍ଭୂତ ୧୦୦% ରଣ୍ଧାନୀମୁଖୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମୂହେକେଓ ମୂଳଧନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନୀର କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁକ୍ଳମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରା ହିଲେ ।

୮.୨.୭ ଶୁକ୍ଳ ବନ୍ଦ ଅଥବା ଡିଉଟି ଡ୍ର-ବ୍ୟାକ ଏର ପରିବର୍ତ୍ତେ ରଣ୍ଧାନୀମୁଖୀ ଦେଶୀୟ ବନ୍ଦବାତ ଓ ପୋଶାକ ଶିଳ୍ପେର ଅନୁକୂଳେ ବିକଲ୍ପ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ

୧୯୯୫-୯୬ ଅର୍ଥ ବନ୍ସରେ ଦେଶୀୟ ବନ୍ଦବାତ ଓ ପୋଶାକ ଶିଳ୍ପକେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍କ ଶିଳ୍ପେର ଅନୁକୂଳେ ୨୫% ବିକଲ୍ପ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଯାଛେ । ଭବିଷ୍ୟତେ ଏହି ଖାତେ ଯୁକ୍ତିସଂଗ୍ରହ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରା ହିଲେ । ତାହା ଛାଡ଼ି ରଣ୍ଧାନୀତବ୍ୟ ପଣ୍ୟେର ଉପକରଣ ଆମଦାନୀର କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁକ୍ଳ ବନ୍ଦ ଅଥବା ଡିଉଟି-ଡ୍ର-ବ୍ୟାକ ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରା ନା ହିଲେ ଅଥବା ହାନୀଯଭାବେ ଉତ୍ପାଦିତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହତ ହିଲେ ହାନୀୟ ବନ୍ଦ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ତଥା ସରବରାହକାରୀ (ଏକଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହିଲେ) ଏବଂ ରଣ୍ଧାନୀକାରକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରେତା ହିତେ ପଣ୍ୟେର ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଉତ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବେନ ।

୮.୨.୮ କର ଅବକାଶ

ଦେଶେ ରଣ୍ଧାନୀମୁଖୀ ଶିଳ୍ପେର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଜାଦେରକେ ଅଧିକତର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନକଲେ ଶିଳ୍ପ ନୀତିର ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରାଖିଯା ଆଗାମୀ ୨୦୦୦ ସାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଅବକାଶ (ଟେକ୍ସ ହଲିଡେ) ସୁବିଧା ବଲବନ୍ଦ ଥାକିବେ । ଯେ ସକଳ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କର ଅବକାଶ ଭୋଗ କରିତେହେ ତାହାଦେର ନିକଟ ହିତେ ଉତ୍ସ କର କର୍ତ୍ତନ ରହିତ କରା ହିଲେ । ୨୦୦୦ ସାଲେର ପର କର ଅବକାଶ ସମ୍ପର୍କେ ସରକାରେର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର ନେବ୍ଯା ହିଲେ ।

୮.୨.୯ ଡିଉଟି - ଡ୍ର-ବ୍ୟାକ କ୍ଷୀମ

କ) ଶିଳ୍ପଜାତ ପଣ୍ୟେର ରଣ୍ଧାନୀକାରକଗଣ ପଣ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନେର ପ୍ରଯୋଜନେ ଆମଦାନିକୃତ କାଂଚାମାଲେର ଉପର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଓ କର ପଣ୍ୟ ରଣ୍ଧାନୀର ପର ଏକଚୁଯାଳ-ଡ୍ର-ବ୍ୟାକ, ନୋଶନାଲ-ଡ୍ର-ବ୍ୟାକ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ ରେଇଟ-ଡ୍ର-

ব্যাক এই তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতির আওতায় ফেরত পাইতে পারেন। তবে ড্র-ব্যাক প্রাণ্টির সহজ পছ্টা হিসাবে ফ্লাট রেইট পদ্ধতির উপর শুরুত্বারোপ অব্যাহত থাকিবে।

- খ) সকল প্রকার প্রচলিত পণ্য ও অপ্রচলিত পণ্য রঞ্জনীর ক্ষেত্রে প্রাপ্য ডিউটি-ড্র-ব্যাক হার নির্দিষ্ট সময়সতে পুনঃনির্ধারণ এবং নতুন পণ্য ডিউটি-ড্র-ব্যাক এর আওতায় আনয়ন করা হইবে।

- ৮.২.১০ প্যাকেজিং সামগ্রীর উপর মূল্য সংযোজন কর
পাটের কাপড় ও থলি রঞ্জনী পণ্য প্যাকিং এর জন্য ব্যবহৃত হইলে এইগুলির প্রদন্ত কর ফেরতযোগ্য।

- ৮.২.১১ রঞ্জনী সহায়ক সার্ভিসের উপর ভ্যাট প্রত্যর্পণ সহজীকরণ
রঞ্জনী পণ্যের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক রাখার স্বার্থে রঞ্জনী সহায়ক সার্ভিস, যেমন-সি এন এফ সেবা, টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, বিদ্যুৎ, বীমা প্রিমিয়াম, শিপিং এজেন্ট কমিশন/ বিলের উপর পরিশোধিত ভ্যাট প্রত্যর্পণ করার সহজ পছ্টা নির্ধারণ করা হইবে।

- ৮.২.১২ রঞ্জনী শিল্পের বাতিলকৃত মালামাল বিক্রয়ের অনুমতি
চামড়া ও তৈরী পোশাকসহ ১০০% রঞ্জনীমুখী অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে বাতিলকৃত অংশের ২০% প্রযোজ্য কর প্রদান সাপেক্ষে স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হইবে।

৮.৩ সাধারণ সুযোগ- সুবিধা

- ৮.৩.১ ন্যূনতম ৮০% রঞ্জনীমুখী চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১০০% রঞ্জনীমুখী শিল্প হিসাবে ঘোষণা প্রদান
অধিকাংশ চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানই তাহাদের উৎপাদিত পণ্যের ১০০% রঞ্জনী করিতে না পারিলেও ন্যূনতম ৮০% রঞ্জনী করিয়া থাকে। রঞ্জনী ক্ষেত্রে চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের এই ধরনের অবদানের জন্য তাহাদের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করিবার লক্ষ্য যে সকল চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম ৮০% রঞ্জনী করিয়া থাকে তাহাদিগকে ১০০% রঞ্জনীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

- ৮.৩.২ ন্যূনতম ৮০% রঞ্জনীমুখী অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ১০০% রঞ্জনীমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রদন্ত সুযোগ- সুবিধা প্রদান
উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রঞ্জনী করিয়া থাকে এই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রঞ্জনী কার্যক্রমকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্য নিম্নোক্ত সুযোগ- সুবিধা প্রদান করা হইবে:

- ক) ১০০% রঞ্জনীমুখী শিল্প বিদ্যমান ব্যাংক ঝগসহ অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পাইবে, তবে ১০০% রঞ্জনীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয় রাজস্ব ব্রোড হইতে যেই সমস্ত শুল্ক ও কর সুবিধা পায় এই ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য হইবে না,
- খ) এই ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদিত পণ্যের ২০% প্রযোজ্য শুল্ক ও কর পরিশোধ সাপেক্ষে অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইবে।
- ৮.৪ আকাশ পথে ফলমূল ও শাক-সজিসহ ত্র্যাশ প্রোট্রামভূক্ত সকল পণ্য রঞ্জনীর ক্ষেত্রে হাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান
- ক) ফলমূল ও শাক-সজিসহ ত্র্যাশ প্রোট্রামভূক্ত সকল পণ্য রঞ্জনীর ক্ষেত্রে হাসকৃত হারে বিমান ভাড়া নির্ধারণ করা হইবে।
- খ) রঞ্জনীর ক্ষেত্রে বিদেশী এয়ারলাইসের কার্গো সার্কিসেস সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য রঘালাটি প্রত্যাহারঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতির আলোকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য রঞ্জনীর উদ্দেশ্যে আকাশ পথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বিদেশী এয়ারলাইসেসমূহের কার্গো সার্কিস ব্যবহারের জন্য বিমান বাংলাদেশের আরোপিত বর্তমানের রঘালাটি প্রয়োজনবোধে আরও হ্রাস অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে প্রত্যাহারের বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।
- ৮.৫ বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি
দেশের রঞ্জনী সম্প্রসারণের সংগে সংগে বাণিজ্যিক বিরোধের সংখ্যাও ইদানিং বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমস্ত বিরোধের ফলে অনেক ক্ষেত্রে রঞ্জনীকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হইতেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশী রঞ্জনীকারকরাও আর্থিক দিক হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য রঞ্জনী উন্নয়ন ব্যৱৰো সমঝোতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিরোধসমূহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। এইজন্য রঞ্জনী উন্নয়ন ব্যৱৰো চার্টারে এই বিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে, যাহা রঞ্জনী সংক্রান্ত বিরোধহ্রাস করিতে সহায়ক হইবে।
- ৮.৬ রঞ্জনীমুখী ছেট ও খামারকে শিল্প হিসাবে গণ্যকরণ
রঞ্জনীর উদ্দেশ্যে শাক-সজি, ফলমূল, তাজা ফুল, আর্কিড প্রভৃতির উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানকরে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ)-একর পর্যন্ত কৃষি খামারকে শিল্প হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। এই সমস্ত খামারকে রঞ্জনীমুখী শিল্পের ন্যায় প্রযোজ্য সুবিধা প্রদান করা হইবে।

৮.৭ গবেষণা এবং উন্নয়ন

বিশ্বব্যাপী উদার বাণিজ্য নীতি প্রবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক পণ্য বিপণন ক্রমেই তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে। এই প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে রঞ্জনী পণ্যের ক্রমাগত উন্নয়ন ও”বাজার উপযোগীকরণ প্রয়োজন এবং এইজন্য শিল্প কারখানায় নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন সুবিধা থাকা আবশ্যিক। এই উদ্দেশ্যে রঞ্জনী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত সকল যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উপর আরোপিত শুল্ক কর পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা হইবে। রঞ্জনী উন্নয়ন ব্যৱোর সুপারিশক্রমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে।

৮.৮ সাব-কন্ট্রাটিং ভিত্তিতে রঞ্জনী

সাব-কন্ট্রাটিং খাতে রঞ্জনীর উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিশেষতঃ জাপানে অটোমোবাইল শিল্প এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহে মুদ্রণ শিল্পে সাব-কন্ট্রাটিং এর সুযোগ গ্রহণের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

৮.৯ ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস কন্ট্রাট, কনসাল্টিং সার্ভিসেস কন্ট্রাট ও সিভিল কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাট প্রত্তি প্রকল্প রঞ্জনীর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান

ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস কন্ট্রাট, কনসাল্টিং সার্ভিসেস কন্ট্রাট ও সিভিল কনস্ট্রাকশন কন্ট্রাট এবং প্রকল্প রঞ্জনীকে সম্ভাবনাময় রঞ্জনী হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই খাতের রঞ্জনী কার্যক্রমের সহায়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রদান করা হইতেছে:

- ক) প্রকল্প কাজের প্রস্তাব প্রদান ও কার্যাদেশ লাভের পূর্বে ১% মার্জিনে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক যথাক্রমে বিড বড ও পারফরমেন্স গ্যারান্টি প্রদান ;
- খ) প্রকল্প কাজের প্রস্তাব লাভের পূর্বে যোগাযোগ, প্রতিনিধি প্রেরণ, বিদেশ ভ্রমণ, টেক্সার ডকুমেন্ট ক্রয় ইত্যাদির জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতি বার্ষিক পঞ্জীয়ন হাজার ডলার বরাদ্দ ;
- গ) বিদেশে অফিস স্থাপন ও কর্মচারী নিয়োগের অনুমতি প্রদান ;
- ঘ) সাধারণ বীমা কর্তৃক প্রকল্প বিশেষজ্ঞদের অনুকূলে ব্যক্তিগত প্রফেশনাল গ্যারান্টি/ বীমা প্রদান ;
- ঙ) দৃতাবাসসমূহ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ ও সহায়তা প্রদান।

৮.১০ রঞ্জনী পণ্য নমুনা প্রেরণের ক্ষেত্রে বার্ষিক সীমা নির্ধারণ

বর্তমানে বাণিজ্য মেলায় পণ্যের নমুনা প্রেরণের ক্ষেত্রে বার্ষিক সীমা দুই হাজার মার্কিন ডলার নির্ধারিত আছে। মেলা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে পূর্বে

নির্ধারিত রঞ্জনী পণ্যের নমুনা প্রেরণের আর্থিক সীমা অপ্রতুল বিবেচনা করিয়া তাহা ১০০০ টাকা হইতে ক্রমাগতে বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক ১৫০০ মার্কিন ডলার (প্রায় ৬৫,০০০ টাকা) পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে। পার্সেল পোষ্টে নমুনা প্রেরণের মূল্য সীমা বর্তমানের ২০০০ টাকা হইতে ৫০০০ টাকায় উন্নীত করা হইবে।

৮.১১ ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত পণ্য

- ক) বর্তমানে খেলনা, লাগেজ ও ফ্যাশনজাত পণ্য, ইলেকট্রনিক্স এবং চামড়াজাত পণ্য, ডায়মন্ড কাটিং ও পলিশিং, অলংকার তৈরী, রেশম কাপড়, টেশনারী দ্রব্যাদি, কাট ও আর্টিফিসিয়াল ফ্লাওয়ার এবং আর্কিড, গিফ্ট আইটেম, শাক-সজি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি ও সার্ভিসেসকে ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত করা হইয়াছে। ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত পণ্যসমূহের উৎপাদন ও রঞ্জনী বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্য উন্নয়ন, বাজার উপযোগীকরণ ও বিপণন ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঝঁঁ সুবিধা, কাঁচামাল আমদানীর সুযোগ, কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে বিপণন সুবিধা, শুল্ক প্রত্যর্পণ /বক্সেড ওয়্যার হাউজ সুবিধা এবং বহিবিশ্বে বাজার অন্বেষণসহ যৌথ বিনিয়োগ লাভে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা হইতেছে। উন্নিখিত পণ্য ছাড়াও তাজা ফুল, ফলমূল এবং বাঁশ বেত ও কাঠের আসবাবপত্র ক্র্যাশ প্রোগ্রামভুক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।
- খ) কৃষি ভিত্তিক পণ্যের রঞ্জনী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অধিকতর মূল্য সংযোজিত কৃষি পণ্য খাতকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হইবে।

৮.১২ পণ্য উন্নয়নে নমুনা আমদানীর সুবিধা বৃদ্ধি

পণ্য উন্নয়ন ও রঞ্জনী বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৈরী পোশাক খাত ব্যতীত অন্যান্য খাতের সকল রঞ্জনীকারকগণকে পণ্য নমুনা বিনা শুল্কে আমদানীর নিম্নরূপ সুযোগ প্রদান করা হয়ঃ বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের উক্রে নমুনা আমদানীর ক্ষেত্রে রঞ্জনী উন্নয়ন বৃত্তে রঞ্জনী আয়ের নিরিখে সুপারিশ করিবে এবং তাহা প্রধান আমদানি ও রঞ্জনী নিয়ন্ত্রকের ছাড়পত্রের মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে।

- ৮.১৩** আমদানীকারক ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের মালটিপল এন্ট্রি ভিসা প্রদান
বিদেশী বিনিয়োগকারী ও আমদানীকারকদের বাংলাদেশ সফর ও অবস্থান সহজ ও খামেলামুক্ত করিবার লক্ষ্যে মালটিপল এন্ট্রি ভিসা প্রদান করার নিয়ম প্রচলিত আছে।
- ৮.১৪** বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ
বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক কোর্স প্রণয়নপূর্বক কোন খ্যাতনামা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে।
- ৮.১৫** বিদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক প্রদর্শনী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ও আয়োজন
রঞ্জনী কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক প্রদর্শনী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচীতে সরকারী/ বেসরকারী পর্যায়ে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা হয় এই ধরণের রঞ্জনীমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন উৎসাহব্যঙ্গক সুবিধা প্রদান করা হইতেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন দেশে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমব্যয়ে একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে।
- ৮.১৬** রঞ্জনী বিষয়ক প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ
রঞ্জনী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দেশের রঞ্জনী তৎপরতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। রঞ্জনী বাণিজ্য সকল আংশিক ও প্রাণব্য সুবিধাদি সম্পর্কে রঞ্জনীকারকদিগকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে রঞ্জনী উন্নয়ন বুরো কর্তৃক জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন জোরদার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকিবে।
- ৮.১৭** বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণ
রঞ্জনী উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। সোনারগাঁও হোটেল সংলগ্ন ৬.১২ একর জায়গা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে।

৮.১৮ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র

চাকায় বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে চট্টগ্রামে একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় জমি বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৮.১৯ সিআইপি (রঞ্জনী)

রঞ্জনী ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রতি বৎসর পণ্যওয়ারী সিআইপি নির্বাচন করা হয়।

৮.২০ জাতীয় রঞ্জনী ট্রফি

দেশের রঞ্জনীকারকদের রঞ্জনী বৃন্দির ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে প্রতি বৎসর পণ্যওয়ারী মোট ৪৫টি জাতীয় ট্রফি প্রদান করা হইতেছে। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ভ্রমণকালে তাহাদেরকে সিআইপি সুবিধা প্রদান করা হয়।

৮.২১ প্রচলন রঞ্জনী সুবিধা

রঞ্জনী পণ্য প্রস্তরের জন্য ব্যবহৃত স্থানীয় কাঁচামাল অথবা আন্তর্জাতিক দরপত্রের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রায় স্থানীয় প্রকল্পাধীনে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত পণ্য প্রচলন রঞ্জনী বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহা প্রত্যক্ষ রঞ্জনীর ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ সকল রঞ্জনী সুযোগ-সুবিধা পাইয়া থাকে।

৮.২২ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্যভিত্তিক দেশীয় মেলা

রঞ্জনী বৃন্দির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বাণিজ্য মেলা সংগঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারে। এই সমস্ত মেলায় বিদেশী ক্রেতাদের সমাগম একদিকে যেমন রঞ্জনী পণ্যের পরিচিতি বিস্তৃত করে, অন্যদিকে তেমনি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অধিকতর সংযোগ স্থাপনের পথ প্রস্তুত হয়। এই বিবেচনায় বিদেশে সাধারণ ও পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি দেশেও আন্তর্জাতিক সাধারণ এবং পণ্যভিত্তিক বিশেষায়িত মেলা প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হইবে। ১৯৯৫ সালে ঢাকায় প্রথমবারের মত “ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা” আয়োজন করা হইয়াছিল।

৮.২৩ রঞ্জনী উন্নয়ন ব্যৱৰো এবং টিসিবি কর্তৃক নমুনা আমদানি

রঞ্জনী উন্নয়ন ব্যৱৰো এবং টিসিবি বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা মূল্যসীমা পর্যন্ত যে কোন পণ্যের নমুনা শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করিতে পারিবে।

৮.২৪ নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি

রঞ্জনী অর্ডারের বিপরীতে রঞ্জনীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ/নিয়ন্ত্রণ তালিকাভুক্ত কঁচামাল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবে।

৮.২৫ প্রচলন রঞ্জনী পরিধি সম্প্রসারণ

প্রচলন রঞ্জনী পরিধি ব্যাপক ভিত্তিক করিয়া ইহার অধীনে রঞ্জনী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ এবং “টার্ণ কি” যথা-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস কন্ট্রাক্ট, কনসালটিং সার্ভিসেস কন্ট্রাক্ট এবং বিভিন্ন কনষ্ট্রাকশন কন্ট্রাক্টের ন্যায় ‘প্রকল্প রঞ্জনী’ কে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই সকল প্রকল্প রঞ্জনী ক্ষেত্রে নীট বৈদেশিক মুদ্রা আয় প্রকৃত আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং রঞ্জনীর সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮.২৬ পণ্য জাহাজীকরণ

রঞ্জনী পণ্য পরিবহনের অহেতুক বিলম্ব পরিহারের উদ্দেশ্যে ওয়েভারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে অন্যন্য ক্ষেত্রে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় রঞ্জনী পণ্য জাহাজীকরণের জন্য ওয়েভার আবেদন প্রাপ্তির ২৪ ঘন্টার মধ্যে উহা (ওয়েভার) প্রদান নিশ্চিত করিবে। ইহা ছাড়া রঞ্জনী পণ্য দ্রুত পরিবহনের সুবিধার্থে কেহ যদি বিমান চার্টার করিতে চাহেন তাহা হইতে সরকারের পক্ষ হইতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

৮.২৭ পুনঃ রঞ্জনী (অন্ত্রাপো)

এখন হইতে পুনঃ রঞ্জনীর (অন্ত্রাপো) জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে কেইস ভিত্তিতে অনুমতি গ্রহণের দরকার হইবে না। মূল্য সংযোজনের হার বর্তমানের ১০% হইতে হ্রাস করিয়া ৫% এ নির্ধারণ করা হইল, তবে কান্ট্রি অব অরিজিন হিসাবে বাংলাদেশের নাম ব্যবহার করা যাইবে না এবং পুনঃ রঞ্জনীত্ব পণ্যের ঘোষণায় “অন্ত্রাপোঃ বা “সাময়িক আমদানি” কথাটি থাকিতে হইবে।

৮.২৮ এলসি ছাড়া রঞ্জনীর সুযোগ

রঞ্জনী কার্যক্রম সহজতর করার লক্ষ্যে এখন হইতে এলসি ছাড়া বায়িং কন্ট্রাক্ট, চুক্তি, পারচেজ অর্ডার কিংবা এ্যাডভান্সড পেমেন্টের ভিত্তিতে রঞ্জনী করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে রঞ্জনীকারকদের শুধু ইএক্সপ্রিফরম ও শিপিং বিল দাখিল করিতে হইবে। ইহা ছাড়া শাক-সজি ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যসহ সকল প্রকার পণ্য এলসি ব্যতিরেকে অগ্রিম নগদায়ন বা কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে রঞ্জনী অনুমোদন দেওয়া হইবে। এই ধরনের রঞ্জনী যাহাতে সহজে

সম্পাদন করা যায় তাহার জন্য কমপক্ষে এক বৎসরের মেয়াদের ভিত্তিতে প্রকৃত রঞ্জনীকারকগণকে রঞ্জনী ঝণপত্র ছাড়াও কন্ট্রাষ্ট, পারচেজ অর্ডার ও এ্যাডভাসড পেমেন্টের ভিত্তিতে রঞ্জনী করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

৮.২৯ এলসি ব্যতিরেকে আমদানীর সুযোগ

রঞ্জনীমুখী শিল্পের মূলধন যন্ত্রপাতি, অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং পুনঃ রঞ্জনীর জন্য পচনশীল পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে মূল্য সীমা নির্বিশেষে ঝণপত্র (এলসি) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইবে না।

৮.৩০ রঞ্জনীমুখী শিল্পের কাঁচামাল আমদানীর বিধি নিষেধ শিথিল

১০০% রঞ্জনীমুখী শিল্পে ব্যবহারের জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানীর ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশের বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না এবং কান্ট্রি অব অরিজিনের বাধ্যবাধকতা থাকিবে না।

৮.৩১ সরাসরি বিমান বুকিং ব্যবস্থা

দেশের উত্তরাধিগণের টাটকা শাক-সজি ও অন্যান্য পচনশীল পণ্য যাহাতে সহজে রঞ্জনী গতব্যস্থলে পৌঁছাইতে পারে এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন থাকে উহার সুবিধার্থে রাজশাহী ও সৈয়দপুর বিমান বন্দর হইতে ঐ সকল পণ্যের সরাসরি বুকিং সুবিধা অব্যাহত থাকিবে।

৮.৩২ পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত প্রকল্প

পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে একটি আন্তঃখাত প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় রঞ্জনী মূল্য প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বড় ব্যবস্থা, ডিউটি-ড্র-ব্যাক, নগদ সহায়তা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা হইবে। অনুরূপভাবে এই প্রকল্পের আওতায় পণ্য উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণ, বাণিজ্য সহযোগিতা এবং রঞ্জনী বাণিজ্যের অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা পরীক্ষা করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। রঞ্জনী বাণিজ্যে সর্বাধিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তরের সুবিধার জন্য বিশ্ব ব্যাংক বা অন্য কোন উৎসের সাহায্যপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হইবে।

৮.৩৩ অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান

বড়েড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত কম্পোজিট নীট/হোসিয়ারী বস্ত্র ও পোশাক প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলি উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করিতেছে। বর্তমানে এই সমস্ত ইউনিটগুলি আমদানীর ক্ষেত্রে ৫০%-৭০% হারে বড়েড ওয়্যার হাউজ সুবিধা

পাইতেছে। অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারের লক্ষ্যে বন্ডেড ওয়্যার হাউজ সুবিধার এই হার উত্তরোত্তর ত্রাস করা হইবে।

৮.৩৪ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে এম আই এস স্থাপন

ইউএনডিপি-র আর্থিক সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে উকুগুয়ে রাউন্ড ষ্টাডি প্রকল্পের আওতায় এমআইএস স্থাপন করা হইবে। প্রস্তাবিত এম আইএস-এ ইন্টারনেট থাকিবে, যাহার মাধ্যমে আমদানি রপ্তানীসহ বিশ্ব বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল তথ্যাদি আদান-প্রদান করা যাইবে।

৯. পণ্যভিত্তিক সুবিধাদি

৯.১ তৈরী পোশাক

৯.১.১ তৈরী পোশাক খাতে অর্জিত রপ্তানী আয়ের যেই অংশ ব্যাক-টু-ব্যাক ঝণপত্রের মাধ্যমে কাপড় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি আমদানি বাবদ পরিশোধের জন্য প্রয়োজন হয়, উহা টাকায় রূপান্তর না করিয়া রপ্তানীকারকদের বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখার সুবিধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে রপ্তানীলক্ষ্য আয় একবার টাকায় রূপান্তর এবং আমদানিকৃত কাঁচামালের মূল্য পরিশোধ বাবদ উহা বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃ রূপান্তরকরণজনিত আর্থিক ক্ষতির হাত হইতে রপ্তানীকারকগণ রক্ষা পাইবেন।

৯.১.২ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামলের শুল্কের সমপরিমান ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে শুল্ক বন্ডের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উল দ্বারা বন্ড বর্হিভূত এলাকায় হাতে বনুন সুয়েটার উৎপাদনের সুযোগ প্রদান করা হইবে।

৯.১.৩ প্রতি পোশাক ক্যাটাগরিতে নমুনা আমদানীর অনুমতিঃ বর্তমানে প্রতি ক্যাটাগরিতে ২০ পিস এবং বার্ষিক সর্বোচ্চ ১০০ পিস নমুনা শুল্কমুক্তভাবে আমদানীর সুযোগ রহিয়াছে। নমুনা নষ্টকরণের (মিউটিলেশন) শর্তে উক্ত আমদানীর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

৯.১.৪ মূল্য সংযোজন হার যৌক্তিকীকরণ

ক) নমনীয় মূল্য সংযোজন হার দেশের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়ক বিবেচনা করিয়া মূল্য সংযোজনের হার যৌক্তিকীকরণ করার লক্ষ্যে তৈরী পোশাকসহ অপরাপর পণ্যের মূল্য সংযোজন হার স্থির করার জন্য একটি ষ্টাভিং কমিটি গঠন করা হইবে।

খ) শুধুমাত্র স্থানীয় সূতা মিল হইতে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে সূতা ও অন্যান্য উপকরণাদি সংগ্রহ করা হইলে সেই

ক্ষেত্রে মৌট পোশাক রঞ্জনীর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির পরিমাণ হইবে সর্বোচ্চ মাষ্টার এলসি-র সমপরিমাণ।

৯.১.৫ ঘ্রে-কাপড় আমদানীর সুবিধা

পশ্চাত সংযোগ শিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রঞ্জনীমুখী তৈরী পোশাক প্রস্তুতকারী শিল্পসমূহকে সুনির্দিষ্ট রঞ্জনী আদেশের বিপরীতে রঞ্জনী শিল্পের ব্যবহার ও সরাসরি রঞ্জনীর উদ্দেশ্যে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ঘ্রে-কাপড় আমদানীর অনুমতি প্রদান করা হইতেছে। এতদিন এই সুযোগ কেবলমাত্র ডাইং ও ফিনিশিং কারখানাগুলিকে প্রদান করা হইত। এই ক্ষেত্রে তৈরী পোশাক শিল্পে মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলেও আশামুরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। বিধায় সরকার তৈরী পোশাক রঞ্জনীকারকদেরকেও ঘ্রে-কাপড় আমদানীর সুযোগ প্রদান করিয়াছে।

৯.১.৬ ফ্যাশন ইনষ্টিউট স্থাপন

বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকার লক্ষ্যে এবং তৈরী পোশাকের (চামড়াজাতসহ) মান উন্নয়নের জন্য রঞ্জনী উন্নয়ন ব্যরোর সহায়তায় বেসরকারী উদ্যোগে একটি ফ্যাশন ইনষ্টিউট স্থাপন করা হইবে।

৯.২ হিমায়িত মৎস্য

৯.২.১ বর্ধিত মাত্রায় চিংড়ি রঞ্জনীর উদ্দেশ্যে কাঁচামাল হিসাবে চিংড়ি চাষ বৃদ্ধিকাঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চিংড়ি চাষের উপর গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে চিংড়ি উন্নয়ন বোর্ড গঠন, চিংড়ি হ্যাচারীকে শিল্প হিসাবে চিহ্নিতকরণ, চিংড়ি চাষীদের প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল গঠন এবং চিংড়ি চাষের উপকরণ আমদানীর উপর শুল্ক হ্রাসকরণসহ বিধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

৯.২.২ হিমায়িত মৎস্য কারখানার মালিকগণকে আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের লক্ষ্যে একশত একর করিয়া খাস জমি বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

- ৯.২.৩ হ্যাচাপ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য হিমায়িত খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানাসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান করা হইবে।
- ৯.২.৪ হিমায়িত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করিবার লক্ষ্যে অপরিহার্য মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি শুল্কমুক্ত আমদানীর ব্যবস্থা করা হইবে।
- ৯.৩ বাঁশ, বেত ও নারিকেলের চাষ
৯.৩.১ হস্তশিল্পজাত পণ্যের স্থানীয় কাঁচামাল সরবরাহ বৃদ্ধিকর্ত্ত্বে বাঁশ, বেত ও নারিকেলের পরিকল্পিত চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।
- ৯.৩.২ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ডিজাইন সেন্টার স্থাপন করা হইবে।
- ৯.৪ চা শিল্প
৯.৪.১ চা শিল্পকে রপ্তানীমুখ্য শিল্প হিসাবে গণ্য করার বিষয় পরীক্ষা করা হইবে।
- ৯.৪.২ অধিকাংশ চা বাগানের জমির দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা না থাকায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণে বিষয় সৃষ্টি হইতেছে বিধায় চা বাগানের জমিসমূহ দীর্ঘ মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হইবে।
- ৯.৪.৩ আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে চাষের গুণগতয়ানের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য চা কারখানাসমূহের আধুনিকীকরণের জন্য চা বাগান মালিকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হইবে। কঢ়গ চা বাগানগুলির জন্য উন্নয়ন ঋণের ব্যবস্থা করা হইবে।
- ৯.৪.৪ প্যাকেট চা রপ্তানীকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আমদানিকৃত প্যাকিং সামগ্রীর জন্য এফ ও বি মূল্যের উপর ফ্লাট রেটে ডিউটি ড্র ব্যাক প্রদান করা হইবে।
- ৯.৪.৫ চা রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাহাজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জেনারেল ওয়েভার প্রদান করা হইবে।
- ৯.৪.৬ রেয়াতী হারে শুল্ক প্রদান সাপেক্ষে চা প্যাকিং এর জন্য কাগজের মোড়ক আমদানীর সুযোগ দেওয়া হইবে।
- ৯.৪.৭ বিদেশে বাংলাদেশী চা বাজারজাতকরণে সুখ্যাতি ব্র্যান্ড নেম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচারকার্য জোরদারকরণ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রেন্ডিং ও ডিস্ট্রিবিউটিং সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হইবে।

৯.৫ পাট শিল্প

- ৯.৫.১ পাট খাতের উন্নতির জন্য পাটখাত সংস্কার কর্মসূচী অবাহত থাকিবে।
- ৯.৫.২ পাট ও পাটজাত পণ্যের রঞ্জনী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক তন্ত্র হিসেবে ইহার অনুকূল সুবিধাদির বিষয়ে বিদেশে ব্যাপক প্রচারকার্য পরিচালনা এবং পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।
- ৯.৫.৩ পাট সূতা ও টোয়াইন রঞ্জনীতে উৎসাহ প্রদানকল্পে ১৯৯৭ সন থেকে ৩ বৎসরের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতের রঞ্জনীকারককে এফ ও বি মূল্যের উপর ১০% হারে বিপণন সহায়তা প্রদান করা হইতেছে।

৯.৬ অন্যান্য খাত

- ৯.৬.১ সফ্টওয়্যার রঞ্জনী বৃদ্ধির জন্য ইতিমধ্যেই ৬টি V-SAT লাইন স্থাপন করা হইয়াছে। এই খাতে রঞ্জনী বৃদ্ধির লক্ষ্যে আরও নতুন লাইন/সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- ৯.৬.২ সফ্টওয়্যার রঞ্জনীর গুরুত্ব উপলক্ষি করিয়া বিষয়টির সম্ভাবনা ও প্রকৌশলগত বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত একটি কমিটির সুপারিশের আলোকে এই খাতকে আরও কতিপয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয় বিবেচনাধীন রাখিয়াছে।
- ৯.৬.৩ অলংকার ও ডায়মন্ড কাটিং শিল্পকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সুবিধা সম্বলিত অলংকার রঞ্জনী নীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং ডায়মন্ড কাটিং নীতি প্রণয়নের কাজ ঢুকাত্ত পর্যায়ে রাখিয়াছে।

১০. বিবিধ

১০.১.১ রঞ্জনী পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ

রঞ্জনী পণ্যের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মান সম্পর্কে রঞ্জনীকারকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে ও মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকীকরণ করা হইবে। রঞ্জনী পণ্য জাহাজীকরণের পূর্বে পণ্য স্বীকৃত গুণগতমান, স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন এবং ক্ষেত্র বিশেষ Phytosanitary প্রত্যয়ন পত্র সংক্রান্ত বিষয়ে নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা হইবে। তদুপরি রঞ্জনীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে গুণগতমান অর্জনের জন্য আইএসও ৯০০০ এবং পরিবেশগত বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত আইএসও ১৪০০০ অর্জনে প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান করা হইবে এবং ইহার সংগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কার্যক্রম জোরদার করা হইবে।

১০.১.২ রঞ্জনী পণ্যের হারমোনাইজড কোড প্রবর্তন

আমদানি ও রঞ্জনী সংক্রান্ত এলসি ফরমে বিশ্ব সংস্থা অনুসৃত হারমোনাইজড কোড ব্যবহারের লক্ষ্যে রঞ্জনী পণ্যের পূর্ণাংগ বর্ণনা সম্বলিত কোড প্রণয়ন করা হইবে।

১০.১.৩ উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধি

কৃষি পণ্য বিশেষ করিয়া টটকা শাক-সজি, ফলমূল ও তাজা ফুল রঞ্জনী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সকল পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণগত উৎকর্ষ বিধান এবং প্যাকেজিং ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হইবে।

১০.১.৪ আর্থিক ও রাজস্ব সুযোগ সুবিধাগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করা হইবে এবং প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১০.১.৫ রঞ্জনী প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দূরীকরণের জন্য টাক্ষ ফোর্স সভা আহবান করা হইবে।

১০.১.৬ একটি এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পরীক্ষা করা হইবে।

১০.১.৭ রঞ্জনী বাণিজ্যের সহায়তার লক্ষ্যে (ক) দেশে ও বিদেশে Net Work সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত Information Center স্থাপন, (খ) বাণিজ্যিক বিষয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য ফরেন ট্রেড ও ইনভেষ্টমেন্ট ট্রেনিং ইন্সিটিউট স্থাপন, (গ) রঞ্জনী উন্নয়ন ব্যৱসহ চেম্বারসমূহের গবেষণা সেল জোরদার করার লক্ষ্যে কারিগরী সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ ও (ঘ) ডিজাইন ও ফ্যাশন ইনসিটিউট স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংকের কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১০.১.৮ বিশ্ব বাজার উদারীকরণের ফলে রঞ্জনী বাণিজ্য অনেক অবকাঠামোগত পরিবর্তন হইয়াছে। এই সব পরিবর্তনের ফলে রঞ্জনীকারকগণের সেবা চাহিদার প্রকৃতি ও ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কাজই পরিবর্তিত সেবা চাহিদার নিরিখে রঞ্জনী উন্নয়ন ব্যৱোর কাঠামোর পুনর্গঠনের বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে।

১১. রঞ্জনী নিষিদ্ধ/ শর্ত সাপেক্ষে রঞ্জনী পণ্য তালিকা

সরকারের উদার বাণিজ্য নীতির প্রেক্ষাপটে রঞ্জনী নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা সংকুচিত করা হইয়াছে। এই তালিকা প্রযোজনবোধে পর্যালোচনা/ পুনর্বিবেচনা করা হইবে।

১৯৯৭-২০০২ সালের রঞ্জনী মীতির রঞ্জনী নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা ও শর্ত সাপেক্ষে রঞ্জনীযোগ্য পণ্যের তালিকার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইলঃ-

১১.১ রঞ্জনী নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা

ন্যাপথা, ফার্নেস অয়েল, লুব্রিক্যান্ট, গ্রীজ অয়েল ও বিটুমিন ব্যতিরেকে পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য। তবে প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট এর আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক তাদের হিস্যার পেট্রোলিয়াম ও এলএনজি রঞ্জনীর ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে ন।

১১.১.২ কেপোক বীজ ব্যতীত সকল তৈলবীজ ও ভোজ্য তৈল। তবে তৈলবীজ ও অপরিশোধিত তৈল আমদানি করিয়া প্রক্রিয়াজাত/ পরিশোধনপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে রঞ্জনী করা যাইবে।

১১.১.৩ পাট বীজ ও শন বীজ।

১১.১.৪ গম।

১১.১.৫ গুড় ও খাতেশ্বরী চিনি।

১১.১.৬ ১৯৭৩ সালের বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) অধ্যাদেশের (রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং-২৩.১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে (সংশোধিত) প্রথম তালিকায় বর্ণিত প্রজাতি ব্যতীত উক্ত অধ্যাদেশে উল্লিখিত সব রকমের জীবন্ত প্রাণী ও বন্য প্রাণীর চামড়া।

১১.১.৭ আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুন্দ ও উহাদের উপকরণ।

১১.১.৮ তেজক্ষিয় নিরারণজনিত পদার্থ।

১১.১.৯ পুরাতাত্ত্বিক দূর্লভ বস্তু।

১১.১.১০ মনুষ্য কংকাল, রক্তের প্লাজমা অথবা মনুষ্য রক্ত হইতে উৎপাদিত অন্য কোন সামগ্রী।

১১.১.১১ সকল প্রকার ডাল।

১১.১.১২ হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত চিংড়ি মাছ (এসআরও নং-৬০-এল/৭৬, তারিখঃ ১৪.০২.৭৬)।

১১.১.১৩ পিয়াজ (এসআরও নং-২৫০-এল/৭৭, তারিখঃ ১৩.০৮.৭৭)

- ১১.১.১৪ হরিণ ও চাকা প্রজাতি ছাড়া ৭১/৯০ কাউন্ট ও তাহার চেয়ে ছোট আকারের সামুদ্রিক চিংড়ি এবং ৬১/৭০ ও তার চেয়ে ছোট আকারের মিঠা পানির চিংড়ি(এসআরও নং-৩৪৫ এল/৮৩, তারিখঃ ২০.১০.৮৩)
- ১১.১.১৫ চাউলের কুড়া (তৈল নিষিক্ত চাউলের কুড়া ব্যাতিরেকে)।
- ১১.১.১৬ অচেরাইকৃত বাঁশ, বেত ও কাঠের গুড়ি।
- ১১.১.১৭ সকল প্রজাতির ব্যাঙ (জীবিত অথবা মৃত) ও ব্যাঙের পা।
- ১১.১.১৮ ক্যামিকেল উইপনস কনভেনশন এর ১ নং তালিকাভুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য।
- ১১.১.১৯ কাঁচা ও ওয়েট ব্লু চামড়া।

১১.২ শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানী পণ্য তালিকা

- ১১.২.১ চিটাগুড়ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে অনুমোদন দিবে।
- ১১.২.২ তৈল নিষিক্ত চাউলের কুড়াঃ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ও যুক্তিসংগত মূল্যে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর দ্বারা সম্পত্তি না হইলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে অনুমোদন দিবে।
- ১১.২.৩ গমের ভূষিঃ ১১.২.২ এর অনুরূপ।
- ১১.২.৪ ইউরিয়াঃ বিসিআইসি ফার্টেরীগুলিতে (কাফকো ব্যৌত্ত) প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া ফার্টিলাইজার শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে কেইস-টু-কেইস হিসাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিবে।
- ১১.২.৫ গরু মহিমের শিং ও খুরঃ এই ধরণের রপ্তানী প্রস্তাবে কেইস-টু-কেইস হিসাবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিবে।
- ১১.২.৬ খেজুরের গুড়ঃ আলোচ্য বৎসরের উৎপাদিত পরিমাণের অর্ধেক রপ্তানী করা যাইবে। কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিবে।

সংলগ্নী-ক

১৯৯৭-৯৮ ও ২০০১-২০০২ অর্থ বৎসরের রঞ্জনী লক্ষ্যমাত্রা
(পণ্যভিত্তিক)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

পণ্য	৯৭-৯৮	৯৮-৯৯	৯৯-২০০০	২০০০-২০০১
তৈরী পোশাক	২৫০০	২৭৫৬	৩০১০	৩২৮০
পাটজাত পণ্য	৩০৭	৩১২	৩১৪	৩১৭
চামড়া	২০৫	২২৫	২৪০	২৮০
হিমায়িত খাদ্য সামগ্রী	৩২০	৩৫০	৩৮০	৪০০
নিট ওয়্যার	৯৮৩	১১৭৮	১৪১২	১৬৮৭
কাঁচা পাট	১২৫	১৩২	১৪০	১৫০
চাঁ	৮০	৮২	৮৮	৯০
রাসায়নিক পণ্য সামগ্রী	৯৪	৯৮	১০০	১০২
পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ	১০	১০	১০	১০
প্রকৌশল পণ্য সামগ্রী	১৮	২১	২৩	২৫
কৃষিজাত পণ্য	৩২	৩৫	৩৭	৪০
হস্ত শিল্পজাত পণ্য	৮	৯	৯	১০
অন্যান্য	৩৭৮	৪৬২	৬১৭	৮২৮
মোট	৫০২০	৫৬৩০	৬৩৮০	৭১৭৫

বিনিময় হার ১ ডলার = ৮৫.০০ টাকা

৭. জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮

১। উপক্রমণিকা (Preface)

নগণ্য সংখ্যক টেলিফোন, ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের সীমিত ক্ষমতা, স্বল্প মূলধন বিনিয়োগ এবং সেকেলে পদ্ধতি ও প্রযুক্তি বিশিষ্ট বাংলাদেশের বর্তমান টেলিযোগাযোগ খাতের আশু উন্নয়নকল্পে সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। চাহিবামাত্র টেলিযোগাযোগ সুবিধা যোগান এবং সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে সত্ত্বোষজনক মানসসম্ভত সেবা প্রদান, গ্রাহকদের প্রদত্ত অর্থের সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ ও অর্থনৈতিকে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি সুষ্ঠু জাতীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বলিষ্ঠ জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিশেষ বিশেষ শ্ৰেণী তথা জনসাধারণের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যত টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ এর ভিত্তিতে (cost-based) মাঞ্চল নির্ধারণ করিবার বিষয়টিও নিশ্চিত করা একাত্ম প্রয়োজন। এই লক্ষ্য সামনে রাখিয়া এই নৃতন টেলিযোগাযোগ নীতিমালা দেশের সকল এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ, অপেক্ষমাণ চাহিদা পূরণ এবং টেলিযোগাযোগ সার্ভিস প্রদানকারী সকল অপারেটরের সুযোগ ও প্রতিযোগিতার সমাধানিকার প্রদান করিবার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করিবে।

২। সুদূর প্রসারী প্রত্যাশা (Vision)

দেশব্যাপী সার্বজনীন টেলিফোন সার্ভিসের সুবিধা প্রদান এবং এলাকা বিশেষে চাহিদানুযায়ী সেলুলার, মোবাইল, টেলিফোন, পেজিং, ডাটা সার্ভিস, ইলেকট্রনিক মেইলসহ ইন্টারনেট, ভয়েস মেইল ও ভিডিও কনফেরেন্সিং এর ন্যায় সকল মূল্য সংযোজিত (Value added) সার্ভিস সত্ত্বোষজনক মানে ও সাধ্যানুরূপ মূল্যে সহজলভ্য করা হইল সরকারের কৌশলগত সুদূর প্রসারী প্রত্যাশা।

এই প্রত্যাশা পূরণে বেসরকারী খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি ও সাথে সাথে সার্ভিস প্রদানকারী হিসাবে সরকারের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে হাস পাইবে। টেলিযোগাযোগের এই নব দৃশ্যটি পৃষ্ঠপোষকতার নিমিত্তে একটি নৃতন নীতিগত পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে সরকারের লক্ষ্য। একটি নৃতন টেলিযোগাযোগে আইনের দ্বারা সরকারের নীতি প্রণয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক ভূমিকা জোরদার করা হইবে যাহাতে সরকারের নৃতন নীতি, লক্ষ্য ও

কৌশলসমূহ প্রতিফলিত হইবে। ইহা ছাড়া টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক নৃতন প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করা হইবে যাহা উক্ত আইনের রক্ষক হইবে এবং উহার নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

সরকার উপলক্ষ্য করে যে, নির্ভরযোগ্য ও সাধ্যানুরূপ মূল্য বিশিষ্ট এই সার্বজনীন টেলিযোগাযোগ সর্ভিস করা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হইবে যখন টেলিযোগাযোগ খাতের যথাযথ সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী টেলিযোগাযোগ অপরাটরদেরকে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিজ নিজ সর্ভিস পরিচালনার জন্য উৎসাহিত করা হইবে। এই পরিবেশে আন্তঃসংযোগও ন্যায়সংগত হইবে।

৩। নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ (**The Policy Objectives**)

টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে বিদ্যমান অক্ষমতা দূরীকরণে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের নিমিত্তে টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ এই নীতিমালা দলিলে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত সংগতিপূর্ণ আর্থসামাজিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের সুশৃঙ্খল ও দ্রুত সম্প্রসারণ এবং টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে টেলিযোগাযোগ নীতিমালার লক্ষ্যসমূহ হইল নিম্নরূপঃ-

৩.১। তথ্যের আদান প্রদান (Exchange of information): তথ্য আদান প্রদানের স্বাধীনতা মানবিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে স্থিরূপ। কাজেই সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং স্বার্থ ও নিরাপত্তার পরিপন্থী হিসাবে বিবেচিত তথ্যাদি ছাড়া সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে জনগণকে অবাধ সুযোগ প্রদানের প্রয়াস চালানো হইবে।

৩.২। জাতীয় সংহতি জোরদারকরণ (Promotion of National Integration): টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির কাঞ্জিকত অবদান/প্রভাবকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে ধাবিত করিয়া জাতীয় সংহতি জোরদার করা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আটুট রাখাই হইবে টেলিযোগাযোগ কর্মকাণ্ডের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩.৩। সার্বজনীন অভিগমন (Universal Access): টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় সার্বজনীন অভিগমন (access) নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যুক্তিসংগত সংখ্যক জনগণের নিকট টেলিযোগাযোগের আধুনিকতম, উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন, দক্ষ ও

মুনাফাদায়ক বুনিয়াদি (Basic) ও মূল্য সংযোজিত (Value-added) সুবিধাদি/সার্ভিসসমূহ পূর্ণ মাত্রায় যোগান দেওয়া হইবে।

৩.৪। যন্ত্রপাতির ডিজিটালকরণ (Digitalization): সকল এনালগ সুইচিং এবং ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি যথাক্রমে ২০০২ ও ২০০৫ সাল নাগাদ ডিজিটাল পদ্ধতির যন্ত্রপাতির দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হইবে। ইহা বিদ্যমান ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বুনিয়াদি ও মূল্য সংযোজিত উভয় প্রকারের সকল টেলিযোগাযোগ সার্ভিসমানের উৎকর্ষ সাধন করিবে। টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর মান ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা ছাড়াও যন্ত্রপাতির পূর্ণাংগ ডিজিটালকরণ সরকারী ও বেসরকারী অপারেটরদের আন্তঃসংযোগ পদ্ধতি (Interfacemechanism) সহজতর করিবে।

৩.৫। প্রতিযোগিতামূলক কাঠামো (Competitive Framework): জনসাধারণের নিকট সীমিত সাধ্যের মধ্যে টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহের লভ্যতা নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাদির পরিমাণগত, গুণগত ও পরিসরগত দ্রুত অগ্রগতি তরান্বিত করিবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে।

৩.৫.১। বাজারমুখী অর্থনীতি (Market Oriented Regime): বাজারমুখী অর্থনীতি প্রবর্তন, যথাযথ বিধিবিধান প্রণয়ন, মানদণ্ডসমূহ নির্ধারণ, কার্য পরিচালন প্রণালী নির্দিষ্টকরণ, শর্তাবলী আরোপ এবং বিনিয়োগ পরিবেশ ও প্রতিযোগিতা সৃজন এর মাধ্যমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষ ও মুনাফাদায়ক টেলিযোগাযোগ সুবিধাদি প্রদান করা হইবে।

৩.৫.২। ব্যবহারকারীদের বাছাই সুযোগ (User's Choice): টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও সার্ভিসসমূহের উন্নয়ন ব্যবহারকারীদের জন্য সুবিধাজনক হইতে হইবে। বিভিন্ন সার্ভিস, সিটেম ও ক্যারিয়ার এর বাজার ও নেটওয়ার্ক প্রতিযোগিতামূলক ও যুক্তিসংগত মূল্যে অভিগমনের (access) ব্যাপারে ব্যবহারকারীদের বহুবিধ বাছাইয়ের সুযোগ নিশ্চিত করা হইবে।

৩.৬। বেসরকারী খাতের উন্নয়ন (Prviate Sector Development): সরকার টেলিযোগাযোগ বাজার বেসরকারী খাতের জন্য উন্নত করিয়াছে। দেশের ক্রমবর্ধমান টেলিযোগাযোগ চাহিদা মিটাইবার ব্যাপারে বেসরকারী খাতের অপারেটরদের অঙ্গীকার ও সামর্থকে স্বীকার করিবার পাশাপাশি সরকার ইহা অনুধাবন করে যে, আগামী বৎসরগুলিতে টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারী খাত একটি অধিকতর বলিষ্ঠ শক্তি হিসাবে কাজ করিবে। আগামী বৎসরগুলিতে টেলিযোগাযোগ খাতে

বেসরকারী অপারেটরদের প্রত্যাশিত ভূমিকার সহিত সংগতি রাখিয়া তাহাদের কার্যকলাপ সচল ও দৃঢ় করিবার জন্য সরকার সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

- ৩.৭। **সম্পদ সমাবেশ (Resource Mobilization):** অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবেচনায় যে সকল ক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহ পরিচালনা যুক্তিসংগত সেই সকল ক্ষেত্রে সম্পদের সর্বাধিক সমাবেশ নিশ্চিত করা হইবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় উৎস হইতে সর্বাধিক পরিমাণ সম্পদ সমাবেশ করিয়া অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুসমন্বিত জোরদার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।
- ৩.৭.১। **স্থানীয় সম্পদ (Local):** বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) তে অর্থ বরাদ্দকরণ, ব্যাংক ঋণ গ্রহণ, টেলিযোগাযোগ বন্ড জারীকরণ, রাজৰ আয়ের অংশবিশেষ টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের জন্য নির্ধারণ, অভ্যন্তরীণ বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদ সমাবেশ করা যাইতে পারে।
- ৩.৭.২। **বৈদেশিক সম্পদ (Foreign):** বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রচলিত প্রদত্ত এবং অন্যান্য দেশের সহিত সম্পাদিত দ্বিপক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদান ছাড়াও সরকারের শিল্পনীতির সহিত সংগতি রাখিয়া বিনিয়োগকারীদের ঋণ (Suppliers credit), যোথ বিনিয়োগ (Joint Venture) ব্যবস্থা, BLT (Build, Lease & Transfer)/BOT (Build, Operate & Transfer) /BOO (Build, Operate & Own)/BTO (Build, Transfer & Operate) পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে বৈদেশিক বিভিন্ন উৎস হইতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে পারে।
- ৩.৮। **উদার মূল্যনীতি (Liberalised Tariff Policy):** টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের এলাকা ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া কোন কোন পর্যায়ে বিপণনক্ষেত্রে উদার মূল্যনীতি গ্রহণ করা হইবে। দেশের শিল্পায়ন কর্মসূচীকে সহায়তা প্রদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধিক পরিমাণ টেলিযোগাযোগ সার্ভিস সম্প্রসারণের বিষয়টিকে উৎসাহিত করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হইবে।

- ৩.৯। নৃতন প্রযুক্তিতে প্রবেশ (Access to New Technology):** টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় বিদ্যমান সার্ভিসসমূহের উচ্চতর স্তরে উন্নীতকরণ এবং নৃতন প্রযুক্তির আঙীকরণের সুবিধার্থে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা হইবে। অভিন্ন নেটওয়ার্ক ষ্ট্যার্ডার্ডস এবং পরিচালনা ও উন্নয়ন কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা তৈরাবিত করিতে হইবে। নৃতন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ এবং এই সকল প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে হস্তান্তর উৎসাহিত করা হইবে।
- ৩.১০। বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ (Private Investment):** সরকার কর্তৃক সৃষ্টি উপযুক্ত পরিবেশ দ্বারা উদ্ধৃত বেসরকারী খাতের নিবিড় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর বলিষ্ঠ অগ্রগতি অর্জন করা যাইবে; ব্যবহারকারীদের চাহিদার সহিত সংগতিপূর্ণ অধিকতর বেগবান টেলিযোগাযোগ শিল্প সৃষ্টি প্রতিযোগিতা ও অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বহুসংখ্যক অপারেটরের অংশগ্রহণ-এই সবই সার্বজনীন টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের বাস্তবতাকে তুরাবিত করিবে।
- টেলিযোগাযোগ খাতকে প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুক্ত করা এবং সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি স্বাধীন টেলিযোগাযোগ নিয়ামক বোর্ড গঠন করিবার মাধ্যমে স্থানীয় ও বৈদেশিক বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হইবে। টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহ পূর্বে ঐতিহাসিকভাবে একচেটিয়া বাজারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল বলিয়া নৃতন ব্যবস্থা বুনিয়াদি ও মূল্য সংযোজিত উভয় ধরনের টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের মান ও অভিগমনের উন্নয়ন ঘটাইবে। BLT (Built, Lease and Transfer), BOO (Build, Operate and Own), BOT (Build, Operate and Transfer), BTO (Build, Transfer and Operate) ইত্যাদি ব্যবস্থা এবং অন্যান্য যৌথ বিনিয়োগ ব্যবস্থার আওতায় বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হইবে। এই সকল ব্যবস্থা টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহের ধারণ ক্ষমতা, মান এবং ধরন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া পরিবহন, জ্বালানী ও বন্তশিল্পের ন্যায় অন্যান্য খাতের দক্ষতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করিবে।
- ৩.১১। বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Investment):** স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সহিত যৌথ বিনিয়োগ কোম্পানী গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য প্রদত্ত অংগীকার বাস্তবায়নের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইবার

ব্যাপারে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করিতে হইবে এবং টেলিযোগাযোগ সার্ভিস পরিচালনাকারী কোম্পানীর সামগ্রিক অংশীদারিত্বে ১০০% পর্যন্ত অংশগ্রহণের বিষয় সরকার বিবেচনা করিবে।

দেশের ক্রমবর্ধমান ও অপেক্ষক্ষমাণ টেলিফোন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ খাতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ প্রস্তাবসহ প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকার সকল প্রকার পদ্ধতিগত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর করার সকল প্রচষ্টা গ্রহণ করিবে। প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সংরক্ষন করে।

- ৩.১২। বাস্তবায়ন কৌশল (Implementation Strategy):** কারিগরী ও আর্থিক নীতি সম্পর্কিত কৌশলাদির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী খাতের প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণের দ্বারা সরকার টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্যসমূহ পূরণ করিতে ইচ্ছুক। প্রতিযোগিতা সৃষ্টি ও সার্ভিসমান নির্ধারণের মাধ্যমে বিদ্যমান অপর্যাপ্ত টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোজনিত অসুবিধা দূরীভূত করিবার বিষয় সরকার নিশ্চিত করিবে। উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বেসরকারী খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা করিবার সংগে সংগে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনায় বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডকে পৃষ্ঠপোষকতা করিবার নীতি অব্যাহত রাখিবে। একই সাথে সরকার টেলিযোগাযোগ নীতি নির্ধারকের, নিয়ন্ত্রকের এবং সুবিধা প্রদানকারীর যথাযথ ভূমিকা পালন করিবে। টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে একচেটিয়া অপারেটরের পরিবেশ হইতে বহু সংখ্যক অপারেটরের পরিবেশে সুশৃঙ্খল উত্তোরণ ঘটানো হইল সরকারের উদ্দেশ্য।
- ৩.১৩। মানবসম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development):** টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি উন্নয়নের পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় নিয়োজিত জনবলের জ্ঞান/কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য; তাই বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সার্ভিস পরিচালনাকারী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর জনবলের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মান তাহাদের নিজ নিজ সার্ভিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ নিশ্চিত করা হইবে।

- ৩.১৪। **প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা (Defence and Security):** দেশের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা স্বার্থসমূহ সংরক্ষণ করা হইবে।
- ৩.১৫। **তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology):** টেলিযোগাযোগ ও কম্পিউটার প্রযুক্তি, একে অপরের উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক হওয়ার মাধ্যমে বর্তমান যুগকে, তথ্য প্রযুক্তির যুগে পরিণত করিয়াছে। টেলিযোগাযোগ ও কম্পিউটার প্রযুক্তির এই অবস্থা বিচেনায় আনিয়া ইহাদের অবদান জাতির কল্যাণে ব্যবহার করিবার বিষয়কে উৎসাহিত করা হইবে।
- ৩.১৬। **স্থানীয় উৎপাদন (Local Manufacturing):** স্থানীয় ও আঞ্চলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদনযোগ্য টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হইবে এবং একই সংগে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যকে সমুল্লত রাখা হইবে।
- ৩.১৭। **নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো (Regulatory Framework):** রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি স্পেক্ট্রাম' এর বরাদ্দ, পরিবীক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার কাজ কার্যকর, স্বচ্ছ, যুক্তিসংগত ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে করা হইবে। টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কসমূহের মান ও ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক মানের সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে।
- ৩.১৮। **ব্যবহারকারীদের স্বার্থ ও সার্ভিসমান সংরক্ষণ (Protection of Users' Interest and Service Standards):** প্রদত্ত টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহ, ব্যবহৃত প্রযুক্তি ও দাবীকৃত মাশুল এর ব্যাপারে ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হইবে।

৪। কৌশলসমূহ (Strategies)

একটি সুষম, আধুনিক গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের প্রক্রিয়ায় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা অনুষ্ঠটক (Catalyst) এর ভূমিকা পালন করিবে। নীতিমালায় বিধৃত কর্মপদ্ধা কতিপয় সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে তাহা শুধুমাত্র সুশৃঙ্খল ও ব্যাপকহারে টেলিযোগাযোগ সংখ্যা বৃদ্ধির কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না।

১ ইহার দ্বারা টেলিযোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত রেডিও ফ্রিকুয়েন্সিসমূহের সম্পূর্ণ পরিসরকে বুকায়।

৪.১। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Targets): টেলিফোন ঘনত্ব বৃদ্ধি এবং জনগণের নিকট টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও সুবিধাদি সহজলভ্য করা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে দেওয়া হইলঃ-

৪.১.১। টেলিফোন সংখ্যা বৃদ্ধি (Telephone Penetration):

(ক) টেলিফোন ঘনত্ব (সপ্লি মেয়াদী) (Teledensity-Short Term): দেশের বর্তমান টেলিফোন ঘনত্ব হইল প্রতি ১০০ জনে ০.৪টি টেলিফোন। অপেক্ষমান চাহিদা বহুলাখণ্ডে পূরণ এবং টেলিফোন ঘনত্ব প্রতি ১০০ জনে ০.৪টি হইতে ১টি টেলিফোনে উন্নীত করিবার লক্ষ্য দেশে ২০০০ সাল নাগাদ আনুষংগিক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ট্রান্সমিশন লিংক/সুবিধাদিসহ সংস্থাপিত টেলিফোন সংখ্যা ১৩,০০,০০০(তের লক্ষ) করিবার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হইয়াছে।

(খ) গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত টেলিফোনের অভিগমন (Accessibility up to Village Level): আধাশঙ্কুরে ও গ্রামীণ টেলিযোগাযোগ সুবিধাদির উৎকর্ষ সাধন করিয়া ২০০৫ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে সকল থানায়, বর্ধিষ্ঠ কেন্দ্রসমূহে এবং সর্বশেষ সকল গ্রামে আধুনিকতম প্রযুক্তি সম্পর্কিত টেলিযোগাযোগ সুবিধাদি প্রদানের প্রচেষ্টা জোরদার করিবার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা হইবে। লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রিভেট টেলিকম অপারেটরগণ এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবেন।

(গ) টেলিফোন ঘনত্ব (মধ্য মেয়াদী) (Teledensity-Mid-term): বুনিয়াদি টেলিযোগাযোগ সুবিধাদির ও বিদ্যমান নেটওয়ার্কসমূহের সম্প্রসারণ এবং নৃতন ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে ২০১০ সাল নাগাদ টেলিফোন ঘনত্ব প্রতি ১০০ জনে ৪টি টেলিফোনে উন্নীত করা হইবে।

(ঘ) টেলিফোন ঘনত্ব (দীর্ঘ মেয়াদী) (Teledensity-Long-term): বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে টেলিফোন সংখ্যা বৃদ্ধির স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা নির্যাপ্ত সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হইবে। একবিংশ শতাব্দির এক-চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে টেলিফোন ঘনত্ব প্রতি ১০০ জনে ১০টি টেলিফোন হইতে হইবে। অবশ্য, এই লক্ষ্যমাত্রায় টেলিযোগাযোগের ভবিষ্যত মূল্যসংযোজিত (Value added) সুবিধাদি, GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) এবং অন্যন্য সার্ভিসসমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

৪.১.২। ভবিষ্যত টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহ-সরকারী ও বেসরকারী টেলিকম অপারেটরদের ভূমিকা (Future Telecom Service-Role of Public and Private Sector Operators): টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহের অপেক্ষমাণ চাহিদা পূরণের জন্য টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাদি দ্রুত সম্প্রসারণ প্রয়োজন। অপারেটরগণ অংশীদার হিসাবে কাজ করিবেন। টেলিযোগাযোগ সার্ভিসেসমূহের উন্নয়ন ও পরিচালনার নিমিত্তে বর্তমানে ৮টি টেলিকম অপারেটর কর্মরত/লাইসেন্স প্রাপ্ত। ইহাদের মধ্যে বুনিয়াদি টেলিযোগাযোগ সুবিধাদি, ট্রান্সমিশন লিংকস ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এর অধিকারী বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান; অপর ৭টি, আম এলাকায় বুনিয়াদি টেলিফোন সার্ভিস এবং দেশব্যাপী মূল্য সংযোজিত (Value added) টেলিযোগাযোগ সার্ভিস প্রদান/পরিচালনার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

সরকার প্রদত্ত দিকনির্দেশনার আলোকে টেলিকম অপারেটরগণের সহযোগিতায় দেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী সার্ভিসসমূহ এবং উহাদের এলাকা নিম্নলিপভাবে নির্ধারিত হইবে:

(ক) **স্বল্প মেয়াদী (Short Term):** স্বল্প মেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় টেলিকম অপারেটরগণ ২০০০ সাল পর্যন্ত তাহাদের লাইসেন্সে বর্ণিত নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা সুসংহতকরণ ও জোরদার করিতে থাকিবে। নিজস্ব এবং বেসরকারী অপারেটরদের আন্তঃসংযোগের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) ইহার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের ট্রান্সকিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক/লিংকসমূহের সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়ন করিবে। ইহা ছাড়াও, ক্রমবর্ধমান টেলিফোন চাহিদা মিটাইবার লক্ষ্যে বিটিটিবি নিজ অধিক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ সম্প্রসারণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখিবে। অধিকন্তু, সরকার প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত সংখ্যক অপারেটরকে লাইসেন্স প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করিবে এবং প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি টেলিফোন সার্ভিস সম্প্রসারণের কাজ বেসরকারী খাতের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(খ) **মধ্য মেয়াদী (Mid-Term):** স্বল্প মেয়াদী সময়কালে কর্মপরিকল্পনায় বেসরকারী টেলিকম অপারেটরদের দক্ষতার সহিত কর্ম-সম্পাদনের উপর ভিত্তি করিয়া ২০০০ সালের পর অথবা তার আগেই বুনিয়াদি টেলিফোন সার্ভিস ও অভ্যন্তরীণ দূরপাল্লার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের আরো কতিপয় অধিক্ষেত্রে বেসরকারী অপারেটদের অংশগ্রহণের দ্বারা উন্মোচন করা হইবে।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী (Long Trem): দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনায় ২০১০ সালের পর টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও সার্ভিসসমূহের উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী অপারেটরদের অংশগ্রহণ অবাবিত করা হইবে। প্রয়োজনবোধে ইহা ২০১০ সালের আগেও উন্মুক্ত করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত সময়সীমা ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অবশ্য ২০০০ সালের শেষে সরকার কর্তৃক পর্যালোচনা করা হইবে।

৪.১.৩। তথ্য অবকাঠামো (Information Infrastructure): শব্দ/স্বর, চিত্র, ডাটা এবং প্রতিচ্ছবি সার্ভিসসমূহ প্রদানে সক্ষম দেশব্যাপী বিস্তৃত একটি অখড় ও নির্ভরশীল ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কে অপটিক্যাল ফাইবার কেব্ল, রেডিও এবং উপগ্রহ সিষ্টেমসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। জাতীয় তথ্য অবকাঠামো^২ (National Information Infrastructure-NII) গঠন এবং উহাকে তথ্য অতি মহাসড়ক (Infoormation Supper Highwy) এর মাধ্যমে বিশ্ব তথ্য অবকাঠামো (Global Information Infrastructure - GII) এর সহিত সংযুক্ত করিয়া তথ্য সৃষ্টি, সংগ্রহ ও বিপণন এর নিমিত্তে বিশ্ব তথ্য বাজারে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করাই হইল ইহার লক্ষ্য।

৪.১.৪। আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক (International Network): উপগ্রহ, সাবমেরিন কেব্ল, ড্রু-উপরিস্থিত রেডিও সিষ্টেমসমূহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ট্রাফিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করিবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হইবে। প্রয়োজনে মুহূর্তে বিকল্প ব্যবস্থা/সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য একাধিক নেটওয়ার্ক/সিষ্টেম এর উপর নির্ভরশীলতা উৎসাহিত করা হইবে। বিশ্ব সভায় দেশের স্বার্থকে সমুন্নত রাখিবার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে/ কর্মসূচীতে অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণের নীতি অনুসরণ করা হইবে।

৪.১.৫। নৃতন সার্ভিসসমূহ (New Services): বাজার জরীপ এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদা/সন্তুষ্টি'র ভিত্তিতে ইতোমধ্যে উন্নাবিত এবং ভবিষ্যতে উন্নতবিত্বে নৃতন টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহ^২ দেশে প্রচলন করিবার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে।

² Internet, GSM, GMPCS, Video-Conferencing, GMDSS, Telecomuting এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যাক নৃতন মূল্য সংযোজিত সার্ভিস ইতিমধ্যেই চালু হইয়াছে কিংবা চালু হওয়ার প্রক্রিয়ায় রহিয়াছে।

৪.১.৬। মহা-পরিকল্পনা (Master Plan): বাংলাদেশ যাতে তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের পূর্ণ সুবিধা অর্জন করিতে পারে, সে লক্ষ্যে দেশে টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইবে।

৪.২। নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো (The Regulatory Framework):

৪.২.১ আইন দ্বারা কমিশন গঠন: সংসদীয় আইনের মাধ্যমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক স্বায়ত্ত্বাস্থির টেলিযোগাযোগ নিয়ামক কমিশন গঠন করা হইবে। সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান এবং কিছু সংখ্যাক সদস্য^৩ সমন্বয়ে এই কমিশন গঠিত হইবে। কোন টেলিযোগাযোগ অপারেটরের পরিচালকমন্ডলীর কিংবা ইহার অধীনে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দের মধ্য হইতে কেহ কমিশনের সদস্য হইতে পারিবে না। কমিশনে খন্দকালীন সদস্যও প্রয়োজনানুযায়ী নিয়োগ করা যাইবে।

৪.২.২। কমিশনের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of the Commission):

(ক) **স্বাধীনতা (Independence):** টেলিযোগাযোগ নিয়ামক কমিশন এমন একটি স্বায়ত্ত্বাস্থির কমিশন হইবে যাহা ইহার স্বাধীনতা বজায় রাখিবে। কমিশনের প্রধান এবং অন্যান্য সদস্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(খ) **স্বচ্ছতা (Transparency):** টেলিযোগাযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট অপারেটর, প্রতিষ্ঠানবিশেষ, সরকারী সংস্থাসমূহ তথ্য জনসাধারণের নিকট কমিশনের সকল কার্যাবলীর স্বচ্ছতা থাকিবে। সকল টেলিযোগাযোগ অপারেটরকে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কমিশন সকলের প্রতি ন্যায্য ও নিরপেক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করিবে।

(গ) **অভিযোজনের যোগ্যতা (Adaptability):** টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি দ্রুত অগ্রসরমান ও সতত পরিবর্তনশীল। টেলিযোগাযোগের এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার যোগ্যতা ও বাধ্যবাধকতা কমিশনের থাকিবে।

^৩ টেলিযোগাযোগ, অর্থনীতি, আইন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চাকুরীরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চাকুরেদের কিংবা সরকারী চাকুরী বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা যাইতে পারে।

(ঘ) **বস্তুনির্ণয়তা (Objectivity)**: কমিশনের কার্যকলাপ সর্বোত্তমভাবে বস্তুনির্ণয় হইবে। বিধিবিধান প্রণয়ন, দিকনির্দেশনা নির্ধারণ ইত্যাদি সকল কাজের উদ্দেশ্য, দেশকে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ পরিবারের সদস্যস্থূলু করিবার জন্য টেলিযোগাযোগ নীতিমালা যে অনুষ্ঠটকের ভূমিকা পালন করিবে উহার সহিত সংগতিপূর্ণ হইবে।

৪.২.৩। কমিশনের কার্যাবলী (Functions of Commission): টেলিযোগাযোগ নিয়ামক কমিশন এর প্রাথমিক কার্যাবলী হইবেঃ- (ক) টেলিকম অপারেটরদের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান, (খ) মাত্রল নিয়ন্ত্রণ, (গ) কারিগরী মান প্রতিষ্ঠা, (ঘ) টেলিযোগাযোগ বিধিবিধানের প্রতি টেলিকম অপারেটরদের আনুগত্য (adherence) এবং তাহাদের সার্ভিসসমূহের গুণাগুণ পরিবীক্ষণ, (ঙ) রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা, (চ) জাতীয় নামাবিং ক্ষীম প্রস্তুতকরণ, (ছ) বুটিং, চার্জিং ও ট্রাস্মিশন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগ দান, (জ) অপারেটরদের মধ্যে পারস্পরিক আন্তঃ অপারেটর টেলিযোগাযোগ ট্রাফিকের রাজস্ব বন্টন এর ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান, (ঝ) নৃতন সার্ভিসসমূহ প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহ দান, (ঝঃ) আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানসমূহে^৪ দেশের প্রতিনিধিত্বকরণ, (ট) সকল টেলিকম অপারেটর এর বিভিন্ন শ্রেণীর জনবলের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মান তাহাদের নিজ নিজ সার্ভিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ, এবং (ঠ) সরকার কর্তৃক বিবেচিত/নির্দেশিত অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন।

৪.২.৪। ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ (Spectrum Management and Monitoring): মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম, পূর্ণাংশ রেডিও যোগাযোগ নেটওয়ার্ক পদ্ধতি সৃষ্টির ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এবং ইহার ব্যবস্থাপনা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করা হইবে। টেলিকম অপারেটরদের ব্যবহৃত ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রামের সাধারণ (Common/Shared) প্রান্তসীমার উভয় পার্শ্বের দুইটি উপ-স্পেকট্রামের আবরণ (Over-Lapping) সমস্যার মীমাংসা করিবে। কমিশন

^৪ ইহাতে অন্যান্য সংস্থার সহিত আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইচিইটি), এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় টেলিকমিউনিকেশন (এপিটি), কমনওয়েলথ টেলিকমিনিকেশন বুরো (সিটিবি), ইসলামি সঞ্চেলন সংস্থা (ওআইসি) ও দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার টেলিযোগাযোগ ইউনিটসমূহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU) কর্তৃক প্রদত্ত ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ড বরাদ্দের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে। ইহা ফ্রিকুয়েন্সি পরিবাচ্ছণ সেল স্থাপন করতঃ বরাদ্দকৃত ফ্রিকুয়েন্সিসমূহে অনধিকার প্রবেশ এবং ফ্রিকুয়েন্সির অননুমোদিত ব্যবহারের জন্য দড় আরোপ করিবে।

৪.২.৫। লাইসেন্স প্রক্রিয়া (Licensing Procedure): লাইসেন্স প্রক্রিয়ার সুশ্রূখল, সুষ্ঠু ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে একটি ব্যাপক লাইসেন্সিং পদ্ধতি উন্ভাবন করা হইবে। নির্ধারিত মানসমূহের নিরিখে যোগ্য বিবেচিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের কার্জ নিলাম-ভাক বা উন্মুক্ত দর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অথবা সরকার নির্ধারিত অন্য কোন পদ্ধায় সম্পন্ন করা হইবে।

৪.২.৬। বাজেট (Budget): ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম ব্যবহারের ফি সহ লাইসেন্স ফি, শুল্ক, রয়েলটি ইত্যাদি হইতে নিয়ামক কমিশনের বাজেটভুক্ত সম্পদ আহরিত হইবে। কমিশনের নির্দিষ্ট সার্ভিসসমূহের বিনিয়য়ে প্রাপ্ত মাণ্ডল, ফিস, অনুদান, সংসদীয় উপযোজন ইত্যাদির ন্যায় অন্যান্য উৎসও সম্পদের ঘাটতি পূরণ করিতে পারে।

৪.২.৭। কমিশনের জনবল (Staff of Commission): নিয়ামক কমিশন উপযুক্ত ও যোগ্য জনবলের দ্বারা পরিচালিত হইবে। বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও তাহাদের বেতন ভাতাদি নির্ধারণ/পরিশোধ এর ব্যাপারে কমিশনের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে।

৪.২.৮। বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report): সংশ্লিষ্ট এ্যাস্ট এর বিধান অনুযায়ী কমিশন ইহার বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

৪.২.৯। আন্তঃসংযোগ ও রাজস্ব ভাগভাগি (Interconnection and Revenue Sharing): রাজস্ব ভাগভাগি চুক্তি প্রণয়নের জটিলতা ও বিভিন্ন দেশে ইহার ব্যাপক ভিন্নতার বিষয় উপলব্ধি করিয়া সরকার এই মত পোষণ করে যে, রাজস্ব ভাগভাগি চুক্তি নিজ নিজ বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে (cost-based) সংশ্লিষ্ট টেলিকম অপারেটরের মধ্যে নিশ্চিত হওয়া উচিত। চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে কোন বিরোধ দেখা দিলে এবং তাহা সফলভাবে নিশ্চিতভাবে পক্ষগণ ব্যর্থ হইলে কমিশন শুনানীর মাধ্যমে উক্ত বিরোধ বিবেচনা করিবে এবং এই অবস্থায় কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে।

৪.২.১০। দেশের প্রতিনিধিত্বকরণ (Representing the Country): টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের সাধারণ নীতি নির্ধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর সভায় দেশের প্রতিনিধি হিসাবে উচ্চিত হইয়া কমিশন আন্তর্জাতিক বিধিবিধান প্রণয়নে অংশগ্রহণ করিতে পরিবে।

৪.২.১১। ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষনঃ ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষন ও ইহার ভারসাম্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে কমিশন টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহ তত্ত্ববধানের জন্য দায়ী থাকিবে। অন্য সকল স্বার্থের উপরে জাতীয় স্বার্থের অগ্রাধিকার পাওয়ার বিষয়কেও কমিশন নিশ্চিত করিবে। কমিশন এমন একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করিবে যাহাতে টেলিযোগাযোগ সার্ভিস পরিচালনাকারী ও ব্যবহারকারীদের মতামত নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহণ করা যায়। কমিশন জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উপর প্রকাশ্য জনসংযোগ অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৪.২.১২। বলবৎকরণ পদ্ধতিঃ টেলিযোগাযোগ নীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তবলী বাস্তবায়ন এবং নির্ধারিত বিধি-বিধানের ও কার্যপ্রণালীর পরিপালন নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে নিয়ামক কমিশনকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে। দেশের প্রতিরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তামূলক বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ন্ত্রনমূলক ব্যবস্থাদি প্রবর্তন ও বলবৎ করিবার ব্যাপারে কমিশনের আইনগত কর্তৃত্ব থাকিবে। ইহা উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া অপারেটরগণের টেলিযোগাযোগ সার্ভিস নিশ্চিত করিবে। নিয়ম লজ্জনকারী অপারেটরদের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা হইতে শুরু করিয়া সার্ভিস বন্ধ করিয়া দেওয়া পর্যন্ত গুরুদন্ত আরোপের কর্তৃত্ব কমিশনের থাকিবে।

৪.২.১৩। নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনাঃ বিদ্যমান ও ভবিষ্যতে স্থাপিতব্য নেটওয়ার্কসমূহের সামঞ্জস্যতা ও সর্বাধিক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করিবার নিমিত্তে কমিশনের অধীনে একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা সেল সূজন করা হইবে। কমিশন বহু সংখ্যক অপারেটর বিদ্যমান/ এইরূপ পরিস্থিতি/পরিবেশ এর জন্য অত্যাবশ্যক নেটওয়ার্ক মানসমূহ (ষ্ট্যার্ডার্স) নির্ধারণ এবং নাম্বারিং/কোড প্লান, নেটওয়ার্ক মাষ্টার প্লান ইত্যাদি প্রণয়ন করিবে।

৪.২.১৪। সার্ভিস মানঃ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত নীতি ও মানসমূহ (ষ্ট্যার্ডার্স) এর আলোকে কমিশন টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহের মান নির্ধারণ করিবে। এই দায়িত্ব পালনকালে কমিশন অপারেটরদের জনবলের শ্রেণীভিত্তিক সংখ্যা, শিক্ষাগত/কারিগরী যোগ্যতা ও মান তাহাদের নিজ নিজ সার্ভিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবে। এই সকল মান (ষ্ট্যার্ড) পরিপালন করা সকল অপারেটরদের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে, অন্যথায় কমিশন মান

রক্ষা করিতে ব্যর্থ সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪.৩। মূল্য ও মাশুল

৪.৩.১। **মূল্য কাঠামোঃ** সরকারের পূর্বানুমতি নিয়ে টেলিযোগাযোগ নিয়ামক কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যকাঠামো সরকারী ও বেসরকারী অপারেটর উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হইবে। এই মূল্য কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের স্বার্থ, ব্যবহারকারীদের কল্যান ও অপারেটরদের যুক্তিসংগত মুনাফা বাজার অর্থনীতির ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা এবং সকল টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের জন্য সর্বাধিক মূল্য ও মাশুল ন্যায়নীতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হইবে। তথ্য পাওয়া সাপেক্ষে মূল্য ও মাশুল সাধারণতঃ বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। যন্ত্রপাতির মূল্য পরিবর্তন, প্রযুক্তি উন্নয়ন, টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি ও ভোক্তার মূল্য তালিকা/ ব্যবহারকারীদের সামর্থ/গ্রামীণ টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের চাহিদা ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি এবং সময় সময়ে সরকার অথবা কমিশন এর বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহের অন্য কোন চাহিদার প্রেক্ষিতে মূল্য ও মাশুল হার পরিবর্তন করা যাইবে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ও আন্তর্জাতিক বাজারে ধার্যকৃত মাশুলের সহিত সংগতি রাখিয়া টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহের মাশুল যুক্তিসংগতও হইতে হইবে। অপারেটরগণ অবশ্য শুল্ক/মাশুল পরিবর্তনের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। প্রাসঙ্গিক হইলে কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদন লইয়া মূল্য/ মাশুল পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে। অপারেটরগণ কর্তৃক মাশুল নির্ধারনের সুবিধার্থে সরকার কোন কোন সার্ভিসের জন্য মাশুল নিয়ন্ত্রন প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

৪.৩.২। **সার্ভিসসমূহের পুনঃবিক্রয়ঃ** নির্দিষ্ট মাশুলের অতিরিক্ত কিছু অর্থের বিনিয়য়ে ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক টেলিযোগাযোগ সার্ভিস পুনঃ বিক্রয়ে^৫ ব্যপারে এই শর্তে অনুমতি প্রদান করা হইবে যে, নির্দিষ্ট মাশুলের অতিরিক্ত অর্থের পরিমান সংশ্লিষ্ট সার্ভিস প্রদানের স্থানে জনসাধারণের

⁵ ইহার দ্বারা বৈধ টেলিযোগাযোগ অপারেটরের লাইসেন্সপ্রাপ্ত একজন ব্যক্তি বা কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নামমাত্র অতিরিক্ত সার্ভিসচার্জের বিনিয়য়ে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক টেলিফোন কল, টেলেক্স ও টেলিফ্যুন সার্ভিসের ন্যায় টেলিযোগাযোগ সার্ভিসসমূহকে বুঝায়।

নিকট প্রদর্শিত হইবে। এইরূপ সার্ভিস ব্যবহারকারী জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে কমিশন^৬ অবশ্য সংশ্লিষ্ট সার্ভিসের নির্দিষ্ট মাশুলের অতিরিক্ত অর্থের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করিবার অধিকার সংরক্ষন করিবে।

৪.৩.৩। কমিশনের ফি'সমূহঃ কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তফসিল অনুযায়ী কমিশন প্রদত্ত সার্ভিসের জন্য সংশ্লিষ্ট অপারেটর ও অন্যান্য পক্ষগণের নিকট হইতে ফি আদায় করা যাইবে।

৪.৩.৪। ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম এর মাশুলঃ সাধারণ ব্যবহারের জন্য উন্নুক্ত ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডসমূহ ছাড়া ফ্রিকুয়েন্সি স্পেকট্রাম ব্যবহারের জন্য অপারেটরদের নিকট হইতে এককালীন ও আবর্তক মাশুল আদায় করা যাইবে।

৪.৪। প্রতিযোগিতামূলক কাঠামো

৪.৪.১। উদারনীতিঃ সার্বিক জাতীয় নীতি অনুযায়ী টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে। সুষ্ঠু, ফলদায়ক ও মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিযোগী অপারেটরদের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ও সুশ্রাব্য প্রতিযোগিতায় উৎসাহিত করাই হইলো এই উদারনীতির লক্ষ্য। এই প্রক্রিয়ায় সকল প্রতিযোগী অপারেটরকে সমান ও যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করা হইবে। অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতার নিরিখে বুনিয়াদি ও মূল্যসংযোজিত টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের ক্ষেত্রে প্রতিযোগী অপারেটরদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিবার ব্যাপারে সরকারের অবশ্য পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে।

৪.৪.২। আন্তর্জাতিক সার্ভিসসমূহঃ সরকার কর্তৃক অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সার্ভিসসমূহ অবশ্য বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড বা ইহার বৈধ উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে সরকার কর্তৃক এককভাবে পরিচালিত হইবে।

৪.৪.৩। সার্ভিস বাধ্যবাধকতাঃ বুনিয়াদি টেলিফোন সার্ভিসের ব্যাপারে সার্বজনীন সেবা প্রদানের বাধ্যবাধকতা সকল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের লাইসেন্সে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। সর্বসাধারণের অপরিহার্য নেটওয়ার্কের অংশ হিসাবে আন্তঃসংযোগ নেটওয়ার্কের বিষয় কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নিয়মানুযায়ী বাধ্যতামূলক হইবে।

^৬ ইহা জাতীয় সংসদের আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতব্য নিয়ামক কমিশনকে বুঝায় যাহার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদসমূহে প্রদান করা হইয়াছে।

৪.৫। বাংলাদেশ তার ও টেলিয়োন বোর্ড (বিটিটিবি) এর পুনর্গঠন

৪.৫.১। বিটিটিবি'র ভূমিকাঃ বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি) সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সকল টেলিয়োগায়োগ সার্ভিস পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহার নিয়ন্ত্রনমূলক কার্যাদি বর্তমানে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ডাক ও টেলিয়োগায়োগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ামক কমিশনের নিকট অর্পণ করা হইবে। বিটিটিবি আপাততঃ সরকারী সংস্থারূপে টেলিয়োগায়োগ অপারেটর হিসাবে বহাল থাকিবে।

৪.৫.২। পর্যাপ্ত কর্তৃতঃ উদার বেসরকারীকরন পরিবেশে অন্যান্য বেসরকারী অপারেটরদের সহিত প্রতিযোগিতায় বাণিজ্যিক ও কার্যকরভাবে টিকিয়া থাকিবার জন্য বিটিটিবিকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক এবং পর্যাপ্ত আর্থিক ও বাণিজ্যিক কর্তৃত্ব/ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা হইবে। ইহার জন্য বিটিটিবি অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ সংশোধন এবং সর্বাধিক স্বায়ত্ত্বাসন নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী সময়ে সময়ে জারী করা হইবে।

৪.৫.৩। অপ্রধান কার্যাদিঃ বিটিটিবি'র অভ্যন্তরে বর্তমানে সম্পন্নকৃত বিভিন্ন অপ্রধান কার্যাদি^৭ যাহা বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করিবার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে অর্জিত হইয়াছে তাহা পর্যায়ক্রমে বিটিটিবি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যোগ্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার দ্বারা চুক্তিতে সম্পন্ন করা হইবে।

৪.৫.৪। কর্পোরেশন হিসাবে পুনর্গঠনঃ সরকারের প্রত্যাশা হইতেছে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডকে দুইটি পর্যায়ে পুনর্গঠন করা। কর্পোরেশন গঠন প্রক্রিয়ায় প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (বিটিটিবি)'কে সরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে (যথা “বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেড”) রূপান্তর করা হইবে। এই ব্যবস্থায় বিটিটিবি ইহার সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যপারে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং লাভজনকতার ব্যাপারে পুরোপুরি দায়ী থাকিবে। এই পর্যায়ে সরকার এই লিমিটেড কোম্পানীর ৫১% হইতে ১০০% শেয়ারের মালিকানা বহাল রাখিবে। কর্পোরেশন গঠন প্রক্রিয়ায়

⁷ বৃত্তিশ ভারতের সময়কালে ডাক, তার ও টেলিফোন ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে টেলিয়োগায়োগের সহিত সংশ্লিষ্ট মুদ্রন, অট্টালিকা নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল বিছানো, বিল প্রয়ন, ডাইরেক্টরী, প্রকাশ, আহক প্রাঙ্গনে টেলিফোন সংযোগ, উৎপাদন ইত্যাদির ন্যায় কিছু সংখ্যাক আনুষংগিক কার্য ঐতিহ্যগতভাবে স্বয়ং টিএন্ডটি কর্তৃক সম্পাদিত হইত, যেহেতু টিএন্ডটির বাহিরে এই সকল কার্য সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা তখন ছিল না।

দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন লিমিটেড কোম্পানীর সকল সরকারী শেয়ার বেসরকারী খাতে বিক্রয় করা হইবে তখন বিটিটিবি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিবে। বিটিটিবি কর্তৃক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটি বিদেশী টেলিকম কোম্পানীকে Strategic/ Management Partner হিসাবে গ্রহণ করিবার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা হইবে।

৪.৫.৫। মূলধন সমাবেশঃ কর্পোরেশন পুর্ণগঠন প্রক্রিয়াকালীন বিদ্যমান সার্ভিসসমূহের সম্প্রসারণ এবং নৃতন সার্ভিসসমূহ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সরকারের আনুমোদন গ্রহণ করিয়া ব্যাংক ঝণ গ্রহণ, টেলিযোগাযোগ বড় জারীকরণ, শেয়ার বিক্রি, সরবরাহকারী ঝণ (Suppliers credit) এবং BOT/ BLT/ BOO^৪ ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মূলধন সৃষ্টির নিমিত্তে বিটিটিবিকে কর্তৃতৃ দেওয়া হইবে। বিটিটিবি সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিয়া যে কোন সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘৌখ বিনিয়োগ ব্যবস্থাতেও শরীক হইতে পারিবে।

৪.৫.৬। জনবলের মানঃ বিটিটি-র নিজস্ব জনবলের কাঠামো পরিকল্পনা প্রনয়ন ও পরিচালনা করিবে। ইহা পুরোপুরি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বন এবং বিনিয়োগকৃত অর্থের পূর্ণ সম্বৃদ্ধির করিবে।

৪.৫.৭। সার্ভিস মানঃ সার্ভিসসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন এমন হইতে হইবে যাহাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মান এবং মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সার্ভিস প্রদান করা যায়।

৪.৬। বেসরকারী অপারেটরগণ

৪.৬.১। বুনিয়াদি সার্ভিসসমূহের বেসরকারীকরণঃ উপযুক্ততা বিবেচনায় ৪.১২ অনুচেছদের বিধান অনুযায়ী বুনিয়াদি টেলিযোগাযোগ ও দ্রুতপাল্লা ট্রান্সমিশন সুবিধাদি এবং মূল্য সংযোজিত সার্ভিসসমূহ পরিচালনার ব্যাপারে নিয়ামক কমিশন কর্তৃক জারীকৃত লাইসেন্সের অধীনে বেসরকারী অপারেটরগণকে অনুমতি দেওয়া হইবে।

৪.৬.২। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনঃ দক্ষ ও সন্তোষজনক সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারী অপারেটরগণ মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ করতঃ টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে বলবৎ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সহিত সংগতি রাখিয়া তাহাদের আওতাধীন সার্ভিসসমূহ সম্পূর্ণ পেশাগতভাবে পরিচালন এবং নিয়ন্ত্রণ করিবে। কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মান

^৪ BOO তে বুবায় Build . Operate & Own (নির্মাণ, পরিচালনা ও মালিকানা) 'BLT Build, Lease & Transfer তে বুবায় (নির্মাণ, ইজারা ও হস্তান্তর); BOT তে বুবায় Build, Operate & Transfer (নির্মাণ, পরিচালন ও হস্তান্তর)

অনুযায়ী সার্ভিস প্রদানের নিমিত্তে অপারেটরগণ পর্যাপ্ত সংখ্যক যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন জনবল নিয়োগ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৪.৬.৩। **অবকাঠামোঃ** বেসরকারী অপারেটরগণকে সর্বোচ্চ কারিগরী ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সার্ভিসের হালনাগাদ চাহিদা সম্পর্কে সর্বদা জ্ঞাত থাকা, বিভিন্ন সার্ভিসসমূহ স্থাপন ও সম্প্রসারণ, অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন এবং নৃতন সার্ভিসসমূহ প্রবর্তন করিতে হইবে।

৪.৬.৪। **বিনিয়োগ ও মূল্যঃ** বেসরকারী অপারেটরগণ সরকারের অথবা কমিশনের অনুমোদনের নিমিত্তে বার্ষিক ও বহুবার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও পরিচালনা হিসাব প্রনয়ন এবং মূল্য ও সার্ভিস কাঠামো নির্ণয়, নৃতন সার্ভিসসমূহের দর নির্ধারণ ও বিদ্যমান সার্ভিসসমূহের পরিবর্তন সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করিবে।

৪.৬.৫। **বিবাদ মীমাংসাঃ** অপারেটরগনের মধ্যে উত্তুত পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিবাদ মীমাংসার জন্য নিয়ামক কমিশন শুনানীর মাধ্যমে উক্ত বিরোধ বিবেচনা করিবে এবং এই অবস্থায় কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

৪.৬.৬। **সার্ভিস বাতিলকরণঃ** বেসরকারী অপারেটরগণ, বাধ্যবাধকতা পূরণে ব্যর্থ ব্যবহারকারীদের সার্ভিস স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে।

৫। প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন (Institutional Development)

টেলিযোগাযোগ কর্মকান্ডের সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্তে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও সার্ভিসসমূহের ক্ষেত্রে গবেষনা ও উন্নয়ন উৎসাহিতকরণ, টেলিযোগাযোগের নৃতন সিটেম ও সার্ভিসের প্রশিক্ষন কোর্স উন্নাবন এবং জনবলের যথোপযুক্ত উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় দায়িত্ব/কর্তব্য হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে। এই দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচী অগ্রাধিকার পাইবেঃ-

৫.১। **গবেষনা ও উন্নয়নঃ** একটি জাতীয় টেলিযোগাযোগ গবেষণা ও উন্নয়ন ইনষ্টিউট প্রতিষ্ঠা করা হইবে। স্থানীয় উৎপাদন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে টেলিযোগাযোগ এর সহিত জড়িত অপারেটর, উৎপাদনকারী এবং যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চালাইবার জন্য উৎসাহিত করা হইবে। লাইসেন্সে সন্নিবেশিত শর্তাবলীর মধ্যে টেলিযোগাযোগ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে এবং এই উদ্দেশ্যে বার্ষিক ব্যয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ১% খরচ নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮

৫.২। মানব সম্পদ উন্নয়নঃ টেলিযোগাযোগের সকল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈয়ারীর ব্যাপারে জোর দেওয়া হইবে। জনবল প্রশিক্ষণ এর স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক বিধায় সকল টেলিযোগাযোগ অপারেটর/প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে। গাজীপুরস্থ বিটিটিবি-র বর্তমান টেলিকম ষ্টাফ কলেজ এর মানোন্নয়ন করিয়া দেশে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে একটি জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিউট (NIHRDT)^৯ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ লওয়া হইবে।

৬। স্থানীয় উৎপাদন উন্নয়ন

ইহা স্বীকৃত বিষয় যে, টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনশীল। তাই অর্থনৈতিক প্রবৃক্ষিকে জোরদারকরণ, প্রযুক্তি হস্তান্তরকে অনুপ্রাণিত এবং নৃতন প্রযুক্তিকে অভিযোজন করিবার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির স্থানীয় উৎপাদন ও সংযোজনকে উৎসাহিত করা হইবে। স্থানীয় চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য এই উৎপাদন ও সংযোজনের কাজকে জোরদার করা হইবে। গ্রহণযোগ্য মান ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যসম্পন্ন স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার বিধিবিধানের দ্বারা সকল টেলিযোগাযোগ সার্ভিস পরিচালনাকারীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হইবে। উপরন্তু, স্থানীয় টেলিযোগাযোগ শিল্পের বিকাশকল্পে উৎসাহদায়ক সুবিধাদিও প্রদান করা হইবে।

পূর্ব হইতেই দুইটি বৃহৎ ফ্যাট্রী যথা টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস), টংগী এবং বাংলাদেশে কেবল শিল্প (বাকেশি) লিঃ, খুলনা টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি উৎপাদন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড শুরু করিবার প্রাথমিক কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। অবশ্য এই দুই ফ্যাট্রীর আধুনিকায়ণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বহুমুখীকরণ এর যথাযথ পরিকল্পনা যথাশীল্য সম্ভব বাস্তবায়ন করা হইবে। ইহার জন্য খ্যাতিমান টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারকদের সহিত সম্পাদিত বিদ্যমান কিংবা সম্পাদিতব্য নৃতন যৌথ বিনিয়োগ^{১০} চুক্তির বিষয় বিবেচনা করা হইবে। সরকার টেলিফোন শিল্প সংস্থা, টংগী এবং বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড, খুলনাকে বেসরকারীকরণের বিষয় বিবেচনা করিবে।

^৯ জয়দেবপুরে স্থাপিত বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ডের বর্তমান টেলিকম ষ্টাফ কলেজ, প্রস্তাবিত (NIHRDT) প্রতিষ্ঠার উভয় ও উপযুক্ত ভিত্তি স্থানের ক্ষেত্রে প্রদান করিবে।

^{১০} জার্মানীর Siemens AG Company ইতিমধ্যেই এই দুই ফ্যাট্রীর যৌথ অংশীদার। বিদ্যমান চুক্তি অনুযায়ী প্রদত্ত লাইসেন্সের আওতায় এই কোম্পানীর যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও সংযোজন করা যাইতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা

৭। পরামর্শদায়ক ফোরাম

টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর যথাযথ, সুষ্ঠু, কার্যকর ও সময়োচিত উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার নিমিত্তে এমন পরামর্শদায়ক ফোরাম গঠন করা হইবে যথায় টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে উৎসাহী সকল পক্ষ (সার্ভিস প্রদানকারী, ব্যবহারকারী, সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) টেলিযোগাযোগ সার্ভিসমূহের উন্নয়ন ও সার্ভিসমানের উৎকর্ষসাধন এর উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারে।

৮। ব্যবহারকারীদের জন্য সার্ভিসসমূহ

৮.১ ব্যবহারকারীদের জন্য অনুকূল সার্ভিসঃ নৃতন সার্ভিসমূহের জন্য ব্যবহারকারীদের চাহিদা/ প্রয়োজন মিটাইবার দিকেই শুধু নয় বরং বিদ্যমান সার্ভিসসমূহের উৎকর্ষ সাধন, পরিচালনায় স্বচ্ছতা প্রদর্শন, তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ এবং সংকট সময়ে সহায়তা প্রদানের দিকেও টেলিযোগাযোগ সার্ভিস পরিচালনাকারীদের লক্ষ্য থাকিবে। নেটওয়ার্কসমূহ ব্যবহারকারীদের কল্যাণমূল্য করিয়া পরিকল্পিত, আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত এবং নির্ধারিত মান/প্রক্রিয়া অনুযায়ী পরিচালিত হইতে হইবে।

৮.২ একধাপ সার্ভিসঃ ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে সকল অপারেটর কর্তৃক “একধাপ সার্ভিস সেন্টার”^{১১} স্থাপনের কাজকে উৎসাহিত করা হইবে। জনসাধারণের অবগতির জন্য সকল টেলিযোগাযোগ সার্ভিস প্রদানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিজস্ব ডাইরেক্টরী প্রকাশ ও নিয়মিত বিরাজিতে উহা হালনাগাদ করা (যেমন- বার্ষিক তিতিতে)

৯। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত আইনসমূহ

দুইটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যে টেলিযোগাযোগ, বিশেষ জনগোষ্ঠী বা সর্বসাধারণের জন্য রেডিও সম্প্রচার এবং শব্দ ও চিত্রের যুগপৎ দূরসম্প্রচার এর ন্যায় বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সার্ভিসের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বে কয়েকটি আইন বলবৎ রহিয়াছে। টেলিগ্রাফ আইন ১৮৮৫, বেতার আইন ১৯৩৩, রেডিও সম্প্রচার আইন

^{১১} যে কোন ধরণের অভিযোগ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট স্থানে গ্রহণ ও প্রতিবিধানের নিমিত্তে গ্রাহকবৃন্দের সুবিধার্থে ঢাকায় সফলভাবে স্থাপিত “একধাপ সার্ভিস সেন্টার” প্রতৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই ধরনের সেন্টারের সংখ্যা অবশ্য উল্লেখ্যযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, ১৯৯৮

১৯৭৫ ও ১৯৯২ এবং টেলিভিশন সম্প্রচার আইন ১৯৬৫ কে সমন্বিত করিয়া টেলিযোগাযোগের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল সার্ভিসের জন্য প্রযোজ্য একটি একীভূত আইন প্রণয়নের বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। তথ্য আদান প্রদানের স্বাধীনতা আধুনিক বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- এই বিষয়কে স্বীকার করিবার পাশাপাশি মূলন আইনে জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর তথ্য আদান প্রদান এবং সম্প্রচার এর ব্যাপারে বাধানিষেধ অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

১০। উপসংহার

দেশে টেলিযোগাযোগ কর্মকাণ্ডের বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ সম্পাদন নিশ্চিত করিবার দর্শন, উদ্দেশ্যাবলী, কৌশলাদি এবং নিয়ম-প্রণালী এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইল এই টেলিযোগাযোগ নীতিমালা। সরকার অবশ্য ইহাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবে এবং সময়ের দাবী পূরণ ও ইহাকে হালনাগাদ করিবার উদ্দেশ্যে এই নীতিমালা সময় সময় পর্যালোচনা করিতে পারিবে। এই নীতিমালায় সন্নিবেশিত সাধারণ নির্দেশাবলী সার্বিক জাতীয় উন্নতির সহিত সংগতিপূর্ণ টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান এর ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে যাহাতে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশকে বিশ্বসভায় সম্মানজনক আসনে আসীন করিবার লক্ষ্য ও প্রত্যাশা পূরণ করা যায়।

8. NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY, 1986

1. PREAMBLE

- 1.1 Science has been described as the means of understanding the natural environment, while technology is the mean of controlling and managing it. Hence science and technology together cover the gathering and generation of information about the material world and the application of that information for the welfare of mankind.
- 1.2 The advanced countries of the world are where they are today primarily because of their ability to use science and technology as effective tools for achieving their national objectives. These countries have changed the life styles of their peoples through the cultivation and application of science and technology. The developing countries have fallen behind primarily because of their backwardness in this respect.
- 1.3 It is now generally realized that the inherent strength of a nation lies in the skills of its people which can be acquired and enhanced through the practice of science and technology in every field. The promotion of scientific knowledge and development of technology, through their increasing application, create the necessary conditions for socio-economic uplift of a country. Technological progress is thus the crucial determinant in the realization of the twin objectives of eradication of poverty and acceleration of socio-economic development.

National Science and Technology Policy, 1986

- 1.4 Bangladesh have been struggling to meet the basic needs of its people, viz., food, clothing, shelter, health, education and the like and to substantially raise the living standards throughout the country. In order to achieve these goals and to keep up with the rest of the world, Bangladesh, too, must harness science and technology to reach its national goals. It is only through the use of S & T as effective instruments of change that a happy future for the people of Bangladesh can be ensured.
- 1.5 Scientific research and development is a vast field in which various Ministries, Government and Semi-Government agencies, universities and private enterprises participate. Coordination of scientific research in the research institutions and universities is extremely important. Owing to a low base and poor infrastructure, we have been able to undertake research work in only relatively small number of areas. In these areas also, progress of research and development activities has not been very satisfactory so far. There were other constraints including the lack of a rational, coherent and comprehensive national Science and Technology Policy to guide decision making on the quantum and distribution of resource for scientific and technological research and the lack of a clear perception of the very special nature of R & D institutions and their management. The limitation of resources, shortage of skilled manpower in many areas, inadequate research facilities and skill development programs, lack of coordination among scientific organization. Outmoded science curricula in the educational institutions, dependence on foreign

technology, brain drain and immigration of trained manpower and poor social consciousness of the role of science and technology in national development all of these factors have conspired to keep us backward.

- 1.6 Bangladesh now recognizes that given the limitations of her factor endowments, the mounting problems of providing for the basic needs of the people, ensuring a reasonable standard of living and accelerating the pace of economic development cannot be tackled without the help of science and technology. It is, therefore, essential to provide high national priority to scientific and technological considerations in the over all development strategy of the country.
- 1.7 With this end in view, a National Science and Technology Policy was formulated in 1980. However, it consisted mostly of broad objectives without definite guiding principles and did not form a part of the over all national development plan. In the absence of any effective mechanism, no concerted effort could be made even for partial implementation of the policy.

2. AIMS AND STRATEGY

- 2.1 In recognition of the fact that the formulation of a comprehensive and coherent national science and technology policy, designed to contribute to the achievement of the country's development objectives, is necessary for the effective application of science and technology for development. The Government of Bangladesh considers it appropriate to formulate a new National Science and

National Science and Technology Policy, 1986

Technology Policy. The Policy is designed to fulfil the following primary aims:

- a) To attain scientific and technological competence and self-reliance, to help increase production and employment in various sectors and sub sectors of the economy.
 - b) To be in consonance with the socio-economic, cultural, educational, agricultural and industrial policies of the nation.
 - c) To contribute to the worldwide pool of scientific and technological knowledge.
 - d) To seek out and recognize high talents in various areas of science and technology.
 - e) To strengthen cooperation in science and technology between developed and developing countries and particularly among developing countries themselves.
 - f) To provide guideline for institutional arrangements or rearrangements in the R & D structure (including education and training) for attainment of the above objectives.
- 2.2 With a view to ensuring that policy formulation in science and technology and their cultivation and application in various sectors will proceed in a coordinated manner, the Government of Bangladesh constituted on 16 May, 1983, a centrally institutionalized mechanism called the National Committee on Science and Technology (NCST) to perform the following functions:

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নৈতিগালা

- a) Recommend national policies on science and technology.
 - b) Recommend priorities to specific research programs, evaluate the quality and effectiveness of research programs undertaken by various agencies and assess the extent to which results are put to actual use.
 - c) Suggest measures for coordination of scientific research and development activities.
 - d) Recommend approval to research plans and programs.
 - e) Such other matters as may be considered relevant by the Government.
- 2.3 The NCST, headed by the Head of Government of the People's Republic of Bangladesh, as a Vice-Chairman; six concerned Ministers, eight concerned Secretaries and seven prominent scientists/ technologists as members.
- 2.4 There is also an Executive Committee of the NCST to oversee the implementation of its directives and decisions. The NCST may be assisted by Sub-Committees, Technical Committees, Advisory Panels, Expert Panels and Consultants, as required.

3. MAJOR ELEMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY

Solution of the problems of the national economy calls for multidisciplinary application of science and technology. Given the limitation of resources, an integrated approach is essential for evolving a comprehensive and coherent national science and technology policy which will serve, inter alia, the following purposes:

National Science and Technology Policy, 1986

3.1 Organize and coordinate all Research and Development work concerning science and technology in the country: Bangladesh now has more than sixty R & D institutions and supporting facilities administered by Research Councils, Development Agencies, Government Departments and Non-Governmental organizations. There is, however, little coordination among them. Often no specific targets are set no monitoring and control measures exist and not enough thought is given to the development of marketable products from these endeavors. The net result is fragmentation of research activity with little returns accruing form the effort.

In view of this, the role of the NCST as the central coordinating agency assumes critical importance. The NCST would advise the Government on selected areas of research and development which would help realize the stated objective meant to accelerate economic recovery and then assign these areas of research and development to the specific agencies best equipped to carry them to a successful completion and ensure their high performance. The NCST will also evolve a mechanism for establishing linkages of R & D institutions horizontally amongst themselves and vertically with the Ministries dealing with S & T activities.

In view of the above, it is considered appropriate that the NCST should also serve the following functions:

- a) Recommend measures for technology assessment, development, adaptation, and diffusion in the country.

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নৈতিমালা

- b) Suggest measures to integrate a Science and Technology Plan with the Development Plans prepared by the Planning Commission.
- c) Introduce effective institutional arrangements in the various organs of the Government to help promote and monitor the implementation of the Science and Technology Plan.
- d) Secure funds and allocate them to the various R & D institutions in the light of national development priorities.
- e) Recommend to Government on science and technology related policies in the areas of taxation, import, export and industrialization with intent to create appropriate infrastructure for maximizing technology transfer and economic development.
- f) Suggest measures to strengthen environmental pollution monitoring and control.
- g) Take adequate steps to popularize science and technology among the people in general.
- h) Promote regional and international cooperation in science and technology on bilateral and multilateral basis.

It is generally recognized that engineering research is needed to provide the vital link in the commercialization of research results and in adoption, adaptation and digestion of imported technology. However, in Bangladesh, although research in agricultural and medical sciences have been organized through the aegis of the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) and the Bangladesh Medical

National Science and Technology Policy, 1986

Research Council (BMRC) respectively. Institutions engaged in engineering research in such areas as water resources, housing, transport, etc. have not yet been able to develop nay dynamic and well coordinated research program.

An Engineering Research Council may, therefore, be created in line with the Medical Research Council. Its prime objectives will be to:

- a) Identify thrust areas for research in engineering sciences ;
- b) promote in-house research and design capability in both public and private sector industries;
- c) coordinate and develop research in the existing engineering research organizations;
- d) provide facilities for inter-agency consultation for adoption, adaptation and digestion of foreign technology; and
- e) Offer other related services to different organizations.

3.2 Careful selection of the problems facing the country in each vital sector, where solutions are likely to have a significant impact on the economic and socio-cultural development of the country: This will be achieved by formulating science and technology plans commensurate with sectoral priorities arising from national development objectives, establishing targets for each science and technology sector, critically evaluating the resources required and effectively monitoring the performance of each

sector. Special effort must be made for research and development in the following sectors:

- 1) Agriculture, Land, Livestock, Poultry, Forestry and Fisheries.
- 2) Flood Control, Water Resources, Land Reclamation and Deltaic Studies.
- 3) Health and Family Planning.
- 4) Energy.
- 5) Large Scale Industries including Engineering and Metal Industries.
- 6) Small Scale and Rural Industries.
- 7) Transportation.
- 8) Communications.
- 9) Housing and Public Works.
- 10) Scientific and Technological Education including provision of interaction and coordination among educational institutions, R & D organizations and the industries.

Some of the indicative thrust areas identified in these sectors, on which R & D is needed and which are vital for solution of immediate problems of life and living of the largest number of our people, are shown in Annexure-A

3.3 Promotion of research and strengthening the competence and capability of research institutions including the universities:
 Nurture of national talent must be ensured by substantial improvement in the facilities of the research institutions including the universities through the provisions of:

- 1) **Support Services:** This will be done through

National Science and Technology Policy, 1986

- a) Creation of modern and adequate instrumentation facilities in research institutions.
 - b) Establishment of a central workshop facility for effective maintenance and repair of scientific instruments and also design and manufacture of equipment specially required for research.
 - c) Strengthening of science and technology information bases through an integrated information system for all research institutions.
 - d) Development of computer capabilities and provision for time sharing networks of computer systems.
- 2) **Availability of Multi-disciplinary manpower for Goal-Oriented Research:** This will be achieved through
- a) Provision for sufficient number of chemical, mechanical, electrical and agricultural engineers, in addition to sufficient number of available scientists, for design and engineering services and other facilities for technical feasibility studies, pilot plant extension studies, design development etc.
 - b) Provision for properly trained economists and market research specialists for each research institution.
- 3) **Review Mechanism for accountability in R & D organizations:** In goal-oriented research and development project, individual scientists, groups and teams, operational units and institutes entrusted with the work should be accountable for

their total output within a time frame. The accountability factor should be a built-in element in the R & D mechanism.

While in an undeveloped economy like ours goal-oriented research will continue to be emphasized, certain proportion of basic research must also be carried out in the universities, R & D organizations and other enterprises because it provides solid foundation for applied research and development. This type of research will be carried out by those with originality and innovativeness of a high order. Successful accomplishment of basic research automatically results in the creation of manpower imbued with great intellectual quality, self-confidence and the ability to find new and innovative solutions to problems.

3.4 Establishment of scientific and research institutions/ laboratories/Centers of Excellence where research of high quality can be carried out in selected areas of national importance: Such institutions or centers will provide for training facilities at the highest level and undertake major projects relevant to national development needs. With a few exceptions, establishment of new scientific research institutions/ laboratories/ Centers of Excellence will be avoided. Attention will be given to judicious utilization of available resources for developing the existing institutions such as Universities, BACE, BCSIR, BIRDEM, etc. into centers of excellence. However, in view of the great potential of biotechnology for the developing

National Science and Technology Policy, 1986

countries, a National Institute will be established to carry out research on biotechnology. Other such Centers of Excellence would be in computers and lasers. Such Centers of Excellence will be set up in different parts of the country with due regard to the availability of high-grade manpower.

3.5 Improvement of standard of scientific knowledge at all levels from the school to the university: This effort will comprise the following:

- a) Adequate emphasis should be given on simple concepts of science and mathematics from the primary stage and the school curriculum should be oriented in such a way that problem solving skills of the pupils are enhanced and the interdisciplinary character of science is reflected.
- b) Primary resources for education and training, namely, qualified teachers, physical facilities, equipment, books, and journals, teaching aids, etc. should be ensured.
- c) Adequate provision and proper arrangements for higher training and research in the universities should be made
- d) Access to higher education in science should be selective and based on merit which will be supported by liberal Government scholarships.
- e) Opportunities including 'Open Universities' for expansion of science education may be introduced and to that end library services should also be expanded and improved.

3.6 Training of personnel and specialized scientific and technological staff in the research institutions/laboratories and industrial establishments: Manpower training is an essential condition for technical progress. Therefore, policies for the enhancement of a scientific and technological manpower capacity shall, inter alia, aim at the following:

- a) Ensure scientific and technological training at the levels, on continuous basis, at home and abroad, as and when required, so that the research capability of the scientists and technologists in continuously developed and harnessed.
- b) Give incentives to universities, research institutions and other educational institutions so that they may become more responsive to the problems of society, particularly by integrating them with the production system and the cultural pattern of the country.
- c) Develop mechanisms and programs for professional and technical updating so as to train specialized personnel required to cover all the links in the chain that relate research and development to products and marketing.
- d) Facilitate constant training, development and upgradation of labour force, relevant vocational training, and in particular, adequate training of researchers and technicians employed by production units.
- e) Develop an indigenous managerial and administrative capacity in science and technology.

National Science and Technology Policy, 1986

- f) Make a thorough evaluation of the brain drain problem including the emigration of skilled manpower with a view to identifying measures for tackling the problem and reversing the exodus of scientific and technological manpower.
- g) Launch a nation wide quality improvement program for S & T personnel which will include promotion of doctoral programs in the universities of the country.
- h) Give adequate importance to local research based degree holders.
- i) Ensure participation of teachers, scientists and technologists in various seminars, workshops and conferences both at national and international levels to increase their working efficiency.

Beside building up professionals, technicians, managers and skilled workers through the creation of training facilities in the country, high quality manpower needed to provide leadership and maintain the continuity of the build up process has to be created. This will be done in the country and also abroad in cooperation with advanced countries on the basis of sister institution concept under national and international support.

3.7 Ensure suitable environment for scientific and technological research: For achieving this objective the following measures are envisaged:

- a) Top talented scientists will be attracted to the field of science and technology.
- b) Scientists and technologists working in the country will be given the opportunity to reach the highest national grade of pay and, in

exceptional circumstances even a higher grade, while continuing in his position, in recognition of outstanding services in research on the basis of procedure of assessment and evaluation to be evolved.

- c) Scientists and technologists should not be promoted on the basis of seniority in service alone but due recognition should be given to meritorious achievements to be evaluated periodically. Appropriate service rules for various scientific organizations should be framed for this purpose.
- d) Scope of lateral entry should be provided for distinguished scientists and technologists from outside on the basis of selection.
- e) Scientists, freedom of thought and communication with the world community of scientists should be given preferential and priority treatment.
- f) A corps of highly skilled technicians should be developed as the first step for setting up of infrastructure for research.
- g) Scientific academies, associations and societies should be given adequate support so as to enable them to play their due role in society more effectively and to popularize science and technology.
- h) Coordination, interchangeability and appropriate linkage between the universities and the research institutions shall be established so that exchange of scientific personnel

National Science and Technology Policy, 1986

- between universities and R & D organizations can take place smoothly.
- i) Maximum autonomy, through appropriate decentralization of power, should be given to the science organizations to create a sense of freedom and thereby increase efficiency of R & D efforts.
 - j) Due incentives in the form of awards and national recognition should be given to scientists and technologists for meritorious achievements.
- 3.8 Creation of scientific awareness among the broad masses of people through popularization of science and technology and encouraging innovative activities, especially among the younger generation:**
- This will be achieved through:
- a) Launching an intensive nation wide program for the popularization of science and technology through the effective use of mass media like radio, television, newspapers and through scientific societies/associations and science clubs in order to create an environment in which the broad masses of people can apply scientific principles to their daily living.
 - b) Strengthening of the National Museum of Science and Technology and launching of mobile museums to display devices derived from various theories of science and models of various instruments, processes and techniques with a view to increasing public understanding of scientific principles and their practical applications, and with intent to

encourage the peoples creative abilities and interest.

- c) Arranging lecture tours by scientists/technologists which stimulate interest in science and technology among students and young people and encourage them to apply scientific principles to their daily living and induce them to become scientists and technologists themselves.

3.9 Establishment of national capability for development of indigenous technology and attainment of a national capacity for the assessment, selection, acquisition, adoption and adaptation of foreign technology: it is recognized that the Technology Policy for the country will cut across many policy areas and development sectors. The basic objective of the Technology Policy will be the development of indigenous technology and efficient assimilation of imported technology.

Its aim will, inter alia, be to:

- a) Guide the formulation of a Technology Plan which is to be integrated with the national plan.
- b) Attain national capacity for autonomous decisions making in technological matters through promotion of technological competence and self-reliance.
- c) Ensure transfer of research results to the production sectors and their optimal utilization by the national economy.

National Science and Technology Policy, 1986

- d) Ensure provision of facilities for transfer and productive utilization of research results through the institutionalization of engineering design, prototype development and commercialization of products in the relevant sector corporations and individual units in both public and private enterprises.
- e) Reduce vulnerability, particularly in strategic and critical areas, making optional blend of indigenous and imported technological resources.
- f) Devise appropriate legal, fiscal and financial instruments for selection, importation, absorption and adaptation of foreign technology.
- g) Ensure establishment of institutional facilities for relevant knowledge assimilation and skill development for learning the absorption process for imported technology.
- h) Generate technologies which are internationally competitive, particularly those with export potential.
- i) Ensure development support facilities like information and documentation services, computer services and software packages, standardization and quality control.
- j) Ensure due considerations to matters relating to ecology, environment, energy conservation, employment generation and social justice, etc. while importing technology.

- k) Provide support to emerging technologies like biotechnology, generic engineering, micro-electrons, new and renewable sources of energy etc.

In order to fulfil the broad aims and objectives of the technology Policy outlined above it is envisaged to strengthen and establish relevant institutions and co ordinate activities of the different organizations in respect of technology transfer. With this strategy in view, the present Institute of Appropriate Technology at BUET will be strengthened and given responsibility for policy research on matters related to technology assent for recasting evaluation etc. The Institute will act in close cooperation with and, among other things, may receive research assignment from Technology Transfer Study Center, to be instituted as 'Think tank' for the NCST.

- 3.10 Creation of centralized facilities for collection and dissemination of scientific information and research findings:** A strong information base is a prerequisite for an S & T plan with self-reliance as one of its principal objectives. To facilitate rapid documentation and dissemination of indigenously collected information and that obtained from outside sources, a well organized and institutionalized system is required which would conform to the international standards and be available within the resource constraints of the country. In Bangladesh, scientific and technical information are handled at the moment by several organizations which are collecting collating, cataloging and storing information in different fields.

National Science and Technology Policy, 1986

For effective functioning, a three tier national system is proposed with the following three levels of operation:

A. The Central Documentation Center: This would be headed by a highly qualified and experienced expert supported by a number of subject matter specialists. It will have the following basic facilities:

- a) Centralized storage and cataloguing,
- b) Central physical facility for data line connections and documentation,
- c) Liaison with various international documentation agencies, and
- d) Overall administrative control of the national documentation facilities.

The Bangladesh National Scientific and Technical Documentation Center (BNSSDOC), now a unit of the BCSIR, will be developed as the central documentation center directly under the Science and Technology Division. The National Science Library will form a part of the Central Documentation Center.

B. Four Sub-groups situated in convenient institutions to deal with the following subject areas:

- a) Physical Sciences to include documentation facilities for all physical, chemical, mathematical, statistical, and nuclear subject areas.
- b) Agriculture, Livestock, Fisheries and Rural Development to cover agriculture, food and nutritional, rural development and social and economic sciences.

- c) Medical and Biological Sciences to include medical, health, biological and public health areas.
- d) Engineering and Technology-to include all engineering subjects, architecture, planning, energy, technology, environment, housing, communication, transportation, water resources, etc.

These four sub-groups would have independent facilities for storage, documentation, copying, microfilm/microfiche, etc. in their respective areas. The four agencies would be linked together directly and through the centralized first tier administrative and functional mechanism.

C. Institutional Facilities: All the scientific institutions (research and educational) would continue to have their library facilities and subject matter specialization. These libraries will perform the function of collecting and documenting basic local information in their respective areas and feed the same to the respective sub groups and ultimately to the central storage for permanent documentation and international exchange.

This three-tier scheme would operate under the general supervision of the National Committee on Science and Technology (ANST).

3.11 Ensure adequate fund for the STR sector for development of infrastructure for R & D activities: In recognition of the fact that science and technology are essential tools for the socio-economic uplift of a nation, the

National Science and Technology Policy, 1986

industrially advanced countries spend large resources on scientific and technological activity. Typically, they spend between 2 and 3 percent of the total value of their goods and service i.e. their Gross National Product (GNP) on Research and Development (R & D). Several times this amount is additionally spent in converting the results of the R & D into socially valued artifacts which are then made readily available to the potential buyer and user.

By contrast, the expenditure on R & D in our country does not constitute more than 0.3% of the GNP whereas the international standard is a minimum of 1% of GNP for the developing countries. It has been found from experience that R&D funding below a level of 1% of GNP does not create any significant impact on economic development.

Special efforts should, therefore, be made to ensure adequate resources for the effective implementation of Science and Technology Policies. Apportionment of at least 1% of GNP will be targeted for R & D and the target will be reached as soon as possible by phase wise increases in the allocation in this sector. For this, appropriate financial mechanism will be established and the functions of which would include:

- a) Linkages of the users of science and technology through their participation in the formulation and execution of projects concerned.
- b) Special arrangements to ensure continuous financing for science and technology.

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় নীতিমালা

- c) The procurement and utilization of funds from national sources, both public and private, international agencies/organizations and the United Nations system, which, however, should conform to the overall national development objectives.

Besides, a centralized fund for R & D activities shall be created out of a contribution of 1% of the total budget of all productive sectors. This contribution will be compulsory for both public and private sector industries and such contribution will be tax-free. The NCST may allocate fund so to various scientific organizations and distribute them through the Science and Technology Division which would also monitor and evaluate the impact of such expenditure. The administration of the programs will, however, remain with the respective Ministries.

- 3.12 Ensure bilateral, sub-regional, regional and international scientific and technical collaboration:** Bangladesh is totally committed to acquiring scientific and technological capability to be able to reach her socio-economic goals as soon as possible. Concerted efforts will be made to foster scientific and technical co-operation with developed and developing countries to build up a sound science and technology base in the country. In this respect sub-regional, regional and international collaborative arrangements with agencies like South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC), Commonwealth Science Council (CSC), Economic and Social Commission for Asia and

National Science and Technology Policy, 1986

the Pacific (ESCAP), United nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Islamic Foundation for Science, Technology and Development (IFSTAD), UN Center for Science and Technology for Development (UNCSTD), etc. and also other bilateral arrangements will be given due importance.

4. SCIENCE AND TECHNOLOGY PLAN

The priorities for the scientific and technological development in the country will be identified on the basis of the above considerations by the NCST for the formulation of appropriate Science and Technology Action Plan. In drawing up the S & T plan, the NCST will endeavor to combine sectional approaches keeping in view the totality of the nations scientific and technological needs.

The actual planning and programming should be undertaken by panels of scientists and technologists belonging not only to the research laboratories and universities alone but also to design, engineering and manufacturing units natural resources survey agencies and extension organizations. This will be done in collaboration with economists, administrators, planners and other professional groups. It should be ensured that the scientific and technological projects are derived from committed development programs. In short the S & T plan will be an interactive and collaborative process.

5. A LOOK AHEAD

5.1 The success of the Science and Technology Policy and the speed with which the various facets of the policy are implemented depend on an efficient monitoring, review and guidance by the NCST. For the

implementation of the Policy the NCST will spell out guidelines in detail for Ministries and agencies of the Government as well as for industries and entrepreneurs dealing with science and technology.

- 5.2 The formulation of Science and Technology Policy, the preparation of an S & T Plan, the provision of adequate financial resources and the effective implementation of the Plan can secure the necessary conditions for proper use of science and technology geared to fulfil national goals. In themselves, however, these are not sufficient. Implementation of the policies will require a commitment on the part of the Government to undertake the much-needed organizational and managerial reforms not only in agencies and institutions which generate science and technology but also in all public and private enterprises which use science and technology. In fact, the effectiveness of Science and Technology Policy would depend upon the strength of the linkage between the political and scientific technological systems.
- 5.3 Above all, the entire population must be imbued with self-confidence and pride in the national capability. Science and technology must be duly harnessed to unleash the creative potential of the people for transforming Bangladesh into a prosperous nation.

Annexure-A**Indicative Thrust Areas in which R & D is Needed**

- 1) **Agriculture, Land, Livestock, poultry, Forestry and Fisheries:** Besides rice and wheat, greater attention will be paid to development of high yielding varieties of pulses, edible oil, sugar cane, jute, cotton, etc. Emphasis will give on the integrated pest management and farming system. Extensive research work will be undertaken on the effect of micronutrients of fertilizer uptake, on livestock, poultry, forestry and fisheries development. Attention will also be given to the production of vegetables and fruits.
- 2) **Flood Control, Water Resources, Land Reclamation and Deltaic Study:** Special attention will be paid to averting recurring floods, studying soil-water management and optimizing level of irrigation water. Provision will also be made for land reclamation and deltaic studies.
- 3) **Health and Family Planning:** R & D work will be undertaken to improve efficiency and, if necessary, initiate adoption of new methods in the provision of health facilities and family planning programs.
- 4) **Energy:** R & D efforts will be directed to attain self-reliance in the execution of conventional commercial projects (e.g. power generation, transmission and distribution, development of gas fields, etc) so that we can not only design these ourselves but increase the efficiency of their performance.
Special attention will be paid to the development of renewable sources of energy and widespread development of small plants to meet rural energy needs maintaining ecological balance. Adaptive research will be carried out for devising viable means of using solar and wind energy and biomes.

- 5) **Large Scale Industries including Engineering and Metal Industries:** Among others, particular attention will be given to economic production of basic materials for intermediate and wage goods as well as raw materials and capital goods for small scale industries steel and its alloys, basic chemicals and pharmaceuticals for both humans and animals, plastics, PVC and synthetic fibers, machine tools and metallurgy. Provision for carrying out in-house research and enhancing design development capabilities in large as well as small-scale industries will be made.
- 6) **Small Scale and Rural Industries:** Efforts will be made for improvement in technologies and design for traditional cottage and other small scale industries, engineering industries to support agricultural development as well as for processing agricultural products, components of large industries, consumer goods etc.
- 7) **Transportation:** Efforts will be made for improvement in quality, economy construction of roads and railways and efficiency in use of road vehicles, water crafts and other means of transportation.
- 8) **Communications:** Special efforts will be made for development of formation transmission media like telephone, telegraph, radio, TV, etc.
- 9) **Housing and Public Works:** Technological improvement will be made for callusing low cost housing ensuring durability and maximizing use of local materials, etc.
- 10) **Scientific and Technological Education including provision of interaction and coordination among educational institutions, R&D organizations and industries:** In order to encourage industrial exploitation of research results obtained in educational institutions and R & D organizations and facilitate solution problems faced in the production

National Science and Technology Policy, 1986

sectors, efforts will be made for appropriate modernization of scientific and technological education system and formulation of requisite curriculum to ensure effective interaction and coordination among educational institutions, R & D organizations and industries.

Beside the above, the following would figure in the priority projects:

- 1) Substantial increase of electricity generation by the year 2000 A.D and use of nuclear power to that end.
- 2) Production and processing of raw jute, tea, leather and rubber.
- 3) Manufacture of engines for automobiles, power pumps and power tillers.
- 4) Production of different grades of steel and alloys.
- 5) Development of electronics industries.
- 6) Establishment of Petro-chemical complex with natural gas.
- 7) Arrangement for studying Oceanography, Meteorology, Hydrographic and marine oriented other physical sciences.
- 8) Exploration and preservation of indigenous plant wealth through germ plasma collections, herbaria and establishing nature reserves (biosphere reserves).
- 9) Application of biotechnology (including genetic engineering) in health science and agriculture.

৯. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ১৯৭৭

নারীর মানবাধিকার ও সংবিধান

১৯৭২ সনে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ আছে যে, “সকল নগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী” ২৮(১) ধারায় রয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না”। ২৮ (২) ধারায় আছে, “রাষ্ট্র ও গণজাতের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। ২৮ (৩) ধারায় আছে “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষভেদে বা বিশ্বাসের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্বাসের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনোরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না”। ২৮ (৪) এ উল্লেখ আছে যে, নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোন অনহস্ত অংশের অংগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। ২৯ (১) এ রয়েছে ‘প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে’ সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে’। ২৯ (২) এ আছে “কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না”। ৬৫ (৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ

১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে দেশের বাইরে নারী উন্নয়নের যে আন্দোলন চলছিল তার মূলস্তোত্তরায় বাংলাদেশ যুক্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নারী সমাজ উন্নয়নের যে অবস্থানে রয়েছে তার ভিত্তি এই উদ্যোগের ফলে রচিত হয়। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে ‘নারী বর্ষ’ হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে ১৯৭৬-

১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি। ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। এতে ১৯৭৬-১৯৮৫ পর্বের নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নারী দশকের লক্ষ্যের আওতায় আরও তিনটি লক্ষ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান চিহ্নিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের জন্যে সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রযুক্তি কৌশল গৃহীত হয়। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয়, ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নিতে তাগিদ দেয়া হয়। কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেডার ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সার্ক দেশসমূহে নারী উন্নয়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। বেইজিং কর্মপরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো- নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অসম সুযোগ; স্বাস্থ্য সেবার অসম সুযোগ ; নারী নির্যাতন; সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার নারী ; অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার; সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্ষমতায় অংশগ্রহণে অসমতা ; নারী উন্নয়নে অপর্যাপ্ত প্রতিষ্ঠানিক অবকাঠামো; নারীর মানবাধিকার লংঘন ; গণমাধ্যমে নারীর নেতৃত্বাচক প্রতিফলন এবং অপ্রতুল অংশগ্রহণ; পরিবেশ সংরক্ষণে ও প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সীমিত অধিকার এবং মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্য। সকল আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৯৯২ সালে রিও-ডিজেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন ও তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর এবং এগুলোর বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে গৃহীত শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকৃত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ

রাষ্ট্র, অর্থনীতি, পরিবার ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। নারীর জন্য আন্তর্জাতিক ‘বিল অব রাইটস’ বলে চিহ্নিত এ দলিলে নারী অধিকার সংরক্ষণের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানদণ্ড বলে বিবেচিত। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ তিনটি ধারায় (২, ১৩ (ক), ১৬ (ক) ও (চ)) সংরক্ষণসহ এ সনদ অনুস্থান্ত করে।

বাংলাদেশে নারীর অবস্থা

নারী ও আইন

বাংলাদেশে নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি নির্যাতন রোধকালো কতিপয় প্রচলিত আইনের সংশোধন ও নতুন আইন প্রণীত হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুসলিম পারিবারিক আইন, যৌতুক নিরোধ আইন, বাল্যবিবাহ রোধ আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ (বিশেষ বিধান) আইন প্রতৃতি। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, নির্যাতিত নারীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, আইনজীবীর ফি ও অন্যান্য খরচ বহনে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে জেলা ও সেশন জজ এর অধীনে নির্যাতিত নারীদের জন্য একটি তহবিল রয়েছে। যদিও ইতোমধ্যে বিশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে, তবু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক আইনে বৈষম্য বিদ্যমান থাকায় নারী পুরুষের সমতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সুতরাং, এসব আইনের মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন। বিভিন্ন পদক্ষেপ সত্ত্বেও মেয়ে শিশুর অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। মেয়ে শিশুর বাল্যবিবাহ, পাচার, নির্যাতন ও অপব্যবহার চলছে অব্যাহতভাবে। বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়ে শিশুর সাংস্কৃতিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে উল্লেখযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।

নারী নির্যাতন

যদিও ইতোমধ্যে বেশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে তথাপি নারী নির্যাতন আশানুরূপ হ্রাস পায়নি। নারী নির্যাতন, যৌতুকের জন্য নারী হত্যা, নারী ও মেয়েশিশুর অপহরণ ও পাচার, ধর্ষণ, ছালতাহানী, নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি এসিড নিক্ষেপ ও অন্যান্য নারী নির্যাতনমূলক অপরাধ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রাম্য সালিশির মাধ্যমে ধর্মীয় অপব্যব্যাখ্যা দিয়ে ১০১ দোররা, গর্ত করে পাথর মারা, পুড়িয়ে

মারার ঘটনাও এদেশে ঘটেছে। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগজনক বিষয়: হল রাস্তীয় তথা পুলিশের নির্যাতন। নিকট অতীতে পুলিশের হাতে বেশ কিছু নারী নির্যাতিত হয়েছে, এমনকি পুলিশ দ্বারা নারী ধর্ষিত ও নিহত হয়েছে। নারী নির্যাতনের মামলাগুলো তদন্তের জন্য যথেষ্ট ফরেনসিক সুবিধা এখনও গড়ে উঠেনি। এখনও প্রয়োজনীয় নারী কনষ্টেবল, নারী পুলিশ ইঙ্গেল্সের ও নারী এ.এস.আই এবং উচ্চতর পদসোপানে নারী পুলিশ কর্মকর্তা নেই। ফলে, নারী বিষয়ের তদন্ত এবং অন্যান্য কাজ পরিচালনায় বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে মামলা দায়ের হয়না এবং বিভিন্ন কারণে বিচার বিলম্বিত হয়। সরকার নির্যাতিত নারী ও মেয়ে শিশুর সহায়তার জন্য একটি মহিলা সহায়তা কেন্দ্র চালু করেছে। এ কেন্দ্রে নির্যাতিত নারীদের আশ্রয়, বিনা খরচে আইনগত পরামর্শ ও মামলা পরিচালনার জন্য সহায়তা দেয়া হয়। পাশাপাশি নির্যাতিত নারীদের বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ দান করে আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে দেশের ১০ টি জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত স্থাপিত হয়েছে।

রাজনীতি ও প্রশাসন

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায়ে নারীর অস্তর্ভুক্তি তথা উন্নয়নের মূলস্থোত্থারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উদ্যোগ ১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধু সরকার গ্রহণ করে। সরকারী চাকুরীতে মেয়েদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ অবাধিত করে দশভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৩ সনে দু'জন নারী মন্ত্রিসভায় অস্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৭৪ সনে একজন নারীকে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক নিয়োগ করা হয়। নারীর ব্যাপক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারী চাকুরীতে কোটা প্রবর্তন হলেও এখন পর্যন্ত সরকারের নীতি নির্ধারণী পদে নারীর অংশগ্রহণ প্রাণ্তিক পর্যায়ে রয়েছে। মন্ত্রিসভায় ৪ জন এবং জাতীয় সংসদে ৩৩০ জন সদস্যদের মধ্যে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৩০ জন সদস্যসহ ৩৭ জন নারী। স্থানীয় সরকারে ১৩৮৭৯ জন নারী বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তবে, এদের অধিকাংশই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। বাংলাদেশে সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০,৯৭,৩৩৪ তন্মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৮৩,১৩৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৭.৬ ভাগ। এর মধ্যে গেজেটেড পদে শতকরা ৬.৫ ভাগ এবং অন্যান্য পদে শতকরা ৭.৪০ ভাগ। উপ-সচিব পদ হতে সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে নারীদের সংখ্যা শতকরা ১২ ভাগের নীচে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমতুল্য পদসহ সচিবদের পদ ৬৪টি। কোন নারী এই পদে অধিষ্ঠিত নেই। অতিরিক্ত সচিবের পদ ৬০টি। এ পদসমূহে ২জন মাত্র নারী রয়েছেন। ২৯৫ টি যুগ্ম-সচিব

পদের মধ্যে ২ জন নারী এবং ৬৬৫ জন উপ-সচিবের মধ্যে মাত্র ৩ জন নারী রয়েছেন। বিসিএস এর অন্যান্য ক্যাডারেও উচ্চ পদে নারীর সংখ্যা নগন্য। রাষ্ট্রদৃত পদে মাত্র ১ জন নারী বর্তমানে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতি পদে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচন কমিশনে উচ্চপদে কোন নারী নেই। এছাড়া, বিভিন্ন স্বায়ত্ত্বাস্থিত সংস্থার উচ্চপদে অতি সীমিত সংখ্যক নারী নিয়োজিত রয়েছেন। ক্ষমতায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড বা তৎসমপদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ এবং তায় ও ৪ৰ্থ শ্রেণীর পদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। এই পদ্ধতিতে কোটাপূরণ সম্বৰ হলেও কখননোই নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা সৃষ্টি হবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ নারী। পুলিশ বিভাগে নারীদের এ এস পিসহ অন্যান্য পদে নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকায় বিগত কয়েক বছর ঐ পদে নিয়োগ বঙ্গ ছিল। এছাড়া পুলিশ বিভাগ অন্যান্য পদেও নারীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সেনাবাহিনীতেও নারীদের নিয়োগ একেবারেই সীমিত।

দারিদ্র্য

দেশের শতকরা ৪৬ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই নারী। চাকুরী ও স্ব-কর্মসংস্থান উভয়ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে আছে। ১৯৯০-৯১ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তি ৫১.২০ মিলিয়ন। এর মধ্যে পুরুষ ৩১.১ ও নারী ২০.১ মিলিয়ন। অন্যদিকে, এখনও পর্যন্ত নারীর অনেকক কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হয় নাই। সংসারের পরিসরে নারীর শ্রম বিনিয়োগের কোন মাপকাঠি এখনও উদ্ভাবন করা যায়নি এবং কৃষি অর্থনীতিতে নারীর অবদানের সঠিক মূল্যায়ন নিরূপিত হয়নি বলেই নারী শ্রমশক্তি হিসেবে অনেক সময় চিহ্নিত হয়নি।

নারী মানব সম্পদ

বাংলাদেশের নারীদের গড় আয় ৫৮.১ বছর, অন্যদিকে পুরুষের গড় আয় ৫৮.৪ বছর। নারী ও পুরুষের অনুপাতঃ ১০০ঃ ১০৬। পৃথিবীর মাত্র ৩ টি দেশে পুরুষের গড় আয় নারীদের থেকে বেশী। পুরুষের স্বাক্ষরতার হার শতকরা ৩৮.৯ ভগ, সেখানে নারীর স্বাক্ষরতার হার ২৫.৫ ভাগ। শিক্ষ্যর সর্বস্তরে পুরুষের তুলনায় নারী পিছিয়ে আছে। ১৯৯৬ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার হল ৮৩.৬; এর

মধ্যে বালক ৮৮.৯ ভাগ ও বালিকা ৭৮ ভাগ এবং বালক বালিকার অনুপাত ৫২.৯ : ৪৮; এর মধ্যে মেয়ে শিশুর ভর্তি ও বারে পড়ার হার যথাক্রমে ৮৮.৩ ও ১৫.৩। দেশে এবং বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কারিগরী প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী সমান সুযোগের অভাবে পুরুষের তুলনায় সংখ্যা ও গুণগত দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর অপুষ্টির আনুপাতিক হার ৪৩.৮ : ৪৭.৬। এ থেকে নারী - পুরুষের মধ্যে বিবাজমান বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে উঠে।

নারী উন্নয়নে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন, ১৯৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা ও ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। ১৯৯০ সালে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। ১৯৯৪ সালে শিশু বিষয়ক অঙ্গভূক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় রাখা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী, কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল, শিশু দিবায়ত্ত কেন্দ্র, নারীদের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সকল জেলা ও থানায় বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় শিশু দিবায়ত্ত কেন্দ্র স্থাপন, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪ টি জেলা ও ১৩৬ টি থানায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শিশুদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সমর্বিত করার লক্ষ্যে ৩৩ টি নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট ঘনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় পর্যায়ে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট “জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ” গঠন করা হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একযোগে কাজ

করার মানসিকতা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সংযোগ রয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকার সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল ও নীতিমালায় সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতা ও সংযোগের জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে।

সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল ও নীতিমালায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সক্রিয় সরকারী-বেসরকারী সংযোগ ও সহযোগিতার কথা থাকলেও এবং সরকারী-বেসরকারী উভয় পর্যায়ে কর্মাদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু, বাস্তবে এই লক্ষ্যটি এখনও পূর্ণমাত্রায় অর্জিত হয়নি। এক্ষেত্রে, বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু, সময়ের দাবী হলো সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় ও সহযোগিতা। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, নারী আন্দোলন ও নারী সংগঠনগুলি নারী উন্নয়ন ও সমতার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারী সমাজকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলা হবে অন্যতম লক্ষ্য।

সম্পদ ও অর্থায়ন

বিগত পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে বারদ্দৃত সম্পদ নারী উন্নয়নের প্রয়োজনের নিরিখে অপ্রতুল ছিল। এখন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকরী ও সম্ভাবনাময় কর্মসূচী গৃহীত হলে প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সরকারসমূহ ও আন্তর্জাতিক অর্থায়ন সংস্থাসমূহকে দেশে দেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে অবহিত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

সরকারের 'কুলস অব বিজনেস' অনুসারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণায়ের অন্যতম দায়িত্ব নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করা। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সংগে আলোচনার ভিত্তিতে সংবিধানে স্বীকৃত নারীর মৌলিক অধিকার, আন্তর্জাতিক সনদসমূহ যথা, সিডও, সিআরসি এবং বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনার আলোকে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য

১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচনে দেয়া প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী বর্তমান সরকার দেশে প্রথম বারের মত নারী উন্নয়ন নীতি প্রদান করেছে, যার প্রধান লক্ষ্য হবে যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা।

- ◆ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করা;
- ◆ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ◆ নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- ◆ নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- ◆ নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা;
- ◆ নারী সমাজকে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
- ◆ নারী পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা;
- ◆ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদন করা;
- ◆ নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা;
- ◆ নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করা;
- ◆ রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা;
- ◆ নারীর স্বার্থের অনুকূল প্রযুক্তি উন্নয়ন ও আমদানি করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;
- ◆ নারী সুস্থিত্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ◆ নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় এবং গৃহায়ন ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা;
- ◆ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;
- ◆ বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারীর চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা;
- ◆ বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;
- ◆ গণ মাধ্যমে নারী ও মেয়েশিশুর ইতিবাচক ভারমূর্তি তুলে ধরাসহ জেডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;

- ◆ মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেয়া ;
- ◆ নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা ।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি

১। নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন

- ◆ মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার সকল ক্ষেত্রে যেমন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সমঅধিকারী, তার স্বীকৃতিস্বরূপ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করা ;
- ◆ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;
- ◆ নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা ;
- ◆ বিদ্যমান সকল বৈষম্যমূলক আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ;
- ◆ স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের, কোন অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের পরিপন্থী এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন বক্তব্য বা অনুরূপ কাজ করা বা কোন উদ্যোগ নেয়া যাবে না ;
- ◆ বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন না করা এবং বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার উম্মেশ ঘটতে না দেয়া ;
- ◆ গুণগত শিক্ষার সকল পর্যায়ে, চাকুরীতে, কারিগরী প্রশিক্ষণে, সমপারিতোষিকের ক্ষেত্রে, কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তায়, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যায় নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ;
- ◆ মানবাধিকার ও নারী বিষয়ক আইন সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- ◆ পিতা ও মাতা উভয়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচিতির ব্যবস্থা করা যেমন, জন্মনিবন্ধীকরণ, সকল সনদপত্র, ভোটার তালিকা, ফরম, চাকুরীর আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদিতে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতা ও মাতার নাম উল্লেখ করা ;

২। মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা ।

- ◆ বাল্য বিবাহ, মেয়েশিশু ধর্ষণ, নিপীড়ন, পাচার এবং পতিতা বৃত্তির বিরুদ্ধে আইনের কঠোর প্রয়োগ করা ;
- ◆ পরিবারের মধ্যে এবং বাইরে মেয়ে শিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করা এবং মেয়ে শিশুর ইতিবাচক চিত্র তুলে ধরা ;
- ◆ মেয়ে শিশুর চাহিদা যেমন, খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা ;
- ◆ শিশুর বিশেষ করে মেয়ে শিশুর দূরীকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া ;

৩। নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূরীকরণ

- ◆ পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা ;
- ◆ নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন করা ;
- ◆ নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা দেয়া ;
- ◆ নারী পাচার বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন করা ;
- ◆ নারীর প্রতি নির্যাতন দূরীকরণ এবং এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য বিচার ব্যবস্থায় পুলিশ বাহিনীর সর্বস্তরে বর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ;
- ◆ বিচার বিভাগ ও পুলিশ বিভাগকে নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া ও জেডার সংবেদনশীল করা ;
- ◆ নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন ও পাচার সম্পর্কীয় অপরাধের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিচার পদ্ধতি সহজতর করা ।

৪। সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান

- ◆ সশস্ত্র সংঘর্ষ ও জাতিগত যুদ্ধে নারীর অধিকতর নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা ;
- ◆ সংঘর্ষ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ;

৫। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

- ◆ নারী শিক্ষা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূল স्रোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সক্রিয় ও স্পষ্ট নীতি অনুসরণ করা;
- ◆ আগামী দশ বছরে নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা, বিশেষতঃ মেয়ে শিশু ও নারী সমাজের শিক্ষা প্রশিক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া;
- ◆ বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা;
- ◆ মেয়েদের জন্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ◆ টেকসই উন্নয়ন ও অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নারীর জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ এবং শিক্ষালী করা;
- ◆ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও মেয়ে শিশুর সমান অধিকার নিশ্চিত করা, শিক্ষার সকল পর্যায়ে মেয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- ◆ জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সকল স্তরের পাঠ্যসূচীতে নারী-পুরুষের সমতা প্রেক্ষিত সংযোজন করা;
- ◆ নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রশিক্ষণে নারীকে সমান সুযোগ দেয়া;
- ◆ নারী ও মেয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিদ্যমান নীতিসমূহের খাতওয়ারী সময়ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা;
- ◆ কারিগরী প্রযুক্তিগত ও উচ্চ শিক্ষাসহ সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা;

৬। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

- ◆ ক্রীড়া ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ◆ স্থানীয় পর্যায়ে নারীর জন্য পৃথক ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা;
- ◆ সাংস্কৃতিক পরিম্বলে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ◆ নাটক ও চলচিত্র নির্মাণে নারীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা;

৭। জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ

- ◆ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করা ;
- ◆ অর্থনৈতিক নীতি (বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি, করনীতি প্রভৃতি) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ;
- ◆ নারী ক্ষমতায়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে ও কর্মসূচীতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ বিবেচনায় রাখা ;
- ◆ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার লক্ষ্যে নারীর অনুকূলে Safetynets গড়ে তোলা ;
- ◆ সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া ;
- ◆ শিক্ষাপাঠ্যক্রম, বিভিন্ন পুস্তকাদিতে নারীর অবমূল্যায়ন দূরীভূত করা এবং নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ;
- ◆ নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরী ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রদান এবং চাকুরী ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা ;
- ◆ নারীর অংশগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীর অবদানের স্বীকৃতি দেয়া ;
- ◆ জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান প্রতিফলনের জন্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যৱোসহ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা ;
- ◆ সরকারের জাতীয় হিসাবসমূহে গার্হস্থ্য শ্রমসহ সকল নারী শ্রমের সঠিক প্রতিফলন নিশ্চিত করা ;
- ◆ নারী যেখানে অধিক সংখ্যায় কর্মরত আছেন সেখানে যাতায়াত ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক প্রক্ষালনকক্ষ এবং দিবাযত্ত কেন্দ্র স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

৭.১.১ নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ

- ◆ দরিদ্র নারী শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে তাদের সংগঠিত করে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন এবং বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সৃষ্টি করা ;

- ◆ দরিদ্র নারীকে উৎপাদনশীল কর্মে এবং অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা ;
- ◆ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ নারীর সকল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা ;
- ◆ জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও ব্রেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা দান ও অনুপ্রাণিত করা ।

৭.২ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

- ◆ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, তথ্য, উপর্জনের সুযোগ, উত্তরাধিকার, সম্পদ, ঝণ প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদসহ ভূমির উপর অধিকার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা ।

৭.৩ নারীর কর্মসংস্থান

- ◆ নারী শ্রমশক্তির শিক্ষিত ও নিরক্ষর উভয় অংশের কর্মসংস্থানের জন্যে সর্বান্বক উদ্যোগ গ্রহণ করা ;
- ◆ চাকুরী ক্ষেত্রে নারীর বর্ধিত নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি এবং কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ;
- ◆ সকল নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে সরকার অনুসৃত কোটা ও কর্মসংস্থান নীতির আওতায় চাকুরী ক্ষেত্রে নারীকে সকল প্রকার সমসুযোগ প্রদানের জন্যে উদ্বৃদ্ধ করা ;
- ◆ নারী উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ঝণদান কর্মসূচী গ্রহণ করা ;
- ◆ নারীর বর্ধিত হারে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অবস্থান ও অগ্রসরমানতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ গড়ে তোলা ;
- ◆ নারীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি ও নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার করা ।

৭.৪ সহায়ক সেবা

- ◆ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা যেমন শিশুযন্ত্র সুবিধা, কর্মসূলে শিশু দিবাযন্ত্র পরিচর্যা কেন্দ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম, প্রতিবন্ধী নারীদের জন্যে গৃহায়ন, স্বাস্থ্য, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, সম্প্রসারণ এবং উন্নীত করা।

৭.৫ নারী ও প্রযুক্তি

- ◆ নতুন প্রযুক্তি উন্নাবন, আমদানি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে জেডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
- ◆ উন্নতিপূর্ণ প্রযুক্তির প্রয়োগের ফলে নারীর স্বার্থ বিস্থিত হলে গবেষণার মাধ্যমে ঐ প্রযুক্তিকে নারীর প্রতি ক্ষতিকারক উপাদানমূক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- ◆ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থের অনুকূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্যে প্রযোজনীয় আইন প্রণয়ন ও সংস্কার করা।

৭.৬ নারীর খাদ্য নিরাপত্তা

- ◆ দুঃস্থ নারীর চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;
- ◆ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৮। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

- ◆ রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্যে প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বৃদ্ধ করা;
- ◆ নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;
- ◆ নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;

- ◆ নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং ত্বরণ পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা ;
- ◆ রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্ব�ৃদ্ধ করা ;
- ◆ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হবার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেয়া ;
- ◆ স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ;
- ◆ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রিপরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যাক নারী নিয়োগ করা।

৯। নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন

- ◆ প্রশাসনিক কাঠামোর উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ সহজ করার লক্ষ্যে চুক্তিভিত্তিক এবং সরাসরি প্রবেশের (লেটারেল এন্টি) ব্যবস্থা করা ;
- ◆ বাংলাদেশ দৃতাবাসগুলোতে রাষ্ট্রদৃতসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চুরী কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, বিচার বিভাগের উচ্চ পদে নারীদের নিয়োগ প্রদান করা ;
- ◆ জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা ও অঙ্গ সংগঠনে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা আর্থী হিসেবে নারীকে নিয়োগ/ মনোনয়ন দেয়া ;
- ◆ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রবেশ পর্যায়সহ সকল পর্যায়ে, গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদে কোটা বৃদ্ধি করা ;
- ◆ সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য নির্ধারিত কোটা পূরণ সাপেক্ষে কোটা পদ্ধতি চালু রাখা ;
- ◆ কোটার একই পদ্ধতি স্বায়ত্ত্বাস্তিত ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হবে এবং বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকেও এই নীতি অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করা।

- ◆ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে সরকারের নীতি নির্ধারণী পদসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল স্তরে নারীর সম ও পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শতকরা ৩০ ভাগ পদে নারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বাঞ্চক উদ্যোগ গ্রহণ করা ;

১০। স্বাস্থ্য ও পৃষ্ঠি

- ◆ নারীর জীবন চক্রের সকল পর্যায়ে যথা, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, গর্ভকালীন সময় এবং বৃদ্ধ বয়সে পৃষ্ঠি, সর্বোচ্চ মানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা ;
- ◆ নারীর জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করা ;
- ◆ প্রসূতি ও শিশুর মৃত্যুর হার কমানো ;
- ◆ এইডস রোগসহ সকল ঘাতকব্যাধি প্রতিরোধ করা বিশেষতঃ গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসহ নারীর স্বাস্থ্যসম্মত গবেষণা করা এবং স্বাস্থ্য তথ্যের প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরা ;
- ◆ নারীকে পৃষ্ঠি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা ;
- ◆ জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও প্রজনন অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা ;
- ◆ বিশুদ্ধ নিরাপদ পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় নারীর প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া;
- ◆ উন্নেতিত সকল সেবার পরিকল্পনা, বিতরণ এবং সংরক্ষণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ;
- ◆ পরিবার পরিকল্পনা ও সন্তান গ্রহণের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ;
- ◆ নারীর স্বাস্থ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, জন্ম-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য, কর্মসূলে মায়েদের কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্দব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মায়ের বুকের দুধের উপকারিতার পক্ষে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা ;
- ◆ মায়ের দুধ শিশুর অধিকার, এই অধিকার (পাঁচমাস শুধুমাত্র বুকের দুধ) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু প্রসবের সময় থেকে পরবর্তী ৪ মাস ছুটি ভোগের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং শিশুর জন্মের পূর্বে মা-কে মাতৃজনিত প্রয়োজনীয় ছুটি দেয়া।

১১। গৃহায়ন ও আশ্রয়

- ◆ পল্লী ও শহর এলাকায় গৃহায়ন পরিকল্পনা ও আশ্রয় ব্যবস্থায় নারী প্রেক্ষিত অন্তর্ভুক্ত করা;
- ◆ একক নারী, নারী প্রধান পরিবার, শ্রমজীবি ও পেশাজীবি নারী, শিক্ষান্বিত ও প্রশিক্ষণার্থী নারীর জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ গৃহ ও আবাসন সুবিধা প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া;
- ◆ নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা যেমন, হোটেল, ডরমেটরী, বয়স্কদের হোম, স্বল্পকালীন আবাসস্থলের ব্যবস্থা করা এবং গৃহায়ন ও নগরায়ন পরিকল্পনায় দরিদ্র, দুঃস্থ ও শ্রমজীবি নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা;
- ◆ সরকারী বাসস্থান বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবেতনভুক্ত নারী কর্মচারীসহ সকল স্তরের নারীর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা রাখা।

১২। নারী ও পরিবেশ

- ◆ প্রাকৃতি সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচীতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
- ◆ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- ◆ নদীভাংগন ও প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা;
- ◆ কৃষি, মৎস, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত ও সমান সুযোগ দেয়া;

১৩। নারী ও গণমাধ্যম

- ◆ গণমাধ্যমে নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণে বৈষম্য দ্রু করা, গণমাধ্যমে নারী ও মেয়ে শিশুর অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি এবং নারী ও মেয়ে শিশুর ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটানো;
- ◆ নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতৃত্বাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বক্ষের লক্ষ্য প্রচারের ব্যবস্থা করা;

- ◆ বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ রাখা ;
- ◆ প্রচার মাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেফিন্টে সমর্পিত করা ;
- ◆ উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে আইন, প্রচারনীতি, নিয়ন্ত্রণবিধি ও আচরণবিধি প্রণয়ন করা ;

১৪। বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত নারী

- ◆ নারীর অবস্থানের বিভিন্নতা এবং বিশেষভাবে দুর্দশাগ্রস্ত নারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করা ।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন কৌশল

১। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও কৌশল

নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারূপে সম্পন্ন করা সম্ভব। সরকারী বেসরকারী সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে নারী উন্নয়ন প্রেক্ষিত অঙ্গভূক্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেঃ

১.১। জাতীয় পর্যায়

ক) নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের জন্যে এ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীকে থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠিত ও শক্তিশালী করা হবে।

খ) জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ

নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট “জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদ” গঠন করা হয়েছে। এ পরিষদের কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

- (১) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ;
- (২) মহিলাদের আইনগত অধিকার, মহিলা উন্নয়ন এবং মহিলাদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন ;
- (৩) সকল কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহণ ও তাদের ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

জাতীয় মহিলা উন্নয়ন পরিষদের সভা বছরে ন্যূনপক্ষে দু'বার অনুষ্ঠিত হবে।

গ) সংসদীয় কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী উন্নয়ন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ) নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট

বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নারী উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করা যায় সে জন্যে ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে উপ-সচিব/ উপ-প্রধানের স্থলে ন্যূনতম পক্ষে যুগ্ম-সচিব/ যুগ্ম-প্রধান পদব্যাধি সম্পূর্ণ কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনীত করা হবে। নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং এর উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংস্থার মাসিক এডিপিপি পর্যালোচনা সভা ও মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া, ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রমে যাতে জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত হয় তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলিলসমূহে জেন্ডার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য সাগ্রহেশিত হয় সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারী-বেসরকারী নারী উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি “নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি” গঠন করা হবে। এ কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কীয় কর্মসূচী পর্যালোচনা, সমৰ্থন ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

১.২। থানা ও জেলা পর্যায়

নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা প্রারম্ভ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দণ্ডন ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমৰ্থন সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

১.৩। তৃণমূল পর্যায়

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসেবে সংগঠিত করা হবে। এ দলসমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার আওতায় নিবন্ধিত সংগঠন হিসেবে রূপ দেয়া হবে। সরকারী, বেসরকারী উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমৰ্থন সাধন করা হবে। উপরন্ত, তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিত অন্তর্ভূক্তির জন্যে উৎসাহিত এবং সহায়তা দান করা হবে।

২। নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। সরকারের একার পক্ষে এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা কার্যতঃ অসম্ভব। তাই, এ কাজে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগের সমৰ্থন ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হবে যাতে করে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে, নিজস্ব কর্মসূচীর অতিরিক্ত Catalyst বা সহায়কের ভূমিকা পালন করাই হবে সরকারের মূল দায়িত্ব। বেসরকারী ও সামাজিক সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবেঃ

ক) গ্রাম, থানা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নের সকল স্তরে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা

পালনকারী ব্রেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সহায়ক সেবা প্রদান করা হবে। সরকারী সকল কর্মকাণ্ডের তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

- খ) জাতীয় থেকে তণ্মূল পর্যায়ে নারী উন্নয়ন, নারী অধিকার সংরক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, আইনগত সহায়তাদান এবং এ জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়নরত নারী সংগঠনসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য সহায়তা দান করা হবে। উল্লেখিত ধরণের কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারী সংগঠনসমূহের সাথে সহায়তা ও সমন্বয় করা হবে।

৩। নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা

নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

৩.১) জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য ও উপাত্ত

জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, সন্নিবেশ এবং নিয়মিত প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা কেন্দ্র, ব্যৱো অব স্ট্যাটিস্টিক্স এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহকারী অঙ্গসমূহ নারীর অবস্থান ও ভূমিকা সংক্রান্ত যেসব উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে তা সংগ্রহ এবং প্রতিফলনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও জেন্ডার ভিত্তিক ডেটাবেজ গড়ে তুলবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ দপ্তর, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল কার্যের জন্যে জেন্ডার ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করবে।

৪। নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণসহ বিভাগ, জেলা ও থানায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরী, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

৫। কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগত কৌশল

- ক) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারী-বেসরকারী সংগঠনসহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্যে কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।
- খ) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় জেডার প্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটানো হবে যাতে করে সকল খাতে নারীর সুষম অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।
- গ) সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়া হবে।
- ঘ) মনিটরিং ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অগ্রগতি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।
- ঙ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে যাতে নারী প্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নকারী কর্মকর্তাবৃন্দকে পিএটিসি, প্লানিং একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেডার এবং উন্নয়ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচীতে ও কোর্সে জেডার ও উন্নয়ন সম্পর্কীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- চ) নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনায়ন কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। এই সচেতনায়ন কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (১) আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদাহানীকর বক্তব্য ও মতব্য অপসারণ (২) মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনায়ন এবং (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের

পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদির বিষয়ে উপর সর্বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

সমাজের সকল স্তরে বিশেষভাবে প্রণীত এবং সুষ্ঠু অর্থায়নের ভিত্তিতে নারী বিষয়ে সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসন, বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং সরকারী-বেসরকারী সকল উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। নারীর বিষয়ে সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রে সকল চলতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে সমর্পিত করা হবে।

ছ) নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচীর উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্দৃদ্ধ করা হবে। এ সব কর্মসূচীতে সচেতনায়ন, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ও পুনর্বাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলসহ অন্যান্য নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধিকে বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা হবে।

৬।

আর্থিক ব্যবস্থা

ত্র্ণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থবরাদ্দ করা হবে।

জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ করা হবে। নারী উন্নয়নে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যেমন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচী চিহ্নিত করে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশন সকল খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, শিল্প, গৃহায়ন, পানি সম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য উপ-খাতে নারী ও পুরুষের জন্য প্রথক ভোট ও আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দ করবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে নতুন ও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

৭। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা

নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্য তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতার যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়োপযোগী সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে চিন্তাধারা, দক্ষতা ও তথ্যের আদান-প্রদান করা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদান চলবে। ক্ষেত্রে বিশেষে সরকারী-বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

৮। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা প্রযুক্তি বিনিয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে।

১০. জাতীয় শিশুনীতি, ১৯৯৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশুদের জন্য সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণ অপরিহার্য। প্রত্যেক শিশুকে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় সকলের অংশগ্রহণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শিশুদের উন্নয়নের সার্বিক কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

বাংলাদেশের জাতীয় নীতিতে প্রথম থেকেই শিশু উন্নয়নের চিন্তা স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (৪) ধারা অনুযায়ী শিশুদের অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে। শিশু উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন ও ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম দিকে এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের উপর ভিত্তি করে শিশুদের নিরাপত্তা, কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুর সংজ্ঞা

বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়সসীমা ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন ছেলে-মেয়েদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের শিশু পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সের জনসংখ্যা ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৯ হাজার ২২৭ জন (মোট জনসংখ্যার ৫০.৬৩%)। দেশে সম্পদের স্বল্পতা, অনুন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের অভাবে অনেক শিশু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং বাসস্থানের মত মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে এখনও অনেক শিশু নানা রোগ এবং পুষ্টিহীনতার সম্মুখীন। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে মোট মৃতের প্রায় অর্ধেক ছিল ৫ বছরের কম বয়সী শিশু। প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে মাত্র ১০০ জনের কম জন্ম নেয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর হাতে এবং ৩০০ জনের বেশী শিশুর জন্মকালীন ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে কম থাকে। জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ১২ জন শিশু মারা যায়। তন্মধ্যে ৮ জন জন্মকালীন আঘাতের কারনে, ৩ জন গর্ভাবস্থায় পূর্ণতা প্রাপ্তি না ঘটার কারনে এবং অপর ১ জন অন্যান্য কারনে মৃত্যুবরণ করে। আরও ২৩ জন শিশু মারা যায় জন্মের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই। এর মধ্যে ১৬ জন মারা যায় পূর্ণতাপ্রাপ্তি না ঘটায় এবং ৫ জন মারা যায় অস্ব পরবর্তী ধনুষ্ঠানে। এক সপ্তাহ বয়স থেকে এক বছর বয়সের মধ্যে আরও ৭৫ জন শিশু মারা যায়। এর মধ্যে ১১ জন ধনুষ্ঠানে, ২৪ জন নিউমোনিয়াসহ জটিল শ্বাসনালী সম্পর্কিত রোগে এবং ১৩ জন মারা যায় ডায়ারিয়ায়। এক থেকে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে আরও ৭৪ জন শিশু মারা যায়। এ হিসেবে প্রতি বছর ৫ বছরের কম বয়সের প্রায় ৮ লক্ষ শিশু নানা প্রতিরোধযোগ্য রোগে মৃত্যুবরণ করে। ইউনিসেফ, কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত 'The Progress of Nation' 93 -তে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১৩৩ জন উল্লেখ করা হয়েছে।

এদেশে ১২-১৮ মাস বয়সের মধ্যে শতকরা ৯০ জনের বেশী শিশু পুষ্টিহীন হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র দারিদ্র্য এবং খাদ্যের অভাবেই এমন হচ্ছে না বরং ঘন ঘন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং পুষ্টি সম্পর্কে অভিভাবকদের সঠিক জ্ঞান না থাকাও এর অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে সবচেয়ে গরীব পরিবারগুলোর শতকরা ১০ ভাগ তাদের মোট পারিবারিক আয়ের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ পর্যন্ত খাদ্য বাবদ ব্যয় করে। ভিটামিন "এ" এর অভাবে প্রতিদিন প্রায় ১০০ টি শিশু অঙ্গ হয়ে যায় এবং অর্ধেকের বেশী অঙ্গ হওয়ার ১ সপ্তাহের মধ্যে মারা যায়। ৬ থেকে ৭২ মাস বয়সের ১০ লক্ষ শিশু কম বেশী ভিটামিন 'এ' এর অভাবে ভোগে।

বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৮ জনই শরীরের আয়োডিন স্বল্পতাজনিত বিভিন্ন রোগের আক্রমনের সম্মুখীন। শতকরা ১০ জনের গলগন্ড রয়েছে এবং ৩ জন অন্যান্য আইডিডি জটিলতায় ভুগছে। উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় শতকরা ৫০ থেকে ৭০ জন লোক বর্তমানে গলগন্ডের রোগী।

বাংলাদেশের ৯৬% লোকের বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মাত্র ১৬% লোক তাদের সব ধরণের কাজে টিউবওয়েলের বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে থাকে। পয়ঃ নিষ্কাশনও একটি বড় সমস্য। গ্রামাঞ্চলে ৩০% এবং শহরাঞ্চলে ৫৫% পরিবার স্যানিটারি পায়খানা ব্যবহার করে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক জলাবদ্ধ পায়খানার অভাবে জনসাধারণ খোলা জায়গায় মলমৃত্ত ত্যাগ করে। ফলে রোগ জীবানু ছড়ানোর আশংকা বাঢ়ছে এবং এসব কারনে সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পরিবারের অন্ন বয়স্ক শিশুরা।

শিক্ষা

সরকার ২০০০ সালের মধ্যে ‘সবার জন্য শিক্ষা’ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তথাপিও দেশের শিক্ষা অবকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং পারিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক শিশু শিক্ষা লাভ করতে পারে না। যদিও শতকরা ৮৬ ভাগ ছেলে-মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রায় ৪০% প্রথম দু এক বছরের মধ্যে স্কুল ত্যাগ করে। স্কুলে মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের চেয়ে কম (৫৩%: ৪৭%)। ছেলেদের চেয়ে অধিক হারে মেয়েরা স্কুল ত্যাগ করে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ত্যাগ করার প্রবণতা রোধ করা এবং যারা কখনও স্কুলে ভর্তি হয় না এরকম শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করাই দেশের শিশু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্য। এক হিসাবে দেখা যায়, দেশের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের ১ কোটি ৭৫ লক্ষ শিশুর মধ্যে প্রায় ২.৫ লক্ষ (১৪%) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই স্কুল ছেড়ে দেয়। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য অগাধিকার এর ভিত্তিতে বর্তমান একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশু শ্রম

অর্থনৈতিক কারণে এবং পারিবারিক প্রয়োজনে বেশ কিছু সংখ্যাক শিশু অতি অন্ন বয়সেই নানা ধরণের শ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। শহর, গ্রাম উভয় অঞ্চলেই শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগের হিসেব মতে দেশের মোট শ্রমিকের ১২% শিশু শ্রমিক; এ হিসেবে কেবল মাত্র নিবন্ধনকৃত শিশু প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের ধরা হয়েছে। অনিবন্ধনকৃত বা ননফরমাল সেক্টরে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের হিসেবে করলে এ সংখ্যা আরো বাঢ়বে। শুধু শহরাঞ্চলেই চৰম দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মাঝে ১৫ বছরের কম বয়সী যে সকল শিশু শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে তাদের সংখ্যা ১৯৯০ সালে প্রায় ২৯ লক্ষ বলে এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দেশের প্রচলিত আইনে শিশু কারখানায় শিশু শ্রম নিষিদ্ধ হলেও জীবিকার প্রয়োজনে শৈশব অবস্থায় অনেক শিশুকে নানা ধরণের শ্রমে নিয়োজিত হতে হচ্ছে।

শিশুর আইনগত অধিকার

শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে দেশে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সমস্ত আইন বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্তু, কর্মসংস্থান, শিশু শ্রম, শিশু পাচার ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য প্রণীত হয়েছে। এছাড়া ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিশু আইনে শিশু সংক্রান্ত অপরাধের জন্য শাস্তি ও শিশু অপরাধীদের সংশোধনের বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ আইনে শিশুদের হেফাজত (Custody), সংরক্ষণ (Protection) ও (Correction) সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমাজে অসুবিধাগ্রস্থ শিশু

সমাজে অসুবিধাগ্রস্থ শিশুদের মধ্যে এতিম ও দুঃস্থ শিশু, গৃহহীন/পথ-শিশুর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, নানাবিধি রোগ, দুর্ঘটনা ও মানবসৃষ্ট সংকটের কারণে বহুলোক জীবিকার অব্যবস্থে শহরমুঠী হচ্ছে। ফলে শহরাঞ্চলে দুর্দশাগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক ও সামাজিক কারণেও অনেক শিশু দুর্দশায় পতিত হয়।

প্রতিবন্ধী শিশু

দেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যাও অনেক (মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০%) এর মধ্যে প্রায় অর্ধেকেই শিশু। প্রতিদিন ভিটামিন “এ” এর অভাবে ১০০ টি শিশু অঙ্গুত্ব বরণ করে। জন্মগত কারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, অপুষ্টি ও বিভিন্ন ধরণের রোগের কারণে অনেক শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে যায়।

মেয়ে শিশু

দেশে ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর অবস্থা ভিন্নতর। সচেতন ও অসচেতনভাবে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈশ্যম্যমূলক আচরণ করা হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা সকল ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুরা কম সুবিধা ভোগ করে থাকে। ছেলে শিশুর তুলনায় মেয়ে শিশুর মৃত্যুর হার বেশী।

চতুর্থ অধ্যায়

শিশুনীতির লক্ষ্যসমূহ

উপরোক্ত পরিস্থিতির আলোকে শিশুদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করার নিমিত্তে নিম্নলিখিত ৬টি প্রধান লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

- (ক) জন্ম ও বেঁচে থাকাঃ জন্মের পর শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্য তার স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শারীরিক নিরাপত্তা বিধান।
- (খ) শিক্ষা ও মানসিক বিকাশঃ শিশুর সার্বিক মানসিক বিকাশের লক্ষ্য তার শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং তার নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধান।
- (গ) পারিবারিক পরিবেশঃ পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সঠিক উন্নয়নের একটি প্রধান শর্ত বিধায় পারিবারিক পরিবেশের উন্নতি বিধানে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- (ঘ) বিশেষ অসুবিধাগ্রস্থ শিশুর সাহায্যঃ বিশেষ অবস্থায় পতিত অসুবিধাগ্রস্থ শিশুদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং সমতা বিধান করা।
- (ঙ) শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থঃ সকল জাতীয়, সামাজিক বা পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষার নীতি অবলম্বন।
- (চ) আইনগত অধিকারঃ জাতীয়, সামাজিক বা পারিবারিক কর্মকাণ্ডে শিশুর আইনগত অধিকার সংরক্ষণ।

পঞ্চম অধ্যায়

বাস্তবায়ন পদক্ষেপসমূহ

- (ক) জন্ম ও বেঁচে থাকাঃ
- (১) সকল শিশুর নিরাপদ জন্মগ্রহণ ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে গর্ভবতী ও প্রসৃতি মায়েদের স্বাস্থ্য, পরিচর্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ জন্ম এবং বেড়ে উঠার ব্যবস্থা নেয়া এবং প্রসৃতি পূর্ব ও প্রসৃতি পরবর্তী প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কর্মজীবী মহিলাদের প্রসৃতিকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া।
- (২) শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়েদেরকে উদ্বৃদ্ধ করা। কর্মজীবী মহিলারা যাতে তাদের কর্মস্থলে বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে পরে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

- (৩) শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা। সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মায়েদের এবং শিশু লালন-পালনকারীদের শিশু পুষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। ভাল ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলা। বিশেষ করে অঙ্গত্ব নিবারণে শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে উদ্বৃদ্ধ করা।
- (৪) শিশুদেরকে ইপিআই টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় জীবননাশকারী ডটি মারাঞ্চক রোগ থেকে রক্ষা করা। পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ডায়ারিয়া, খাসনালী সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধের এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাসের অভ্যাস করা।
- (৫) সকল শিশুকে সমন্বিত স্বাস্থ্য পরিচর্যার আওতায় আনা এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার উপর জোর দেয়া। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মায়েদেরকে শিশু বিকাশ, শিশু পুষ্টি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান দান করা এবং মায়েদের শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করা যাতে পরিবারের সকল সদস্য শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

(খ) শিক্ষাঃ

- (১) সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা।
- (২) মেয়ে শিশুর শিক্ষার জন্য ৮ ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- (৩) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ হতে বক্ষিত শিশুদের জন্য উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- (৪) স্কুল ত্যাগী শিশুদের বিশেষতঃ ভর্তি না হতে পারা মেয়ে শিশুদের শিক্ষা লাভের সুযোগ দেয়ার জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহের (যাদ্রাসা) উপযুক্ত ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- (৫) শৈশবের শুরুতেই শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন/ শিক্ষাদান এবং অন্যান্য প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পক্ষে সমর্থন ও জোরালো প্রচারণা চালানো।
- (৬) শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে উপলক্ষি ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতি শিশুদের উদ্বৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের জন্য প্রণীত সিলেবাসে এসব বিষয়ে আলোকপাত করা।

- (৭) সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে শিশুদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী উপযুক্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষানবীশ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে উদ্বৃদ্ধ করা।
- (৮) শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক শিশুসাহিত্য, ছড়া, কবিতা ও গল্পের বই বিনা মূল্যে/ হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা। বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য উপযোগী বই পুন্তক প্রকাশনা এবং বিতরণের ব্যবস্থা নেয়া।
- (৯) সরকারী/আধা সরকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত শিশুতোষ প্রত্ত শিশুদের জন্য সহজলভ্য করা।
- (গ) **মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ**
- (১) সকল শিশুর সুস্থ মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- (২) সকল শিশুকে তার স্বকীয়তা ও যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষিত করা। তাকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তোলা।
- (৩) শিশুর সূজনশীল প্রতিভা বিকাশের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।
- (৪) শিশুকে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বৃদ্ধ ও ধর্মীয় চেতনার আলোকে চারিত্রিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- (৫) সকল শিশুকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা দেশ ও বিশ্বকে জানে, প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান লাভ করে।
- (৬) শিশুদের সূজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্য তাদের উপযোগী পূর্ণ ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিত্র নির্মাণ, চিত্রশালা, যাদুঘর, নৃত্য ও সংগীত বিদ্যালয়, চিত্রাংকন বিদ্যালয় এবং শরীরচর্চা কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- (৭) শিশুকে তার শৈশবে সকল প্রকার খেলাধূলা, শরীর চর্চা, সংগীত, অভিনয়, আবৃত্তি, নৃত্য এসব বিষয়ে উৎসাহিত করা যেন সে নিজের ভিতরের প্রাক্তিক্রিয়তিকে বিকশিত করে দেশের সাংস্কৃতিক মানকে উচু করতে সক্ষম হয়।

(ঘ) পারিবারিক পরিবেশ

- (১) শিশুর নিরাপত্তা, শিক্ষা ও উন্নয়নে পিতা-মাতা, অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব নিশ্চিত করা।
- (২) সকল শিশুকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় মানব জাতির পক্ষে বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব সংস্কৃতি, সংহতি ও বিশ্ব ভাস্তৃত্বের মহান আদর্শে অনুপাদিত হয়।
- (৩) কর্মজীবী মহিলাদের সত্তানদের জন্য “ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র ” স্থাপন করা।

(ঙ) আইনগত অধিকার

- (১) প্রচলিত আইনগুলোর প্রয়োগ/সংশোধন করার সময়ে শিশু স্বার্থ রক্ষার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া।
- (২) যে কোন অপরাধের জন্য শিশুর উপর দৈহিক বা মানসিক পীড়ন পরিহার নিশ্চিত করা।
- (৩) অভিযুক্ত শিশুর প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন ও তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
- (৪) বিপথগামী শিশুকে সংশোধন করাই হবে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

(চ) বিশেষ অসুবিধাগ্রস্থ শিশু

- (১) পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অনাথ, দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে আশ্রয়, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।
- (২) প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ সকল প্রতিকূল অবস্থায় শিশুদের ত্রাণ সামগ্ৰী বন্টনের ক্ষেত্ৰে বিশেষ অসুবিধাগ্রস্থ শিশুদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।
- (৩) দুর্যোগে সকল শিশুকে রক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা।
- (৪) সমস্ত শিশুকে মানব সৃষ্টি সংকট, বাঁকিগূৰ্ণ কায়িকশৰ্ম, শোষণ এবং দুষ্পুর পরিবেশের ভয়াবহতা হতে রক্ষা করা।

- (৫) শিশু শ্রম, শিশু অপব্যবহার, শিশু নির্যাতন ও শিশু পাচার কার্যকরভাবে বন্ধ করা এবং অপরাধী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দ্রষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- (ছ) প্রতিবন্ধী শিশু
- (১) যে সকল শিশু শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, চিকিৎসা, আশ্রয়, যত্ন, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
 - (২) শৈশবকালীন প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচী বিশেষ করে টিকাদানের মাধ্যমে পোলিও, মাইলাটিস, আয়োডিন বা ডিটামিন ‘এ’ এর অভাবজনিত পংগুত্ব নির্মূলকল্পে কর্মসূচীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- (জ) মেয়ে শিশু
- (১) মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- (ঝ) সবার আগে শিশু
- (১) সর্বাবস্থায় শিশুর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার প্রদান।
 - (২) শিশুদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা অব্যাহত রাখা।
 - (৩) প্রতি বছর শিশুদের অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং বহুল প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া।
 - (৪) নির্ধারিত দিনে “জাতীয় শিশু দিবস”/ “বিশ্ব শিশু দিবস” পালন করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্মকৌশল

১। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ব্যবস্থাপনা

শিশুরা যে পরিবেশে জন্মলাভ করে যে পরিবেশকে উন্নত, সুন্দর ও প্রগতিশীল করে গড়ে তুলে শিশুদের সার্বিক কল্যাণের জন্য পরিবার, গোষ্ঠী তথা সমাজভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হবে।

২। সরকারী ব্যবস্থাপনা

শিশুদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারী সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসহ গ্রাম পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। বিশেষতঃ আশ্রয়হীন, অসহায়, অবহেলিত, পরিত্যক্ত, অসুবিধাপ্রস্ত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তাদেরকে সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে লালন-পালনের ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

৩। বেসরকারী ষ্টেচাসেবী প্রতিষ্ঠান

সরকারী ব্যবস্থাপনার সম্পূরক হিসেবে শিশুদের সার্বিক কল্যাণে বেসরকারী ষ্টেচাসেবী সংস্থাসমূহের সহায়তা নেয়া হবে এবং ষ্টেচাসেবী প্রতিষ্ঠানকে একপ কর্মকাণ্ড পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে।

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয় শিশু পরিষদ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীকে সভাপতি করে “জাতীয় শিশু পরিষদ” গঠন করা হবে। শিশু কল্যাণ সম্পূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীবর্গ, সচিবগণ এবং শিশুর সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এ পরিষদের সদস্য হবেন।

পরিষদের কার্য পরিধি

- (১) “জাতীয় শিশু পরিষদ” শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পরিষদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।
- (২) দেশের সকল শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- (৩) শিশুর স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে প্রচলিত আইনসমূহের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- (৪) প্রয়োজনে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত প্রদান।
- (৫) শিশু অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিদ্যমান আইনসমূহের সময়োপযোগী সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- (৬) “শিশুর অধিকার সনদ” এর সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

দেশের শিশুদের প্রতি অংগীকারস্বরূপ এ “জাতীয় শিশুনীতি” গ্রহণ করা হলো। শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এবং তাদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ “শিশুনীতি” কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এ জাতীয় শিশুনীতির আওতায় বাংলাদেশের সকল শিশু গোত্র, বর্ণ, লিংগ, ভাষা, ধর্ম বা অন্য কোন মতাদর্শ, সামাজিক প্রতিপত্তি, সম্পদ, জন্ম বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে সকল অধিকার ও সুবিধাসমূহ সমানভাবে ভোগ করবে।

১১. জাতীয় শ্রম নীতি, ১৯৮০

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির ভিত্তিতে জনসাধারণের ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধি তথা সামগ্রিক জাতীয় উন্নতি বিধানকল্পে সুস্থ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন এই শ্রমনীতির মূল উদ্দেশ্য।

২। জনজীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংস্থান ও সেবামূলক কার্যাবলী বৃদ্ধির জন্য সুষম অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করাই কল্যাণ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। দেশের প্রতিটি নাগরিক যখন উন্নয়নের সুফল ভোগ করে তখনই সার্বিক উন্নতি অর্থবহ হয়।

৩। সরকার এমন একটা ইতিবাচক, বাস্তবমূর্তী এবং ন্যায়সংগত নীতি অনুসরণ করিতে বন্ধপরিকর যাহার ফলে শ্রমিকগণ তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্ত পাইবেন। এই সংগে সরকার আশা পোষণ করেন যে, শ্রমিকগণও সাধ্যানুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করিবেন। এই ব্যবস্থাতেই মালিক ও শ্রমিক পক্ষের আইন ও ন্যায়গত অধিকার ও দায়িত্ব সুসংহত হইবে।

৪। সরকার এমন একটি শ্রমনীতি অনুসরণ করিতে আগ্রহী যাহার উদ্দেশ্য হইবে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে পরস্পর আঙ্গ, বিশ্বাস ও সৌহার্দ স্থাপন এবং মালিক ও শ্রমিক পক্ষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করার উদ্দীপনার পরিবেশ সৃষ্টি করা যাহাতে অধিকতর উৎপাদন, সম্পদের সুষম বন্টন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

৫। সরকার মনে করেন যে, অধিকতর উৎপাদনের লক্ষ্যে অর্জনে ও কলকারখানায় সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করিতে শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। অতএব শ্রমিকদের কল্যাণ বিধানে সরকার বিশেষ আগ্রহী।

৬। একই সংগে রাষ্ট্র তথা আপামর জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য শিল্প ব্যবস্থাপনায় সুসামঞ্জস্য আনয়ন করিতে হইবে। শ্রমিক, মালিক ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকলকে তাহাদের দয়িত্ব এমনভাবে পালন করিতে হইবে যাহাতে দরিদ্র

কৃষ্ণজীবী মানুষ ও ক্রেতা সাধারণকে ভর্তুকী ও লোকসানের সর্বশেষ বোঝা বহন করিতে না হয়। সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের প্রধান প্রধান শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ব এবং জনগণই ইহার প্রকৃত মালিক এবং এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসানের সহিত তাহাদের ভাগ্য ও তপ্রোতভাবে জড়িত।

২। ত্রিপক্ষীয়তা

শ্রমের মর্যাদার প্রতি সরকার আস্থাশীল। বাংলাদেশ সরকারের শ্রম নীতি ত্রিপক্ষীয় আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক শ্রম বিষয়ক কনভেনশনের আদর্শ মোতাবেক প্রণীত হইবে।

২। যে সমস্ত নীতিমালা শ্রমিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে সেইগুলির প্রণয়নের ব্যাপারে এবং শ্রম আইনগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের বিষয়ে সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সমব্যক্ত গঠিত ত্রিপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সরকার স্বীকার করেন। এই উদ্দেশ্যে মালিক ও শ্রমিকদের সংস্থাগুলিকে জোরদার করার গুরুত্ব সরকার উপলক্ষ্মি করেন।

৩। উৎপাদনশীলতা ও উৎসাহ

সরকার বিশ্বাস করেন যে, সার্থক উৎসাহদান ব্যবস্থা অধিকতর উৎপাদনের সহিত জড়িত সকল পক্ষ অর্থাৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক এবং ক্রেতাসাধারণকে সমভাবে পরিত্পুর রাখিতে সক্ষম। অতএব এই ধরণের প্রকল্পের উদ্দেশ্য হইবেঃ-

- ক) জনশক্তি, মালামাল, কল ও যন্ত্রপাতির ফলপ্রসূ ব্যবহার;
- খ) উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয়হ্রাস, অপচয় বোধ এবং দ্রব্যের মানোন্নয়ন;
- গ) উৎপাদনের লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবন ধারণের মানোন্নয়ন তথ্য তাহাদের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন;
- ঘ) উন্নততর শিল্প সম্পর্ক, শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য শ্রমিক ও মালিক পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার চেতনা বিকাশ;
- ঙ) প্রতিষ্ঠানের লাভ ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিক, মালিক ও সমগ্র জাতির উন্নতিসাধন;
- চ) উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মালিক/ব্যবস্থাপনা কর্তৃক যথোপযুক্ত উৎসাহ প্রদান প্রকল্প প্রণয়ন।

৪। মজুরী, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ

ক) মজুরী নির্ধারণ

সরকার অধিকতর উৎপাদন অর্জনের স্বার্থে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী প্রদানের নীতিতে বিশ্বাসী ।

ক.১ সরকারী ক্ষেত্রে: শিল্প শ্রমিকদের মজুরী ও প্রান্তিক সুবিধাদির সমষ্টে সুপারিশ করার জন্য সরকার মজুরী কমিশন গঠন করিয়া থাকেন। সাম্প্রতিককালে গঠিত “মজুরী কমিশনের” মজুরী ও প্রান্তিক সুবিধাদি সংজ্ঞান অনেকগুলি সুপারিশ সরকার বাস্তবায়িত করিয়াছেন। তদুপরি মজুরী ও অন্যান্য সুবিধাদির বৈষম্য দূরিকরণার্থে সরকার একটি “স্থায়ী মন্ত্রী পরিষদ কমিটি” ও গঠন করিয়াছেন।

ক.২ বেসরকারী ক্ষেত্রে: বেসরকারীক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরী প্রচলিত যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে। অবশ্য যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতির অপর্যাঙ্গতার ক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক মজুরী নির্ধারিত হইবে।

উভয় ক্ষেত্রেই মজুরী নির্ধারণের সময় কেবলমাত্র শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থই দেখা হইবে না, বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তথা দেশের আপামর জনসাধারণের স্বার্থের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

খ) কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ

সরকার বিশ্বাস করেন যে জনসম্পদের উন্নয়ন দেশের সার্বিক আর্থিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই সরকার একদিকে যেমন জনসম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের সক্রিয় নীতি অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক অন্যদিকে তেমনি পূর্ণ উৎপাদন ও বাস্তবযুক্তি নিয়োগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে চান। সরকার পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মধ্যে রহিয়াছে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ, শিক্ষানবীশি প্রশিক্ষণ এবং শ্রমিক প্রশিক্ষণের অন্যান্য ব্যবস্থা। চাকুরী বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা চাকুরী সম্পর্কীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দান, চাকুরী বিষয়ক তথ্য ও পরিসংখ্যান কর্মসূচী, অত্যাবশ্যকীয় কর্মচারীবৃন্দের রেজিস্ট্রিকরণ ইত্যাদি সরকারের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত।

৫। শিল্প সম্পর্ক

- (ক) সরকার বিশ্বাস করেন যে সমাজ ও শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো স্থাপনের জন্য দেশে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা বিকাশের প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাতে সমাজ ও শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। তবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য ভুইফোড় শ্রম সংগঠনের ক্রমবৃদ্ধিকে সরকার নিরঙ্গসাহিত করেন। কারণ ইহা শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী।
- (খ) বিরোধ নিষ্পত্তি
- সরকার বিশ্বাস করেন যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য শিল্পে অব্যাহত শান্তি অপরিহার্য। শিল্প বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং শিল্প শান্তি বিকাশের নিমিত্ত সরকার যৌথ আলাপ-আলোচনা, আপোষ-মীমাংসা এবং বিচার-নিষ্পত্তি প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস করেন। সরকার অন্যায় শ্রম আচরণ নিরঙ্গসাহিত করেন। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশনের বিধান মোতাবেক প্রয়োজনবোধে বর্তমান শিল্প বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতিসমূহের উন্নতি সাধনে সরকার ইচ্ছুক।
রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তথা জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য যৌথ দরকষাকৰ্ম বৈঠকে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকিবেন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন।
- (গ) ধর্মঘট ও তালাবন্ধীর অধিকার
- শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ও শ্রমিক-মালিক/ব্যবস্থাপনায় সুস্থ সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে যৌথ দরকষাকৰ্ম প্রক্রিয়ায় সরকার বিশ্বাস করেন।
যৌথ দরকষাকৰ্মির হাতিয়ার হিসাবে শ্রমিকদের ধর্মঘট ও মালিকদের তালাবন্ধীর অধিকার সরকার স্বীকার করেন। কিন্তু সার্ভিসেস ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার স্বার্থে এবং শ্রমিক, মালিক ও ক্রেতাসাধারণের অহেতুক কষ্টভোগ এড়াইবার জন্য সমস্ত আইনসমূহ প্রক্রিয়া নিঃশেষ হইবার পরেই শুধু ধর্মঘট বা তালাবন্ধীর মত চরম পক্ষা অবলম্বন করা যাইতে পারে।
গণতান্ত্রিক নীতি সমূলত রাখার স্বার্থে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংগৃহীত দরকষাকৰ্ম প্রতিনিধিদলের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক সমর্থনের ভিত্তিতেই এই ধর্মঘট করা যাইবে। অবশ্য জাতীয় অর্থনীতির এবং ক্রেতা ও জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে সরকার কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি করিপয় অত্যাবশ্যকীয় ও জনহিতকর সেবা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও তালাবন্ধীকরণ নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে বিরোধ নিষ্পত্তির অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি কার্যকরী থাকিবে।

(ঘ) শ্রমিকদের অংশগ্রহণ

অংশগ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর দায়িত্ববোধ সৃষ্টির জন্য (ক) শ্রম আইন প্রয়োগ (খ) শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তার উন্নতি সাধন (গ) শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী প্রণয়ন (ঘ) উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (ঙ) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও অপচয় রোধ (চ) পণ্যের মান উন্নয়ন (ছ) শ্রমিকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে মালিকদের সহিত শ্রমিকদের (বিভিন্ন পর্যায়ে যৌথ দরকারীক্ষণ প্রতিনিধি কর্তৃক মানোন্নীত) আলোচনা দ্বারা ফলপ্রস্তু অংশগ্রহণে সরকার উৎসাহ প্রদান করেন।

(ঙ) বেআইনী শ্রম আচরণ

শ্রমিক ও মালিক পক্ষের বেআইনী শ্রম আচরণসমূহ সম্পর্কীয় প্রচলিত বিধিমালাকে সময়োপযোগী করার জন্য পুনরীক্ষণ করা হইবে।

(চ) ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার

সরকার শ্রমজীবী মানুষের শ্রমসংগঠনের অধিকারে বিশ্বাস করেন। তবে যে সমস্ত কর্মচারী নিরাপত্তামূলক কাজের সহিত জড়িত যথা নিরাপত্তা পাহারা, টহলদারী কর্মচারী ইত্যাদি এবং যে সমস্ত কর্মচারী গোপনীয় কাজে নিয়োজিত যথা গুপ্ত সংকেত সহকারী ও গোপনীয় সহকারী ইত্যাদির বেলায় ইহা প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু অন্যান্য শ্রমিকরা যদি কোন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন তাহা হহলে এই সকল কর্মচারীরাও অনুরূপ সুযোগ সুবিধা পাইবেন।

(ছ) কারখানা পর্যায়ের শ্রমিক সংগঠন ও ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটিতে নেতৃত্ব

মেহনতী শ্রমিকদের মধ্য হইতেই শ্রমিক নেতৃত্ব গড়িয়া উঠাই স্বাভাবিক ও বাস্তুনীয়। সরকার মনে করেন যে বর্তমানে শ্রমিকদের মধ্যে নেতৃত্বদানের যোগ্য প্রতিভার অভাব নাই। তাই সুস্থ শ্রমিক সংগঠন তৎপরতা বিকাশের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া সরকার কলকারখানা পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটিতে তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশের বর্তমান নিয়ম চালু রাখিতে চান। এই নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তাদিগকে ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার জন্য সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত চাকুরীচুর্যত করা যাইবে না। অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নির্বাহী কমিটির সদস্য বা কর্মকর্তা পদে অশ্রমিকদের নির্বাচিত হওয়ার কোন বাধা থাকিবে না।

৬। শ্রম কল্যাণ

শিল্প সমাজের শ্রম কল্যাণের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা এখন কেবলমাত্র শ্রমিক ও মালিক পক্ষের একক দায়িত্ব নহে। অতএব, সরকার বিশ্বাস করেন যে শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিকিৎসানোদন এবং তাঁদের জীবনযাত্রা ও অনুরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার জন্য কাজের পরিবেশ উন্নয়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। সরকার নিরাপত্তা কমিটিসহ এই ব্যবস্থাগুলির পর্যায়ক্রমে প্রবর্তন করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

(১) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বচ্ছতা অনুসারে পর্যায়ক্রমে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সরকার উৎসাহ প্রদান করিবেন।

(২) শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

সরকার মনে করেন যে শ্রমিকদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই শ্রমিক অসম্মোষ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের অবনতি ও শ্রমিক-মালিক বিরোধের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। অতএব শ্রমিকদের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। অনুরূপভাবে সরকার মনে করেন যে, উন্নততর শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সম্ভাবে প্রয়োজনীয়। অতএব সরকারের লক্ষ্য হইতেছে যে শিল্প সম্প্রীতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিক, শ্রমিক নেতা এবং মালিক পক্ষের স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং দায়িত্ব পালনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা। এই লক্ষ্যে অর্জনের জন্য সরকার বর্তমান শিল্প সম্প্রীতি শিক্ষায়তন সম্প্রসারণ এবং অনুরূপ আরও কয়েকটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিক এবং শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তাদের নিমিত্ত শ্রমিক শিক্ষা এবং শিল্প সম্প্রীতি ও শ্রম প্রশাসন কোর্সের ব্যবস্থা আছে। উপরন্ত শ্রমিকদের দ্রুত শিক্ষাদানের জন্য ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা আছে। সরকার আশা পোষণ করেন যে শ্রমিক ও মালিক সংস্থাগুলি ও অনুরূপভাবে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আগাইয়া আসিবে এবং এই ব্যাপারে সরকার পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

(৩) বাসস্থানের সুবিধা

শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের উপযুক্ত বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা সরকার গভীরভাবে উপলক্ষ্য করেন। এই জন্য শিল্প শ্রমিকদের বাসস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন শিল্প এলাকায় বহুতলা বিশিষ্ট

বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বিবাহিত ও অবিবাহিতদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকিবে। সরকার আশা পোষণ করেন যে মালিকগণও তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচীর পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। শ্রমিক ও মালিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাসগৃহ নির্মাণ প্রকল্পেও সরকার উৎসাহ প্রদান করিবেন।

(8) হাসপাতাল/চিকিৎসাগারের সুবিধা

শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের চিকিৎসার সুবিধার উন্নতির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সরকার সজাগ রহিয়াছেন। বর্তমানে প্রচলিত চিকিৎসা ভাতা ও মিল কারখানায় স্থাপিত ডিসপেনসারিতে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রাপ্তি ছাড়াও সরকার শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের নৃতন হাসপাতাল/ ওয়ার্ড/ চিকিৎসাগার/ চিকিৎসাগারের সুবিধাসহ আরও অধিক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

(5) কুটির শিল্প এবং ফলপ্রসূ কর্মসংস্থান

শ্রমিক কলোনীতে ও ইহার নিকটে বসবাসরত শিল্প শ্রমিকদের পারিবারের কর্মহীন সদস্যদের মধ্যে আয় উৎপাদন তৎপরতার প্রতি সরকার শুরুত্ব আরোপ করেন। এতদ্ভূতেশ্বে পর্যায়ক্রমে বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় কুটির শিল্পের জন্য প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে সরকার উৎসাহ প্রদান করেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ইতিমধ্যে শুরু হইয়াছে। শিল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণ তত্ত্ববিধান করিবেন এবং ইহার যাবতীয় ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাজেট বরাদ্দ হইতে মিটানো হইবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা শ্রমিক কলোনীতে পরিবার ভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন করিবেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভাড়া/ খরিদ ভিত্তিতে তাহাদের নিকট বিক্রয় হইবে এবং তাহাদিগকে কিছু কার্যকরী মূলধনও প্রদান করা হইবে যাহা কিসিতে পরিশোধ করা হইবে।

৭। শ্রম আইন সংশোধন ও পরিবর্ধন

এই শ্রমনীতির আলোকে বিভিন্ন শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি আইনের সংশোধন জাতীয় সংসদে পেশ করা হইয়াছে।

৮। উপসংহার

একটি উন্নতশীল দেশের জাতীয় প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সম্পদের সুষম বন্টন। এই শ্রমনীতিতে গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা ও শিল্প সম্প্রীতির মাধ্যমে কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণ ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করার দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। সরকার আশা পোষণ করেন যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং কষ্টার্জিত স্বাধীনতার সুফল আপামর জনসাধারণের ঘরে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য শ্রমিক, শ্রমিক নেতা ও মালিক/ ব্যবস্থাপনা এই শ্রমনীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

১২. জাতীয় ক্রীড়া নীতি, ১৯৯৮

১। ভূমিকা

- ১.১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ অনুচ্ছেদে জনসাধারণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয়েছে।
- ১.২. ক্রীড়াচর্চা, ক্রীড়া-অনুশীলন ও ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ এবং উপযুক্ত শারীরিক শিক্ষা জাতীয় সুস্থান্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত। শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াচর্চা শারীরিক শক্তি ও ক্ষমতাকে পূর্ণতাদানের মাধ্যমে জাতীয় সূজনী শক্তিতে উৎকর্ষ প্রদান করে। উৎপাদনক্ষম ও স্বাস্থ্যবান যুবশক্তি গঠনে শারীরিক সুস্থান্ত্রের পাশাপাশি মানসিক সুস্থান্ত্রের অপরিহার্যতা অনন্বীক্ষ্য।
- ১.৩. শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াচর্চা জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ক্রীড়াচর্চা ধর্ম-বর্ণ-বয়স নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষের অনুগত অধিকার। বিশ্বের দেশে দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ক্রীড়ার বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।
- ১.৪. মনোবল, নেতৃত্বকৃতা, সংযম ও শৃংখলা ক্রীড়াবিদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়ানেপুণ্য অর্জনের অপরিহার্য সোপান।
- ১.৫. সুস্থ ক্রীড়াচর্চা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে কৈশোর ও যৌবনকে সংহত করে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। জাতির যুবশক্তির স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও চিরায়ত বিকাশের সহজ মাধ্যম হচ্ছে ক্রীড়া।
- ১.৬. বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় অলিম্পিকের সুমহান আদর্শ অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রাসংগিক বিধি-বিধান পালনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ। ক্রীড়া ক্ষেত্রে জাতীয় মান উন্নয়ন তথা আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় সম্প্রৱৃত্তি ও ভাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব

মানবাধিকার আন্দোলন ঘোষিত “সবার জন্য ক্রীড়া” নীতি বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ বদ্ধপরিকর।

- ১.৭. দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা বৃদ্ধি করে পরিকল্পিত উপায়ে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চল পর্যন্ত ক্রীড়ানুশীলনের জন্য বস্তুগত অবকাঠামো, সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষম জাতি গড়ে তোলা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় ক্রীড়া নীতি প্রণীত হলো।

২। উদ্দেশ্য

- ২.১ দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- ২.২ ক্রীড়াক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করা।
- ২.৩ নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকল বয়সের মানুষ যাতে সহজভাবে ক্রীড়া কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
- ২.৪ ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ২.৫ প্রতিবন্ধী ও বিশেষ শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য বিশেষ ধরণের ক্রীড়ার বাবস্থা করা।
- ২.৬ দেশজ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতা করা ও গ্রামীণ খেলাকে উৎসাহিত করা।
- ২.৭ শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়ার পরিবেশ উন্নত করা এবং খেলাধুলার পর্যাপ্ত বাবস্থা রাখা।
- ২.৮ বর্তমান ক্রীড়া অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা।
- ২.৯ ক্রীড়ায় আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো।
- ২.১০ মহিলা ক্রীড়ার বিকাশের জন্য যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ২.১১ ক্রীড়াক্ষেত্রে সরকারী আনুকূল্যের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতাকে উৎসাহিত করা।

৩। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ

ক্রীড়া প্রশিক্ষণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও তৃণমূল হতে প্রতিভা অব্বেষণের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য প্রশিক্ষক দ্বারা বিজ্ঞানসম্বত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪। শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া

- ৪.১ শিক্ষাঙ্গন ক্রীড়া প্রতিভা চয়ন ও বিকাশের চারণক্ষেত্র। শিক্ষাঙ্গন ক্রীড়াঙ্গনের সূত্রিকাগার হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে খেলার মাঠসহ খেলাধুলার প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে।
- ৪.২ শিক্ষাঙ্গনে ক্রীড়া শিক্ষক ও প্রশিক্ষক, ক্রীড়া অনুষ্ঠানের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো এবং বয়সভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকবে।
- ৪.৩ সারাদেশে প্রতি বছর নিয়মিত আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ রাখা হবে।

৫। ক্রীড়াশিক্ষা ব্যবস্থা

- ৫.১ দেশের স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শারীরিক শিক্ষা এবং ক্রীড়া সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় বাধ্যতামূলক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে একই বিষয়ে ১০০ নম্বরের একটি ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে। উভয় ক্ষেত্রে মোট ১০০ নম্বর ব্যবহারিক ও তত্ত্বাত্মক অংশে বিভক্ত থাকবে।
- ৫.২ প্রতিটি বিভাগে অন্ততঃ একটি করে শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা হবে।
- ৫.৩ বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা এবং ক্রীড়াশিক্ষায় উচ্চতর পাঠ্যক্রম চালু করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্রীড়া প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ কেন্দ্র ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ার মনোন্নয়নে নিউক্লিয়াস হিসাবে গড়ে তোলা।

৬। মহিলা ক্রীড়া

দেশের সার্বিক ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলা ক্রীড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বস্তরের ক্রীড়া সংগঠনে এবং ক্রীড়া নেতৃত্বে মহিলাদের সম্পৃক্ষতা বৃক্ষিক করতে হবে। মহিলাদেরকে খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা প্রদানে এবং প্রশিক্ষণ অনুশীলনে গুরুত্ব দিতে হবে। সার্বিকভাবে মহিলা ক্রীড়াকে সামাজিক মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৭। প্রাধিকার

সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সকল খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। তবে, জনপ্রিয়তা ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, শুটিং, এ্যাথলেটিকস্, দাবা, সাঁতার ও ভলিবল বিশেষ অগ্রাধিকার লাভ করবে। এই সকল ক্রীড়া সর্বোচ্চ আনুকূল্য লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। সরকার কাবাডিসহ দেশজ ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার প্রসার ও উন্নয়নে সচেষ্ট থাকবেন। সকল ক্রীড়ার ভিত্তি সুস্থ দেহের জন্য শরীর চর্চার ব্যাপক প্রসারকে উৎসাহিত করা হবে।

৮। ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ

অনুন্নত দেশগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে অনেক প্রতিভা অকালেই ঘরে যায়। উন্নত বিশ্ব সম্পদ প্রাচুর্যের কারণে প্রতিভাকে অংকুর হতেই ধরে রাখতে পারে। অংকুর হতে লালিত প্রতিভা নিজের এবং জাতির জন্য সম্মান বয়ে আনে। নিয়মিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে গ্রাম থেকে থানা, থানা থেকে জেলা এবং জেলা থেকে কেন্দ্রে বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের সনাক্ত করে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সাহায্যে তাদের মানোন্নয়নের প্রতিষ্ঠানিক বাবস্থা গ্রহণ করা।

৮.২ দেশব্যাপী স্কুলসমূহই ত্রুট্যমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ ও চিহ্নিতকরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হবে।

৯। বেসরকারী উদ্যোগ

ক্রীড়া একটি বিশাল ক্ষেত্র। এর প্রসার ও উন্নয়নের জন্য বেসরকারী উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এ উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত ক্রীড়া সংস্থাকে দানকৃত ১০ (দশ) লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থ আয়করমুক্ত রাখার ব্যবস্থাকরণ। তবে শর্ত থাকবে যে একইসাথে আয়কর মুক্ত রাখার সুযোগ যাতে কোন অপব্যবহার না হয় এবং ক্রীড়া সংগঠনসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলা যাতে রক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

১০। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা

১০.১ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জনকারী খেলোয়াড় ও ক্রীড়াব্যক্তিত্বের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

- অবসরকালীন ও আপৎকালীন সময়ে ক্রীড়াবিদ/ সংগঠকগণকে ভাতা
প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।
- ১০.২ জেলা কোটায় কৃতি ক্রীড়াবিদদের চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ
অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা রাখা।
- ১১। **প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়ার সুযোগ**
খেলাধুলার সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শারীরিক ও মানসিক
প্রতিবন্ধীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ এর জন্য তাদের উপযোগী বিশেষ
ধরণের খেলাধুলার আয়োজনের ব্যবস্থা করা।
- ১২। **আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ**
- ১২.১ প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অলিম্পিক,
কমনওয়েলথ, এশিয়ান গেমস, সাফ গেমস এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া
সংস্থাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ।
- ১২.২ বিদেশে ক্রীড়া প্রতিনিধি দল প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতি
এবং সংশ্লিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মান অর্জন সাপেক্ষে প্রতিযোগিতায়
অংশগ্রহণ বিবেচিত হবে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের
প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
- ১৩। **ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টি**
বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ক্রীড়ায় অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিতকরণ। গণমাধ্যম ক্রীড়া
কার্যক্রম প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক
ভূমিকা পালন করতে পারে। টেলিভিশন জনপ্রিয় দেশী/ বিদেশী ক্রীড়া
প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে।
- ১৪। **ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প**
ক্রীড়াসামগ্রী উৎপাদনে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ সৃষ্টিকরণ।
উৎপাদিত সামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বি,এস,টি,আই
কর্তৃক গুণগতমান সম্পর্কে সনদ গ্রহণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং
দেশীয় বেসরকারী অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্রীড়াসামগ্রী শিল্প গড়ে
তুলতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।

১৫। **পুষ্টি**

ক্রীড়াবিদদের প্রয়োজনীয় দৈহিক ও শারীরিক শক্তি অর্জনের লক্ষ্যে পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। জনসাধারণের মধ্যে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

১৬। **মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধের ব্যবস্থা**

ক্রীড়াগনকে মাদকদ্রব্যের সকল প্রকার অপব্যবহার থেকে মুক্ত রাখার জন্য সকল সংগঠনকে সক্রিয় হতে হবে। মাদকদ্রব্য ব্যবহার সনাত্ত করার জন্য আধুনিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। মাদকদ্রব্য ব্যবহার প্রমাণিত হলে ব্যবহারকারী খেলোয়াড়কে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে।

১৭। **হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব**

১৭.১ পৌর কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ তাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখবে এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও অবকাঠামো সৃষ্টিতে যথোযথ ভূমিকা পালন করবে।

১৭.২ জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ স্ব স্ব বাজেটে ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং অবকাঠামো সৃষ্টির বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

১৭.৩ সারাদেশে ছেড়িয়াম, খেলার মাঠ, ক্রীড়া কমপ্লেক্স, জিমন্যাসিয়াম, সুইমিং পুল এবং অন্যান্য ধরনের ক্রীড়া মাঠের জন্য অঞ্চাধিকার ভিত্তিতে জমি বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৮। **ক্রীড়া উন্নয়নে পরিকল্পনা**

ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ, বস্তুগত সুবিধা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

১৯। **ক্রীড়া উন্নয়নে বস্তুগত সুবিধা ও অবকাঠামো**

গ্রামাঞ্চল হতে মহানগরী পর্যন্ত সকল পর্যায়ে উপযোগিতার ভিত্তিতে খেলার মাঠ, খেলাধুলার জন্য আন্তঃকক্ষ সুবিধা, সুইমিং পুল বা পুকুর ইত্যাদি পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা। সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ইত্যাদিতে সম্ভাব্য ক্রীড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। পর্যায়ক্রমে এই অবকাঠামো এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রতিটি গ্রামে অন্তঃত একটি খেলার মাঠ ও একটি সাঁতারের পুকুর, প্রতি থানায় একটি স্পোর্টস

কমপ্লেক্স, জেলাগুলোতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম, জিমনেসিয়াম, সুইমিংপুল, অন্ততঃপক্ষে ৪/৫ টি করে উন্মুক্ত খেলার মাঠ এবং মহানগরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধুনিক ও উন্নতমানের ভৌত ক্রীড়া স্থাপনা সুবিধাদির সৃষ্টি হয়।

২০। বিদ্যমান ক্রীড়া কাঠামোর সংস্কার ও পুনর্গঠন

দেশে বিদ্যমান সরকারী ও বেসরকারী ক্রীড়া কাঠামোতে যুগেপযোগী করে পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

২০.১ ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিদ্যমান তিনটি সরকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্রীড়া পরিদণ্ডরকে স্বার্থক সমন্বয় করে একটি শক্তিশালী ও একক জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠন করতে হবে। বিভাগ ও জেলা পর্যায় পর্যন্ত এই সংস্থার কার্যালয় থাকবে।

২০.২ জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ কর্তৃক সর্বপ্রকারের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণার্থে প্রাথমিকভাবে দল/ ক্রীড়াবিদ নির্বাচন/ নির্ধারিত খেলার মান উন্নয়নে ব্যসভিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ক্রীড়া ফেডারেশনের আওতাভুক্ত সকল স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রদান ও সমন্বয় সাধন।

২১। বাংলাদেশ অলিম্পিক সমিতি ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ

২১.১ বিশ্ব অলিম্পিক চার্টারের অন্তর্গত বিধি-বিধানের ভিত্তিতে বাংলাদেশ অলিম্পিক সমিতি কর্তৃক দেশে অলিম্পিক আন্দোলনকে জোরদারকরণ এবং সংশ্লিষ্ট খেলাধুলার বহুমুখী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ। আন্তর্জাতিক অলিম্পিকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে ক্রীড়াবিদ নির্বাচন এবং প্রচলিত নিয়মে তা চূড়ান্তকরণ ও দল প্রেরণ।

২১.২ জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ কর্তৃক সর্বপ্রকারের জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতা আয়োজন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণার্থে প্রাথমিকভাবে দল/ ক্রীড়াবিদ নির্বাচন/নির্ধারিত খেলার মান উন্নয়নে ব্যসভিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের জন্য পারিকল্পনা

প্রগয়ন ও বাস্তবায়ন। ক্রীড়া ফেডারেশনের আওতাভুক্ত সকল
স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রদান ও সমর্বয়
সাধন।

২২। গণক্রীড়া ও ক্রীড়া উৎসব

সুস্থ দেহ ও সুন্দর মানের অধিকারী সুশ্রাংখল জাতি গঠনের স্বার্থে এবং
জাতীয় ক্রীড়ায় আবহমান বাংলায় লোকায়ত ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলার
লক্ষ্যে ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও উৎসবকে উৎসাহিত করা হবে। এই
উদ্দেশ্যে সামনে রেখে -

- ২২.১ বছরের নির্দিষ্ট একটি দিনকে ক্রীড়া দিবস হিসাবে পালন করা ;
- ২২.২ নৌকাবাইচ, লাঠি খেলা ও চট্টগ্রামের জৰুরের বলী খেলার ন্যায়
গণ ক্রীড়াকে উৎসাহিত ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসবে
পরিণত করা ; এবং
- ২২.৩ সকলের জন্য ক্রীড়া আন্দোলন গড়ে তুলে সারাদেশে ছড়িয়ে
দেওয়া।

২৩। ক্রীড়ায় অর্থায়ন

- ২৩.১ দান, অনুদান, স্পনসরশীপ, টিভি সম্প্রচার হতে অর্থায়ন, লটারী
ইত্যাদির মাধ্যমে ক্রীড়াখাতে আয় বৃদ্ধি করা। তবে সংগৃহীত অর্থ
যাতে বিধি-বির্ভূতভাবে ব্যয় না করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
এই লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক আর্থিক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকবে।
- ২৩.২ বাজেটে ক্রীড়া হাতে সম্পদের লভ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার প্রদান
করা হবে।
- ২৩.৩ বাজেটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্রীড়ার ব্যয় প্রয়োজন অনুযায়ী
বাড়াতে হবে। সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত
প্রতিষ্ঠান, সামরিক, আধা সামরিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের
বাজেটে ক্রীড়ার জন্য অর্থের সংস্থান রাখা।
- ২৩.৪ আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে
যোগসূত্র বলিষ্ঠতর করে ক্রীড়াক্ষেত্রে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।
- ২৩.৫ অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত দ্বিপক্ষিক সহযোগিতা চুক্তিতে
ক্রীড়া উন্নয়নকে গুরুত্ব প্রদান করা।

২৪। ক্রীড়া সংগঠনে নেতৃত্ব ও ক্রীড়া সংগঠনসমূহের নির্বাচন

- ২৪.১ সকল ক্রীড়া সংগঠন যেমন থানা, জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এবং জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব অনুমোদিত গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী নির্বাচিত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ অলিম্পিক সমিতি গঠিত হবে।
- ২৪.২ সকল ক্রীড়া সংগঠন/সংস্থা/ফেডারেশনসমূহ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত হবে। এ বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতত্ত্ব অনুসরণ করবে। এই সকল সংস্থাকে বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সরকারকে অবহিত করতে হবে। সরকার সকল ক্রীড়া ফেডারেশন/সংস্থার আর্থিক বিষয় তত্ত্বাবধান করবে।

২৫। ক্রীড়া নীতির বাস্তবায়ন

- ২৫.১ ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দণ্ডরসমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদানসহ তদারকীর দায়িত্ব যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় পালন করবে।
- ২৫.২ শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বীয় অধীনস্থ দফতর ও সংস্থার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রের জন্য ক্রীড়া নীতি বাস্তবায়নে সহযোগী ভূমিকা পালন করবে।
- ২৫.৩ ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিলঃ ক্রীড়ানীতি বাস্তবায়ন এবং দেশের ক্রীড়ার প্রসার তথা মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জাতীয় পর্যায়ের নীতি নির্ধারণের জন্য বর্তমান জাতীয় ক্রীড়া কাউন্সিলকে পুনর্গঠন করে একটি শক্তিশালী জাতীয় ক্রীড়া উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন। ক্রীড়ার উন্নয়ন ও প্রসারে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, একই মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ এবং অলিম্পিক সমিতি, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন ও স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ কর্মকর্তাগণ এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব এই কাউন্সিলের সদস্য হবেন। কাউন্সিল হবে ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যন্ত। কাউন্সিল প্রতিবছর অন্ততঃ একটি সভায় মিলিত হবেন। প্রস্তাবিত একক

জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা কাউন্সিলকে সাচিবিক সহযোগিতাসহ সকল
সহায়তা প্রদান করবে।

২৬। ক্রীড়া নীতি পর্যালোচনা

প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ক্রীড়া নীতির পর্যালোচনা এবং সময়োপযোগী
পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৩. জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮

ভূমিকা

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমাদের খাদ্য প্রাণীজ আমিষের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ আসে মাছ থেকে। জাতীয় আয়ের প্রায় ৫.০০ ভাগ এবং কৃষি সম্পদের ১৬.৭ ভাগ মৎস্য সেক্টরের অবদান। ১৯৯৬-৯৭ সালে জাতীয় রপ্তানী আয়ে মৎস্য সেক্টরের অবদান তৃতীয় স্থানে রয়েছে। রপ্তানী আয়ের ৮-১০ শতাংশ আসে মৎস্য সেক্টর থেকে। প্রায় ১২ লক্ষ মৎস্যজীবী সার্বক্ষণিক এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক খনকালীনভাবে মৎস্য সেক্টরে জীবিকা অর্জনে নিয়োজিত।

১.১ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশ পানি সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের উৎস হচ্ছে অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং সামুদ্রিক এলাকা। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৪৩.৩৭ লক্ষ হেক্টের; এর মধ্যে প্রাবন্ধমিসহ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টের এবং উপকূলীয় চিংড়ি খামারসহ বন্দ জলাশয় ২.৯০ লক্ষ হেক্টের। তটরেখা (৪৮০কিলোমিটার) বরাবর ২০০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকাসহ সামুদ্রিক জলাশয়ের আয়তনের পরিমাণ প্রায় ১.৬৬ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির দেশজ ও ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। সমুদ্র-এলাকায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ও ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি ছাড়াও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রজাতির কাছিম, কাঁকড়া, বিনুক, শৈবাল ইত্যাদি রয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশের প্রায় ১৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৬.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়, ৪.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন অভ্যন্তরীণ বন্দ জলাশয় এবং ২.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন উপকূলীয় চিংড়ি খামার ও সামুদ্রিক জলাশয় থেকে পাওয়া গিয়েছে। অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের যথেষ্ট গুরুত্ব ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে অতীতে এ সেক্টরের উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টা ছিল সীমিত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মোট সরকারী বরাদ্দের মাত্র ১.৫৮% অর্থাৎ ৩৫০ কোটি টাকা এবং সমগ্র কৃষি সেক্টরের ২৪.৮% মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ লক্ষ মেট্রিক

টন। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) মৎস্য সেচ্চের মোট বরাদ্দের ১.৭৮% অর্থাৎ ৭৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ১১.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদিত হয়েছিল।

পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (২০০১-২০০২ সাল) দেশে ২০.৭৫ লক্ষ মেঃ টন মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। মাছ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সুষম প্রোটিনের প্রধান উৎস। প্রয়োজনীয় পরিমাণ সুষম প্রোটিনের অভাবে মানবদেহে উদ্ভৃত সমস্যাদির মধ্যে রোগ প্রতিরোধক ও নিরাময় ক্ষমতা হ্রাস, শিশুর মস্তিষ্কের যথাযথ বিকাশ না হওয়া ও শিশু মৃত্যুর আধিক্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মোকাবেলায় দেশে প্রকট খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। তা'ছাড়া সীমিত সুযোগ-সুবিধার কারণে দেশে ব্যাপকভাবে পশুপাখীর উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও অনুজ্জ্বল। তাই প্রাণীজ প্রোটিন সমৃদ্ধ সুষম খাদ্যের জন্য জনগণের মাছের উপর নির্ভরশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন সহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবদান আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের উৎস হিসেবে দেশের অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে যথেষ্ট পানি ধারণ ও সংরক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং ও খনন কাজের মাধ্যমে নদী, খাল, বিল ইত্যাদিতে মৎস্য উৎপাদনের ব্যবহৃত নেয়া প্রয়োজন। মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা বহুবিধি। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও এর প্রবৃদ্ধির পরিপন্থী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্টি নানারূপ প্রতিকূল পরিবর্তন, উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির অভাব কিংবা প্রাণিসাধ্য জনশক্তির যথাযথ ব্যবহার না হওয়া, প্রতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি ছাড়াও সর্বেপরি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি জাতীয় মৎস্য নীতির অভাব এই সেচ্চের আশানুরূপ উন্নয়ন না হওয়ার অন্যতম কারণ। এ সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান করে মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নতিকল্পে জাতীয় মৎস্য নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.০ জাতীয় মৎস্য নীতির উদ্দেশ্যাবলী

- (ক) মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- (খ) আত্মকর্মসংহার সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- (গ) প্রাণীজ আমিগের চাহিদা পূরণ;
- (ঘ) মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন; এবং
- (ঙ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।

৩.০ জাতীয় মৎস্য নীতির আইনানুগ ব্যাপ্তি

- ৩.১ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, আহরণ ও সংরক্ষণ, আমদানি-রপ্তানী বা মৎস্য সম্পর্কীয় ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থানকারী সরকারী, স্বায়ত্ত-শাসিত, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বে-সরকারি ষেচছাসেবী সংস্থা ও ব্যক্তি সকলেই জাতীয় মৎস্য নীতির আওতাভুক্ত হবে।
- ৩.২ মৎস্য উৎপাদনযোগ্য সকল জলাশয় ও এর মধ্যস্থ মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এই নীতির আওতাভুক্ত হবে।

৪.০ জাতীয় মৎস্য নীতির পরিধি

সমন্বিত উপায়ে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত নীতিসমূহের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবেঃ

- (ক) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি;
 - (খ) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও এর ব্যবস্থাপনা নীতি;
 - (গ) উপকূলীয় চিংড়ি ও মৎস্যচাষ নীতি;
 - (ঘ) সামুদ্রিক মৎস সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি; এবং
 - (ঙ) মৎস্য সম্পর্কীয় সহায়ক নীতিঃ
- (১) স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন;
 - (২) মৎস্য পরিবহণ ও বিপনন;
 - (৩) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ও মান নিয়ন্ত্রণ;
 - (৪) মৎস্য রপ্তানী;

- (৫) মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা নীতি;
 - (৬) মৎস্য প্রশিক্ষণ নীতি;
 - (৭) মৎস্য গবেষণা সম্পর্কীয় নীতি;
 - (৮) মৎস্য সেচ্চেরের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি;
 - (৯) মৎস্য সংক্রান্ত পরিবেশ নীতি;
 - (১০) মৎস্য খণ্ড নীতি; ও
 - (১১) মৎস্য সমবায় সংক্রান্ত নীতি।
- (চ) মৎস্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়াদি।

১.০ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি

নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়, প্লাবনভূমি প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় মৎস্য উৎপাদনের প্রধান উৎস। এরূপ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের আয়তন ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে দেশে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন। এই উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫৬ ভাগ মুক্ত জলাশয় থেকে আহরিত হয়। বিগত কয়েক বৎসরে এ উৎস থেকে মৎস্য উৎপাদন ক্রমাঘাতে হাস পাচ্ছে। উৎপাদন হ্রাসের কারণসমূহ প্রধানত প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্টি। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের বাঁধ নির্মাণ, নির্বিচারে ডিমওয়ালা মাছ ও পোনা মাছ নিধন, ইজারা প্রথার মাধ্যমে রাজষ ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, শস্য চাষের জন্য মাছের আবাসভূমি ও বিচরণ ক্ষেত্র থেকে মাত্রাতিরিক্ত পানি অপসারণ, নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে পৌর এলাকার ও শিল্প কারখানার বিষাক্ত ক্ষতিকারক বর্জ্য নিষ্কাশন, কৃষি ক্ষেত্রে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে পানি দূষণ, নদী, বিল ও হাওড় এলাকা পলি জমে ভরাট হয়ে যাওয়া, ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য আহরণ ইত্যাদি অন্যতম। তাই মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নীতিমালাসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

- ### ৫.১ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও পানি নিষ্কাশন, কৃষি, শিল্প, সড়ক ও নগর উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাছ ও মাছের আবাসভূমির ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

- ৫.২ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ইজারাপ্রথা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের অনুকূলে উৎপাদন ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করা হবে এবং মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় সীমিত রাখা হবে।
- ৫.২.১ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও জৈব বৈচিত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে উপযোগী জলাশয়/ জলমহালের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষে “মৎস্য অভয়াশ্রম” গড়ে তোলা হবে।
- ৫.২.২ মৎস্যজীবী সংগঠন ও স্থানীয় সরকারসমূহের মাধ্যমে চিহ্নিত মৎস্য অভয় আশ্রমসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর দায়িত্ব পালন করবে। চিহ্নিত জলাশয়সমূহের বরাদ্দ ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।
- ৫.২.৩ মৎস্য অভয়াশ্রমের নিমিত্তে চিহ্নিত জলমহাল বা এর অংশবিশেষ মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত হবে।
- ৫.৩ বিল হাওড় ও অন্যান্য প্লাবন ভূমিতে বিশেষ করে বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ প্রকল্পসমূহের অন্তর্ভুক্ত বাঁধ পরিবেষ্টিত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির পোনা ছেড়ে মাছ ও ধান চাষের সমর্বিত মডেল সম্প্রসারণ করা হবে।
- ৫.৪ দেশব্যাপী নীচু ভূমি যেখানে বর্ষাকালে ৩ মাসের অধিককাল ৫০ সেঃ মিঃ বা এর চেয়ে বেশী পরিমাণ পানি জমা থাকে বা রাখা সম্ভব হয় সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাছ চাষের ব্যবস্থা করা হবে।
- ৫.৫ মাছের প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য ডিমওয়ালা মাছ ও মাছের পোনা ধরা বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ৫.৬ মাছ ও গলদা চিংড়ি প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ সংরক্ষণ করা হবে।
- ৫.৭ মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ইলিশ ও অন্যান্য প্রজাতির আইনত নিষিদ্ধ আকারের পোনা মাছ আহরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৫.৮ অপরিকল্পিতভাবে বর্জ নিষ্কাশনের কারণে জলাশয়সমূহ নষ্ট হয়েছে এবং সেই সংগে পরিবেশ দূষণ ঘটেছে। এমতাবস্থায় পৌর এলাকার এবং শিল্প কারখানার ক্ষতিকারক বর্জ সরাসরি জলাশয়ে নিষ্কাশন শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে এবং কৃষি

ক্ষেত্রের পোকা মাকড় ধ্বংসকারী ক্ষতিকারক রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য এগ্রো-কেমিক্যালস এর ব্যবহার যৌক্তিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

- ৫.৯ মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক এবং আইনত নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল বা অন্য যে কোন জালের আমদানি, বিক্রয়, মজুদ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে।
- ৫.১০ মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ করার জন্য বর্তমানে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ছাড়াও মৎস্যজীবী সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে স্থানীয় সরকার পরিষদের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। গ্রাম পর্যায়েও এব্যপারে সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- ৫.১১ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের দরুণ প্রাকৃতিক কারণে যে সমস্ত মুক্ত জলাশয় বন্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে, সে সব জলাশয় জরিপ করে সেখানে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ৫.১২ খাল, বিল, ডোবা-মালা ও অন্যান্য উন্মুক্ত প্রাকৃতিক জলাশয়কে পানি শূন্য করা যাবে না।
- ৫.১৩ হাওড়, বাওড়, বিল প্রভৃতি জলাভূমি সংস্কার করে এগুলো মাছ চাষের এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং এ সকল জলাভূমির আয়তন সংকুচিত করা যাবে না।
- ৫.১৪ দেশের সকল জলাশয় চিহ্নিত করে উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে এর প্রথমিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- ৫.১৫ সরকারি খাস জলাশয় ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত মৎস্যজীবী এবং মৎস্য চাষীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- ৫.১৬ অবলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের সংরক্ষণ ও বৎশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে।
- ৫.১৭ পরীক্ষামূলকভাবে প্রদর্শনী কেইজ ও পেন স্থাপন করে সাফাল্য লাভ সাপেক্ষে পেন ও কেইজ কালচারকে উৎসাহিত করা হবে।

৬.০ অভ্যন্তরীণ বন্ধজলাশয়ে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা নীতি

বাংলাদেশে ১,৪৬,৮৯০ হেক্টর পুরুর দীঘি এবং ৫,৪৮৮ হেক্টর বাওড় রয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পুরুর-দীঘিতে মাছের গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি প্রায় ২৪০০ কেজি এবং বাওড়ে মাত্র ৫৪০ কেজি। এ সব জলাশয়ে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চাষ করে মাছের উৎপাদন

বৃদ্ধি করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে;

- ৬.১ দেশের সকল পুরুর ও দীঘি এবং অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য চাষ উৎসাহিত করা হবে। বিদেশী প্রজাতির মাছের চাষ প্রবর্তনের পূর্বে ঐ প্রজাতির মাছ দেশীয় প্রজাতির মাছের উপর কোনরূপ বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে কি না এবং পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য ক্ষতিকারক হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করত ফলাফল ইতিবাচক হলে কেবল ঐ সকল বিদেশী প্রজাতির মাছের চাষ উৎসাহিত করা হবে।
- ৬.২ মৎস্য চাষের কারিগরি কৌশল সম্প্রসারণের জন্য সরকারি সহযোগিতায় প্রতিটি ইউনিয়নে বেসরকারি পর্যায়ে প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন করা হবে এবং থানা/ ইউনিয়ন পরিষদ ও মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মসূচির মাধ্যমে অথবা বেসরকারী পর্যায়ে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ৬.৩ মৎস্য চাষে মহিলাদের জন্য উদ্বৃদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ৬.৪ ভাসমান দরিদ্র মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বিকল্প উপার্জনের উৎসের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে হাওড়, বাওড় ও সস্তাব্য অন্যান্য জলাশয়ে মৎস্য চাষের উপর বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
 - ৬.৪.১ সরকারী খাস দীঘি, পুরুর কিংবা অন্যান্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিত্তইন প্রান্তিক চাষী ও গরীব মৎস্যচাষী, প্রশিক্ষণপ্রাণী বেকার যুবক/যুব মহিলা ও লক্ষ্য জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দরপত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। দরপত্র লক্ষ আয়ের অর্থ নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে সরকারি খাতে কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হবে।
- ৬.৫ দেশীয় উপাদান সহযোগে স্বল্প ব্যয়ে মাছের খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এ বিষয়ে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে।

- ৬.৬ ঘোথ মালিকানা হেতু বা অন্য কোন কারণে অনাবাদী থাকা পুকুরসমূহকে “পুকুর উন্নয়ন আইন” প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য চাষের আওতায় আনা হবে।
- ৬.৬.১ এতদ্ব্যতীত দেশের হাজা-মজা পুকুর ও জলাশয় সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৬.৭ মৎস্য চাষের সম্ভাবনাময় প্রতিটি অঞ্চলের মৃত্তিকা মানচিত্র প্রণয়ন করে ঐ অঞ্চলের উপযোগী মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় চুন ও সারের প্রকার ও ব্যবহার বিধি নির্দেশ করা হবে।
- ৬.৮ মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে বাওড়ের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। অধিক পরিমাণ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরনের জন্য বাওড়ের পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- ৬.৮.১ স্থানীয় মৎস্যজীবী সংগঠনকে বাওড়ে মৎস্য চাষের জন্য অগ্রাধিকার প্রদানসহ তাদেরকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।
- ৬.৯ উপকূলীয় অঞ্চলে ইষৎ লবনাক্ত পানিতে প্লাবিত ধান ক্ষেতসমূহে চিংড়ি ও মাছের সমন্বিত চাষকে উৎসাহিত করা হবে।
- ৬.১০ মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ ও আবদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষের জন্য সরকারি ও বে-সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাহিদা অনুযায়ী পোনা উৎপাদনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
- ৬.১১ বাণিজ্যিকভাবে পোনা তৈরীর মুখ্য দায়িত্ব বে-সরকারি খাতে ন্যস্ত থাকবে। পোনা তৈরীর প্রয়োজনীয় রেণু উৎপাদনের জন্য বে-সরকারি খাতে অধিক সংখ্যক হ্যাচারী স্থাপনের উৎসাহ দেয়া হবে।
- ৬.১২ সরকারী খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মৎস্য চাষের উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারি মৎস্য খামারসমূহে ব্রুড ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত মানের ব্রুড উৎপাদন করে বেসরকারি পর্যায়ে বিতরণ, মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উপর মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় প্রজাতির মৎস্য প্রজনন ও পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি হস্তান্তরের কেন্দ্র হিসেবে এ সকল মৎস্য খামারকে ব্যবহার করা হবে।

- ৬.১৩ সরকারের বিদ্যমান হ্যাচারী ও মৎস্য খামারগুলিতে সম্ভাব্যতা যাচাই করে গলদা চিংড়ির প্রজনন ও পোনা উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হবে ।
- ৬.১৩.১ সারা দেশে সম্ভাব্য এলাকার দীঘি-পুকুরে একক গলদা চাষ বা কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ উৎসাহিত করা হবে ।
- ৬.১৪ বিভিন্ন ধরনের মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনার প্যাকেজ তৈরি করে বেসরকারি উদ্যোক্তা সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।
- ৬.১৫ মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষী এবং মৎস্যখাতে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী উদ্যোক্তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম জোরদার করা হবে ।
- ৬.১৬ বেকার যুবক ও যুবমহিলাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে মৎস্য চাষে উন্নত করা হবে এবং এ ব্যাপারে পুঁজি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে ।
- ৬.১৭ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন জলাশয় সংস্কার করে লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর নিকট মধ্য-মেয়াদী ইজারা দিয়ে মৎস্য চাষ নিশ্চিত করা হবে ।

৭.০ উপকূলীয় চিংড়ি ও মৎস্য চাষ নীতি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ক্ষেত্রে মৎস্য ও মৎস্যজ্ঞাত পণ্যের স্থান প্রথম। মৎস্য ও মৎস্যজ্ঞাত পণ্যের মধ্যে চিংড়ির অবদান শতকরা প্রায় ৮৬ ভাগ। দেশে বর্তমানে প্রায় ১.৪০ লাখ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। কিন্তু হেক্টর প্রতি চিংড়ির গড় উৎপাদন মাত্র ২০০ কিলোগ্রাম উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে :

- ৭.১ জাতীয় ও অন্যান্য পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কমিটি থাকবে। সরকারী নীতিমালার আলোকে পরিচালিত এ সকল কমিটি চিংড়ি চাষের উন্নয়ন ও এতদসংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রয়োগ ও অন্যান্য সমস্যাদির নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- ৭.২ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষাকল্পে মাছ ও ধান চাষ কিংবা চিংড়ি ও ধান চাষের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।
- ৭.৩ ভবিষ্যতে নির্মিতব্য বাঁধ কিংবা পোন্ডারে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে এবং এই সমস্ত পোন্ডার বা বাঁধ এলাকায় উপযুক্ত ফসল যেমন ধান, চিংড়ি উৎপাদনের অনুকূল ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা হবে ।
- ৭.৪ উন্নত সনাতনী পদ্ধতির চিংড়ি চাষকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে । তবে সম্ভাবনাময় এলাকায় নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবেশ সহনীয় আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ উৎসাহিত করা হবে । ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কেটে চিংড়ি চাষের বিস্তার অথবা ম্যানগ্রোভ বন বিপন্ন করতে পারে এমন চিংড়ি চাষ বিষয়ক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে । পরিবেশগত ভারসাম্য অঙ্কুন রাখার জন্য চিংড়ি যের ও তার পার্শ্বে অবস্থিত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে উপযোগী বৃক্ষ রোপন সংশ্লিষ্ট চিংড়ি খামার মালিকগণের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে ।
- ৭.৫ এলাকা ভিত্তিক বিদ্যমান বিভিন্ন পরিবেশে সরকারি সহযোগিতায় বেসরকারী পর্যায়ে চিংড়ি প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও চাষীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে ।
- ৭.৬ অন্যান্য রপ্তানীমূখী শিল্পের ন্যায় চিংড়ি চাষকে একটি রপ্তানীমূখী শিল্প হিসেবে সমান সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে ।
- ৭.৭ প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরণে যাতে অন্যান্য প্রজাতির পোনা ধ্বংস এবং পরিবহনে চিংড়ি পোনা নষ্ট না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং এ লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি করা হবে ।
- ৭.৮ চিংড়ি পোনার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হ্যাচারী নির্মানের জন্য বে-সরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে ।
- ৭.৯ প্রাকৃতিকভাবে চিংড়ি প্রজননের স্বার্থে ভরা প্রজনন মৌসুমে সাগরে চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধ করা হবে । সাগরে কতিপয় নির্বাচিত চিংড়ি প্রজনন ক্ষেত্রকে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণা করা হবে ।
- ৭.১০ বাগদা চিংড়ি হ্যাচারী নির্মানে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা হবে ।

- ৭.১১ চিংড়ি চাষের বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় এলাকায় সরকারের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মানের উদ্যোগ নেয়া হবে এবং চিংড়ি আহরণ ও বিপন্নকালে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ৭.১২ লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন হার বৃদ্ধির জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বড় খামারগুলিতে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে এ সকল খামারকে সহজ ব্যবস্থাপনাযোগ্য ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত করতে উৎসাহিত করা হবে।
- ৭.১৩ দেশজ উপাদান দিয়ে চিংড়ি খাদ্য তৈরির ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং চিংড়ি খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদান যথা-ফিশ মিল, ভিটামিন ও মিনারেল প্রীমিকস, ফুড বাইডার ইত্যাদি প্রয়োজনবোধে আমদানি করা হবে।
- ৭.১৪ চিংড়ি খামার ব্যবস্থাপনাসহ চিংড়ি ফসল আহরণোত্তর স্বাস্থ্যসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। আহরণোত্তর চিংড়ির স্বাস্থ্যগত ও গুণগতমান উন্নত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ এবং অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা হবে।
- ৭.১৫ চিংড়ির বৈদেশিক বাজার লাভের জন্য বাজার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে।
- ৭.১৬ রণ্ধনাযোগ্য মৎস্য ও চিংড়িজাত পণ্যের গুণগত উচ্চমান নিশ্চিতকরনের জন্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর সুযোগ সুবিধার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করা হবে।
- ৭.১৭ চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সহায়ক সার্টিস প্রদানের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় চিংড়ি সেল মাঠ পর্যায়েও সম্প্রসারিত করা হবে। চিংড়ি সেলগুলোকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য যোগ্য জনবলসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।
- ৭.১৮ চিংড়ি চাষের জন্য উপকূলীয় এলাকা চিহ্নিত করে দেয়া হবে। চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ও চিংড়ি সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করা হবে।

- ৭.১৯ পরিবেশ বন্ধুভাবাপন্ন আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষের জন্য চিংড়ি চাষে উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে।
- ৭.২০ মৎস্য ও চিংড়ি চাষে বীমাকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮.০ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নীতি
 বর্তমানে দেশের মোট মৎস্য সম্পদ আহরণের মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্যের অবদান প্রায় ২৫% এবং এই আহরিত মৎস্য সম্পদের প্রায় ৯৫ শতাংশ ক্ষুদ্রাকার মৎস্য সেষ্টরের অবদান। তবে ৪০ মিটার পানির গভীরতার মধ্যে এ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সীমিত। মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত ৭৩টি ট্রিলার সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত আছে। এ সেষ্টরের সামুদ্রিক মাছ আহরণের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ১২ হাজার টন এবং এর মধ্যে চিংড়ির পরিমাণ প্রায় ৫ হাজার টন। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য আহরণ মাত্রা স্থিতিশীল রাখা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য।

- ৮.১ অতীত মৎস্য জরিপ ফলাফল বিশ্লেষণ ও ব্যবহার**
- ৮.১.১ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের প্রকৃতি ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য অতীতে পরিচালিত অনুসন্ধান ও জরিপ প্রকল্পসমূহের ফলাফল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতায় পুর্জানুপুর্জভাবে বিশ্লেষণ সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা তৈরী করা হবে।
- ৮.১.২ জরিপে ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বাস্তবমূর্খী করে সামুদ্রিক ট্রিলার মালিক, যান্ত্রিক নৌকার মালিক ও মৎস্যজীবী সম্পদায়ের নিকট সম্প্রসারিত করা হবে।
- ৮.১.৩ জরিপ ও সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধানমূলক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং প্রয়োজনে নতুন মৎস্য ক্ষেত্রসমূহে জরিপ পরিচালনা করা হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। মৎস্য আহরণকারীদের কাছ থেকে তথ্য, উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে মৎস্য সম্পদের সর্বশেষ

অবস্থা ও গতিধারা, মৎস্য আহরণ কলাকোশলের উন্নতি বিধান, মৎস্য ক্ষেত্রের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও উপায় ইত্যাদির উপর বন্ধনিষ্ঠ সম্প্রসারণমূলক তথ্যাদি পুস্তকাকারে প্রণয়ন ও বিতরণ করা হবে।

- ৮.১.৪ দেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে (Exclusive Economic Zone) বিচরণশীল টুনা ও মেকারেল জাতীয় উপরিস্তরের (পলাজিক) মাছের উপস্থিতি, প্রচুর্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য অনুসন্ধান প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- ৮.১.৫ উপকূলীয় সামুদ্রিক এলাকায় ৪০ মিটারের কম গভীরতায় ট্রলার দ্বারা মৎস্য কিংবা চিংড়ি আহরণ নিষিদ্ধ করা হবে।
- ৮.১.৬ গভীর সমুদ্রে মৎস্য সম্পদ জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিদেশের সংগে ঘোষ উদ্যোগে মৎস্য আহরণ বিষয় বিবেচনা করা হবে।
- ৮.১.৭ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮.২ সামুদ্রিক জৈব সম্পদ সংরক্ষণ

- ৮.২.১ অতীতে বিভিন্ন জরিপ কর্মসূচী পরিচালনা করে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায় সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ির বর্তমান আহরণের পরিমাণ, মৎস্য সম্পদের প্রায় সর্বোচ্চ আহরণমোগ্য মাত্রায় পৌছে গেছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদকে সম্ভাব্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মৎস্য আহরণ ও মৎস্য শিকারের যান্ত্রিক নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে সংরক্ষণশীল সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বিদ্যমান মৎস্য সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাছ ধরার ট্রলার বহরকে যুক্তিসংগত সংখ্যায় নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
- ৮.২.২ কিশোর চিংড়ি ও শিশু মাছ ধর্সকারী বেহন্দি জালের প্রকৃত সংখ্যা এবং এই জালে ধৃত চিংড়ির পরিমাণ ইত্যাদির পরিয়ৎস্থান সংগ্রহ করে সংরক্ষণমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।
- ৮.২.৩ সমুদ্রে নিরূপদূপ মৎস্য প্রজনন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচুর চিংড়ির বাচ্চা জন্ম লাভ করে এবং উপকূলীয় নদ-নদী ও খাঁড়িসমূহ চিংড়ি

পোনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। সেজন্ম পূর্ব নির্ধারিত মাসে নির্বাচিত প্রজনন ক্ষেত্র থেকে বাগদা, চাকা ও হরিণা চিংড়ি ধরা বন্ধ রাখা হবে। সমুদ্রে নিরুৎপদ্রূপ মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র নির্দিষ্ট ও সংরক্ষণ করে সেখানে মাছ ও চিংড়ি ধরা বন্ধ রাখা হবে।

- ৮.২.৪ পরিত্যক্ত মাছ বা “ট্রাশ ফিশ” আহরণ, সংগ্রহ ও বাণিজ্যিকভাবে এর ব্যবহারের কলাকৌশল উত্তোলনের জন্য বাস্তবমূল্যী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৮.২.৫ নির্বিচারে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ রোধ করার লক্ষ্যে মৎস্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৮.২.৬ ক্ষতিকর রাসায়নিক ও পারমাণবিক বর্জ্য সমুদ্রে নিষ্কেপন বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ৮.২.৭ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে।

৮.৩ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেষ্টেরের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ

- ৮.৩.১ সমুদ্র থেকে আহরিত ৯৫% মাছই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেষ্টেরের অবদান। সমুদ্র উপকূলে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের মৎস্য আহরণে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে।
- ৮.৩.২ উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ ধরার অধিকার ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেষ্টেরের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। গবেষণা ও জরিপলক্ষ ফলাফল এবং বাণিজ্যিক আহরণের তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন মৎস্য আহরণের এলাকা সময়োপযোগী আইনের দ্বারা নির্ধারণ করা হবে। গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্রের মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।
- ৮.৩.৩ মাছ ধরার আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আঞ্চলিক ও আর্তাতিক কর্মসূচির মাধ্যমে গবেষণা এবং অনুসন্ধান চালানো হবে।
- ৮.৩.৪ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। এজন্য নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবেঃ

- ক) মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পদ যথা- নৌকা, ইঞ্জিন, জাল, মাছ ইত্যাদির বীমা প্রকল্প চালু করা হবে।
- খ) প্রতিটি জেলে-নৌকা বাধ্যতামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সাজসরঞ্জাম ও রেডিও দ্বারা সংজ্ঞিত হতে হবে।
- গ) জলদস্যুতা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ঘ) মৎস্যজীবীদের দ্বারা গঠিত সংগঠনের সদস্যদের বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাছ ধরার নতুন ও উন্নত কলাকৌশল, মৎস্য সংরক্ষণ, বিতরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মৎস্যজীবীদের পেশাদারী যোগ্যতা এবং তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করা হবে।
- ঙ) মৎস্যজীবীদের মধ্যে প্রচলিত জামানত ঝণের স্তুলে তদারকী ঝণ প্রকল্প চালু করা হবে।
- চ) উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবকাঠামোগত অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ সুবিধাদির প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আহরণকৃত মাছ নষ্ট না হয় এবং তারা উৎসাহ ব্যঙ্গক মূল্যে মাছ বিক্রয়ের সুযোগ লাভ করে।
- ছ) বে-সরকারী খাতে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পাইকারী মৎস্য বাজার স্থাপনের পূর্বে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

৯.০ মৎস্য সম্পর্কীয় সহায়ক নীতি

৯.১ স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন

- ৯.১.১ দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ মৎস্য অবতরণ স্থানসমূহকে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে রূপান্তর করা হবে।

- ৯.১.২ সরকার অনুমোদিত মান-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী বেসরকারি খাতে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও অবকাঠামো নির্মাণে উৎসাহ দান করা হবে এবং এরপ কেন্দ্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

- ৯.১.৩ স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলোতে মৎস্য অবতরণ বাধ্যতামূলক করা হবে।
- ৯.১.৪ সমুদ্র উপকূলে অথবা দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রগুলোতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য সড়ক নির্মাণ, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি ও বরফ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৯.২ মৎস্য পরিবহণ ও বিপণন**
- ৯.২.১ রপ্তানীযোগ্য মৎস্য কিংবা চিংড়ি উক্ত যানবাহনে পরিবহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। শুধুমাত্র ইনসুলেটেড বা রেফ্রিজারেটেড ফিল্ড্যান যোগে মৎস্য পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৯.২.২ মৎস্য বাজারজাতকরণের পূর্বে মাছ যথাযথভাবে শীতল অবস্থায় হিমাগরে সংরক্ষিত রাখার প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে।
- ৯.২.৩ মৎস্য আহরণের পর মৎস্য সংরক্ষণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত বরফ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- ৯.২.৪ মৎস্য বাজার স্বাস্থ্যসম্মত ও আধুনিক সুবিধাদি সম্বলিত হতে হবে। উচ্চুক্ত এবং ময়লা ও কর্দমাক্ত স্থানে মৎস্য বাজারজাত করা যাবেনা।
- ৯.২.৫ মৎস্য বাজারজাতকরণে কোল্ড-চেইন পদ্ধতির প্রচলন এবং হিমায়িত মাছ বিপণনের সুবিধাদি স্থাপনে মৎস্য ব্যবসায়ীদের উৎসাহ প্রদান করা হবে।
- ৯.২.৬ বাজারজাতকরণের জন্য সরবরাহকৃত মৎস্য জীবাণুযুক্ত ও পচনযুক্ত হতে হবে। পচা, দুর্গন্ধযুক্ত ও মানুষের খাদ্য হিসেবে অনুপযোগী মাছ বিক্রয় আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ৯.২.৭ সকল পাইকারী ও খুচরা মৎস্য বাজার পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার অনুমতিদিত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন ও মৎস্য গুণগুণ নিয়ন্ত্রণ আইন মেনে চলতে হবে।
- ৯.২.৮ সরকারি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরিদর্শকগণকে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র কিংবা পাইকারী মৎস্য বাজার পরিদর্শন ও নিম্ন গুণগত মানের মৎস্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করা হবে।

৯.৩ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ

- ৯.৩.১ মৎস্য শুটকীকরণ, লবনে জারিতকরণ, নোনতাকরণ ইত্যাদি প্রকার সনাতনী প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির মান উন্নয়ন করা হবে।
- ৯.৩.২ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণে আধুনিক হিমায়িত মাছের বহুমুখী প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি (Value Added Products) জোরদার করা হবে।
- ৯.৩.৩ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, মৎস্য পণ্য রপ্তানীকারক ও কিউরড মাছ কারখানার জন্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে মৎস্য অধিদণ্ডের থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে এবং তাদেরকে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ বিধিমালা মেনে চলতে হবে।

৯.৪ মৎস্য রপ্তানী

- ৯.৪.১ মৎস্য ও চিংড়ি রপ্তানীকে ১০০% বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য হিসেবে এর রপ্তানী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় স্কল সুযোগ সুবিধা ও উৎসাহ প্রদান করা হবে।
- ৯.৪.২ মৎস্য রপ্তানীর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারিখাত, রপ্তানীর সাথে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামতকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

৯.৫ মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা

মৎস্য সেচ্চেরের বিপুল উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ও ব্যবহারিক জ্ঞান-সম্পদ জনশক্তি অত্যাবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে সময় উপযোগী ব্যবহারিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সীমিত হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে গবেষণা এবং সম্প্রসারণলক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা পাঠক্রম বিন্যাসিত হওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে নিমোক্ত শিক্ষা নীতিমালা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করা হবে :

- ৯.৫.১ প্রাথমিক পর্যায় হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান পাঠ্য বইতে মৎস্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা রাখা হবে।

- ৯.৫.২ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মৎস্য শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে যথাযথভাবে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে বিন্যস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৯.৫.৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের মৎস্য চাষ বিষয়ক বাস্তব জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলকভাবে হাতে কলমে কাজ করা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরাসরি, স্বায়ত্ত্বশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন।
- ৯.৫.৪ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও মৎস্য বিষয়ক বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী বিশেষজ্ঞ বিনিয়ন প্রথা প্রচলন করা হবে।
- ৯.৫.৫ মৎস্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে অধ্যয়ন করতে হলেও সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় সমস্যার উপর গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা হবে।

৯.৬

মৎস্য প্রশিক্ষণ

মৎস্যজীবী, মৎস্য চাষী, ব্যবসায়ী এ বিষয়ে আগ্রহী জনসাধারণের মধ্যে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, চাষ, আহরণ, বাজারজাতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

- ৯.৬.১ নির্বাচিত হ্যাচারী, নার্সারী ও উৎপাদন খামারসমূহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। হাতে কলমে মৎস্য চাষ, ব্যবসা ব্যবস্থাপনা, মৎস্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হবে।
- ৯.৬.২ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির জন্য মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী ও মৎস্য সংক্রান্ত উপজীবিকার উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ব্যক্তিগণই হবেন প্রধান লক্ষ্যগোষ্ঠী। কলেজ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং বেকার যুবকদের জন্য মৎস্য সংক্রান্ত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

- ৯.৬.৩ মৎস্য সেট্টরের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নব নিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মৎস্য বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- ৯.৬.৪ চাকুরীতে প্রবেশ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য মৎস্য বিষয়ক নবতর পেশাগত প্রশিক্ষণ/নবায়নী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা করা হবে।
- ৯.৬.৫ মৎস্য গরেণণা অবকাঠামো নির্মাণ, সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও অন্যান্য প্রভাব সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হবে এবং মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, বাজারজাতকরণ ও মৎস্য শিল্প স্থাপন প্রধানত বেসরকারী খাতের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

৯.৭ মৎস্য সম্প্রসারণ

মাছ ও চিংড়ির প্রাথমিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মৎস্যজীবী ও মৎস্য চাষীদের মধ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কলাকৌশল, স্থান ও সময়োপযোগী মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি কার্যকরভাবে সম্প্রসারণ করে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুস্থ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব। এজন্য মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করা হবেঃ

- ৯.৭.১ মৎস্য চাষী ও অন্যান্য লোকজনের সমাগম হয় এমন স্থানে সরকারি সহযোগিতায় বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবে সফল ও লাভজনক মৎস্য চাষ প্রদর্শনীর আয়োজন করে জনগনকে মৎস্য চাষে উদ্বৃদ্ধ করা হবে।
- ৯.৭.২ সংযোগ চাষীর জলাশয়ে মৎস্য প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে। সংযোগ চাষীকে মৎস্য চাষের কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং সময়মত তিনি যাতে মাছ চাষের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন সেদিকে নজর রাখা হবে। সংযোগ চাষীদের এরপ প্রদর্শনী পুরুর মৎস্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শন ও চাষীদের পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এভাবে সারা দেশে মৎস্য চাষের সম্ভাবনাময় ইউনিয়নে মৎস্য প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে।
- ৯.৭.৩ স্থানীয়ভাবে ইউনিয়ন পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হবে।

- ৯.৭.৪ মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক উৎসাহী মৎস্য চাষীদের সংঘবন্ধ করা হবে।
- ৯.৭.৫ মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী এবং চিংড়ি ও মাছের পোনা সংগ্রহকারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হবে।
- ৯.৭.৬ মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকান্ড জোরদারকরণের জন্য গণমাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ ও মাছ চাষের উপর বিভিন্ন আকর্ষণীয় কর্মসূচি প্রচার করা হবে।
- ৯.৭.৭ বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর মধ্যে যারা মৎস্য চাষ, উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে আগ্রহী তাদেরকে মৎস্য সম্প্রসারণ কাজে সম্পৃক্ত করা হবে। তাছাড়া অন্যান্য এনজিওদেরকে মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে।
- ৯.৭.৮ চিংড়ি চাষ ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও উপাদান খোলা বাজারে সহজলভ্য করার জন্য বেসরকারী উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।
- ৯.৭.৯ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তি উন্নয়নে নিয়োজিত সকল সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে।
- ৯.৭.১০ মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থা যথা-মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা, নোনা জলে মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা, প্রত্তি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- ৯.৭.১১ ধান ক্ষেত্রে মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে।
- ৯.৮ **মৎস্য গবেষণা**
 মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটসহ দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়-মৎস্য বিষয়ক গবেষণা কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী, মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্য রপ্তানীকারকদের সমস্যা ও স্থানের প্রয়োজনের সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মকান্ড জরিপ ও গবেষণার

সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নয়। এই সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য নিম্নলিখিত নীতিমালা গ্রহণ করা হবে :

৯.৮.১ মৎস্য গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং গবেষণালব্দ ফল ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে পারম্পরিক যোগসূত্রতা ও সহযোগিতার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মৌলিক মৎস্য বিষয়ক গবেষণা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োগিক গবেষণার উপর জোর দেয়া হবে।

৯.৮.২ মৎস্য গবেষণা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে স্ট্ট ভৌত সুযোগ সুবিধাদির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠান পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গবেষণা ও জরিপ, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

৯.৮.৩ দেশের উন্নয়ন চাহিদার নিরিখে গবেষণালব্দ ফল যেন মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর কোন নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়, তা নিশ্চিত করা হবে।

৯.৮.৪ মৎস্য গবেষণা ইনসিটিউটের পরীক্ষামূলক পুকুর এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হবে।

৯.৮.৫ মৎস্য গবেষণার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব “উন্নত ক্ষেত্র গবেষণা নীতি” অনুসরণ করা হবে। গবেষণার পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে এবং অন্যান্য বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদনমূল্যী গবেষণার উপর বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৯.৮.৬ বে-সরকারি ও সরকারি সংস্থাসমূহে যৌথভাবে মৎস্য গবেষণা চালানোর ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক মৎস্য ও চিংড়ি খামারের মালিকদের গবেষণা খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে।

৯.৮.৭ বিভিন্ন প্রকার জলাশয়ের আপেক্ষিক উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান, সম্ভাবনা ও আর্থিক লাভ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে মৎস্য গবেষণার অগ্রাধিকার বিবেচনা করা হবে।

৯.৯ মৎস্য সেষ্টেরের প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়াদি

- ৯.৯.১ মৎস্য সম্পদ ও মাছের বাসোপযোগী জলাশয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হবে এবং এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমি মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করা হবে।
- ৯.৯.২ জাতীয় পর্যায়ে মৎস্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অতীত কর্মকান্ডের মূল্যায়ন ও মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রমের সমন্বয় অধিকতর অর্থপূর্ণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর সমূহকে প্রয়োজনবোধে পুনর্গঠিন ও জোরদার করা হবে।
- ৯.৯.৩ মৎস্য সেষ্টেরে সরকারী খাস জলমহালসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হবে।
- ৯.৯.৪ মৎস্য সেষ্টেরে বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারী, সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয় সাধন করা হবে।

৯.১০ মৎস্য সংক্রান্ত পরিবেশ

প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার জন্য মৎস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে তা পরিবেশের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্য নিম্নের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হবেঃ

- ৯.১০.১ উপকূলীয় অঞ্চলে “ম্যানগ্রোভ” বনাঞ্চলের ক্ষতি করে চিংড়ি ও মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ করা হবে না।
- ৯.১০.২ প্রাকৃতিক জলাশয় ও সমুদ্রের জীব বৈচিত্র্য অক্ষণ রাখা হবে।
- ৯.১০.৩ পরিবেশের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়াসৃষ্টিকারী কোন রাসায়নিক দ্রব্য মৎস্য ও চিংড়ি চাষে ব্যবহার করা হবে না।
- ৯.১০.৪ পরিবেশ অনুকূল মৎস্য ও চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি অনুসরণ করা হবে।
- ৯.১০.৫ মৎস্য সম্পদের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়াশীল কোন কর্মকান্ড বা অন্য সম্পদের উপর মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মকান্ডের বিরুপ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
- ৯.১০.৬ শিল্প বর্জ্য অপরিশেষিত অবস্থায় কোন জলাশয়ে নিষ্কাশন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে আইন প্রয়োগ জোরদার করা হবে।

৯.১১ · মৎস্য ঝণ

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনানুষ্ঠানিক ঝণ বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের মৎস্য চাষ ও মৎস্য আহরণ মূলত গ্রামীণ সমাজ, দরিদ্র চাষী এবং মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য খামারকে মৎস্য চাষে উপযুক্ত করে তুলতে হরে মৎস্য সেষ্টেরে প্রাতিষ্ঠানিক ঝণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেষ্টেরে প্রয়োজনীয় জামানত দেয়ার অপরাগতার কারণে অতি সামান্য সংখ্যক মৎস্যজীবী প্রাতিষ্ঠানিক ঝণ সংগ্রহ করতে পারেন। অবস্থার চাপে তাদেরকে সনাতনী মহাজনী ঝণের নিঘাহে পতিত হতে হয়। এই অবস্থার উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত মৎস্য ঝণ নীতিমালা গ্রহণ করা হবে:

- ৯.১১.১ প্রাতিষ্ঠানিক ঝণের জন্য মৎস্য সেষ্টেরকে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেষ্টের হিসেবে গণ্য করা হবে।
- ৯.১১.২ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেষ্টেরে সম্পত্তি জামানত বাধ্যতামূলক না করে উৎপাদনের শুরু হতে বিপণন পর্যন্ত পরিপূর্ণ তদারকী ঝণ প্রথা ব্যাপকভাবে চলু করা হবে।
- ৯.১১.৩ চিংড়ি ও অন্যান্য রঞ্জনীযোগ্য মাষের চাষ রঞ্জনী মুখী শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করে মাছ ও চিংড়ি চাষের জন্য স্বল্প সুদে ঝণ দান, আয়কর রেয়াত, ট্যাক্স হলিডে ইত্যাদি বিশেষ সুযোগ সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ৯.১১.৪ মৎস্য সেষ্টেরে ঝণ প্রদান সহজ ও ব্যপক করার উদ্দেশ্যে মৎস্য ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে।

৯.১২ · মৎস্য সমবায়

- ৯.১২.১ দেশের বৃহদায়তন বিশিষ্ট প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম সরকারী খাস জলাশয়সমূহের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ৯.১২.২ মৎস্য বিষয়ক যে কোন ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহ প্রদান করা হবে।
- ৯.১২.৩ সরকারের খাস জলাশয়গুলো মৎস্য সমবায়ীদের স্বার্থে দীর্ঘ মেয়াদী বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।
- ৯.১২.৪ মৎস্য সমবায়ীদেরকে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত করে তোলা হবে।

১০ লাইসেন্স প্রদান ক্ষমতা

- ১০.১ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সুসংহত করার জন্য যাবতীয় মৎস্যবাণ এবং সরঞ্জামাদির উপর লাইসেন্স প্রদান, বাতিল কিংবা নবায়নের দায়িত্ব মৎস্য অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকবে।
- ১০.২ যে কোন মৎস্যবাণ ও মৎস্য শিকার ইউনিট মৎস্য অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকবে।
- ১০.৩ গুণগত মান নিয়ন্ত্রণকল্পে মাছ ও চিংড়ি হ্যাচারীর এবং নার্সারীর জন্য নিবন্ধন প্রথা চালু করা হবে।

১০.২ শিল্প

মাছ ধরা উপকরণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও গুণগত মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহের উন্নতির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে এবং প্রয়োজনে এ বিষয়ে নতুন শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১০.৩ আমদানি

ন্যায্য মূল্যে মৎস্য প্রাপ্তির জন্য আহরণ অথবা চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর রেয়াতী হারে আমদানি কর এবং বিক্রয় কর ধার্য করা হবে। রপ্তানীমূখ্য কর্মকাণ্ডের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম আমদানি করমুক্ত করা হবে। বেসরকারি উদ্যোগে মৎস্য চাষ, চিংড়ি আহরণ ও মৎস্য চাষে ব্যবস্থা অতীব প্রয়োজনীয় উপকরণের উপর আমদানি শুল্ক রেয়াত প্রদানের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

১০.৪ রপ্তানী

বর্তমানে মৎস্য রপ্তানী পর্যবেক্ষণের গুণগত মান যথেষ্ট উন্নত না হওয়ায় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীকৃত মৎস্য সামগ্ৰীর আতঙ্কাতিক বাজার দৰ তুলনামূলকভাবে কম। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত নীতিমালা প্রহণ করা হবেঃ

- ১০.৪.১ গুণগুণ নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ দ্রব্যদির মান উন্নত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

- ১০.৪.২ সকল মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। নিম্নমানের মৎস্য পণ্য রপ্তানী করলে কারখানার মালিক কিংবা রপ্তানীকারকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

- ১০.৪.৩ কেবলমাত্র ২/১টি প্রজাতির উপর নির্ভর না করে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি, মাছ, কচ্ছপ, অন্যান্য জলজ প্রজাতির রপ্তানী বাজার সুষ্ঠির প্রচেষ্টা নেয়া হবে।
- ১০.৪.৪ চিংড়ি, মাছ, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্নতা এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের উপস্থাপনার মধ্যে যথা সম্ভব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হবে। আন্তর্জাতিক চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের “ভ্যালুএডেড প্রডাষ্টস” তৈরীর প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১০.৫ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা

ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাগুলোর গড় ব্যবহার মাত্রা খুবই অল্প হওয়ায় মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য চাহিদাকৃত কাঁচা মালের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোন প্রক্রিয়াকরণ কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

১০.৬ আস্ত্রকর্মসংস্থান ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

- ১০.৬.১ প্রকৃত মৎস্য উৎপাদনমূলক কাজের প্রতি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করার জন্য অব্যবহৃত খাস পুরুর, দীঘি ও জলাশয় ইজারা দেয়াসহ সব রকম সরকারি সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করা হবে।
- ১০.৬.২ মৎস্যজীবীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

১০.৭ অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য প্রেরণা

চিংড়ি চাষ, মাছ চাষ ও হ্যাচারী ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীদের প্রেরণামূলক বিশেষ সুযোগ সুবিধাদি মঞ্চের করা ছাড়াও উদ্যোক্তা/সংগঠক/সংগঠন এবং অনুষ্টকদের সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হবে।

- ১০.৭.১ মৎস্য সম্পদের সম্ভাবনাময় অঞ্চলসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।
- ১০.৭.২ মৎস্য ও চিংড়ি খামারে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি মূল্য হার কৃষি ক্ষেত্রের অনুরূপ করা হবে।

১০.৮ নির্ভরযোগ্য ডেটাবেজ (Data Base)

মৎস্য বিশ্বক তথ্যাদি আহরণ, সংরক্ষণ ও বিনিময়ের উদ্দেশ্যে মৎস্য সেন্ট্রে একটি সুদৃঢ় ডেটাবেজ (Data base) গঠন করা হবে।

১০.৯ জাতীয় মৎস্য পরিকল্পনা

অঞ্চল ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানের ভিত্তিতে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

১০.১০ বিদেশী প্রজাতির মাছ/পোনা আমদানি

সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া বিদেশী কোন প্রজাতির মাছ বা পোনা আমদানি, বিতরণ ও বিক্রয় করা যাবে না।

১১ জাতীয় মৎস্য নীতি বাস্তবায়ন কৌশল

১১.১ জাতীয় মৎস্য নীতি সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য খাতের নিম্নবর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপাখাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে :

- (ক) অভ্যন্তরীণ বন্ধ জলাশয়।
- (খ) অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়।
- (গ) উপকূলীয় চিংড়ি ও মৎস্য চাষ।
- (ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

এ উপাখাতগুলোর উন্নয়নকল্পে অন্যান্য সহায়ক নীতির সহায়তা নেয়া হবে।

১১.১.১ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত উপরোক্ত উপাখাতসমূহ বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা হবে :

- (ক) স্বাদুপানির বন্ধ জলাশয় মৎস্য চাষের আওতায় আনয়ন এবং প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইন সংশোধন, নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে এ সকল জলাশয়ের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।
- (খ) স্বাদুপানির মুক্ত জলাশয়ে সম্ভাব্য লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে মৎস্য চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
- (গ) উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত এবং জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে চিংড়ি ও মৎস্য চাষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- (ঘ) ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণ, সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরে মাছের প্রবেশ পথ প্রতিবন্ধক তাহীন ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আহরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হবে।
- (ঙ) জরিপের মাধ্যমে সাগরের মৎস্য সম্পদ পরিমাপ, সহনশীল মাত্রায় আহরণ ও ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রচলিত আইনসমূহ যুগোপযোগী করা হবে।
- (ট) প্রযুক্তি সফল প্যাকেজ ভিত্তিক প্রযুক্তির প্রদর্শন, প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারনের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হবে।
- (ছ) বেসরকারী খাত ও আপেক্ষিক সুবিধা সম্বলিত উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।
- (জ) মৎস্য আহরণোন্তর অপচয় রোধকল্পে স্বাস্থ্যসম্বত্ত মৎস্য অবতরণ ও বিপন্ন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে।
- (ঝ) মৎস্যজাত পণ্যের বহুমুখীকরণ ও গুণগতমান নিশ্চিত করা হবে।
- (ঞ) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণকল্পে প্রণীত আইনসমূহ সময়পযোগীকরণ ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে।
- (ঢ) মৎস্য সম্পদ বিকাশে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা হবে।

১১.১.২ সরকারি কর্মকাড়ের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য নিম্নের পাঁচটি ক্ষেত্রে সরকার মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে এবং ঐ সকল বিষয়ে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেঃ

- (ক) গবেষণা;
- (খ) সম্প্রসারণ;
- (গ) প্রশিক্ষণ;
- (ঘ) পরামর্শদেবা প্রদান;
- (ঙ) তদারকী।

১১.১.৩ বেসরকারী মৎস্য খাতকে উৎসাহিত করার জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করবেঃ

- (ক) উন্নত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- (খ) উন্নত প্রজাতি সরবরাহ;

- (গ) স্বাস্থ্য সেবা;
- (ঘ) মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্যের প্রাপ্তি;
- (ঙ) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং বাড়তি সুযোগ-সুবিধা যথা-অবকাঠামো, ঝণ ও ন্যায্যমূল্যে বাজারজাত করণের সুবিধা সৃষ্টি করা; ও
- (চ) সমিতি বা সংগঠন ও সংস্থা সৃষ্টির জন্য সহযোগিতা প্রদান;

১১.১.৮ মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সরকারি খাস জলাশয় প্রাপ্তিতে অধাধিকার প্রদান করা হবে।

১৪. পশ্চসম্পদ উন্নয়ন নীতি, ১৯৯২

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পশ্চ সম্পদ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করিতেছে। পশ্চসম্পদ প্রত্যক্ষভাবে মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬.৫% যোগান দেয়। কৃষিক্ষেত্রে হালচামের প্রয়োজনীয় কর্ণন শক্তির প্রায় ৯৮% যোগান দেয় দেশের গরু মহিষ। কর্ণনশক্তি, গ্রামীণ পরিবর্তন, শশ্য মাড়ুই- এ ব্যবহৃত পশ্চ শক্তির ব্যবহার ও জুলানী হিসাবে ব্যবহৃত গোবর ইত্যাদির সঠিক আর্থিক মূল্যায়ন করা হইলে জাতীয় উৎপাদনে পশ্চ সম্পদের অবদান হইবে প্রায় ১৫%। ১৯৮৩ সালের কৃষিশুমারী অনুযায়ী দেশে ২১.৪ মিলিয়ন গবাদি পশ্চ, ০.৫৬ মিলিয়ন মহিষ, ১৩.৫ মিলিয়ন ছাগল, ০.৬৬ মিলিয়ন ভেড়া, ৭৩.৭ মিলিয়ন মোরগ-মুরগী এবং ১২.৬ মিলিয়ন হাঁস আছে। প্রধান আমিষ যেমন- দুধ, মাংস ও ডিম মানুষের দৈহিক বর্ধন ও মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট প্রাণীজ আমিষের প্রায় ২২% আসে পশ্চ সম্পদ হইতে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির চামড়া একটি মূল্যবান রপ্তানী পণ্য। ১৯৯০-৯১ সালে ৪৭৩.৩১ কোটি টাকা মূল্যের ১ কোটি বর্গফুট চামড়া বিদেশে রপ্তানী করা হয় যাহা মোট রপ্তানী আয়ের ৭.৮২ ভাগ। গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণের এক বিরাট অংশ বিশেষ করিয়া ভূমিহীন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক ও দুঃস্থ মহিলাগণ গবাদি পশ্চ ও হাঁস মুরগী প্রতিপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

২। জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও পশ্চসম্পদ উপ-খাতের উন্নয়নে ইতিপূর্বে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয় নাই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারী খাতের মোট বরাদ্দের মাত্র ১% পশ্চসম্পদ উপখাতের জন্য রাখা হয়। ইহা কৃষি খাতের বরাদ্দের ৩.৫%। উৎপাদনের ক্ষেত্রে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হইলেও জনসংখ্যার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে অধিকতর প্রাণীজ আমিষ জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ মাথাপিছু দৈনিক ২ গ্রাম হইতে ১.৮ গ্রামে নামিয়ে মাথাপিছু পশ্চ খাদ্য ও অবকাঠামোগত সুবিধাদির অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব উপর গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাব পশ্চসম্পদ উন্নয়নের প্রধান অস্তরাব। এই ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিত করিয়া সেইগুলি দূরীকরণ এর জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পশ্চসম্পদ উন্নয়নের প্রধান প্রধান বাধাসমূহ চিহ্নিত

করিয়া উন্নয়ন কৌশল নির্দ্ধারণ ও বহুমুখী কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সার্বিক পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৩। পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির উদ্দেশ্যবলীঃ

- ৩.১ আধিষ্ঠানিক জাতীয় খাদ্যের সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব কম সময়ে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।
- ৩.২ ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক ও দুঃস্থ মহিলাদের উন্নত গবাদি পশু, ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগী প্রতিপালনে উন্নুন্নকরণের মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করতঃ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা।
- ৩.৩ কৃষি ক্ষেত্রে হালচাষ, শশ্য মাড়াই, গ্রামীণ পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশু শক্তির সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
- ৩.৪ দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দুর্ঘ ও দুর্ঘজাত দ্রব্যাদির ব্যাপক আমদানি দ্রুত গতিতে হাস করা।
- ৩.৫ পশু সম্পদ উন্নয়নে পশু চিকিৎসা ব্যবস্থা, পশু খাদ্য উৎপাদন, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর জাত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৩.৬ চামড়া, হাড় ও অন্যান্য পশুসম্পদ উপজাত সামগ্ৰীর সম্বুদ্ধির নিশ্চিত করা এবং এই সমস্ত পশু সম্পদ উপজাতভিত্তিক দেশীয় ক্ষুদ্র/মাঝারী শিল্প এবং রঙানী নির্ভর বৃহৎ শিল্প গড়িয়া তোলা।
- ৩.৭ রঙানী নির্ভর ব্যাপক ভিত্তিক পশু সম্পদ উৎপাদন (হাঁস-মুরগীর মাংস, ছাগলের মাংস ইত্যাদি) বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারী পর্যায়ে আধুনিক খামার স্থাপনে উৎসাহ দান।
- ৩.৮ গ্রামীণ এলাকায় বায়োগ্যাস ব্যবহার উৎসহিতকরণের মাধ্যমে বৃক্ষ ও বন সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূৰণ রোধ করা।
- ৩.৯ পশু পাখী উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাত ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও সম্প্রসারণ এবং উৎপাদকদের ন্যায় মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- ৩.১০ পশু সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি তৈরী এবং সুস্থ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।
- ৩.১১ সমৰ্পিত কৃষি, পশু সম্পদ উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জমির সুস্থ ব্যবহার এবং উৎপাদন নিশ্চিত করা।

৩.১২ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমসম্পদ উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের উপর প্রয়োগভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রমকে সুসংহত করা।

৪। নীতির প্রয়োগ ক্ষেত্র

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমান্তের মধ্যে গবাদি পশ্চ, ছাগল-ভেড়া ও হাঁস-মুরগী দুঃখ ও দুর্ভজাত পণ্য ও এইরূপ অন্যান্য পণ্যসামগ্ৰী উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সম্পৃক্ত সরকারী, স্বায়ত্ত্বাস্থিত, বহুজাতিক, বেসরকারী ও শ্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এই নীতির প্রয়োগ ক্ষেত্ৰে আওতাভূক্ত হইবে।

৫। পশ্চিমসম্পদ উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন কার্যক্রম

সমৰ্পিত উপায়ে দুঃখ, ডিম ও অন্যান্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ জন্য দেশের পশ্চিমসম্পদ উন্নয়নের ভিত্তিকে দৃঢ় কৰিবাৰ প্ৰয়াসে পশ্চিমসম্পদ উন্নয়ন নীতিৰ আওতায় মিলিখিত বিষয়ে পৰিকল্পিত উন্নয়ন কৰ্মসূচী গ্ৰহণ কৰা হইবেঃ-

- ৫.১ গবাদি পশ্চ ও হাঁস-মুরগী উন্নয়ন।
- ৫.২ গবাদি পশ্চ ও হাঁস-মুরগীৰ খাদ্য উৎপাদন।
- ৫.৩ গবাদি পশ্চ ও হাঁস-মুরগীৰ চিকিৎসা ও ৱোগ নিয়ন্ত্ৰণ।
- ৫.৪ শিক্ষা, প্ৰশিক্ষণ ও গবেষণা।
- ৫.৫ পুঁজি বিনিয়োগ ও ৰণ ব্যবস্থাপনা।
- ৫.৬ বিপণন ব্যবস্থাপনা।
- ৫.৭ প্ৰাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

৫.১ গবাদি পশ্চ ও হাঁস-মুরগী উন্নয়ন

পশ্চিমসম্পদ উন্নয়ন নীতিৰ অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হইল দেশেৰ দুঃখেৰ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দুর্ভজাত দ্ৰব্যাদি সংৰক্ষণ ও প্ৰক্ৰিয়াজাতকৰণ শিল্প স্থাপনকে উৎসাহিত কৰা। হানীয়ভাৱে মাংসেৰ লভ্যতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যে ব্যাপকভাৱে উৎপাদন-বৃদ্ধিৰ পদক্ষেপ নেওয়া, গ্ৰামীণ পৱিবহনে পশ্চ শক্তিৰ চাহিদা মিটাইবাৰ উদ্দেশ্যে উন্নত জাতেৰ ঝাড়, বলদ ও মহিষ উৎপাদন কৰ্মসূচী সম্প্ৰসাৱণ কৰা। গ্ৰামীণ এলাকায় অধিক কৰ্মসংস্থান ও আৰ্থিক আয়েৰ সুযোগ সৃষ্টিৰ লক্ষ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নত জাতেৰ গবাদি পশ্চ প্ৰতিপালনেৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

৫.১.১ শহৰ ও শহৰতলী এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুঃখ খামার স্থাপন এবং পল্লী এলাকায় সুন্দৰকাৰ ও পাৰিবাৰিক দুঃখ খামার স্থাপনকে উৎসাহিত কৰা হইবে। বেসরকারী খাতে দুঃখ উৎপাদন উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যে আৰ্থিক ও

কারিগরী সহায়তা প্রদান উন্নয়নের বৃদ্ধি করা হইবে। বেসরকারী সংগঠন এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে এলাকায় ক্ষুদ্র খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইবে।

- ৫.১.২** বিদেশী উদ্যোজনদের সহিত যৌথ উদ্যোগে এবং শহরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে বৃহদায়তন দুর্ভ খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।
- ৫.১.৩** দুর্ভ উৎপাদন এবং দুর্ভ ও দুর্ভজাত দ্রব্যাদিভিত্তিক শিল্প ও বাণিজ্যকে যথাযথ শুরুত্ব প্রদান পূর্বক ইহাকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হইবে।
- ৫.১.৪** বহুল পরিমাণে দুর্ভ উৎপাদনশীল এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ পূর্বক গবাদি পশুর জাত উন্নয়নে সুসম পশুখাদ্য সরবরাহ এবং আধুনিক পশু চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ পূর্বক দুর্ভ উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হইবে। একই সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন দুর্ভ উৎপাদনশীল এলাকা গড়িয়া তোলা হইবে।
- ৫.১.৫** দেশে দুর্ভ উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্রমান্বয়ে গুড়া দুধ আমদানি হ্রাস করা হইবে। এই লক্ষ্যে আমদানিকৃত গুড়া দুধের উপর শুল্ক বৃদ্ধির বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।
- ৫.১.৬** গুড়া দুধের আমদানি ও ব্যবহার নিরূপসাহিত করণের লক্ষ্যে সারাদেশে সম্পূর্ণ অন্ততঃ একদিন দুধের তৈরী মিষ্টান্ন বিক্রয় বন্ধ রাখা হইবে।
- ৫.১.৭** দুর্ভ উৎপাদনকারী এলাকাসমূহে/ বাছাইকৃত ১০০টি উপজেলার গাভীসমূহ খাঁটি ফ্রিজিয়ান অথবা ফ্রিজিয়ান ও শাহওয়াল গরুর সংমিশ্রনে উৎপাদিত ঘাঁড় দ্বারা প্রজননের ব্যবস্থাকে আরও জোরাদার করা হইবে। অনুরূপভাবে মহিষের ক্ষেত্রে নিলি, রাবী ও মুরা জাতের মহিষের মাধ্যমে দেশীয় মহিষকে সংকরায়ন করা হইবে।
- ৫.১.৮** দুর্ভ উৎপাদনকারী ছাগলের জাত সৃষ্টি করিয়া দরিদ্র ও ভূমিহীনদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিতরণের মাধ্যমে অধিক দুর্ভ উৎপাদনে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হইবে।

৫.২ হাঁস-মুরগী উন্নয়ন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে দরিদ্র ও ভূমিহীন জনসাধারণের দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে স্বল্প পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগের এবং সব ধরণের পরিবেশে হাঁস মুরগী উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিগত বছরগুলিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের খামার স্থাপন একটি অর্থকরী শিল্প হিসাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হইয়াছে;

তাই পশ্চমন্দ উন্নয়ন নীতির অন্যতম লক্ষ্য হইবে বেসরকারী পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বাণিজ্যিক খামার স্থাপনে উৎসাহিত করা। নদীমাত্রক বাংলাদেশে পশ্চমন্দ নীতির আওতায় দেশব্যাপী হাল চাষের ব্যাপক প্রসারের কারণে পশ্চমন্দ সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হইবে। গ্রামের দরিদ্র মানুষের হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী কর্মসূচীতে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের (এনজিও) অংশ গ্রহণকে উৎসাহিত করা হইবে।

৫.৩ ডিম উৎপাদন

- সরকারী মুরগী খামারগুলির সম্প্রসারণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হইবে। একই সংগে যেই সব এলাকায় সরকারী খামার নাই, সেইসব জেলায় সরকারী পর্যায়ে একটি করিয়া নতুন মুরগীর খামার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।
- গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পরিবেশে অধিক ডিম উৎপাদনকারী উন্নতজাতের মুরগী প্রতিপালনে উৎসাহিত করা হইবে। এর জন্য সরকারী মুরগী খামার হইতে স্বল্পমূল্যে ১ দিনের বাচ্চা ও ডেকী মুরগী সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করা হইবে এবং শহর এলাকায় বাঢ়ির আংগিনায় আধুনিক পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রাকার মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।
- বেসরকারী পর্যায়ে রপ্তানী নির্ভর উন্নত জাতের লেয়ার মুরগীর খামার স্থাপনকে উৎসাহিত করা হইবে।
- মাছের খাদ্য হিসাবে হাঁস-মুরগীর বর্জ্য ব্যবহারের জন্য হাঁস মুরগী ও মৎস্য চাষীকে সমন্বিত চাষের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইবে। অনুরূপভাবে হাঁসের সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে ডিম উৎপাদন ত্বরান্বিত করার জন্য দেশের নিম্নাঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাঁসের প্রজনন খামার স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমান প্রচলিত বাচ্চা বিতরণ, সুষম খাদ্য সরবরাহ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি আরও সম্প্রসারণ করা হইবে।

৫.৪ মাংস উৎপাদন

- উপজাত খাদ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে এলাকা চিহ্নিত করিয়া গবাদিপশু ও ছাগল-ভেড়া মাংশলকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেওয়া হইবে। এতদ্রুদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপগুলিতে গবাদিপশু ও ছাগল ভেড়ার মাংশলকরণের কর্মসূচীর আওতাভূক্ত করা হইবে।

- খ) উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে ।
- গ) শহর ও শহরাধ্বল এলাকায় অধিক মাংস উৎপাদনকারী তথা বয়লার মুরগীর কুদ্রাকার ও বৃহদাকার খামার স্থাপনের জন্য বেসরকারী খাতকে উৎসাহিত করা হইবে ।
- ঘ) বেসরকারী পর্যায়ে রপ্তানী নির্ভর বয়লার মুরগীর খামার স্থাপনে উন্নুন্ন করা হইবে । এই সব খামারে সরবরাহের জন্য বয়লার জাতের ১ দিনের বাচ্চা উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে ।
শহর এলাকায় ব্যাপকভাবে উন্নতজাতের ব্যবস্থাপনা পরিবেশে অধিক মাংস উৎপাদনকারী জাতের হাঁসের খামার স্থাপনে বেসরকারী সংস্থাকে উৎসাহিত করা হইবে ।

৫.৫

বিবিধ

- ক) সম্ভাবনাময় দুর্ঘ উৎপাদনকারী গাড়ী যাহাতে নিধন না হয় সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হইবে । তাহা ছাড়া ১ বছরের নীচে বক্না এবং ধাঁড় বাচ্চুর জবাই নিষিদ্ধ আইন ব্যাপকভাবে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে ।
- খ) চা বাগান ও অন্যান্য প্ল্যান্টেশন প্রতিষ্ঠানসমূহকে দুর্ঘ খামার প্রতিষ্ঠায় উন্নুন্ন করা হইবে ।
- গ) দুর্ঘ ও দুর্ঘজাত দ্রব্যাদি সরবরাহকারী বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থানীয় এজেন্টদেরকে তাহাদের প্রিসিপ্যালের সহায়তায় বৃহদায়তন দুর্ঘ খামার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী করিয়া তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে ।
- ঘ) উন্নতজাতের গবাদি পশুর প্রজনন বৃদ্ধির জন্য ফ্রেজেন সিমেন দেশের পল্লী অঞ্চলে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে । এই উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইবে ।
- ঙ) সরকারী গবাদি পশু খামারসমূহে বিদেশী খাঁটি জাতের গরু যথা-শাহীওয়াল ও ফ্রিজিয়ান জাতের মজুত গড়িয়া তোলার সাথে সাথে দেশীয় গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীকে বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষার জন্য জিন ব্যাংক স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে ।
- চ) পশু পাখীর রপ্তানী নির্ভর খামার স্থাপনে উন্নুন্ন করার জন্য প্রয়োজনে সহজ শর্তে ঝণ্ডান, টেক্স হলিডে, শুক্রবিহীন খাদ্য-উপকরণ আমদানি ইতাদি সুবিধা দেওয়া হইবে ।

৫.৬ গবাদি পশু ও হাঁস মূরগীর খাদ্য উৎপাদন

পশুখাদ্য উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সবুজ ঘাস ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সারাদেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মিটাইবার জন্য আবাদী জমির প্রায় সবচুকুই ব্যবহার হইতেছে বিধায় পশুপাখীর খাদ্য উৎপাদন কিংবা গো-চারণ ভূমি হিসাবে ব্যবহারের জন্য জমি পাওয়া দুর্ক্ষ। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতির আওতায় বিকল্প উপায়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে পশু পাখীর খাদ্যের প্রাপ্ত্যতা নিশ্চিত করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সমন্বিত কৃষি ও ঘাস চাষে জমির সুষ্ঠু ব্যবহার কৃষি ও শিল্পে উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত সামগ্রী এবং বিভিন্ন অপ্রচলিত দ্রব্যাদি পশুপাখীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

৫.৭ ঘাস উৎপাদন

- ক) দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল ঘাস গো-চারণ ভূমি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হইবে এবং সুষ্ঠু ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এইগুলি যথাযথ সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে এইগুলি সামাজিক বা দলীয় মালিকানায় হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- খ) স্থানীয় বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, সমবায় সমিতির ব্যবস্থায় বড় রাস্তা, বাঁধ ও রেল লাইনের পার্শ্বে নেপিয়ার, পরা সেন্টোসিমা, কুরজ, ষষ্ঠীলো, স্যানজে ইত্যাদি এবং যে সমস্ত গাছের পাতা পুষ্টিমানে উন্নত যেমন- কাথওন, আউয়াল, ডেওয়া, বাবলা ইত্যাদি গাছ লাগানোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। এইজন্য প্রয়োজনীয় বীজ, চারা ও কাটিং সরকারী খামার হইতে বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইবে।
- গ) পরিবেশ সংরক্ষনের অধীনে বহুমুখী উৎপাদনকারী ফল, কাঠ, জ্বালানী ইত্যাদি এবং দ্রুত বর্ধনশীল বৃক্ষ যেমন-কাঁচাল, নারিকেল, আম, ইপিল-ইপিল ইত্যাদি বাড়ির আংগিনায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বড় রাস্তা, বাঁধ, রেললাইন ইত্যাদি স্থানে লাগানো বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হইবে।
- ঘ) বন বিভাগের সাথে যৌথ উদ্যোগে বনায়ন এলাকায় উন্নত জাতের ঘাস চাষের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।
- ঙ) প্রতি উপজেলায় প্রদর্শনী ঘাস খামার স্থাপন করা এবং সেখান হইতে কৃষকদেরকে বিনামূল্যে ঘাসের বীজ/ চারা সরবরাহ করিবার বাবস্থা লওয়া হইবে।

চ) বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপকূল এলাকায় ঘাস চাষের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।

ছ) ঘাস চাষ জনপ্রিয় করিবার জন্য সরকারী সম্প্রসারণ কার্যক্রম অধিকতর জোরদার করা হইবে।

৫.৮ দানাদার খাদ্য উৎপাদন

ক) বেসরকারী খাতে পশুপাখীর সুষম দানাদার খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানা স্থাপনকে উৎসাহিত করা হইবে।

খ) পশুখাদ্য উৎপাদনে বেসরকারী উদ্যোগকে সরকারী সমর্থন প্রদান করা হইবে। এ ছাড়াও দানাদার পশু খাদ্যের উৎপাদন ও বিপন্নণে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঝণ প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

গ) পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত এমন কৃষিজাত উপকরণ যেমন-গমের ভূষি, চালের কুড়া ডালের ভূষি, খইল, গুড় ইত্যাদি যে কোন রাকমের রঙাণী অবশ্যই নিষিদ্ধ থাকিবে।

ঘ) পরিবেশ দুষণ রোধকল্পে যত্নত গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী জবাই আইনগতভাবে বদ্ধ করিবার নিয়মিত উপায়ে কসাইখানা স্থাপন করতঃ কসাইখানার উপজাত সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণপূর্বক গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

ঙ) পশুখাদ্য তৈরীর জন্য খইল এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য ডোজ্য তেলের পরিবর্তে তেল বীজ আমদানীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। এ ব্যপারে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সহিত আলোচনাক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

৫.৯ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ

গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর ঔষধ বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে রাহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লওয়া হইবে এবং জনসাধারণ যাহাতে সুলভ মূল্যে ঔষধ পাইতে পারে সেইজন্য দেশের বেসরকারী ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হইবে। উল্লেখ্য যে সকল অবস্থাতেই কৃমিনাশক ঔষধ বিনামূল্যে বিতরনের ব্যবস্থা চালু থাকিবে।

টিকাবীজ প্রয়োগে বর্তমানে প্রচলিত প্রশিক্ষণপ্রাণ্ত পশুসম্পদ সংযোগ কর্মাদের নিয়োগ, টিকাবীজ প্রাণ্তির সহজলভ্য করার ব্যবস্থা ও টিকাবীজ উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সকল প্রকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইবে।

আন্তর্জাতিক নিয়মে প্রতি দশ হাজার পশুপাখীর সুচিকিৎসার জন্য একজন পশু চিকিৎসকের প্রয়োজন। সরকারীভাবে এত ব্যাপকতর চিকিৎসক নিয়োগ সম্ভব নয়। পশুসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ও পশু চিকিৎসা ব্যবস্থায় সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হইবে। এ ব্যাপারে সহজ শর্তে ঝণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম যথা দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, পশুপাখী উন্নয়নের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, পশু পাখীর রোগ মুক্ত করার কার্যক্রম প্রভৃতি প্রণয়ন করা হইবে। এ ব্যাপারে পশু চিকিৎসা ও পশু বিজ্ঞানের ডিগ্রীধারীদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঝণ প্রদান করিয়া আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে।

৫.১০ পশুসম্পদ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

দেশের পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কর্মসূচীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির আওতায় উহার প্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবভিত্তিক ও জোরদার করা হইবে। পশুপাখীর জাত ও মান উন্নয়নের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উভাবন ও প্রয়োগ করিবার সংগে সংগে অভিযোজিত প্রযুক্তি প্রয়োগ কার্যকরী করিবার জন্য গবেষণা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা হইবে।

৫.১১ শিক্ষা

- ক) প্রাথমিক পর্যায়ে পশুপালন ও পশু চিকিৎসার বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা যাহাতে শিক্ষার্থীর উপর অতিরিক্ত বোৰো সৃষ্টি না করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইবে।
- খ) স্নাতক পর্যায়ে বর্তমানে প্রচলিত পশু পালন ও পশু চিকিৎসকের দুইটি ডিগ্রীকে একীভূত করিয়া একটি সমন্বিত ডিগ্রী প্রদানের বিষয় কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহিত আলোচনাক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।
- গ) জনসাধারণের মাঝে পশুপালন ও চিকিৎসা শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসারের উদ্দেশ্যে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি জাতীয়

প্রচার মাধ্যমসহ অন্যান্য সকল মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে ।

- ঘ) বিভিন্ন অপ্রচলিত দ্রব্যাদি পশুপাখীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার, দুধ, মাংস, ডিমের উপকারিতা বিভিন্ন ধরনের পশুপাখী প্রতিপালন ও এইগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং পশুপাখীর নানা প্রকার রোগ ও ইহাদের প্রতিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হইবে ।

৫.১২ প্রশিক্ষণ

- ক) অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিউট এবং ভেটেরনারী/লাইভট্যুক ট্রেনিং ইনস্টিউট সমূহের পাঠ্যক্রম পরিবর্তনশীল আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, অধিক কর্মদক্ষ ও গ্রামীণ পর্যায়ে সম্প্রসারণ উপযোগী করা হইবে ।
- খ) পশুসম্পদ উন্নয়ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনশক্তিকে আরও দক্ষ কার্যক্রম এবং সম্প্রসারণ উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী জোরদার করা হইবে ।
- গ) গ্রামীণ এলাকায় পরিবারভিত্তিক পশুসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম, টিকা প্রদান, প্রাথমিক চিকিৎসা, কৃষি দমন, উন্নত জাতের হাঁস-মুরগী, ছাগল-ভেড়া গবাদি পশু প্রতিপালন, উন্নত ঘাস চাষ পদ্ধতি ইত্যাদি ফলপ্রসূ করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ওয়ার্ডভিত্তিক পশুসম্পদ সংযোগ কর্মী তৈরীর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে ।
- ঘ) প্রতিটি উপজেলায় কিছু সংখ্যক নির্বাচিত উৎসাহী ক্ষেত্রে ও বেকার যুবকদের উন্নত জাতের গবাদি পশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনের বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং ব্যবস্থা নেওয়া হইবে ।

৫.১৩ গবেষণা

- ক) পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্য গবেষণা অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক উহার উপর ভিত্তি করিয়া ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে ।
- খ) স্থানীয় “ব্র্যাক বেংগল” জাতের ছাগলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয়ভাবে প্রাণ অপ্রচলিত দ্রব্যাদি পশু পাখীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করা হইবে ।
- গ) গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষাগারে উত্তাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্থানান্তরের সহজ ও নিবিড় করিবার লক্ষ্যে গবেষণা সম্প্রসারণ যোগসূত্র জোরদার করা হইবে ।

ঘ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন ও অব্যাহত তদাকায় ও মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হইবে।

৫.১৪ পুঁজি বিনিয়োগ ও ঝণ ব্যবস্থাপনা

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী উন্নয়নে কর্মসূচী মূলতঃ গ্রাম্যমুখী। স্বাভাবিকভাবে দেশের গ্রামীণ এলাকায় সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি ও সহজ ঝণ ব্যবস্থাপনা না থাকায় গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী উন্নয়ন কর্মসূচী বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে। তাই গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্থ বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বিশেষ করিয়া ভূমিহীন, ক্ষুদ্র এবং প্রাক্তিক চাষীদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ঝণ অত্যন্ত অপরিহার্য। পশু সম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু অথ বিনিয়োগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে নিম্নেবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেঃ

- ক) পারিবারিক পর্যায়ে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহজ ঝণ কর্মসূচী এবং বিতরণ পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। প্রাতিষ্ঠানিক এই ঝণ ব্যবস্থাপনা কোন সুষ্ঠু এনজিও অথবা গঠিত বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে পশুসম্পদ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সাথে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা হইবে।
- খ) বেসরকারী পর্যায়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগীর খামার স্থাপনের পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা শিল্প ঝণ বাণিজ্যিক ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত হইবেন।
- গ) ভূমিহীন, প্রাক্তিক, ক্ষুদ্র এবং মধ্যবিত্ত কৃষকদের গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী প্রতিপালনের ঝণ পরিশোধের টেকনিক্যাল প্যারামিটার এমনভাবে তৈরী করা হইবে যে খামারের উৎপাদন হইতে ঝণ পরিশোধ করিতে পারেন।
- ঘ) হাঁস-মুরগী ও মৎস চাষ এবং পশুসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঝণ দানের ব্যবস্থা করা হইবে। ঝণের শর্ত ও পরিমাণ অর্থ বিভাগ এবং বঙ্গাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে নির্ধারণ করিবে।

৫.১৫ বীমা ব্যবস্থা

- ক) উন্নত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর বীমা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল স্তরের উৎসাহী প্রতিপালকদের উৎসাহিত করা হইবে।
- খ) গ্রামীণ এলাকায় নুতন প্রতিষ্ঠানিক ঝণ ব্যবস্থায় অন্তরায় হিসাবে গবাদিপশু ও হাঁস মুরগী প্রতিপালিত হইবে সেই ক্ষেত্রে বীমা ব্যবস্থা ঝণের সাথে সংযুক্ত থাকিবে।

৫.১৬ গরু মহিষের ব্যাংক স্থাপন

- ক) থাইল্যান্ডের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে একটি গরু মহিষের ব্যাংক স্থাপন করা হইবে। এই লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের চারটি প্রশাসনিক বিভাগে চারটি পাইলট প্রকল্প হাতে লওয়া হইবে।
- খ) ব্যাংক শুধুমাত্র গরু মহিষ বর্গ হিসাবে প্রদান করিবে। এইরূপ বর্গ প্রদানের শর্তাবলী সরকারের অনুমোদনক্রমে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
- গ) ছাগল ব্যাংক কার্যক্রম গরু-মহিষ থেকে ভিন্ন রকম হইবে। প্রতিটি দৃঃস্থ পরিবারকে ১-২ টি ছাগল বর্গ হিসাবে এই শর্তে দেওয়া হইবে যে পরবর্তী সংশ্লিষ্ট বছরের ১ম দুই বৎসরে ২টি ৮ মাস বয়সের মাদী বাচ্চা ফেরত দিবেন। এইভাবে তিনি ছাগলের মালিক হইবেন এবং প্রাণ্ড ২টি মাদী বাচ্চা পরবর্তীতে অন্য দৃঃস্থ পরিবারকে দেওয়া হইবে।

৫.১৭ বিপণন ব্যবস্থা

উৎপাদনের সহিত বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বিধায় উৎপাদিত দুর্ঘ ও দুর্ঘজাত দ্রব্য এবং মাস্ত ও ডিম ইত্যাদির সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে উৎপাদিত দ্রব্যাদি ও উৎপাদনের সহিত জড়িত উপকরনাদি আমদানি ও রপ্তানী ইত্যাদি প্রয়োজনীয়তার নিরিখে সম্পাদনের জন্য বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

৫.১৮ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

- ক) পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়ন
- জাতীয় অর্থনীতিতে পশুসম্পদের বর্তমান ভূমিকা ও ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় অবস্থার প্রেক্ষাপটে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের বর্তমান অবকাঠামো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া বাস্তবাভিক করা হইবে।
- খ) বাংলাদেশ পশুসম্পদ উন্নয়ন পরিষদ
- পশুসম্পদ উন্নয়নের এই সরকারী উদ্যোগকে সফল করা এবং সরকারের পশুসম্পদ উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নে মনিটরিং করিবার জন্য “বাংলাদেশ পশুসম্পদ পরিষদ” গঠন করা হইবে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী পদাধিকার বলে এই পরিষদের প্রধান থাকিবেন। পশুসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যক্তিকেও সরকার সদস্য হিসাবে এই পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

১৫. জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯

১. ভূমিকা

বাংলাদেশের জীবনধারা পানিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে; পানি এদেশের জনগণের কল্যাণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। পানি অতি নাজুক এক প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহ করতে সহায়তা করছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ পানি একটি সীমিত সম্পদ এবং কোনক্রমেই প্রকৃতির অন্তর্হীন দান হিসেবে পানির যথেচ্ছ ব্যবহারের অবকাশ নেই। পানির একক বৈশিষ্ট্যের কারণে এর যে কোন ব্যবহার অন্য ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। জীবনধারণের জন্য পানির প্রাপ্তা, পরিমাণগত ও গুণগত উভয় বিচারেই, একটি মৌলিক মানবাধিকার। তাই সমাজের কোন অংশের স্বার্থ বিষ্ণিত না করে পানির যথার্থ ও সুষম ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান একান্ত কাম্য।

বৃষ্টি, ভূপরিষ্ঠ অথবা ভূগর্ভস্থ সবরকম পানির ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় সহজপ্রাপ্যতার জন্য টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজন, যার দায়িত্ব সবাইকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে অবশ্যই কাঁধে নিতে হবে। পানি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব প্রধানতঃ তাই ব্যবহারকারীদের উপরই বর্তায়। সকলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে পানি খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ অত্যন্ত জোরালোভাবে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। পানি সম্পদের উন্নয়নে অবশ্য সাধারণতঃ বড় ধরনের নিবিড় মূলধনী বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে এবং বাস্তবেও মাত্রাভিত্তিক আর্থিক সুবিধাদি (economics of scale) সৃষ্টি হয় যার ফলে এখাতে সরকারী বিনিয়োগের আবশ্যিকতা যুক্তিযুক্ত হয়ে উঠে। সমাজের সামগ্রিক চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পরিবেশগত দিক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কারণে সরকারের ভূমিকা আজ তাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পানি সংক্রান্ত বহু সমস্যা ও অনিষ্পন্ন বিষয়াদি সমাধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এর মধ্যে সবচেয়ে সংকটপূর্ণ হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক বর্ষাকালে বন্যা ও শুকনো মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি ও জনসংখ্যার কারণে পানির উর্ধ্বমুখী চাহিদা, নদ নদীতে ব্যাপক পলিমাটি পড়ে ভরাট হওয়া এবং নদী ভাঙ্গন। লবণাক্ততা, ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির মানের

ক্রমাবলিতি ও পানি দৃষ্টিক্ষণ পানির সামগ্রিক গুণগত মানের ব্যবস্থাপনা এবং ভৌত ও জৈব পরিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণের প্রয়োজন উন্নতোত্তর বৃদ্ধি পাচেছে। সীমিত সম্পদের মধ্যে বহুমুখী পানির চাহিদা মেটানো, দক্ষ ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল পানি ব্যবহারের উন্নয়ন, সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভূমিকা চিরন্ব ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণের জরুরী তাগিদ অবশ্যই রয়েছে। সীমান্তের বাইরে উৎপন্নি হেতু সংশ্লিষ্ট নদীর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অভাব, ব-স্বীপস্থ সমতলভূমির জটিল ব্যবস্থাপনা এবং অবকাঠামো নির্মাণে নিষ্কটক জমির তীব্র অভাব- এ সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদের এ কাজ সম্পাদন করতে হবে।

উল্লিখিত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং তার যুক্তিসংগত ব্যবহারের ব্যাপকভিত্তিক নীতিমালা এই জাতীয় পানি নীতিতে বিধৃত হয়েছে। বৃহত্তর সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণের লক্ষ্যে পানি সম্পদের সর্বোত্তম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে সরকারী ও বেসরকারী খাতের ভবিষ্যত কার্যক্রম নিরূপণে এই নীতিমালা দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

২. জাতীয় পানি নীতি ঘোষণা

যেহেতু মানুষের জীবনধারণ, দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পানি একান্ত প্রয়োজনীয়, সে কারণে ব্যাপক, সমন্বিত ও সুষম ভিত্তিতে দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব পদ্ধতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করাই সরকারের নীতি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, খাদ্যে স্বয়ম্ভুরতা, জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জনগণের উন্নততর জীবনমান এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার যাবতীয় লক্ষ্যসমূহ পরিপূরণের উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রযাত্রার জন্য এই নীতিমালা রচিত হয়েছে।

জাতীয় পানি নীতি পর্যাপ্তে পরীক্ষণ এবং প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা হবে। এই নীতি দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। পানি সম্পদের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পানি সরবরাহ ও পানি সংক্রান্ত সেবাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, বিভাগ ও স্থানীয় সংস্থাসহ বেসরকারী ব্যবহারকারী ও উদ্যোক্তা এই নীতি থেকে দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করবে।

৩. জাতীয় পানি নীতির উদ্দেশ্যসমূহ

পানি খাতে কর্মরত সব সংস্থা ও যে কোনভাবে সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে দিকনির্দেশনা দেয়া পানি নীতি প্রণয়নের লক্ষ্য। সাধারণভাবে পানি নীতির উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে :

- ক. ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ সব ধরনের পানির উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং এ সব সম্পদের দক্ষ ও সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংশিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- খ. দরিদ্র ও অনগ্রসর অংশসহ সমাজের সবার জন্য পানি প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ এবং নারী ও শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দেয়া।
- গ. পানি ব্যবহারের অধিকার নিরপন ও পানি মূল্য নির্ধারণসহ উপযুক্ত আইনগত, আর্থিক এবং উৎসাহমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী পানি সরবরাহ পদ্ধতির টেকসই উন্নয়ন ত্বরিত করা।
- ঘ. পানি ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ এবং পানি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা বর্ধিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন সাধন।
- ঙ. বিকেন্দ্রীকরণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া এবং পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় বেসরকারী খাতে অনুকূল বিনিয়োগ পরিস্থিতি বিকাশের লক্ষ্যে একটি আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- চ. জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক দক্ষতা, নারী-পুরুষ সাম্য, সামাজিক ন্যায় বিচার ও পরিবেশগত সচেতনতা সম্বলিত ভবিষ্যত পানি পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশকে স্বাবলম্বী করার জন্য জ্ঞান ও সামর্থ্যের উন্নয়ন।

৪. জাতীয় পানি নীতি

প্রণীত নীতিসমূহ উন্নত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অত্যাবশ্যক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পানি ও সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও গুরুত্ব মান উন্নততর না হ'লেও অন্ততঃ বর্তমান পর্যায়ে নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারী সংস্থা, প্রত্যেক পাড়া, মহল্লা ও গ্রাম এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সুবিবেচনার সংগে সম্পদ ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৪.১ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা

এক বা একাধিক প্রধান নদীর আওতাধীন পানি সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অববাহিকাভিত্তিক পরিকল্পনা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত। তবে গঙ্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও মেঘনার মত আন্তর্জাতিক নদী অববাহিকার বিশেষ ধরনের সমস্যা আছে। সবচেয়ে ভাটিতে অবস্থানের কারণে সীমান্ত দিয়ে প্রবিষ্ট নদীর উপর বাংলাদেশের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এর ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে, প্রায়শঃ সংঘটিত বন্যা এবং পক্ষান্তরে পানির দুর্ম্মাপ্যতা। ভারতের সঙ্গে ১৯৯৬ সালে সম্পাদিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তি যদিও দক্ষিণ অঞ্চলের খরা-কবলিত এলাকার জন্য কিছুটা স্বত্ত্ব এনে দিয়েছে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৰ্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শুকনো মৎসুমে গঙ্গা ও অন্যান্য অববাহিকায় পানি ঘাটতির সমস্যা আরো তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে আশার কথা এই যে এই চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিধান ভবিষ্যতে অভিন্ন নদীসমূহের পানি বন্টনের আলোচনার ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

উজানে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন নদীর অববাহিকার উন্নয়নে একটি যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশের যথেষ্ট উদ্যোগ ও সময় প্রয়োজন হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা অংশ হিসেবে, সীমান্ত দিয়ে প্রবিষ্ট নদীসম্পদের উন্নয়নে অববাহিকাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণই হ'ল সরকারের নীতি।

বন্যা, খরা এবং পানিদূষণের স্বাভাবিক ও আকস্মিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে সরকার অভিন্ন নদীবিধোত প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে আন্তর্জাতিক নদীর পানি বন্টন, তথ্য বিনিয়ন, সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পানি সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। দীর্ঘমেয়াদী অববাহিকাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী প্রয়োজন মেটাতে বিভিন্ন পানিবিজ্ঞানভিত্তিক এলাকার উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেয়াও বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন।

স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পানি ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে কার্যকর রূপ দিতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বাংলাদেশ সরকারের নীতি হচ্ছে :

ক. পানিবিজ্ঞান, নদীর গতি-প্রকৃতি, পানিদূষণ, পরিবেশ, নদী-অববাহিকার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, ঘূর্ণিবড়, খরা, বন্যা সতর্কীকরণ প্রভৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিনিয়মের লক্ষ্যে একটি পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য এবং অভিন্ন

- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমান ও সম্ভাব্য সমস্যার স্বরূপ অনুধাবনে প্রতিবেশী দেশগুলির একে অপরকে সহায়তা প্রদান করা।
- খ. সার্বিকভাবে অববাহিকাসমূহের সম্ভাবনা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে উপলব্ধির জন্য সকল অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর উপর যৌথ জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করা।
- গ. শুকনো মৎস্যমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধি এবং বর্ষায় বন্যার তীব্রতা হাসের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ ও বন্টনের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা।
- ঘ. বন্যান এবং নদীভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নদী অববাহিকার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং ভূমিক্ষয় রোধের জন্য ধরাতি (Catchment) এলাকার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায়তায় সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ঙ. মনুষ্য-সংস্কৃতি শিল্প, কৃষি এবং গার্হস্থ্য নিঃসারিত দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এসব দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নদীসমূহ রাসায়নিক এবং জৈব দৃষ্টি প্রতিরোধে যৌথভাবে কাজ করা।
- চ. পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা কামনা করা।

৪.২ পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা

সরকার সম্যক অবহিত যে, পানি সম্পদের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন পানিবিজ্ঞান, ভূ-প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং প্রাক্তিজ্ঞানিক উপাদানসমূহের একটি ব্যাপক ও সমন্বিত বিশ্লেষণ।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিষ্কাশন পদ্ধতি জটিল হওয়ায় দেশের নদ-নদীর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী পানিবিজ্ঞানভিত্তিক অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে হওয়া বাছনীয়। এ সব অঞ্চলের সীমানা প্রক্রিয়াতভাবেই প্রধান নদ-নদীর গতিপথ দিয়ে রাচিত। পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য এলাকা স্বতন্ত্র একটি পানিবিজ্ঞানভিত্তিক অঞ্চল গঠন করেছে।

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় সরকারের নীতি হ'ল :

- ক. পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) পানি সম্পদের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যথার্থ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দেশের পার্বত্যবিজ্ঞান ভিত্তিক অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করবে।

খ. ওয়ারপো একটি জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডিব্রিউএমপি) প্রস্তুত ও পর্যবৃত্তে তা' হালনাগাদ করবে। এই পরিকল্পনায় সমগ্র বাংলাদেশ এবং প্রত্যেক অঞ্চলের সার্বিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে আলোকপাতসহ বল্ল, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী দিক-নির্দেশনাও উল্লিখিত থাকবে। বিভিন্ন সময়ে সরকার-নির্ধারিত পছায় বিভিন্ন সংস্থা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

গ. এনডিব্রিউএমপি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনা, পানি সংক্রান্ত সকল খাতের স্বার্থে, ব্যাপক ও সমন্বিতভাবে প্রস্তুত করতে হবে। পরিকল্পনা পদ্ধতির এই প্রক্রিয়া জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও খাতসমূহের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করবে।

এনডিব্রিউএমপি-র সামষ্টিক ক্রপরেখার আওতায় :

ঘ. সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার এনডিব্রিউএমপি-র নির্দেশনা ও অনুমোদিত সরকারী প্রকল্প মূল্যায়ণ সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা অনুসারে উপ-আঞ্চলিক ও স্থানীয় পানি-ব্যবস্থাপনা প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনডিব্রিউসি) যে কোন আন্তঃসংস্থা বিরোধের নিষ্পত্তি করবে।

ঙ. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সবধরনের প্রধান ভূপরিষ্ঠ পানি উন্নয়ন প্রকল্প এবং এক হাজারের বেশী হেক্টারের কমান্ড-এরিয়া সম্বলিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (এফসিডিআই) প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। স্থানীয় সরকার এক হাজার হেক্টার অথবা তার কম আয়তনের কমান্ড এলাকার এফ.সি.ডি.আই প্রকল্প, একটি আন্তঃসংস্থা প্রকল্প মূল্যায়ণ কর্মসূচি কর্তৃক চিহ্নিত ও মূল্যায়িত হবার পর, বাস্তবায়ন করবে। আন্তঃসংস্থা বিরোধ নিরসনে সরকার-নির্ধারিত পছা অনুসৃত হবে।

চ. সরকারী অর্থপৃষ্ঠ যেকোন ভূপরিষ্ঠ পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (প ও র) প্রক্রিয়ায় প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয় সরকার (পরিষদসমূহ) কার্যতঃ এসব কাজ সমন্বয়ের ব্যাপারে প্রধান সংস্থা হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। অংশগ্রহণমূলক এ প্রক্রিয়ায় এলাকাভিত্তিক শ্বেচছাসেবী গ্রুপ এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহের ওপর নির্ভর করা হবে।

সরকার এছাড়াও আরো যা করবে :

- ই. পানি এবং ভূমি ব্যবহারের যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণে বিধি, পদ্ধতি এবং নির্দেশাবলী প্রণয়ন।
- জ. পানি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধি, পদ্ধতি ও নির্দেশাবলী প্রণয়ন ও তা পর্যাবৃত্তে সংশোধন।
- ঘ. সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামাজিক এবং পরিবেশগত মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করণ।

সরকার সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে যা করবে :

- এৱ. ব্যারাজ এবং অন্যান্য কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত ব্যবস্থাদির মাধ্যমে প্রধান নদীগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ।
- ট. সেচ, মৎস্য, নৌ-চলাচল, বনায়ন ও অন্যান্য জলজপ্রাণী সংরক্ষণসহ বহুমুখী ব্যবহারের জন্য প্রধান নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন।
- ঠ. নাব্যতা এবং যথাযথ নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্রক্ষার লক্ষ্যে জলপথের পলি অপসারণ।
- ড. শুকনো মওসুমের চাহিদা মেটানোর জন্য সকল উৎস থেকে পানির প্রাপ্যতা এবং ভূমির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঘাটতি এলাকা চিহ্নিত করা।
- ঢ. পানির গুণগত মান সংরক্ষণ এবং পানি ব্যবহারে দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ণ. বন্যা এবং খরা জাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আগাম সতর্কীকরণ ও বন্যা নিরোধন (ফ্লাউ প্রক্ষিং) পদ্ধতির উন্নয়ন।
- ত. বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং জীবন, সম্পত্তি, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, কৃষিজমি এবং জলাশয় ইলিত পর্যায়ে সংরক্ষণকল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা ভবিষ্যত কার্যক্রম নির্ধারণ করবে :

১. মহানগর এলাকা, বিমান ও সমুদ্র বন্দর এবং রণানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মত অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হবে। জেলা ও উপজেলা শহর, গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা এবং ঐতিহাসিক স্থানসমূহকেও ক্রমান্বয়ে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে বন্যানিয়ন্ত্রণ সুরিধা প্রদান করা হবে। বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর আওতাধীন এলাকা ব্যতীত অন্যান্য পল্লী এলাকায় জনগণকে বিভিন্ন বন্যা নিরোধক পস্তু যেমন বাড়ি-ঘর, হাট-বাজার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি অবকাঠামোগুলির ভিত্তি বন্যার

সমতলের উপরে উন্নীতকরণ এবং বন্যার প্রকৃত অনুযায়ী শস্য-ক্রম পুনর্বিন্যাস করতে উৎসাহিত করা হবে।

২. ভবিষ্যতে নির্মিতব্য জাতীয় ও আঞ্চলিক জনপথ, রেলপথ এবং যাবতীয় সরকারী ভবন ও অবকাঠামোসমূহকে সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত পানিস্তরের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হবে। বিদ্যমান কাঠামোর পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই নীতি অনুসৃত হবে।
৩. সকল সড়ক ও রেলপথের বাঁধের পরিকল্পনায় অবাধ নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হবে।
- খ. নদীভাঙ্গনজনিত সমস্যা নিরসনের জন্য দেশব্যাপী জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনার মাধ্যমে ভূমিধূস, ভূমিহীনতা ও দেউলিয়াকরণ রোধের লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- দ. সমুদ্র ও নদীবক্ষ থেকে ভূমি পূনরুদ্ধার প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৪.৩ পানির অধিকার এবং বন্টন

পানির মালিকানা রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত, ব্যক্তির ওপর নয়। পানির সুষম বন্টন, দক্ষ উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার সুষ্ঠু বন্টনের অধিকার সংরক্ষণ করে। খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং জনস্থান্ত্র ও পরিবেশগত শুद্ধতার প্রতি হৃষিকসৃষ্টিকারী ভূগর্ভস্থ পানিস্তর দূষণের মতো প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্টি বিপর্যয়কালে সরকার পানির ব্যবহার পুনর্নির্ধারণ করার নির্দেশ দিতে পারে। পানি সরবরাহ প্রশ্নে বন্টন বিধি হবে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে- কে পানি পাবে, কি উদ্দেশ্যে পাবে, কি পরিমাণ পাবে, কোন সময় ও কত সময়ের জন্য পাবে এবং কোন পরিপ্রেক্ষিতে পানির ব্যবহার সংকুচিত হতে পারে। শুক মওসুমে নদীবক্ষে প্রাপ্তার প্রয়োজন (পরিবেশ-গুণগতমান, লবণাক্ততা দমন, যৎস্য ও নৌ-চলাচল), নদী থেকে উত্তোলন (সেচ, পৌর, শিল্প ও বিদ্যুৎ) এবং ভূগর্ভস্থ আধার থেকে আহরণ ও পুনর্ভরণের লক্ষ্যে বন্টন বিধি গড়ে তোলা হবে। অভোগজনিত ব্যবহারের (যেমন নৌচলাচল) জন্য বন্টন জলাশয়ের ন্যূনতম সমতল/গভীরতা নিশ্চিত করার ইঙ্গিত দেয়।

এমতাবস্থায়, প্রয়োজন অনুসারে পানি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারের নীতি নিম্নরূপে পরিচালিত হবে :

- ক. চিহ্নিত ঘাটতি অঞ্চলে নির্দিষ্ট অঞ্চলিক ভিত্তিতে সরকার বন্টন ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

- খ. সাধারণভাবে, সংকটকালীন সময়ে ঘাটতি অঞ্চলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে পানিবন্টন হবে নিম্নোক্ত ক্রমানুসারেঃ গার্হস্থ্য ও পৌর ব্যবহার, নৌ-চলাচল, যৎস্য এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীদের জন্য অভোগজনিত ব্যবহার, নদীর গতি প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য চাহিদা এবং অন্য ভোগ ও অভোগজনিত ব্যবহার যেমন- সেচ, শিল্প, পরিবেশ, লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা এবং বিনোদন। তবে উল্লিখিত অগ্রাধিকারের তালিকা কোন নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এই পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে এলাকাবাসীদের সমরোতার ভিত্তিতে হওয়া বাস্তুনীয়।
- গ. পুনর্ভরণযোগ্য অগভীর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর রক্ষার জন্য সরকার চিহ্নিত ঘাটতি অঞ্চলে পানির উত্তোলন জনগণের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে নিয়ন্ত্রণ করবে।
- ঘ. প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য খরা পরিবীক্ষণ ও আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। বৃষ্টির পানি, ভূপরিষ্ঠ পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজন ব্যবহার, পানির চাহিদা পূরণের বিকল্প প্রয়োজন কে যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে এবং পৌনঃপুনিক মৌসূমী পানির ঘাটতির অভিজ্ঞতার আলোকে, এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। আপৎকালীন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার অনুসারে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার সীমিত রাখার পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ধরনের অতি অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।
- ঙ. সরকার ঘাটতি অঞ্চলে মারাত্মক খরাকালীন সময়ে পানির সুষ্ঠু বন্টনের জন্য স্থানীয় সরকার বা সরকারের বিবেচনায় উপযুক্ত যে কোন স্থানীয় সংস্থাকে ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। তারা পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট রূপরেখার ভিত্তিতে গোটা ব্যবস্থা ও বিধি-বিধান প্রয়োগ পরিবীক্ষণ করবে।
- চ. বেসরকারী বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকার বেসরকারী এবং এলাকাভিত্তিক কোন সংস্থাকে ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির অধিকার অর্পণ করতে পারে।
- ছ. ভূপরিষ্ঠ পানির অধিকার নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে পরিবহন চ্যানেল রক্ষার জন্য ন্যূনতম প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৪ সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সুবিধাভোগকারী সরকারী ও বেসরকারী খাত, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সম্পত্তি প্রয়োজন। সরকারী পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কার্যকারিতা ও

চৃড়ান্ত সাফল্য জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বত্ববোধের ওপর নির্ভরশীল। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা শুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ ব্যতিরেকে, গোষ্ঠীর সম্পদ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ গোষ্ঠী দ্বারাই পানির প্রধান সংগ্রাহক ও পরিবাহক এবং পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষায় তারা মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি, ফসল তোলার পূর্ব ও পরবর্তী কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

সরকারী ও বেসরকারী খাতের সংশ্লিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে সরকারের নীতি নিম্নরূপ :

- ক. পানি কর্মসূচীতে সরকারের বিনিয়োগ, গণ সম্পদ (public good) সৃষ্টি অথবা বাজারের ব্যর্থতার নির্দিষ্ট সমস্যা মোকাবিলা এবং নির্দিষ্ট গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিচালনা।
- খ. সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে ও সংঘাত এড়াতে পানি সম্পদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন সরকারী সংস্থার নীতি ও কর্মসূচী অন্যান্যসকল সরকারী বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধন।
- গ. পানি সংক্রান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক, যতদূর সম্ভব, তাদের দায়িত্ব পালনে উপকৃত গোষ্ঠী এবং সংস্থার অগাধিকার সংরক্ষণ করে বেসরকারী সরবরাহকারীদের ব্যবহার।
- ঘ. পৌর এলাকার প্রকল্প ছাড়া সরকারী পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০০০ হেক্টের কমাত্ত এরিয়া সম্বলিত প্রকল্প পর্যায়ক্রমে স্থানীয় ও গোষ্ঠী সংগঠনগুলোর কাছে হস্তান্তর এবং স্থানীয় সম্পদের মাধ্যমে তার পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অর্থায়ন করা।
- ঙ. পৌর প্রকল্প ছাড়া সরকারী পানি প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৫০০০ হেক্টেরের বেশী কমাত্ত এরিয়া সম্বলিত প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে ইজারা, রেয়াত অথবা ব্যবস্থাপনা চুক্রির মাধ্যমে বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করা হবে। তবে তা অবশ্যই উন্নত প্রতিযোগিতামূলক ডাক/টেলার পদ্ধতির আওতায় হতে হবে। বিকল্প হিসাবে স্থানীয় সরকার ও গোষ্ঠী সংগঠনসমূহের সাথে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অব্যাহত রাখতে পারে।
- চ. এক হাজার হেক্টের বা তার কম কমাত্ত এরিয়া সম্বলিত এফসিডি ও এফসিডিআই প্রকল্পসমূহের মালিকানাস্তু পর্যায়ক্রমে স্থানীয় সরকারের কাছে হস্তান্তর, তবে যে প্রকল্প উপকৃত/গোষ্ঠী সংগঠনসমূহের দ্বারা ইতোমধ্যে সভোষণকভাবে পরিচালিত, শুরুতে সেগুলো হস্তান্তর করা।

- ছ. দক্ষতার সঙ্গে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য উপরোক্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, স্থানীয় গোষ্ঠী সংগঠনকে তথ্য সরবরাহ করা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান।
- জ. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় গোষ্ঠী সংগঠনে নারীর মূখ্য ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ঝ. সরকার, উপরোক্ত নীতির সুষ্ঠু ও দক্ষ বাস্তবায়নকল্পে যেখানে প্রয়োজন, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন করবে ও ভবিষ্যতে সকল প্রতিষ্ঠানের কাঠামো সেভাবে তৈরী করবে।

৪.৫ পানি খাতে সরকারী বিনিয়োগ

সরকার ঘনে করে সুষ্ম, দক্ষ ও কার্যকর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রকল্প মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিন্ন বিশ্লেষনাত্মক রূপরেখা প্রয়োগ অতি প্রয়োজন। একটি এলাকার পানির চাহিদার যথাযথ বহুবিধ বিশ্লেষণ, বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার বিকল্পসমূহকে সূত্রবদ্ধ করতে পানির বিভিন্ন উৎস, বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আন্তঃসম্পর্ক এবং বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা ও উদ্দেশ্যের মিথ্যক্রিয়া অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অবকাঠামোতে বিনিয়োগ জনগণকে স্থানচুত করতে পারে এবং পরিবেশও বিষ্ণিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাপক পানি সম্পদ পরিকল্পনার মূল্যায়নে এবং সুনির্দিষ্ট প্রকল্প বিবেচনাকালে আন্তঃখাত সংশ্লেষণের প্রতি দৃষ্টিনির্বেশ করতে হবে।

এ বিষয়ে সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নোক্ত বিষয় নিশ্চিত করা :

- ক. পানি সম্পদ প্রকল্প, যতোটা সম্ভব বহুমুখী প্রকল্প হিসেবে গড়ে তোলা এবং এসব প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন থেকে পরিবীক্ষণ পর্যন্ত সবকিছুই একটি সমর্পিত বহুবিষয়ক (multidisciplinary) দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে সম্পন্ন করা।
- খ. সকল প্রকল্পের পরিকল্পনা ও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা বা জিপিএ, জনগণের অংশগ্রহণের নির্দেশনা বা জিপিপি, পরিবেশগত প্রভাব নির্দেশনা বা ইআইএ এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত অন্য সকল নির্দেশনা অনুসরণ করা।

- গ. পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও প্রকল্প মূল্যায়নের অংশ হিসেবে গাণিতিক ও ভৌত মডেলিং, আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ, বুঁকি বিশ্লেষণ ও একাধিক নির্ণয়ক বিশেষণের মতো সকল প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ও মূল্যায়ন নীতি নিয়মিতভাবে প্রয়োগ ও তার অনুশীলন করা।
- ঘ. সরকারী পানি প্রকল্পের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য কোন উপযুক্ত সময়ে পুঁজি প্রত্যাহারের বিধানসম্মতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- ঙ. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারী এবং নিম্ন আয়ের পানি ব্যবহারকারীদের স্বার্থ পর্যাপ্তভাবে সংরক্ষণ করা।
- চ. সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার মাধ্যমে পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য অব্যাহতভাবে হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ।

৪.৬ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকা উন্নত খাবার পানির সংকটে ভুগছে। ভূপরিষ্ঠ পানি সাধারণতঃ দূষিত এবং ভূগর্ভস্থ পানি, যা এখন পর্যন্ত নিরাপদ খাবার পানির উৎকৃষ্ট উৎস, তাও দেশের বহু স্থানেই আর্সেনিক দূষণে সংক্রমিত হয়েছে। সেচের জন্য ব্যাপক মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে বহু এলাকায় পানির স্তর হস্তচালিত নলকুপেরও কার্যকর নাগালের নীচে নেমে গেছে। কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ অগভীর স্তরে চুইয়ে প্রবেশ করার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার পানি মানুষ ও প্রাণীর খাবার অনুপযোগী হতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে সমুদ্র থেকে লবণাক্ততা ভূমির গভীরে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ পানিতে ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলেছে। ব্যাপকভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে শহর ও নগর এলাকায় পানির স্তর অবনমিত হওয়ার সমস্যার সম্মুখীন। পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় এ সব সমস্যা জনস্বাস্থ্যের উপর নিশ্চিত প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূষিত খাবার পানি থেকে উদ্ভৃত ডায়ারিয়া গ্রাম অঞ্চলে মৃত্যুর একটি বড় কারণ। নগর এলাকার রোগ-ব্যাধির প্রাথমিক কারণ যথাযথ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও নিষ্কাশন সুবিধার অভাব, অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ এবং অপ্রতুল স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত শিক্ষা। নিরাপদ পানির উৎস দূরবর্তী হওয়ায় গ্রামের মহিলাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পানি সঞ্চারে বিশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হয় যা তাদের স্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতার উপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলছে।

এসব সমস্যা মোকাবিলা করতে সরকারের নীতি হচ্ছে :

- ক. বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন উপায়ে নিরাপদ সহজলভ্য খাবার পানির সুষ্ঠু যোগান নিশ্চিত করতে সংরক্ষণ।

- খ. ভূগর্ভস্থ পানিস্তর রক্ষা ও বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধান প্রধান নগর এলাকায় প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ।
- গ. জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে প্রয়োজনীয় নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; একই সঙ্গে ময়লা পানি ও আবর্জনা পরিশোধন এবং খোলা নর্দমা পুনঃস্থাপন ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান।
- ঘ. মনুষ্য-সৃষ্টি অপচয় ও দূষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে পৌরসভা ও শহরের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান।
- ঙ. পানি দূষণ ও অপচয় নিরোধকে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য স্থানীয় সরকারকেও দায়িত্ব প্রদান

৪.৭ পানি ও কৃষি

সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ভূপরিষ্ঠ পানির পাশাপাশি কৃষিতে প্রবৃদ্ধির জন্য ভূগর্ভস্থ পানিতে সেচ কাজের বেসরকারী কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে। নিষ্কাশিত পানির পুনর্ব্যবহার, পর্যায়ক্রমিক সেচ, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ন্যূনতম পানি ব্যবহারসম্ভাবনা শস্য প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহারসহ বিবিধ পদ্ধতি অবলম্বনে পানি ব্যবহারের দক্ষতার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

সেচ ব্যবস্থায় পানির বন্টন, সমতা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে দূষণের উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানের দূষণ প্রক্রিয়া রোধের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে, যেমন শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত সার ও কীটনাশক পানিবাহিত হয়ে গভীরে ভূগর্ভস্থ পানি অথবা দূরবর্তী জলাশয়ের পানিকে দূষিত করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে সরকারের নীতি হ'ল :

- ক. ক্ষেত্রে সম্ভব, খাবার পানির সরবরাহকে বিপ্লিত না করে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত রাখাকে উৎসাহিত ও সংবর্ধিত করা।
- খ. বিভিন্ন সময়ে সরকারের নির্ধারিত বিধি-বিধান সাপেক্ষে সরকারী ও বেসরকারী খাতে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির ভবিষ্যত উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

- গ. পানি সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অজনের লক্ষ্যে সেচ ও নগরের পানি সরবরাহের জন্য সকল ধরনের ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানি সংযোজক ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ঘ. পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীকে শক্তিশালী করা।
- ঙ. ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণকারী রাসায়নিক সারের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শক্তিশালী করা এবং একই কারণে সংঘটিত দূরবর্তী দূষণ প্রক্রিয়া হাসের লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণকৌশল উন্নাবন করা।
- চ. ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্বনের গতিপ্রকৃতি, ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার এবং সেগুলির গুণগত মানের পরিবর্তন পরিবীক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করা।

৪.৮ পানি ও শিল্প

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে পানি মাত্রাত্তিকভাবে লবণাক্ততা শিল্প প্রবৃদ্ধির একটি প্রধান প্রতিবন্ধক। অপরদিকে, পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরেকটি জটিল দিক হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্প কেন্দ্রের চারপাশে জলাশয়ে নির্গত অপরিশোধিত বর্জ্যের মাধ্যমে ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির দূষণ। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

- ক. পরিষ্কার ও নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা ও শিল্প থেকে উত্তৃত ময়লা পানি নির্গমনের সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনায় রেখে সরকার কর্তৃক নতুন শিল্পকেন্দ্র স্থাপনে অঞ্চল চিহ্নিতকরণ (Zoning) সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন।
- খ. পানির দূষণ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা কর্তৃক নির্গত ময়লা পানি পরিবীক্ষণ।
- গ. পরিবেশ অধিদপ্তরের (ডিওই) সঙ্গে পরামর্শক্রমে ওয়ারপো কর্তৃক সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলাশয়ে নিষ্কাশনযোগ্য বর্জ্যের মান নির্ধারণ।
- ঘ. দূষণকারী শিল্প কারখানা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দূষিত জলাশয় পরিশোধনের ব্যয়ভার নির্দিষ্ট আইনের আওতায় বহন।

৪.৯ পানি, মৎস্যসম্পদ ও বন্যপ্রাণী

মৎস্য সম্পদ ও বন্যপ্রাণী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিবেচন্য অংশ এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জীবনধারণ ও বাণিজ্যিক উদ্যোগের দিক থেকে মৎস্য সম্পদের জন্য পানির প্রাপ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

- ক. সামাজিক সুফল যে সব বিশেষ এলাকায় লক্ষ্যনীয়, সেব অঞ্চলের পানি সম্পদ পরিকল্পনায় মৎস্য ও বন্য প্রাণীকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান।
- খ. নদী ও পানি প্রয়াহে প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশের ক্ষতি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- গ. নিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়নে জলজ পানী ও অন্যান্য প্রাণীর প্রাথমিক আধাৰকূপী সৱকাৰী জলাভূমি ও বিল যথাসম্ভব পরিহারকৰণ; কাৰণ এ সব জলাভূমি জলচৰপাখী ও বন্যপ্রাণীৰ প্রাথমিক প্রয়োজন মেটায়।
- ঘ. বাওৰ, হাওৰ, বিল, রাস্তাৰ পাশে বরো-পিট প্ৰভৃতিৰ মতো জলাশয় যতোটা সম্ভব মৎস্য উৎপাদন ও উন্নয়নেৰ জন্য সংৰক্ষণ এবং এ সব জলাশয়েৰ সংগে নদীৰ বারোমেসে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।
- ঙ. পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা কোনভাৱেই মৎস্য চলাচল বিহুত কৰবে না। বৰং মাছেৰ অভিবাসন ও প্ৰজনন যাতে সুষ্ঠুভাৱে সম্পৰ্ক হতে পাৱে সেজন্য নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোগুলিতে পৰ্যাপ্ত সুবিধা সৃষ্টি।
- চ. ইঙ্গৰ লোনা পানিতে মৎস্য চাষ (একুয়াকালচাৰ) সৱকাৰ কৰ্ত্তৃক নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলেৰ মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।

৪.১০ পানি ও নৌ-চলাচল

বিপুল সংখ্যক জলপথে ন্যূনতম ব্যয়ে পৱিবহন সম্ভব বিধায় অভ্যন্তৰীণ নৌ-পৱিবহন বাংলাদেশেৰ অৰ্থনীতিতে প্ৰভৃত গুৰুত্ব বহন কৰে। কিন্তু পলি পড়ে ভৱাট হয়ে যাওয়াৰ কাৰণে বহু নদীপথ চলাচলেৰ অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই পলিমাটিৰ অপসাৱণ কেবল নদ-নদীগুলোতে নাব্যতা পুনৰঞ্চারেৰ জন্যই নয়, ভূপৃষ্ঠেৰ পানি নিষ্কাশনেৰ সুবিধাৰ জন্যও দৰকাৰ। এক্ষেত্ৰে সৱকাৱেৰ নীতি হচ্ছে :

- ক. পানি উন্নয়ন প্রকল্প পৱিকল্পনায় নৌ-চলাচলেৰ প্ৰতিবন্ধকতা ন্যূনতম পৰ্যায়ে সীমিত রাখা এবং প্ৰয়োজনবোধে ঐ সকল প্ৰতিবন্ধকতা নিৰসনেৰ জন্য পৰ্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;
- খ. পৌৰ এলাকাৰ ও খাৰাৰ পানিৰ প্ৰয়োজন মেটানো সাপেক্ষে নৌ-চলাচলেৰ জন্য নিৰ্দিষ্ট নদ-নদীতে ন্যূনতম প্ৰবাহ রক্ষা;
- গ. নিৰ্দিষ্ট নদীপক্ষে নৌ-চলাচলেৰ জন্য, যেখানে প্ৰয়োজন, নাব্যতা বজায় রাখতে নদী খনন (ড্ৰেজিং) সহ অন্যান্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.১১ পানিবিদ্যুৎ ও বিনোদনের জন্য পানি

বাংলাদেশে পানি বিদ্যুতের সম্ভাবনা খুব সীমিত। কারণ এর ভূমি সমতল এবং পানি সঞ্চয়ের তেমন উপযোগী জলাধার নেই। তবে ছোট ছোট ড্যাম ও ব্যারাজ এলাকায় ক্ষুদ্র পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে। পানি বিদ্যুৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবেশগত উদ্দেশ্য হলো নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহের উপর কাঠামো নির্মাণ করে তার স্বাভাবিক স্রোতকে রুদ্ধ করা। পানিবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প অনেক সময় মাছের অবাধ চলাচলকেও বিঘ্নিত করতে পারে।

‘পর্যটন সংক্রান্ত সুবিধাদির উন্নয়নে পানি সম্পদের বিনোদনমূলক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। জলাশয়, দীঘি, সমূদ্র-সৈকত প্রভৃতি স্থানে বিনোদন সুবিধাদি প্রদান করা হলে তা’ দেশের পর্যটন শিল্পেকে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে সরকারের নীতি ইচ্ছে :

- ক. অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ও পরিবেশগত দিক থেকে নিরাপদ বিবেচিত হলে ক্ষুদ্র পানিবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ।
- খ. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হবে না- এটা নিশ্চিত হলে জলাশয় ও তার আশেপাশে বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন।

৪.১২ পরিবেশের জন্য পানি

প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়রোধ এবং সংরক্ষণ, টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। দেশের বেশিরভাগ পরিবেশগত সম্পদ যেহেতু পানি সম্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত সে কারণে জাতির পানি সম্পদের অব্যাহত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিবেশ ও তার জীববৈচিত্র ধারণ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্দ্রভূমি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য জাতীয় বনসম্পদ, বিলুপ্তিয় প্রজাতি ও পানির গুণগত মান উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এ সব প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সে অনুসারে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার কর্মকাণ্ডে পরিবেশগত ক্ষতি এড়াতে বা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পানির পরিমাণ ও গুণগত মানসংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে অনন্য সম্পর্ক বিরাজমান। পানির নিম্নমান ব্যবহারভেদে বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্ত্যা বিঘ্নিত করে। কৃষি সংক্রান্ত দূষণ, শিল্প কারখানার ও গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং দূষণের উৎস থেকে শহরের দূরবর্তী স্থানের দূষণ প্রক্রিয়া ভূপরিষ্ঠ জলাশয় এবং ভূগর্ভস্থ পানির মান দ্রুত নষ্ট করে ফেলে যার কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যবস্থার সংহতি এবং জনস্বাস্থ্য উভয়ই বিপন্ন হয়। অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে রয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত ভূমিক্ষয় ও পলিমাটি ভরাট

হওয়া, জলাবদ্ধতা এবং কৃষিজমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানিস্তর নেমে যাওয়া, বন উজাড়, জীববৈচিত্র হ্রাস, আর্দ্রভূমি হ্রাস, লোন পানির অনুপ্রবেশ এবং উপকূলীয় অঞ্চলের চারণভূমি হ্রাস।

সুতরাং, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত (নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা, নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ) সংস্থা ও সংগঠনকে পরিবেশগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টিকে জোরদার করতে হবে। এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, তারা তাদের কাজ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পরিবেশগত সম্পদকে সংরক্ষণ করবে ও স্থিতাবস্থায় ফিরিয়ে আনবে। পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে সমভাবে বিবেচিত হবে। অতএব, সরকারের নীতি হলো, পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সকল সংস্থা ও বিভাগ নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করবে :

- ক. জাতীয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা (এনইএমএপি) এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এনডাইউএমপি)-র সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে পরিবেশ সংরক্ষণ, পুনরুৎসব ও গতিশীল করার পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান।
- খ. পানি খাত প্রকল্পের জন্য প্রণীত ইআইএ নির্দেশিকা ও ব্যবহারবিধি অনুসারে একটি আনুষ্ঠানিক পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নের (ইআইএ) নীতি সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্দ্ধারিত আয়তন ও পরিধি অনুযায়ী পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প অথবা পুনর্বাসন কর্মসূচীর জন্য কঠোরভাবে অনুসরণ করা।
- গ. উপকূলীয় নদীর মোহনার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য পানির চ্যানেলসমূহে উজান অঞ্চল থেকে পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করা।
- ঘ. মনুষ্য-সৃষ্টি বা অন্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হৃদ, পুকুর, বিল, খাল, জলাধার প্রভৃতির মধ্যে প্রাকৃতিক জলাশয়কে অবক্ষয় থেকে রক্ষা এবং এদের কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করা।
- ঙ. ভূগর্ভস্থ পানির প্রাকৃতিক স্তর ও পরিবেশ সংরক্ষণ করতে শহর এলাকায় সরকারী মালিকানাধীন জলাশয়, খাদ ও নিম্নাঞ্চল ইত্যাদি ভরাটের কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা।

- চ. নদী ও পানির যে কোন প্রাহপথের উপর বিদ্যমান অননুমোদিত যে কোন কাঠামো অপসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ভবিষ্যতে পানি প্রবাহে বিশ্ব ও পরিবেশগত বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ রোধ করা।
- ছ. নতুন সৃষ্ট চরে অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণাদি রোধ এবং নির্বিচারে বৃক্ষাদি নির্ধন বন্ধ করা।
- জ. বিশেষতঃ যে সব এলাকার পানির স্তর নীচে নেমে গেছে সে সব এলাকায় ব্যাপক বনায়ন ও গাছ লাগানোকে উৎসাহিত করা।
- ঝ. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে তৈরী সকল নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রণীতব্য নির্দেশিকায় “দূষণকারী ক্ষতিপূরণ দেবে” এই নীতি কার্যকর করা।
- ঝঃ. শিল্প ও কৃষি কাজে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী যাতে স্বতন্ত্র ও সমষ্টিগতভাবে বিশুদ্ধ পানির উৎস রক্ষণাবেক্ষণ করে স্ব-শাসিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে সেজন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান ও তথ্য সরবরাহ করা।

৪.১৩ হাওড়, বাওড়, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

হাওড়, বাওড় ও বিল জাতীয় জলাভূমিগুলো বাংলাদেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধারক এবং এক অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত দিক থেকে এগুলির গুরুত্ব অসীম। হাওড় এবং বাওড়গুলিতে শুক মওসুমেও যথেষ্ট গভীরতায় পানি থাকে তবে ছোট বিলগুলি সাধারণতঃ চূড়ান্ত পর্যায়ে আর্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। এই বিলগুলো প্রাবন্ধমির নিম্নতম অংশ।

এই জলাশয়গুলো আমাদের প্রাকৃতিক মৎস্য-সম্পদের সিংহভাগের উৎস এবং নানা ধরণের জলজ সবজী ও পাখীর আবাসস্থল। তা' ছাড়াও শীত মওসুমে উত্তর গোলার্ধ থেকে আগত অতিথি পাখীদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। হাওড় এবং বিলগুলো খালের মাধ্যমে নদীর সাথে সংযুক্ত। অতীতে প্রকৌশলগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনেক বিলকে তাৎক্ষণিক ফসল লাভের জন্য নিষ্কাশিত আবাদী জমিতে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরেই এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকট আকার ধারণ করে। প্রথমেই মাছ এবং গ্রামীণ জনগণের খাদ্যের উৎস কচু, শাপলা, কলমি জাতীয় জলজ সবজীর বিলুপ্তি ঘটে। বর্ষা মওসুমে প্রাবন্ধমির বর্জ্য প্রবাহমান খালের মাধ্যমে বাহিত ও শোধিত হয়ে নিষ্কাশিত হ'ত। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সেই প্রাকৃতিক শোধনক্রিয়া ব্যাহত হয়ে পরিবেশের মারাত্মক সংকট সৃষ্টি করেছে।

সরকার মনে করে যে বর্জ্য শোধন, ডুগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণ, সব জলজ ও জলচর প্রাণী ও ত্বকের অস্তিত্ব এবং সর্বোপরি পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য নিশ্চিত করতে, জলাশয়গুলোর শুধু সংরক্ষণই নয়, উপরক্ষ উন্নয়ন প্রয়োজন যাতে এগুলোকে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যায়।

এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

- ক. সাধারণতঃ জলজ পরিবেশ রক্ষা এবং নিষ্কাশনের সুবিধার্থে হাওড়, ঘাওড় ও বিল জাতীয় প্রাকৃতিক জলাশয় সংরক্ষণ।
- খ. হাওড় এলাকার জলীয় বৈশিষ্ট্য অবিহিত রেখে পানি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ।
- গ. শীতকালে যে হাওড় গুকিয়ে যায় সেগুলিতে শুষ্ক মওসুমে কৃষি উৎপাদনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ঘ. এ সমস্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমর্পিত প্রকল্প গ্রহণ।
- ঙ. বিনোদন এবং পর্যটন আকর্ষণের জন্ম জলাশয়গুলিতে উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.১৪ অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে পানির চাহিদা ও সরবরাহকে প্রভাবিত করে একপ মূল্য নির্ধারণ ও অন্য অর্থনৈতিক প্রশ্নোদনা পদ্ধতির প্রবর্তন প্রয়োজন। বিনামূল্যে পানির প্রাপ্যতা ব্যবহারকারীদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্যতার সময়েও পানির অপচয় ও নিঃশেষ করার প্রবণতা সৃষ্টি করে। আন্ত ও অন্তঃখাত পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অনুশীলন, যেখন পানির সংযোজক ব্যবহার, কৃষি ও শিল্পে পানির সাশ্রয়কারী প্রযুক্তি প্রয়োগ, পানি আহরণ, পানি স্থানান্তর এবং পানি পুনর্ব্যবহার তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন পানির অভাবের গুরুত্ব ব্যবহারকারীরা উপলব্ধি করবেন।

পানির চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যয় নির্বাহ, মূল্য নির্দ্বারণ ও অর্থনৈতিক উৎসাহ অথবা নিরুৎসাহযুক্ত একটি পদ্ধতি প্রয়োজন। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ময়লা পানি শোধনের মত সেবার পরিবর্তক মূল্য আদায়ের বিষয়টি এ্যাবৎ বিবেচিত হয়নি। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ না তুলতে পারায় সেবার মান হাস পেয়েছে এবং পদ্ধতির অবনতি ঘটেছে। এতে ক্রমাবস্থিত্বে সেবার ফলে ভোজ্যারা একসময় অর্থ পরিশোধের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। দীর্ঘমেয়াদের জন্য তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসরণীয় নীতি হচ্ছে এ সব সংস্থাকে পানি ব্যবহারের বিল ধার্য

করার ও তা আদায়ে কার্যকর ক্ষমতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিকভাবে স্বায়ত্ত্বাস্থিত সংস্থায় রূপান্তর করা। পানির সুবিধাদি ও তার পরিচালন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহারকারীদের সত্ত্বে অংশগ্রহণ আর্থিক জবাবদিহিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এক্ষেত্রে তাই সরকারের নীতি হচ্ছে :

- ক. পানি একটি আর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে এবং এর মূল্য নির্ধারণ সকল ব্যবহারকারীকে পানির দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে সজাগ করবে এবং তা সংরক্ষণে উৎসাহ যোগাবে। তবে অদূর ভবিষ্যতের জন্য বন্যা নিরাপদ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এফসিডি) থেকে অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা এই নীতিতে রাখা হয়নি। বন্যা নিরাপদ, নিষ্কাশন ও সেচ ঔরুরে (এফসিডিআই) পানি করের হার সরকারী বিধি অনুযায়ী কেবল পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের (ও এড এম) জন্য আদায় করা হবে।
- খ. সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থাসমূহকে পর্যায়গ্রহণে এদের প্রদত্ত দেস্বার জন্য মূল্য আরোপের ক্ষমতা অর্পন করা হবে।
- গ. পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার সম্পর্কে বেসরকারী পদ্ধতি, যেমন ইজারা ও অন্য আর্থিক ব্যবস্থায়, আদায় করা হবে। উপকারভোগী ও অন্য উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ওই ধরনের ইজারার ক্ষেত্রে অঞ্চালিকার দেয়া হবে।
- ঘ. মূলকাঠামো অবশ্যই পানি সরবরাহকারী ও দেস্বাভোগী জনসংখ্যার লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানির একক দাম কম হবে। কিন্তু বাসিজ্য ও শিল্পে ব্যবহারের ক্ষেত্রে তা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাবে। ভূপরিষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ পানির মূল্যে, যতদূর সম্ভব, পানি সরবরাহের প্রকৃত ব্যবস্থাপনার দ্বারা নির্ধারিত হবে।
- ঙ. উপকারভোগীদের কাছ থেকে প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আদায়কৃত পানির মূল্য স্থানীয়ভাবেই সংরক্ষিত রেখে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্যে ব্যয় করতে হবে।
- চ. সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থা প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও পরিকল্পনা পর্যায়েই সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় বহনের প্রতিশ্রুতি আদায় ও তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।
- ছ. পানির পুনর্ব্যবহার, সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ পানির দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং অতিরিক্ত আহরণ ও দৃষ্ট প্রতিরোধের জন্য যথোপযুক্ত আর্থিক উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৪.১৫ গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা

নীতি নির্ধারকদেরকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে লাগসই প্রযুক্তি নির্বাচন ও তার তাৎপর্য ও প্রভাব সম্পর্কে অবহিত রাখা একটি গতিশীল পানি ব্যবস্থাপনা নীতির জন্য অত্যাবশ্যক। পরিবর্তনশীল পরিবেশ এবং জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জনের সর্বোন্ম পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, পরিকল্পনাবিদ, রাজনীতিবিদ ও জনগণের মধ্যে এক সাধারণ সমরোতা প্রতিষ্ঠা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত যখন ক্রমশঃ জটিল ও তথ্যকাতর হয়ে পড়ে তখন গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদানের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

- ক. বিদ্যমান পানিতাত্ত্বিক পদ্ধতি, জাতীয় পানি সম্পদের সরবরাহ ও ব্যবহার, পানির গুণগত মান এবং পরিবেশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহকারী ও গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমর্পিত করে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেস ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) গড়ে তোলা।
- খ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত পানি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা বিশ্লেষণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুসংবন্ধ গবেষণা পরিচালনার উপযোগী করে পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করা।
- গ. বন্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাঠামোগত হস্তক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি, যেমন উপকূলীয় পোত্তারসমূহের কার্যকারিতা, পুরোনুপুরুষকালে ভবিষ্যত নীতি নির্দেশনার জন্য পরীক্ষা করা।
- ঘ. সরকারের পানিব্যবস্থা কর্মসূচীর গ্রহণযোগ্যতা এবং জনগণের সমর্থন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেয়ার লক্ষ্য, নির্মিত অবকাঠামোতে জনগণের হস্তক্ষেপ (যেমন, বাঁধ কাটা) ও তার পেছনে যে সংঘাতপূর্ণ স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে, এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক বিষয়ের স্বরূপ অনুসন্ধান।
- ঙ. নিম্নোক্ত লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্তি শক্তিশালী ও উৎসাহিত করতে হবেঃ
 ১. বৃষ্টির পানি, ভূপরিষ্কৃত পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহারের জন্য লাগসই প্রযুক্তির উন্নাবন ও তার প্রচার।
 ২. অপচয় রোধ এবং পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নাবন ও তার বিকাশ নিশ্চিত করা।
 ৩. পানি ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ পেশাদার জনশক্তি সৃষ্টি।

৪.১৬ স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত অর্থনীতির প্রায় প্রত্যেক খাত ও সার্বিকভাবে সমগ্র সরকারী খাতকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই স্বার্থসংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে। প্রকল্প কাজের সকল পর্যায়ে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্তি পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম প্রয়োজনে পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে। পানি প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় একই সঙ্গে সুশীল সমাজের ভূমিকাও বৃদ্ধি করতে হবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে গড়ে তুলতে এবং তাদের মধ্যে এই ব্যবস্থার একটি চেতন ও দ্যর্থহীন সমরোতা সৃষ্টি করতে সরকার নিশ্চিতভাবেই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার আওতায় নীতি-নির্ধারণী সকল পর্যায়ে স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের নীতি হচ্ছেঃ

- ক. পানি উন্নয়ন প্রকল্পে জনসাধারণের অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশিকা (জিপিপি) প্রকল্প পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক অনুসরণ।
- খ. পানি ব্যবহারকারী গ্রুপ (ডাইভাইজি) ও অনুরূপ গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন তৈরীর জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন।
- গ. যে কোন সরকারী পানি প্রকল্পের ন্যূনতম শতকরা ২৫ ভাগ মাটির কাজ সাধারণত উদ্বিষ্ট গোষ্ঠী বা সুবিধাভোগীদেরকে বরাদ্দ করা।
- ঘ. পানি সম্পদের অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনায় ভূমিহীন ও অন্য অনগ্রসর গ্রুপকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার বিষয় নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল উপায় অনুসন্ধান ও সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ কোন সামাজিক গোষ্ঠী অথবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব করলে তার বাস্তবায়ন তখনই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে যখন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মোট খরচের একটি নির্দিষ্ট অংশ সুবিধাভোগীরা নিজেদের মধ্য থেকে বহন করতে প্রস্তুত থাকবেন।

৫. আতিথানিক নীতি

জাতীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপকভিত্তিক সমর্বয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কার ও গোষ্ঠীভিত্তিক নতুন

প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি প্রয়োজন। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অনেক পানি ব্যবহারকারী খাত, রাজনৈতিক সীমা এবং ভৌগলিক ও পানিতাত্ত্বিকভাবে বহুবিধ এলাকাকে অতিক্রম করে। পরিবেশগত সম্পদ ব্যবস্থাপনার নীতি ও নির্দেশনাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রশাসনের জন্য যথার্থভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান অত্যাবশ্যক।

সরকার সংস্কার কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনা দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনমত বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করবে। প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণ করা হবে। প্রথমতঃ সরকারের প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও পরিচালন কার্যক্রম থেকে নীতি নির্দ্বারণ, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রমকে পৃথক করা হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও পরিচালনাগত কার্যক্রমের জন্য জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হল :

- ক. পানি খাত সম্পর্কিত সবরকম কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করবে। নির্দিষ্ট সময়সত্ত্বে সরকার পানি খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের উপর অর্পিত অনুশাসনসমূহ পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে তাদের স্ব-স্ব ভূমিকা নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে যাতে পরিবর্তনশীল চাহিদা ও অগ্রাধিকারের আলোকে দক্ষ ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।
- খ. জাতীয় পানি সম্পদ (এনডিইউআরসি) দেশের সকল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় করবে, বিশেষতঃ
- ১. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের নীতি প্রণয়ন;
- ২. জাতীয় পানি সম্পদের সর্বোত্তম ও ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান;
- ৩. জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন তদারকী;
- ৪. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য দক্ষ প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশে নির্দেশনা প্রদান;
- ৫. পানি খাতের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যথার্থ সমন্বয় সাধনের জন্য নীতি নির্দেশনা প্রদান;
- ৬. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার যে কোন বিষয়ের দিকে প্রয়োজনমত দৃষ্টি প্রদান।
- গ. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নিবাহী কমিটির (ইসিএনডিইউসি) দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ :

১. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের প্রয়োজন অনুসারে পানি সম্পদের সংগে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃখাত সমন্বয় সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নীতি নির্দেশ করা।
২. উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগের জন্য নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের পানি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা দেয়া।
৩. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর পর্যবৃক্তে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদকে অবহিতকরণ ও উপদেশ প্রদান।
৪. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে তার উপর অর্পিত অন্য কোন দায়িত্ব পালন করা।

ঘ.

ওয়ারপো দেশের সামষিক পানি সম্পদ পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করবে। ইসিএনডব্লিউসি-এর নিবাহী সচিবালয় হিসাবেও নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান দায়িত্ব পালন করবেঃ

১. ইসিএনডব্লিউসি -কে প্রশাসনিক, কারিগরী, ও আইনগত সহায়তা প্রদান।
২. পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট ভূমি ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নীতি, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ে ইসিএনডব্লিউসি-কে পরামর্শ প্রদান।
৩. জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের অনুমোদনের জন্য জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ এবং নির্দিষ্ট সময়সূচীতে তা হালনাগাদকরণ।
৪. জাতীয় পানি সম্পদ ডাটাবেস (এনডব্লিউআরডি) ও তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন ও হালনাগাদকরণ।
৫. বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত পানি সম্পদ খাতের অঙ্গভুক্ত জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য “ক্লিয়ারিং হাউজ” হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং বিবেচ্য প্রকল্প এনডব্লিউএমপি-এর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা এ বিষয়ে ইসিএনডব্লিউসি-এর নিকট প্রতিবেদন পেশ করা।
৬. জাতীয় পানি নীতি এবং বাংলাদেশ পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা কৌশলে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী পূরণের জন্য ইসিএনডব্লিউসি-র চাহিদা অনুসারে কোন বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনা।
৭. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

- ঙ. গোষ্ঠী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সুশীল সমাজের সহায়তায় মাঠপর্যায়ের তৃণমূল প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নে সরকার মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।
- চ. পানি ব্যবহারকারীদের কাছে জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য সরকারী পানি প্রকল্পে একটি প্রশিক্ষণ অংগ অত্তর্ভুক্ত থাকবে যা প্রকল্প কাজের প্রতিটি পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা পরিবীক্ষণ করবে।

৬. আইনগত কাঠামো

পানি নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত আইনগত কাঠামো নির্ণয় করা একটি মৌলিক বিষয়। বাংলাদেশের যে কোন ধরণের পানি ব্যবস্থাপনার সংগে সম্পর্কিত বিদ্যমান আইনের কার্যকারিতার জন্য কিছু কিছু মূল বিষয়ে সম্পূরক বিধির প্রয়োজন হয়। একটি জাতীয় পানি কোডের মাধ্যমে এই নীতি কার্যকর করা হবে যার মধ্যে এর বাস্তবায়নের অনুকূল সুনির্দিষ্ট কতিপয় বিধান সম্বলিত থাকবে।

এক্ষেত্রে সরকারের নীতি হচ্ছে :

- ক. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর প্রভাব রয়েছে এমন আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি-বিধান নির্দিষ্ট সময়ান্তে পর্যালোচনা করা এবং পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন উপর্যাতের মধ্যে দক্ষ সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রস্তাব আনয়ন।
- খ. পানি সম্পদের মালিকানাস্ত্ব, উন্নয়ন, আবন্টন, ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং ক্ষয় থেকে রক্ষা সংক্রান্ত আইন সংশোধন ও সংহত করতে একটি জাতীয় পানি কোড প্রণয়ন।

১৬. জাতীয় পর্যটন নীতিমালা, ১৯৯২

১. পটভূমি:

১.১ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যটন শিল্প অভ্যন্তরীণ অথবা আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে নাই। এই সময়ে সীমিত সংখ্যক ধনী, সৌখিন, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, দেশ বিদেশ ভ্রমণে আগ্রহী কিছু সংখ্যক লোক ও পরিব্রাজকদের চিন্ত বিলোদনের মাধ্যম হিসাবে পর্যটন ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিগত চার দশকে এই অবস্থার আমুল পরিবর্তন হইয়াছে এবং পর্যটন একটি শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বিশ্বে অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছে এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির ব্যাপারে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পর্যটন শিল্প এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ব্যবসা বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত।

১.২ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়নের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক দূরত্ব অতিক্রম সম্ভবপর বলিয়া এই শিল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর সংযোগ সাধন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার বিনিয়য় এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা ও বিশ্ব আত্মবোধ বিকাশের সহায়ক হিসাবে পর্যটন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মাধ্যমে পরিণত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই উপলক্ষি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং জাতিসংঘের উদ্যোগে পর্যটন শিল্পের জন্য যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন প্রদান করিবার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে বিশ্ব পর্যটন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশ এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ। ইহা ছাড়া, ইউ এন ডি পি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আই এম এফ, ইউনেসকো, ই ই সি, এসকাপ, এডিবি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং বহুজাতিক সংস্থা নানা প্রকার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান হারে সহায়তা প্রদান করিতেছে।

২. পর্যটন বহুমাত্রিক শিল্প

২.১ পর্যটন শিল্প বহুমাত্রিক (Multi-Dimensional)। এই শিল্পের বিকাশের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা (পরিকল্পনা কমিশন), পুঁজি বিনিয়োগ (অর্থ বিভাগ ও ব্যাংক), আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য সংগ্রহ (অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ), ভৌত কাঠামোগত সুবিধাদি স্থাপন (সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ, রেলপথ বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পৃত মন্ত্রণালয়) ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহের সংরক্ষণ, চারু ও কারু শিল্পের লালন (সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়) বিদেশীদের গমনাগমন সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সহজীকরণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজৰ বোর্ড এবং বাংলাদেশ ব্যাংক), হস্ত শিল্পের উন্নয়ন (শিল্প মন্ত্রণালয়), বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়) বিমান বন্দরের যাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতকরণ (বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ), বৈদেশিক প্রচার ও বিপণন (বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ বিমান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও রপ্তানী উন্নয়ন ব্যৱৰ্তো), নদী পথে ভ্রমণ (নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়) ইত্যাদি ব্যবস্থার কার্যকরী সময় একান্ত অপরিহার্য। ইহা ছাড়া হোটেল ও মোটেল নির্মাণ, চিত্র বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি, দলবদ্ধভাবে পর্যটকদের চলাফেরার (প্যাকেজ টূর) জন্য বিশেষ ধরনের যানবাহনের ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন।

২.২ পর্যটন আকর্ষণসমূহ বাজারজাত করিয়া পর্যটকদের বাংলাদেশ ভ্রমণে আগ্রহী করিতে হইলে তাহাদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাদিও গড়িয়া তুলিতে হইবেঃ-

- ক) আবাসিক ব্যবস্থা ;
- খ) দেশের অভ্যন্তরে সড়ক, নৌ ও আকাশ পথে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা;
- গ) পানাহারের ব্যবস্থা ;
- ঘ) চিত্রবিনোদনের ব্যবস্থা ;
- ঙ) “সাইট-সিয়িং” টূরের ব্যবস্থা ;
- চ) ‘সুভেনির/হস্ত শিল্প বিক্রয়ের ব্যবস্থা ;

ছ) পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং দেশের অভ্যন্তরে গমনাগমনের বিধি-নিষেধের কড়াকড়ি ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা।

৩ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

- ৩.১ প্রাকৃতিক ও মানব নির্মিত বিভিন্ন প্রকার বস্তু পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল সমুদ্র সৈকত, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নির্দশন, বন সম্পদ ও বন্য প্রাণী, নেসর্গিক দৃশ্যাবলী, উপজাতীয় জীবনধারা ও স্থানীয় কৃষি। বাংলাদেশ এই সব শ্রেণীর আকর্ষণই পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান।
- ৩.২ কিন্তু সঞ্চাবনাপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃত এই আকর্ষণগুলির উন্নয়ন সাধনপূর্বক পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়াইবার এবং কর্মসংস্থানের একটি যথাযথ ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট এবং সমর্পিত পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে গ্রহণ করা হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পরে বিদেশী সহায়তায় বাংলাদেশে কয়েকটি পর্যটন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর সহায়তায় সর্বশেষ পাঁচসালা ও প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু বিগত তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব ও অর্থ বরাদের অভাবে এবং এই শিল্পের উন্নতির লক্ষ্যে সমর্পিত কোন পর্যটন নীতি অনুসৃত না হওয়ার কারণে যেমন পূর্বের পরিকল্পনাগুলির ইস্পিত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই তেমনি সর্বশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও কোন অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে বিনিয়োগ করা হইয়াছে তাহা দ্বারা কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জিত হয় নাই। চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায়ও এই শিল্পের জন্য আর্থের বরাদ্দ অপ্রতুল। এই সকল কারণে দেশের পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ব্যাহত হইয়াছে এবং এই খাতে কাংখিত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হয় নাই ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই। তাহা ছাড়া, পর্যটন শিল্পের যথাযথ বিকাশ না হওয়ায় বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করিবার ও সমুন্নত রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয় নাই এবং দেশের জনগণ কাংখিত চিন্তিবিনোদনমূলক সুযোগ-সুবিধা হইতে বাধিত হইয়াছে।

৪. কোন কোন মহলের মতে পর্যটন খাত বাংলাদেশে কোন অঘাতিকারের উপযুক্ত নহে, কারণ এইখাতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এখনো উল্লেখযোগ্য নহে এবং দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইহার বিকাশের সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নহে। পর্যটন শিল্প প্রতিবেশী দেশ নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং ভারতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অঘাতিকার প্রাপ্ত শিল্প এবং এই সব দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং কর্ম সংস্থানের একটি প্রধান উৎস। তাহা ছাড়া, মোটামুটিভাবে একই ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজমান এমন কয়েকটি দেশেও পর্যটন শিল্পের প্রভৃতি বিকাশ ও উন্নতি হইয়াছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ইহাদের অন্যতম। যথাযথ দেশী ও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ করিতে পারিলে ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি করিতে পারিলে এই খাতের মাধ্যমে বাংলাদেশেও আরো বেশী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং বেশী লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহার ফলে পর্যটন খাতে দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের আর্থ সামাজিক কল্যাণে বলিষ্ঠ অবদান রাখিতে পারে। ইহার ফলে পর্যটন খাতে দারিদ্র্য বিমোচন ও দেশের আর্থ সামাজিক কল্যাণে বলিষ্ঠ অবদান রাখিতে পারে। ২০০০ সাল নাগাদ পর্যটন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইবে কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এবং বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই খাতে আরও বিনিয়োগ করিয়া অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে। এই প্রতিযোগিতায় অংগুহণ করিয়া বিশ্ব পর্যটন আয়ের অংশীদার হইতে হইলে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিশীল এই শিল্পের জন্য সুসমর্বিত, সুনির্দিষ্ট, বলিষ্ঠ এবং বাস্তবধর্মী একটি পর্যটন নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৫. পর্যটন নীতির উদ্দেশ্য

- ৫.১ বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করিয়া দেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাঢ়ানো;
- ৫.২ জনসাধারণের মধ্যে পর্যটনের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধিকরণ ও তাহাদের জন্য অল্প খরচে পর্যটন সুবিধাদি সৃষ্টি;
- ৫.৩ দেশের পর্যটন সম্পদের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষন;
- ৫.৪ বেশী সংখ্যক নাগরিকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ৫.৫ বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়িয়া তোলা;

- ৫.৬ বেসরকারী পুঁজির জন্য একটি স্বীকৃত বিনিয়োগের ক্ষেত্র উন্মোচন করা ;
- ৫.৭ বিদেশী পর্যটক ও দেশীয় জনসাধারণের চিন্তিবিনোদনের ব্যবস্থা করা ;
- ৫.৮ হস্ত ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও দেশের কৃষি ও ঐতিহ্যের লালন ও বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও ঐক্যমত সুদৃঢ় করা ।

৬. পর্যটন নীতির প্রধান প্রধান দিক

- ৬.১ উল্লেখিত পটভূমির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পর্যটন সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব । এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করিবার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত নীতিমালার প্রধান প্রধান বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইলঃ
- ৬.২ পর্যটনকে একটি অগ্রাধিকার প্রাণ শিল্প হিসাবে গ্রহণ করা হইবে এবং ইহা যথাযথভাবে বার্ষিক/পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হইবে ও বিভিন্ন সহযোগী বঙ্গুদেশ ও দাতা সংস্থাকে অবহিত করা হইবে ।
- ৬.৩ পর্যটন কেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন সুবিধাদি সংযোজন ও অবকাঠামো সৃষ্টির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিঃ
- দেশের পর্যটন আকর্ষণসমূহে রাস্তাঘাট নির্মাণসহ অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টেলিফোন লাইন স্থাপন, পয়ঃপ্রণালী ও গ্যাস লাইন সংযোজন ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক ভৌত অবকাঠামো সমন্বিত উন্নয়নকল্পে বার্ষিক/ পাঁচসালা পরিকল্পনায় বিশেষ বরাদ্দের সংস্থান করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে । বিশেষ করিয়া উত্তর বংগের পাহাড়পুর, সোনা মসজিদ, কান্তজির মন্দির ইত্যাদি ধর্মীয় ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের সহিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হইবে ।
- ৬.৪ বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করার বিষয়াদি
- বাংলাদেশের নিজস্ব প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় আকর্ষণগুলি বিদেশী পর্যটকদের নিকট সুন্দরভাবে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করা হইবে । তাহাদের নিকট আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষি উপস্থাপনাই অগ্রাধিকার পাইবে । তবে, ইহার সংগে কোন কোন সীমিত ক্ষেত্রে আধুনিক চিন্তিবিনোদনের কিছু উপকরণও রাখা যাইতে পারে । শুধু বিদেশীদের জন্য বিশেষ অঞ্চল/ স্থান/ নির্দেশন বা দ্বীপ চিহ্নিত করিয়া সেইগুলি উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে ।

৬.৫

বেসরকারী খাতে দেশীয় ও বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন সুবিধাদি সৃষ্টিকল্পে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করিবার জন্য পরবর্ত্তী মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সুবিধাদি বিনিয়োগকারীদের দেওয়া হয় সেইগুলি পর্যটন শিল্পের জন্যও প্রদান করা হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পর্যটন শিল্প প্রকল্পগুলিকে রাষ্ট্রনীমুখী শিল্পের সুবিধা দেওয়া হইবে। বেসরকারী খাতকে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে উদ্যোগী করিবার জন্য ঝণ প্রদান, ট্যাক্সি হলিডে, রেয়াতী হারে শুল্ক ও কর প্রদান এবং ক্ষেত্র বিশেষে কম দামে জমি বরাদ্দ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। বেসরকারী খাতের সহিত যৌথ উদ্যোগে পর্যটন সুবিধা সৃষ্টি এবং পর্যায়ক্রমে এইগুলি বেসরকারী খাতে হস্তান্তর করা যাইতে পারে। স্থানীয় পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান

৬.৬

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে সব সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সেইগুলি বাণিজ্যিক দিক হইতে মোটামুটিভাবে খরচ পোষায় এমন অবস্থায় উন্নতি করিয়া স্থানীয় পর্যটকদের নিজ দেশ ভ্রমণে উদ্বৃদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিনিয়োগ যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রসার লাভ ছাড়াও মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্ত মানুষের অবসর বিনোদনের একটি পথ উন্মোচিত হইবে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে বিশেষ করিয়া সমূদ্র সৈকত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শোভিত অঞ্চল, ধর্মীয় ও প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহে বাসস্থান ও অন্যান্য সুবিধাদির সংযোজনপূর্বক যুব পর্যটন, ধর্মীয় পর্যটন এবং কৃষিগত পর্যটন আকর্ষণ গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। এই রিষয়ে নিম্ন বর্ণিত বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবেঃ

৬.৬.১ প্রধান প্রধান ধর্মীয় এবং পুরাকীর্তিসমূহ স্থানগুলিতে স্বল্প ভাড়ার আবাসিক ব্যবস্থাদি গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে এই শিল্পের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেয়াতী হারে ব্যাংক ঝণ মঙ্গুরীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

৬.৬.২ নিবন্ধনকৃত ট্রাভেল এজেন্ট ও অপারেটরদের মধ্যে যাহারা স্থানীয় পর্যটকদের প্যাকেজ ট্যুরের ব্যবস্থা করিবে তাহাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স সুবিধাদির সংযোজন প্রদান করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, এই

জাতীয় ট্রাভেল এজেন্ট ও ট্যুর অপারেটরদের প্রতি বৎসর পুরস্কার প্রদানের বাবস্থাও প্রবর্তন করা হইবে।

৬.৬.৩ ধর্মীয় ও কৃষিসমূহ স্থানসমূহে সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ সংস্থা কর্তৃক অগ্রাধিকার প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে।

৬.৬.৪ স্থানীয় পর্যায়ে যুব পর্যটন উৎসাহিত করিবার জন্য স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত সরকারী ডাকবাংলা, রেষ্টহাউস ইত্যাদি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইবে। স্থানীয় প্রশাসন এই বিষয়ে সমন্বয় সাধনের কাজ করিবে।

৬.৬.৫ দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কয়েকটি সরকারী এবং আধা-সরকারী সংস্থার রেষ্ট হাউস/ ডাকবাংলা পর্যায়ক্রমে ‘ইকোনমি হোটেল’ রূপান্তর করা হইবে এবং বেসরকারী পরিচালনা দ্বারা ইহাদের সেবার মান উন্নয়ন করা যাইতে পারে।

৭. প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নির্দশনসমূহের সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ
বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় স্থানগুলি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষনের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যটকদের এবং বৈদেশিক পর্যটকদের আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বৌদ্ধকৃষ্ণ ও সভ্যতা সম্বলিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলির যথাযথ সংরক্ষণ এবং এইসব স্থানে মানসম্পন্ন সুযোগ-সুবিধাদির সংযোজন করিয়া বিশেষ করিয়া দূরপ্রাচ্য অঞ্চলের পর্যটকদের আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

বিদেশী ও দেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করিবার লক্ষ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, অভয়ারণ্য সৃষ্টি এবং “সাফারী ট্যুরের” ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার লক্ষ্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুন্দরবনের পর্যটন আকর্ষণ উন্নয়নের জন্য একটি মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া পর্যটকদের আকর্ষণ করিতে হইবে।
সুন্দরবনে ট্রি-টপলজ সহ অন্যান্য সুবিধাদিরও উন্নয়ন করা হইবে।

৯. কম্বোজারের সাগর সৈকত

কম্বোজার এলাকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে তাহা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। প্রয়োজনে চাহিদার আলোকে এই পরিকল্পনায় পরিবর্তন/ পরিবর্ধন করা যাইতে পারে।

১০. কুয়াকাটা ও দক্ষিণ বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকত

পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা ও দক্ষিণ বাংলাদেশের সমুদ্র সৈকতগুলি উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সমীক্ষা করিয়া প্রকল্প গ্রহণ করা হইবে ও বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. বিদেশী পর্যটকদের জন্য বিশেষ অঞ্চল/স্থান/নির্দেশন ও দীপ চিহ্নিকরণ ও উন্নয়ন

গুরু বিদেশী পর্যটকদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ অঞ্চল ও দীপ চিহ্নিত করা যাইতে পারে। বেসরকারী খাত ইহাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে, তবে সরকারী খাত অবকাঠামো তৈয়ারী ও অন্যান্য সহায়ক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিতে পারে।

১২. নদীপথে পর্যটকদের ভ্রমণের ব্যবস্থা (রীডারাইন ট্যুরিজম)

নদী মার্ত্তক বাংলাদেশের বিশাল জলপথ দেশীয় জীবন ধারার প্রতিচ্ছবি হিসাবে বিদেশীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু নদী পথে ভ্রমণের জন্য নিরাপদ এবং যথাযথ মানসম্পন্ন কোন নিয়মিত জলযানের ব্যবস্থা নাই। এই আকর্ষণ উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বহু মার্ত্তক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত যৌথ “প্যাকেজ ট্যুর” প্রস্তুত করিয়া বিপণনের মাধ্যমে বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করিতে প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। কারণ এই উপমহাদেশে নদী মার্ত্তক বাংলাদেশের বিশাল জলপথ ভিন্নধর্মী।

১৩. খেলাধুলা

আন্তর্জাতিক খেলাধুলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়াইবার লক্ষ্যে প্রতি বছর আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাদেশে আরও বেশী করিয়া খেলাধুলা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া সার্ক দেশসমূহের মধ্যে ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য জনপ্রিয় খেলাধুলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের জন্য সার্ক ফোরামের সহায়তা নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৪. বাংলাদেশে আগমন এবং বহির্গমনের জন্য বিদেশী পর্যটকদের জন্য প্রযোজ্য সীমান্ত আইন সহজীকরণ

বিদেশী পর্যটকদের বাংলাদেশে আগমন ও বহির্গমন সংক্রান্ত আইন যথা ভিসা নীতি এবং প্রতিবেশী দেশসমূহের ভিসা নীতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করিয়া এই আইনগুলি পর্যটন শিল্পের সহায়ক হিসাবে পুনর্বিন্যাস করিতে হইবে।

১৫. বিপণন ও প্রচার

বিদেশের পর্যটন বাজারগুলিতে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের বিপণন ও প্রচার নাই বলিলেই চলে। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক এই শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার একান্ত প্রয়োজন। এই বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হইবেঃ

১৫.১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যটন সংক্রান্ত প্রচারের জন্য রাজস্ব বাজেটে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বরাদ্দ রাখা হইবে। কারণ এই জাতীয় দায়িত্ব সরকারের এবং এই বরাদ্দ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে মঙ্গুরী হিসাবে প্রদান করা হইবে।

১৫.২ বাংলাদেশে ভ্রমণ, যোগাযোগ ও থাকার সুবিধা সম্বলিত লিফলেট, পোষ্টার, Brochure ইত্যাদি ঢাকাস্থ সকল বিদেশী দূতাবাস, বিদেশী এয়ারলাইন্স, বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বিতরণ করিতে হইবে।

১৫.৩ বিদেশ হইতে ‘প্যাকেজ টুর’ আনয়নের এবং আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করিবার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, সোনারগাঁও হোটেল, শেরাটন হোটেল, এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ এবং অন্যান্য ব্যক্তিমালিকানাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে অংশগ্রহণ করিবে এবং এই অংশ গ্রহণের নিমিত্তে বাংসরিক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ করা হইবে।

১৫.৪ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলি বর্তমানে তাহাদের নিজ নিজ এলাকার পর্যটন সংক্রান্ত কাজের সহিত সরাসরি সম্পৃক্ত নহে। দূতাবাসগুলি পর্যটন সংক্রান্ত বিপণনের জন্য সংশ্লিষ্ট

সকলের সহিত যোগাযোগ ও বাজার যাচন সংক্রান্ত দায়িত্বাবলী পালন করিবে। পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় পরবর্ত্তে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রদান করিবে।

১৫.৫ আন্তর্জাতিক পর্যটন বাজারের যে সমস্ত স্থানে বাংলাদেশ বিমানের অফিস আছে সেই সমস্ত স্থানে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বিমানের সহিত যৌথভাবে পর্যটন দপ্তর স্থাপন করিবে। যে সমস্ত স্থানে বিমানের অফিস নাই সেই সমস্ত স্থানে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে পর্যটন অফিস স্থাপন করা যাইতে পারে।

১৬. পর্যটন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের মূল্যায়ন

এই শিল্পের কর্মকাণ্ডের ফলাফলগত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করিয়া ভবিষ্যতের কর্মপক্ষ নির্ধারণের জন্য একটি ‘ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম’ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অধীনে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১৭. পর্যটন শিল্পের অংগতি পর্যবেক্ষণ করিয়া মূল্যায়ন করিবার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে একটি “পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেল” গঠন করিতে হইবে।

১৮. বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি

বাংলাদেশে বর্তমানে কোন বেসামরিক বিমান চলাচল নীতি অনুসৃত হইতেছে না। একটি অনুমোদিত বেসামরিক বিমান চলাচল নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতঃ আরো বেশী সংখ্যক বিদেশী এয়ারলাইন্স যাহাতে বাংলাদেশে গমনাগমন করে তাহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশে বিদেশী বিমান ও পর্যটকদের সংখ্যা বাড়িবে এবং আরও বৈদেশিক মুদ্রা আয় হইবে।

১৯. আইনগত কাঠামো /পর্যটন সংক্রান্ত আইন-কানুনের যথাযথ প্রয়োগ

বাংলাদেশে বর্তমানে ট্রাভেল এজেন্সি রেজিস্ট্রেশন আইন, ‘হোটেল ও রেস্তোরা নিবন্ধনকরণ ও শ্রেণীবিন্যাসকরণ আইন’, প্রচলিত আছে। যথাযথভাবে আইন প্রয়োগপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়নের লক্ষ্য

সহায়কের ভূমিকা পালন করিবার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে সুষমকরণ করিতে হইবে।

২০. পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

দেশে পর্যটন আকর্ষণ সমৃদ্ধি স্থানগুলিকে পূর্বে বর্ণিত মহা-পরিকল্পনার সুপারিশ অনুসারে নিম্নোক্ত ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া উন্নয়নের জন্য পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবেঃ-

- ১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকাসহ উপ-এলাকাসমূহ (কুমিল্লার ময়নামতিসহ) ;
- ২) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ;
- ৩) কক্ষবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ ও আশে-পাশের উপকূলীয় দ্বীপসমূহ;
- ৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ;
- ৫) খুলনা, মুল্লা ও সুন্দরবন, কুয়াকাটা, হিরণ পয়েন্ট ;
- ৬) সিলেটের চা বাগানসহ পাহাড়ী অঞ্চল ও মাধবপুর লেক ;
- ৭) উত্তরবঙ্গ অঞ্চল (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ও রামসাগর দীর্ঘ ইত্যাদি)।

২১. জাতীয় পর্যটন কাউন্সিল গঠন

যেহেতু পর্যটন শিল্প বহুমাত্রক এবং এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্ক সেই হেতু উচ্চতম পর্যায়ে সরকারী দীর্ঘ সুত্রিতার অবসান ঘটাইয়া অর্থবহ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই শিল্পের উন্নয়ন করিতে হইবে। এই লক্ষ্যে একটি জাতীয় পর্যটন কাউন্সিল গঠন করা হইল। এই কাউন্সিলের গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবেঃ

ক) গঠনঃ

- | | | |
|----|--|----------|
| ১) | প্রধান মন্ত্রী | - সভাপতি |
| ২) | মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় | - সদস্য |
| ৩) | মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার,
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় | - সদস্য |
| ৪) | মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | - সদস্য |
| ৫) | মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় | - সদস্য |
| ৬) | মন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় | - সদস্য |

৭)	মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৮)	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
৯)	মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১০)	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১১)	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১২)	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	- সদস্য
১৩)	মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	-সদস্য
১৪)	সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	-সদস্য-সচিব

(খ) কার্য পরিধি

- (১) পর্যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাসমূহের সার্বিক নীতিগত অনুমোদন ;
- (২) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচার ও বিপণনের জন্য সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নীতকরণ ;
- (৩) গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানসমূহে যাতায়াতের জন্য যোগাযোগ বাবস্থার উন্নয়নে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;
- (৪) পর্যটন সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণে নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রদান ;
- (৫) বেসরকারী খাতের জন্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ;
- (৬) পর্যটন উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশসমূহের পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুমোদন এবং
- (৭) বিবিধ
- (গ) অনধিক প্রতি ছয় মাস অন্তর জাতীয় পর্যটন কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ।
- (ঘ) এই সভার সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এইসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে ।

২১.২ পর্যটন নীতি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হইবেঃ-

- ১) সচিব, বেসামরিক বিমান
পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় - আহবায়ক
- ২) সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় - সদস্য
- ৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - সদস্য
- ৪) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় - সদস্য
- ৫) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড - সদস্য
- ৬) সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় - সদস্য
- ৭) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় - সদস্য
- ৮) সচিব (ভৌত অবকাঠামো), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়- সদস্য
- ৯) সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় -সদস্য
- ১০) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন -সদস্য
- ১১) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন -সদস্য
- ১২) যুগা-সচিব, বেসামরিক বিমান
পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় - সদস্য -সচিব

২১.৩ বিভাগীয় পর্যায়ে স্থানীয় পর্যটন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের জন্য সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করিয়া জনগণের জন্য চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পর্যায়ক্রমে এই দায়িত্ব অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলিতে সম্প্রসারণ করিতে হইবে।

২২. পর্যটন উপদেষ্টা কমিটি

পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিমালিকানা খাতের উদ্যোগ অপরিহার্য। এই খাতের সমস্যাবলী সময় সময় পর্যালোচনার মাধ্যমে নিরসনের জন্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি পর্যটন উপদেষ্টা কমিটি ১৯৭৭ সনে গঠন করা হয়। এই কমিটির কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী গণমুখীকরণ ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্নকরণের কাজ অব্যাহত থাকিবে।

- ২৩. বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের কার্য পরিধি পুনর্বিন্যাস**
 সরকার কর্তৃক অনুসৃত বাজার অর্থনীতির সহিত সংগতিপূর্ণ করিয়া বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস করিয়া সংস্থাকে বেসরকারী খাতের সহায়ক ও পরিপূরক সংস্থা হিসাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে।
- ২৪. পেশাগত জনবল গঠন**
 সেবামূলক পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য পেশাগত জনবল দরকার। এই জনবল সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান, লোক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়মাবলীর প্রয়োগ এবং অন্যান্য উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল ও ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনসিটিউট এর সম্প্রসারণ এবং ইহার কার্যাবলী পেশাগত দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতে হইবে।
- ২৫. পর্যটন নীতির কৌশল**
- ২৫.১ পর্যটন শিল্পকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে এই শিল্পের আর্থ-সামাজিক অবদানের কথা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং রেডিও, টেলিভিশন ও খবরের কাগজের মাধ্যমে প্রচার করিয়া এই শিল্প সম্পর্কে পর্যটন সচেতনতা সৃষ্টি করা হইবে।
- ২৫.২ দেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে সরকারী খাতে পর্যটন সংক্রান্ত যে সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সেইগুলি হইতে পর্যায়ক্রমে পুঁজি প্রত্যাহার করিয়া বেসরকারী খাতের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।
- ২৫.৩ পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পর্যটন শিল্পের প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে আরও শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবার জন্য সরকারী বরাদ্দ বৃক্ষি করা যাইতে পারে।
- ২৫.৪ বেসরকারী খাতেকে পর্যটন শিল্প বিনিয়োগে উৎসাহী করিবার জন্য ইতিমধ্যেই হোটেল ও পর্যটন সংক্রান্ত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানকে শিল্প খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। এই শিল্পের লালনের লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেয়াতী হারে পুঁজি ও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোজন করা যাইতে পারে।

- ২৫.৫ বেসরকারী খাতকে পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহী করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য সরকারী জমি দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইতে পারে।
- ২৫.৬ প্রচলিত নিয়ম-কানুনের আওতায় পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য ১৫ হইতে ২০ জন যাত্রীর উপযোগী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ এবং জলযান আমদানীর লক্ষ্যে প্রয়োজন হইলে প্রচলিত নিয়মের আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সুবিধাজনক কিসিতে আমদানি কর প্রদানের মাধ্যমে আমদানি অনুমোদন করা যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ী/ জলযান আমদানি করা হইবে তাহা হস্তান্তর করা যাইবে না এবং কেবলমাত্র পর্যটকদের জন্যই ব্যবহার করা হইবে।
- ২৫.৭ কেবলমাত্র বিদেশী পর্যটকদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ পর্যটন এলাকা স্থাপন করা হইবে। বিশেষ এলাকায় বিদেশী পর্যটকদের আবাসন, খাদ্য পরিবেশন ও চিন্তিনোদনের জন্য খেলাধূলা ও নাচ গানের বাবস্থা ইত্যাদি গ্রহণকল্পে প্রয়োজনীয় আমদানীর অনুমোদন দেওয়া হইবে। বিশেষ এলাকা পর্যটকদের বৈদেশিক মুদ্রায় সর্ব প্রকার আর্থিক লেনদেন করিতে হইবে। পটুয়াখালীর কুয়াকাটা এলাকা, কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ পর্যটকদের জন্য বিশেষ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা যাইতে পারে।
- ২৫.৮ বাংসরিক /পাঁচসালা পরিকল্পনায় পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং যে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রে সুবিধাদি গড়িয়া তুলিতে বেসরকারী খাত উৎসাহী নহে সেই সব কেন্দ্রে মূল প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলির উন্নয়নসাধনপূর্বক পর্যায়ক্রমে পুঁজি প্রত্যাহার করা যাইতে পারে।

17. Textile trade and quota policy, 1991

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Commerce
(Textile Cell)

Notification

Dhaka, the 12th March, 1991/27th Falgun, 1397

No. Com/tex/R.O/5/89-Whereas it is expedient to provide rules for the administration of textile trade and quota policy in Bangladesh;

Now, therefore, the Government of the People's Republic of Bangladesh is pleased to make the following rules, namely:-

The Textile Trade and Quota Administration Rules, 1991

1. Short title commencement and application-

- 1.1 These rules may be called the Textile Trade and Quota Administration Rules, 1991
- 1.2 They shall come into force with immediate effect.
- 1.3 They shall apply to all manufacturer exporters of textile and textile products in Bangladesh including those in a zone and STO.

2. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

- a) "Quota Allocation & Monitoring Committee" means the Quota Allocation and Monitoring Committee constituted under Rule 11(1) (a).

- b) "Agreement" means any textile agreement entered into between the Government of the people's Republic of Bangladesh and one or more importing foreign countries;
- c) "Available Quota" means the unadjusted quota in the agreement plus 20 percent (minus over shipments and plus carryover, if any);
- d) "EPB" means the Export Promotion Bureau established under the Export Promotion Ordinance, 1977 (XLVI of 1977);
- e) "BGMEA" means Bangladesh Garment Manufactureres and Exporters Association;
- f) "Manufacturer-Exporters" means a person or firm manufacturing and exporting textile and textile products and manufacturer-exporter who has no export performance prior to the commencement of the quota year;
- g) "Performance Quota" means the quota to be allocated to a manufacturer-exporter on the basis of his export performance of quota in the previous quota year;
- h) "Free Quota" means quota to be allocated to a manufacturer who had no past export performance in quota items/ categories in the previous quota year;
- i) "Quota" means the quantitative limit agreed to between the Government of Bangladesh and the Government of an importing country on the export of textile and textile products pursuant to any agreement;
- j) "Quota Period" means the time limit applicable to a quota item/category specified in the Agreement; which is usually 12 months;
- k) "Textiles' shall have the same meaning as assigned to it in Article 12 of the Multi-Fibre

Arrangement and as provided under the 1986 Protocol of Extension of General Agreement on Tariffs and Trade;

- l) "Zone" means an Export Processing Zone created under the Bangladesh Export Processing Zone Authority Act, 1980;
- m) "STO" means a State Trading Organization engaged in foreign trade;
- n) "Distressed Cargo" includes the following:
 - Before the imposition of quota-
 - i) Textile and Apparel products already manufactured and awaiting shipment.
 - ii) Raw-materials which have been received and stored in the factory.
 - iii) Raw-materials which have been shipped against back-to-back L/C.
 - iv) Back-to-back L/C opened by a unit for import of raw materials.
- o) "MHL" (Minimum Hold Level) means Restraint level of quota fixed by importing country in case of category under call,
- p) "Share-holder" means the Share-Holder of quota item or category of textiles.

3. **Registration** (1) (a) For becoming eligible to apply for a share from quota and for obtaining Visa Export Licence or Certificate of Origin a manufacturer-exporter of textile and textile products in Bangladesh including one in a Zone and STO shall be registered with the EPB. The application for registration shall be submitted in the form as prescribed by the EPB.
- b) No application shall be entertained unless it is accompanied by account payee pay order

or Bank Draft (non-refundable) amount of taka one thousand in favour of the EPB).

- 2) The registration shall be renewed each year for the following year in the month of October, November or December on payment of taka five hundred (non-refundable) by account payee pay order or Bank Draft in favour of the EPB. No quota clearance, no Visa issuance and no quota transfer shall be allowed to a manufacturer-exporter, without an up-to-date registration.
- 3) In case of loss of Registration Certificate the manufacturer-exporter may submit application to the EPB for issue of duplicate /new registration certificate in the form prescribed by the EPB on payment of taka seven hundred & fifty (non refundable) by account payee pay order or Bank Draft in favour of the EPB.
- 4) An application of a manufacturer-exporter, STO, other than one from a Zone, shall be accompanied by the following documents attested or certified by a Class I officer, by a Notary Public or by a responsible officer of Chamber of Commerce and Industry and the concerned trade Association, namely:-
 - a) registration certificate from the competent authority as manufacturer-exporter ;
 - b) Export Registration certificate from the office of the Chief Controller of Imports & Exports;

- c) Bonded Ware House Licence from the Customs authorities;
 - d) GIR/TIR as applicable;
 - e) Certificate of membership from the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association herein after referred to as BGMEA.
 - f) Any other document as may be required by the E.P.B.
- 5) An application from a manufacturer-exporter from a Zone shall be accompanied by-
- a) A certificate issued by Bangladesh Export Processing Zone Authority established under the Bangladesh Export Processing Zone Authority Act, 1980 (XXXVI of 1980) hereinafter referred to as BEPZA to the effect that the unit of the manufacturer-exporter is located within a Zone and is in operation;
 - b) Certificate of membership from the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association;
 - c) Any other document as may be required by the EPB.
 - d) The EPB, after scrutiny shall register the manufacturer-exporter unit in a Zone, STO and allocate a registration number. In case registration is refused, the EPB shall assign specific reasons for doing so.
- 6) An application from a manufacturer-exporter (other than garments unit) of textile shall be accompanied by-
- a) ERC issued by the CCI & F;

- b) Membership Certificate from concerned Association, if Any;
- c) Bonded Warehouse licence issued by the Customs Authority;
- d) Any other document as may be required by the EPB.

4. General provisions

- 1) Export promotion Bureau shall issue Certification of export, Visa certification/exemption certification, Visa waiver, certification of origin, clearance, export licence for export of textile and textile products from Bangladesh.
- 2) In order to help EPB in monitoring textile trade and quota effectively, the manufacturer-exporter may submit information, statistics, facts etc. to the EPB in a manner as prescribed by the EPB.
- 3) If a manufacturer-exporter through misdeclaration exports a consignment in a different quota period than the one declared, such export quantum shall be adjusted against his allocation in quota period of actual export.
- 4) All exports of textile and textile products relating to any particular quota period shall be completed before the expiry of the quota year. Exports made during a quota period shall be credited to that quota period and any exports made after the expiry of a quota period shall be credited to the relevant quota period of export.
- 5) The EPB shall from time to time notify for the information of the manufacturer-

exporters the item on categories of textile and textile products subjected to quota including the name of importing countries.

- 6) Application relating to quota allocation, clearance, transfer visa/export licence, certificate of origin, exemption certificate, visa waiver, etc. shall be submitted to EPB signed by the authorised signature to EPB for the above purpose.
- 5. Quota Allocation for existing agreed restraints-** (1) (a) The available quota for all categories shall be allocated under the following procedures;
- b) The percentage in the following table shall be used. The percentage for the 6th and subsequent quota years shall be the same as shown in the 5th year:

Year of Quota

	1	2	3	4	5
1. Past performance:	80	95	100	100	105
2. Local Fabrics	10	10	10	10	10
3. Free Quota	30	15	10	10	5

- 2) Past Performance Quota shall be allocated to performers according to the following rules:
 - a) Performance Quota shall be allocated to performers based on their past performance. A manufacturer-exporter who performs 95 percent or more, shall be treated as though the performers was 100 percent. Past Performance Quota shall be allocated to the basic past performers.
 - 3) The share of 10% Local fabrics quota in all categories shall be kept reserved and allocated in a manner as indicated below:

- a) A minimum of 40 percent of the local fabrics quota shall be allocated to past performers and the balance 60 percent shall be distributed among new local fabrics users equally;
 - b) Application for allocation of local fabrics quota shall be accompanied by copies of Master L/C, inland back-to-back L/C from a Local Supplier of fabrics etc.;
 - c) If a manufacturer-exporter fails to produce inland back-to-back L/C to EPB within 30 days from the date of receipt of the allocation letter, the allocation so made shall automatically stand cancelled;
 - d) No transfer of quota of local fabrics users shall be allowed.
- 4) Free quota shall be allocated according to the following:
- a) Allocation shall be given to those exporters having no export performance for 12 months preceding the commencement of the relevant quotas period;
 - b) Free Quota shall be allocated to manufacturer-exporter equally;
 - c) A manufacturer-exporter under Free Quota shall not be entitled to apply for more than 8 (eight) quota items/categories;
 - d) 5% of the Free Quota shall be kept reserved for allocation to the TCB. The application of TCB for allocation of quota shall be considered in relation to export of garments to Japan, East Europe and the non EEC countries;

- e) Free Quota shall be allocated to manufacturer-exporter equally;
- f) A manufacturer-exporter shall not be entitled to Free Quota in a category if he received an allocation of Free Quota in the previous year but failed to export it;
- g) A manufacturer-exporter having past performance shall, at the time of application, have the option to surrender this claim for performance quota and to apply for Free Quota instead. In such an event his share of the performance quota shall be transferred to the available Free Quota. Allocation of such optees shall be governed by the same rules applicable in the case of distribution of Free Quota.

6. **Allocation of Quota in Categories having Sublimits-**

(1) The procedure for allocation of quota for sublimits shall be the same as stated at rules 5(1) and (2) The exporters of garments of the categories having sublimits must use quota for both sublimit and other limits as mentioned in their quota allocation letter;

(2) In case of transfer of quota of the category having sublimits, the intending transfers must indicate in their application seeking such transfers whether the quantity is of sublimit or of general limit.

7. **Quota Allocation For New Restraints-**

(1) Quota shall be allocated on pro-rata basis among manufacturer-exporters who have distress cargo. After the imposition of a new restraint the EPB shall

determine the quantum of distressed cargo in the following manner:

- a) Textile and Apparel products already manufactured and awaiting shipment;
 - b) Raw materials have been received and stored in the factory;
 - c) Raw materials which have been shipped against back-to-back L/C;
 - d) Back-to-back L/C opened by units before imposition of quota for import of raw materials;
- (2) Any quota remaining after allocation of MHL, shall be allocated on a pro-rata basis to the manufacturer-exporter with past performance in the 12 months preceding the month of the imposition of the restraint.
- (3) After reaching agreement on a quota level any quota available shall be allocated under the provisions of Rule-5.
- (4) Export of distressed cargo in the first quota year shall not be reckoned as performance in the following year.

8. Announcement of Quota Holding- (1) For the purpose of enabling a manufacturer-exporter to maintain smooth flow of exports, advance allocation for the quota year following a given quota year upto a maximum of 75% on the basis of his previous years performance may be given as advance from the next quota years performance share latest by the 11th month of the quota year. The advance allocation so made shall be adjusted against his quota entitlement in the following year during final allocation.

- (2) EPB shall provide to each manufacturer-exporter information relating to his performance by category based on Visa issued in a particular quota year. Such performance shall be the basis for allocation of performance quota in the following year.
9. **Application for Free Quota-** An application for Free Quota shall be submitted in the form prescribed by the EPB.
10. **Transfer of Quota-** Transfer/mutual exchange of quota shall be allowed. However, such transfers shall be allowed up to 30th November in the case of Canada and 31st December in the case of U.S.A. during the quota year. No transfer of local fabrics quota and quota allocated under Rule-7 be allowed.
11. **Committees-** (1) The Ministry of Commerce shall constitute the following Committees:
- A Quota Allocation and Monitoring Committee consisting of the representatives of the Ministry of Commerce, the EPB & the BGMEA prescribing the terms of reference;
 - An Appellate and Review Committee consisting of the representatives of the Ministry of Commerce, the EPB, BEPZA and the BGMEA prescribing the terms of reference.
- (2) The Appellate Committee shall give its decision on an appeal within thirty days from the date of receipt of such appeal.

12. **EPB to Make Random Check-** EPB may at any time, make random check of manufacturing units to ascertain/scrutinise the correctness of any application, statement, document submitted by manufacturer-exporter.
13. **Penalty-** (1) If any manufacturer-exporter or any person makes signs or fuses or causes to be made signed or used any declaration, statement or document in the transaction of any business in relation to textile trade and /or pertaining to these rules which is false in material particular he shall be debarred from allocation of quota in subsequent year/years in any particular category and or be liable to any penal action as the Government may deem fit.
(2) Violation of any provision/provisions of these Rules by the manufacturer-exporter may render the delinquent units liable to be debarred from allocation of quota and any other penal action as the government deem fit.
14. **Amendment of Rules-** The Ministry of Commerce may have the power to amend, alter, rescind all or any of the provisions of these rules.
15. **Repeals And Savings-** (1) All orders made, rules or instructions issued, before the commencement of these Rules, shall stand repealed;
(2) Notwithstanding the repeal under sub-rule(1) all actions taken and all decision or orders given under the repealed instructions shall be deemed to have been taken or given under these rules.

ডঃ মিয়া মুহাম্মদ আইসুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমানসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং লোক প্রশাসনে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উন্নয়ন প্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনস্থ ইউএসটিআই থেকে ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (বিসিএস) যোগদান করেন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব হিসেবে সচিবালয়ে কর্মরত। তিনি বিসিএস গাইড সহ কয়েকটি ছাত্রের রচয়িতা। বিভিন্ন জার্নাল, সাময়িকী ও পত্রপত্রিকায় তাঁর বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

আবুল কাসেম হায়দার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিভাগ হতে সম্মান এবং একই বিভাগ হতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ বিভাগের গেটে লেকচারার। বর্তমানে ইয়ুথ এক্ষেপ (রঞ্জননিমুখী ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান), বাংলাদেশ অধৈনেতিক উন্নয়ন ফোরাম, বাংলাদেশ উপকূল উন্নয়ন পরিষদ, বাংলাদেশ সুইৎ থ্রেড এক্সপোর্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন-এর চেয়ারম্যান।

আবুল কাসেম হায়দার প্রণীত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি তালিকায় আছে বাংলাদেশ শিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা, শিল্পায়ন ও উন্নয়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস ইত্যাদি।

